নজির-সার-সংগ্রহ।

ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট, কলিকাতা বিভাগ।

শ্রীশ্যামাকান্ত নাগ এম্ এ, বি এল্

সঙ্কলিত।

শ্রীশশিকুমার নাগ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

ঢাকা-গিরিশযন্ত্র।

মুন্সি মওলাবক্স প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯০ সন।

মূল্য ৪৲ চারিটাকা মাত্র।

ভূমিকা।

অনধিক বিংশতি বৎসর যাবৎ বঙ্গভাষায় ল রিপোর্ট প্রকাশিত হইতেছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই দীর্ঘকালমধ্যে ঐ সমস্ত ল রিপোর্টের ডাইজেষ্ট অর্থাৎ সার-সংগ্রহ অদ্যাপি সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয় নাই। ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যবহারজীবীই ইহার অভাব অনুভব করিতেছেন, সন্দেহ নাই। এই অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূরীকরণার্থ "নজির সার-সংগ্রহ" প্রকাশিত হইল। আশা করি ব্যবহারজীবী মাত্রেই ও সর্ব্বসাধারণ ইহার প্রতি অনুকম্পা দৃষ্টি করিবেন। এই ভাগে ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট, কলিকাতা বিভাগের দেওয়ানী ও ফৌজদারী নিষ্পত্তি সমূহের সারভাগ স্বতন্ত্ররূপে বর্ণমালা ক্রমে সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত হইল। অনুবাদ কার্য্য যে প্রকার দুরূহ, তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। বিশেষতঃ, বঙ্গভাষায় প্রচলিত পারিভাষিক শব্দের যেরূপ অভাব, তাহাতে অনুবাদ কার্য্য স্থানেং সমুহ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। যাঁহাদের প্রয়োজন সাধন জন্য গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল তাঁহারা কিঞ্চিদপি উপকার লাভ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

যে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন অবলম্বিত হইল তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫৪৫। ৭৩৮ ইং = ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট কলিকাতা বিভাগ, তৃতীয়খণ্ড; বাঙ্গলা রিপোর্টের ৫৪৫ পৃষ্ঠা, ইংরেজী রিপোর্টের ৭৩৮ পৃষ্ঠা।

ইঃ লঃ রিঃ ৩ আ = ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট, আলাহাবাদ বিভাগ, তৃতীয় খণ্ড।

ইঃ লঃ রিঃ ৩ বো = ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট, বোম্বাই বিভাগ, তৃতীয় খণ্ড।

ইঃ লঃ রিঃ ৪ মা = ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট, মান্দ্রাজ বিভাগ, চতুর্থ খণ্ড।

উঃ রিঃ = উইক্‌লি রিপোর্টার।

কঃ লঃ রিঃ = কলিকাতা ল রিপোর্ট।

পূঃ অঃ = পূর্ণ অধিবেশন।

দেঃ আঃ বিঃ = দেওয়ানী আদিম বিভাগ।

প্রিঃ কৌঃ = প্রিবি কৌন্সিল।

বেঃ লঃ রিঃ = বেঙ্গল ল রিপোর্ট।

মুঃ ইঃ আঃ = মুরস্ ইণ্ডিয়ান আপীল।

সাঃ রিঃ = সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

ঢাকা জজ আদালতঃ
১০ই ভাদ্র, ১২৯০ সন

শ্রীশ্যামাকান্ত নাগ।

নজির-সার-সংগ্রহ।

(কলিকাতা বিভাগ।)

অংশীদারি কারবার (Partnership)

১। কোন হিন্দুর মৃত্যুর পরে তাহার নাবালগ সন্তান গণের অভিভাবক তাহাদিগের উপকারার্থে মৃত ধনীর কারবার চালাইতে থাকে এবং ঐ কারবার চলিবার কালে উহা ঋণ গ্রস্ত হয়। স্থির হইল যে অভিভাবক নাবালগের পক্ষে পৈতৃক কারবার চালাইতে পারে এবং নাবালগ এজমালী কারবারের অংশী স্বরূপ পরিগৃহীত হইবে। চুক্তি বিষয়ক আইনের ২৪৭ ধারা মতে পৈতৃক কারবারের ঋণের জন্য নাবালগ নিজে দায়ীনা হইয়া তাহার কারবারের অংশ মাত্র দায়ী হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫৪৫। ১৭৮ ইং।

২। চুক্তি বিষয়ক আইনের ২৬৫ ধারা মতে ডিষ্ট্রিক্ট আদালত অংশীদারি কারবারের নিকাশাদি করিবার জন্য যে বিচারাধিকার প্রাপ্ত হন তাহাতে নিম্ন শ্রেণীর কোন আদালতের অধিকার নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১৫৭ ইং।

৩। এজমালী কারবারের নিকাশ দাবির নালীশে সবজজ নিম্ন লিখিত কতিপয় ইষু করেন, যথা; কে কারবারের তত্ত্বাবধান করিয়াছে; কারবারের সম্পত্তি কাহার দখলে ছিল; প্রতিবাদীগণ নিকাশের দায়ী কিনা; কারবারের মূলধন এবং আয় ব্যয় কি ছিল; এবং ঐ ইষু সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণে বাদীর দাবি ডিস্মিস্ করেন। স্থির হইল যে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৪র্থ তপছিলের ১৩২ ও ১৩৩ ফারম নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করা সবজজের কর্ত্তব্য ছিল, এবং প্রথম শুনানির দিবস নিম্ন লিখিত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য ছিল, যথা; কোন কারবার বর্ত্তমান ছিল কিনা; কারবারের কিকি নিয়ম(conditions) ছিল; উহা রহিত হইয়াছিল কিনা, অথবা উহা রহিত হওয়া উচিত কিনা; কে কে কারবারে স্বত্ববান ছিল, এবং তাহাদের কি অংশ ছিল। এই সমুদায় বিষয় অনুসন্ধান পূর্ব্বক নিকাশ তলব করা, এবং নিকাশ গৃহীত হইলে পর, চূড়ান্ত ডিক্রীর আদেশ করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৪২৮ ইং।

৪। আরো স্থির হইল যে সবজজ আদালতে ঐ নালীশ উপস্থিত করা উচিত হয় নাই, এবং তদনুসারে ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালতে নালীশ সোপর্দ্দ হয়। ঐ।

৫। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৪র্থ তপছিলের ১৩৩ ফারম দৃষ্টে নিকাশ

দাবির আরজি প্রস্তুত করা উচিত এবং ঐ ফারম মতে নিকাশ গৃহীত হওয়া আবশ্যক। ঐ।

৬। কারবার সমাপ্তির বিজ্ঞাপনপত্র বিষয়ে চুক্তি বিষয়ক আইনের ২৬৪ ধারার বিধান ব্যাপক (exhaustive) নহে ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ৬৭৮ ইং।

৭। পুরাতন খরিদ্দার সম্বন্ধে স্পষ্ট নোটিশ জারিক্রমে অথবা অন্য কোন প্রকারে কারবার সমাপ্তির বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ বিশেষ প্রকাশ্য নোটিশ দেওয়া আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ৬৭৮ ইং।

ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ৬৮১ ইং পৃষ্ঠার টীকার উদ্ধৃত নিষ্পত্তি বদ হইল।

৮। নিকাশ দাবির মোকদ্দমার খরচ সাধারণতঃ কারবারের ধন হইতেই দেওয়া উচিত, অথবা (ধনাভাবে) কারবারের শরিকগণ স্ব স্ব অংশমত দিবেক। কোন শরিক কারবারের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে অথবা নিকাশ গ্রহণ সম্বন্ধে প্রতিবন্ধকতা জন্মাইলে সে শুননির দিবস পর্য্যন্ত মোকদ্দমার খরচ দিবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৭ ক ৪২৮ ইং।

৯। কোন ব্যক্তি শরিকী মতে জাহাজের মালিক হইলেই যে সে কোন অংশীদারি কারবারের মালিক হইয়াছে এমত বলা যায় না। এক শরিক জাহাজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে জাহাজের উপস্বত্বের নিজাংশের দাবিতে নালীশেচ্ছুক হইলে ঐ নালীশ চুক্তি বিষয়ক আইনের ২৬৫ ধারামতে ডিষ্ট্রীক্ট আদালতে উপস্থিত করা আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ১০১১ ইং।

তমাদি (১৮৭৭ সনের ১৫ আইন) ২০, ২১, ২২, দেখ।

দেউলিয়া ৬

বিচারাধিকার ১০

হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র (অবিভক্ত পরিবার) ৭

অগ্রবর্ত্তিতা।

ক্রোকী সম্পত্তি ১, ২, দেখ

পুনর্ব্বিচার ৭

প্রেকৃটিস্ (ক্রোক) ৫, ৬

বন্ধক ২, ৫, ৮, ১২, ২৪, ২৫, ২৭

অধীন তালুক।

১। ঘাটোয়ালগণ ১৭৯৩ সনের ৮ আইনের মর্ম্মানুযায়ী অধীন তালুকদার, এবং তাহারা সেই আইনের ৫১ ধারার প্রথম প্রকরণ মতে বর্দ্ধিত হারে কর দেওয়ার দায় হইতে বিমুক্ত। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৮৭। ২৫১ ইং।

২। মূল তালুক নিলাম বিক্রয় হেতু অধীন ছেপত্তনি বা অন্য কোন তালুক লোপ হইয়া থাকিলে, নিলাম রদ হওনান্তর ঐ অধীন তালুক পূর্ব্বাবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হয়, এবং অধীন তালুকদার নিলামক্রেতা অথবা তৎস্থলবর্ত্তী হইতে তালুকান্তর্গত ভূমির দখল লইতে স্বত্ববান। অধীন ছেপত্তনিদার নিলামক্রেতা হইতে ঐ ভূমি সহ অন্যান্য ভূমির দর পত্তনি লয়, এবং পরে তদ্বিরুদ্ধে বাকি করের ডিক্রীজারীতে ঐ দরপত্তনি নিলাম হইয়া থাকিলেও, সে নিলামক্রেতা

হইতে ঐ অধীন তালুকান্তর্গত ভূমির দখল পুনঃপ্রাপনে সত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ৫৯২। ৮০৭ ইং।

৩। যে দলিল দ্বারা অধীন তালুক সৃষ্ট হইয়াছে, সেই দলিল মতে অথবা দেশীয় প্রথামতে তালুক হস্তান্তর যোগ্য হইলে ডিক্রীদার বাকি করের ডিক্রীরদায়ে দায়িকের অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি নিলাম করিবার পূর্ব্বে অগ্রে সেই তালুক নিলাম করিতে বাধ্য নহে। ইঃ লঃ বিঃ ৭ ক ৭৪৮ ইং। ৩ কঃ লঃ রিঃ ৫৬৪ অনুসৃত হইল।

৪। ক ও খ ১৮৭১ সালের ১৩ই জানুয়ারি বাকি রাজস্বের নিলামে এক ইষ্টেট খরিদ করে। ঐ ইষ্টেটে পূর্ব্ব মালিকগণের দুই সিকিমি তালুকও এক হাওলা থাকায় তদ্বাবদ তাহারা ঐ ইষ্টেটের কতক খাজানা আদায়ের স্বত্ব উল্লেখ করে। ১৮৭৫ সনের এপ্রিল মাসে হাইকোর্ট তাহাদিগেব ঐ স্বত্ব সাব্যস্ত করেন। খ পূর্ব্বেই গ এর নিকট তাহায় স্বত্ব লভ্য বিক্রয় করে। ১৮৭৬ সনেব ১৯ মে ক, ঘ ও চ কে তাহার আট আনা অংশের পত্তনি দেয়, এবং ৪ ঠা জুলাই গ পূর্ব্ব মালিক গণের স্বত্ব ক্রয় করে। ১৮৭৭ সনের ১৮ই জানুয়ারি ক ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ৩৭ ধারা মতে পূর্ব্ব মালিক গণকে এবং গ ও সর্ব্বপ্রকার প্রজাগণকে প্রতিবাদী করিয়া ঐ তালুক রহিতের নালীশ করে। ক এর কোন নালীশের স্বত্ব নাই, কারণ সে ঘ ও চ এর বরাবরে তাহার স্বত্ব পত্তনি দিয়াছে, এবং সমস্ত ইষ্টেটে তাহার মাত্র আট আনা অংশ থাকা বিধায় সে অধীন তালুকের কিয়দংশ বাজেয়াপ্ত করিতে পারেনা। কিন্তু ঘ ও চ এর প্রার্থনা মতে তাহারা বাদীশ্রেণী ভুক্ত হয়। স্থির হইল যে, ক পূর্ব্বেই তাহার জমিদারী স্বত্ব হস্তান্তর কবায় তাহার কোন নালীশের হেতু নাই, সুতরাং ঘ ও চ এর পক্ষে সে তালুক বাজেয়াপ্তির নালীশ করিতে পাবে না। ঘ ও চ সমস্ত ইষ্টেটের খরিদ্দার না বিধায় তাহাবাও নালীশ কবিতে পাবে না, এবং কএর নালীশের হেতু না থাকায় ঘ ও চ কে প্রতিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিয়া নালীশের হেতু সৃষ্টি করা অসঙ্গত। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৮২৬ইং।

৫। ঘ ও চ উচিত মতে বাদী শ্রেণীভুক্ত হওয়া গণ্য করিলেও তালুকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহাবা যে স্বীকাব উক্তি করে তৎপ্রতি অবলোকন করা উচিত। ঐ।

৬। অধীন তালুক নিলাম বিক্রয় সম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনেব বিধান অনুসরণ কবা কর্ত্তব্য। ঐ আইনের ১৯ অধ্যায় নির্দ্দিষ্ট নিলাম সম্বন্ধেই যে কেবল ৩১১ ধারা প্রয়োগ হয় এমত নহে। ৩১১ ধাবামতে নির্দ্দিষ্ট হেতু বর্ত্তমানে অধীন তালুকের নিলাম রহিত হইবেক। ইঃ লঃ বিঃ ৭কঃ ১৬৩ ইং।

করবৃদ্ধি	১১. দেখ
কোর্টফিস্	৭
ছোট আদালত	১৩
জরিপ	২
তলবি ব্রহ্মোত্তর	১
প্রজা ও ভূম্যাধিকারী	৫

অনধিকার প্রবেশ।

১। ক খএর ভূমিতে প্রবেশ করিতে নিবারিত হইলে পর খএর ভূমির সীমার নিকট একটি হরিণ প্রতিলক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করে। হরিণ দৌড়িয়া খয়ের ভূমির উপর যাইলে ক খএর ভূমিতে উহাকে অনুসরণ করে। স্থির হইল যে ক অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ করে নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৬১৪। ৮৩৭ ইং

২। কএর চাকর খ, কএর প্রজা গএর ভূমিতে যাইয়া তাহার ফসল কাটিবার প্রতিবন্ধকতা জন্মায়, তাহাতে ক অনধিকার প্রবেশের সহায়তা করার অপরাধে দণ্ডিত হয়। ক ও খ আইনানুযায়ী ফসল ক্রোকের স্বত্ব মূলে ঐরূপ কার্য্য করিয়াছে বলিয়া আপত্তি করে, কিন্তু প্রমাণে দেখা যায় যে ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৭২ধারানুযায়ী কোন লিখিত খাজানা তলব পত্রাদি গএর উপর জারি হয় নাই, এবং ক খকে ১৬ ধারানুযায়ী কোন লিখিত ক্ষমতা দেয় নাই। স্থির হইল যে, ক ও খ যে আইনানুযায়ী কার্য্য করিয়াছে, অথবা মাল ক্রোক করিবার আশয়ে সরল ভাবে কার্য্য করিয়াছে, তাহা সপ্রমাণ করার ভার তাহাদিগের উপর, সুতরাং দণ্ডাজ্ঞা বিধিসঙ্গত। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ২৬ ইং।

৩। মাঠের ফসল ক্রোক হইলেও প্রজা ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৭৪ ধারানুসারে তাহা কাটিয়া লইতে পারে, সুতরাং খ গএর ফসল কাটিবার প্রতিবন্ধকতা জন্মাইতে স্বত্ববান নহে ইংলঃ রিঃ ক ২৬ ইং।

৪। ভূম্যাধিকারী ভূমির দখলকারগণ হইতে কর গ্রহণ দ্বারা উহাতে তাহাদের স্বার্থ স্বীকার করিলে তাহাদের এমত দখলের অধিকার জন্মে যে, তাহা নোটিস দ্বারা বা প্রকারান্তরে সমাপ্ত না করা হইলে, ঐ দখলকারগণকে অনধিকার প্রবেশক বলা যাইতে পারে না ইঃ লঃ রিঃ ১ ক ২৮৯। ৩৯১ ইং প্রিঃ কৌঃ

৫। কোন সাধারণ নদীর কোন অংশে কাহারো মৎস্য ধরিবার একাধিপত্য থাকিলে, সেই আধিপত্যের উল্লঙ্ঘন জন্য দণ্ডবিধি আইনের ৪৪৭ ধারানুযায়ী অবৈধ অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ২ কঃ ২৫৬। ৩৫৪ ইং।

উচ্ছেদ ১০, দেখ
জোৎস্বত্ব ৩

অনুপস্থিতি।

খাস আপীল ৪, দেখ
প্রেকটিস (মোকদ্দমা) ১১

অপরাধ।

১। পূর্ণাধিবেশনে স্থির হইল যে, ১৮৬৮ সালের ১ আইনের ৬ ধারায় এই বিধান আছে যে, যে আইন দ্বারা কোন আইন বা কানুন বদ হয়, সেই আইন প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে যে অপরাধ ঘটিয়াছে তৎসম্বন্ধে ঐ আইন বা কানুন বদ হওয়ার কোন ফল বর্ত্তিবে না,সুতরাং ১৮৬১ সালের হত্যাপরাধে আসামী ১৭৯৭ আলের ৭ আইন মতে অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, ঐ ধারা প্রযোজ্য হইবেক না, এবং অপরাধ সাব্যস্তের আদেশ অবৈধ হইবে ইঃ লঃ রিঃ ২ ক ১৬২। ২২৫ ইং, পূঃ অঃ।

চুক্তি ১৪, দেখ
চুরি ৩

অপরাধের উদ্যোগ

দণ্ডবিধি ১০, ১১, দেখ

অপরাধের সহযোগী

প্রমাণ ৯ দেখ

অপরাধের সহায়তা।

কোন বিবাহিতা মুসলমান বালিকার অভিভাবক উহার স্বামী বর্ত্তমানে অন্য পুরুষের সহিত ঐ বালিকার বিবাহ দিলে (অথচ ঐবালিকা তাহাতে কোনরূপ যোগ না দিলে), অভিভাবক দণ্ডবিধি আইনের ১০৯ ও ৪৯৪ ধারামতে সহায়তা করার অপরাধী হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ ক ১০ ইং।

২। অপরাধের সহায়তা করা হেতুতে অভিযোগ উপস্থিত হইলে ঐ অপরাধ বাস্তবিক ঘটিয়াছে বলিয়া প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ২৭১। ৩৬৬ ইং।

৩। চৌকীদার সমক্ষে দণ্ডবিধি আইনের ৩৮৪ ধারার অপরাধ কৃত হয়। স্থির হইল যে চৌকীদার তদ্বিরুদ্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিলেই যে সে ঐ অপরাধের সহায়তা করিয়াছে এমত সিদ্ধান্তকরা অসঙ্গত। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ৭২৮ ইং।

অনধিকার প্রবেশ ২, দেখ

অফিসিএল এসাইনি

দেউলিয়া ১, ২, দেখ
প্রোক্‌টিস্ (ক্রোক) ৪

অফিসিএল ট্রাষ্টী।

১। অফিসিএল ট্রাষ্টীকে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২ ধারানুযায়ী "সরকারী কর্ম্মচারী" বলা যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ ক ৪৯৯ ইং।

২। কোন২ অবস্থায় অফিসিএল ট্রাষ্টীকে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৪২৪ ধারামতে নোটিশ দেওয়া আবশ্যক। ঐ।

৩। ট্রাষ্ট ফণ্ডের উপস্বত্বভোগী ব্যক্তিগণের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে অফিসিএল ট্রাষ্টী নালীশের নোটিস পাইতে স্বত্ববান নহে। ঐ।

এডমিনিষ্ট্রেষণ ৫, দেখ
চুক্তি ৩

অভিভাবক।

১। ১৮৫৮ সনের ৪০ আইন মতে নিয়োজিত নাবালগের অভিভাবক সাধারণ অভিভাবক অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা পরিচালন করিতে সক্ষম নহে। ঐ আইন মতেই তাহার ক্ষমতা নির্ণীত হইবেক ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২৪। ইং ৩৩ ইং।

২। এক হিন্দুনাবালগের মাতা ও অভিভাবক ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন মতে সার্টিফিকেট গ্রহণ না করিয়া সবলভাবে প্রয়োজন মতে কার্য্য করিলে, পৈতৃক ঋণ পরিশোধ ও নাবালগের ভরণপোষণের সংস্থান জন্য তাহার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে। ইঃ লঃ রি ৪কঃ ৫৫।৭৬ ইং।

৩। নাবালগ কোন মোকদ্দমার পক্ষভুক্ত থাকিলেও, তাহার পক্ষে ১৮৫৯ সনের ৪০ আইন মতে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত অথবা

আদালত কর্ত্তৃক নিয়োজিত কোন অভিভাবক না থাকিলে,নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্তে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে বাধ্য হইবেক না। ১৮৫৮ সনের ৪০ আইনের ৩ ধারানুযায়ী অনুমতি নথির সামিল থাকা উচিত। দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৩১ অধ্যায়ে যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা অবশ্য পালনীয়। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক, ৩৩। ৪৫০ ইং।

৪। নাবালগের মাতা ও অভিভাবক নাবালগপক্ষে ১৮৬০ সনের ২৭ আইনমতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করিয়া নাবালগ পক্ষে বেঙ্গল বেঙ্কের উপস্বত্বের টাকা লইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। ১৮৭৬ সনের প্রেসিডেন্সি এক্ট জাবি হইলে নাবালগেব মাতা ৪ ধাবা মতে নাবালগের অংশেব মালিক বলিয়া আপন নাম রেজেষ্টবী করিবাব প্রার্থনা কবে। বেঙ্ক তাহাব নাম রেজেষ্টবী কবিতে অসম্মত হওয়ায় তিনি তাহার সার্টিফিকেট সংশোধন পুর্ব্বক স্বীয় নাম রেজেষ্টবী করিবার ক্ষমতা পাইবার প্রার্থনা করেন। স্থির হইল যে,তিনি ঐ ক্ষমতা পাইতে স্বত্ববতী নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৩০০ইং।

৫। মিতাক্ষরাশাস্ত্রাধীন পৈতৃক সম্পত্তির শরিক অপর শরিকগণের নাবালগি অবস্থায় ঐ সম্পত্তির শাসন সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হইলেও সে নাবালগপক্ষে অভিভাবক স্বরূপ ঋণ গ্রহণ পুর্ব্বক ঐ সম্পত্তি বন্ধকাবদ্ধ করিতে সক্ষম নহে। একপরিবারস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ পরিণত বয়স্ক হইলেও ১৮৫৮ সনের ৪০ আইনের ৩ ধারা মতে শাসন সংরক্ষণের সার্টিফিকেট গ্রহণ না করিয়া, বন্ধকী ঋণের দরুণ নাবালগগণেব বিরুদ্ধে নালীশউপস্থিত হইলে, ঐ নালীশে নাবালগগণের অভিভাবকস্বরূপ উত্তরদায়ক হইতে পারে না। ঐ আইন দৃষ্টে প্রতীতি হয় যে, ঐ ব্যক্তি নাবালগগণের অভিভাবক নহে। ইং লঃ রিঃ ৮ক ৬৫৬ ইং প্রিঃ কৌঃ।

অপরাধের সহায়তা ১, দেখ

এডমিনিষ্ট্রেষণ ৫

অংশীদারি কারবার ১

তমাদি (১৮৫৯ সালের ১৪ আইন) ৬

তমাদি (১৮৭১ সালের ৯আইন) ২৩, ২৪

নাবালগ ১, ২, ৪, ৫, ৭, ৮

প্রমাণের ভার ১১

প্রেকটিস্ (মোকদ্দমা) ১

ম্যানেজার ১

অভিপ্রায়।

চুক্তি ৪০, দেখ

দলিল ২

দান ১

নরহত্যা ৮

অভিযুক্ত।

দণ্ডবিধি ৬, ৯

প্রমাণের ভার ১

অভিযোগ পত্র।

১। অভিযোগপত্রে দণ্ডবিধি আইনের সাধারণ বর্জিত কথার সমুদায়ের ও অন্যান্য বর্জিত কথার কোন কোনটির অভাব বিশেষরূপ উল্লেখ করা অনাবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৯০। ১২৪ ইং।

২। আসামী বিচারার্থ আনীত হইলে পর তাহার জবাব লইবার পুর্ব্বে

আদালতের কর্ত্তব্য যে তাহার নামে যে অভিযোগ হইয়াছে উহা তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন। আসামী বিদেশীয় ভাষায় আদালত সমক্ষে যে বর্ণনা করে তাহা ঐ ভাষায় লিখিত হওয়া আবশ্যক নহে। দোভাষী (Interpreter) যে ভাষাতে আদালতকে ঐ বর্ণনা বুঝাইয়া দেয়, সেই ভাষাতেই উহা লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬১৬। ৮২৬ ইং।

জুরি ৫ দেখ

নরহত্যা ৪

প্রমাণ ৭, ৮

প্রেকটিস (ফৌজদারি বিচার) ৭৪, ৭৫, ৭৬

অবকাশ (Adjournment)

১। একতরফা নালীশে বাদী বিচারের দিবস যথোচিত প্রমাণ উপস্থিত করিতে সক্ষম না হওয়ায় প্রমাণ উপস্থিতের জন্য অবকাশের প্রার্থনা করে। আদালত বাদীকে ঐ বিচারের সমস্ত খরচ প্রদান করিতে আদেশ করিয়া মোকদ্দমা স্থগিত রাখেন। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১৭৭ ইং।

অবরোধ।

ইজমেণ্ট (ভোগজনিত স্বত্ব) ৫,৬,১৬, দেখ

অবিভাজ্য রাজত্ব।

ভরণপোষণ ১, দেখ

হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র(উত্তরাধিকার) ৭,৯

অশ্লীলতা পরিচায়ক অঙ্গভঙ্গী ও বাক্‌প্রয়োগ।

অশ্লীলতা পরিচায়ক অঙ্গভঙ্গীও বাক্‌প্রয়োগ করার অভিযোগ হইলে দণ্ডবিধি আইনের ২৯২, ও ২৯৪ ধারানুযায়ী অভিযোগে ঐ ঐঐ বিষয় নির্দ্দিষ্টরূপে উল্লেখকরা ও মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তিতে তাহা স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত থাকা কর্ত্তব্য। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২৬৩। ৩-৫৬ ইং।

অসম্মতি।

চুক্তি ৯,১০,৩৭, দেখ।

অস্ত্রশস্ত্র।

১। লাইসেন্স বা পাস ব্যতীত দেব মন্দিরে অস্ত্রাদি রক্ষিত হইলে দেব মন্দিরের মোহন্ত ১৮৭৮ সনের ১১ আইনের ১৯ ধারার ৮ প্রকরণ মতে দণ্ডিত হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৪৭৩ ইং।

২। দেব মন্দিরের রক্ষকবর্গ ১৮৭৮ সনের ১১ আইনের শাসন হইতে বর্জ্জিত নহে। ঐ।

৩। ১৮৭৮ সনের ১১ আইনের ২৫ ও ৩০ ধারার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা। ঐ

অস্থাবর সম্পত্তি।

১। ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৬৬ ধারা মতে বাকি করের জন্য তালুক নিলাম হওয়া কালে তালুকান্তর্গত জমীর ফসল, নিলাম ইস্তাহারদ্বারা বিশেষরূপে বর্জ্জিত না হইলে, অথবা ঐ ফসল নিলাম ক্রেতাতে না অর্শিবায় কোন প্রথা সপ্রমাণিত না হইলে, ঐ ফসল উক্ত নিলাম ক্রেতাতেই বর্ত্তে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫৯৭। ৮১৪ ইং।

ছোট আদালত ৫, দেখ

১৮৫৯ সনের ১০ আইন

১৮৫৯ সনের ১১ আইন

১৮৭৮ সনের ১১ আইন।

১৮৭৯ সনের ১ আইন

১৮৭৯ সনের ২১ আইন।

১৮৮২ সনের ৪ আইন।

আচার

আদালতে টাকা দাখিল।

১। যে স্থলে নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে আদালতে টাকা দাখিল করার আদেশ সহ ডিক্রী হয়, সে স্থলে দায়িক ঐ সময় মধ্যে আদালতে টাকা আনয়ন পূর্ব্বক তাহা গবর্ণমেন্টের ধনাগারে দাখিল করিবার জন্য সচেষ্টিত হইলেই, ঐ ডিক্রীর আদেশ পালন করিয়াছে জ্ঞান করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ৫২৮ ইং।

আপীল।

১। ইস্যু নির্দ্ধারণ কালে যদি এই নিষ্পত্তি হয় যে আপীলান্ট গণ যে হেবা নামার উপর নির্ভর করে তাহা অসিদ্ধ, তাহা হইলে ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল চলেনা। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ৩৯২। ৫৩১ ইং।

২। পত্তনি তালুকের খাজানা বাকি পড়িলে পত্তনিদার ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৪৬ ধারা মতে ঐ খাজানার টাকা আদালতে আমানত করিয়া দেয়। জমিদার গণ মধ্যে এক শরিক আপন অংশের খাজানার দাবিতে ১৮১৯ সনের ৮ম আইনানুযায়ী কার্য্য অবলম্বন করায়, পত্তনিদারের খাজানা আমানত সত্বেও সে ঐ তালুক নিলাম নিবারণার্থ করের বাবদে দাবিকৃত টাকা দিতে বাধ্য হয়। সে ঐ টাকা সুদ সমেত পুনঃ প্রাপনার্থে নালীশ করায়, স্থির হইল যে এই মোকদ্দমা ১৮৬৫ সনের ১১ আইনের ৬ ধারা মতে ছোট আদালতের বিচার্য্য, সুতরাং ১৮৬১ সনের ২৩ আইনের ২৭ ধারা মতে খাস আপীল চলেনা ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৪৩৮। ৫৯৫ ইং।

৩। মূল আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের বিধান থাকিলে, ঐ আদেশের অঙ্গীয় খরচের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ৯১ ইং।

৪। ক ও খ উভয়ে এক নির্দ্দিষ্ট ভূমির মালিক বলিয়া প্রজার বিরুদ্ধে দুই স্বতন্ত্র বাকি করের মোকদ্দমা উপস্থিত করে। কোন মোকদ্দমার মূল্যই একশত টাকার অধিক ছিল না। বাকি করের নালীশের পর ক খএর বিরুদ্ধে ঐ ভূমির স্বত্ব সাব্য-

ত্বের নালীশ করে। করের মোকদ্দমা আপীল আদালতে উপস্থিত হইলে ডিষ্ট্রীক্ট জজ ক ও খএর স্বত্বের মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত করের মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখেন। স্বত্বের মোকদ্দমা খএর অনুকূলে নিষ্পত্তি হয়, এবং জজ তৎপর খএর অনুকূলে করের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। স্থির হইল যে করের মোকদ্দমার খাস আপীল চলিতে পারেনা, কারণ তাহাতে পক্ষাপক্ষের কোন স্বত্বের মীমাংসা করা হয় নাই। আরো স্থির হইল যে, জজ স্বত্বের মোকদ্দমার বিচারানুসারে খাজানার মোকদ্দমায় নিষ্পত্তি করিয়া কোন অবৈধ বা অনিয়মিত কার্য্য করেন নাই। সুতবাং দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৬২২ ধারা মতে হাইকোর্ট ঐ নিষ্পত্তির প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩১০ ইং।

৫। তমাদি আইন নির্দ্দিষ্ট সময় অতীতে নিম্ন আদালত আপীল গ্রহণ করিলে হাইকোর্ট খাস আপীলে উক্ত আপীল গ্রহণের হেতু বাদের দোষ গুণ পর্য্যালোচনা করিতে সক্ষম। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ২৫১ ইং।

৬। প্রতি বাদী গণ প্রথম শুননির দিবস উপস্থিত না হইয়া পরে আপত্তি দেওয়ার কারণ উপস্থিত হওয়ার প্রার্থণা করিলে তাহাদিগের প্রার্থণা অগ্রাহ্য হয়, এবং তাহাদিগের বিরুদ্ধে এক তরফা ডিক্রী হয়। স্থির হইল যে ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ১০৮ ধারা মতে ঐ এক তরফা ডিক্রী রহিতের চেষ্টা না হইয়া থাকিলে ও প্রতিবাদী গণ উর্দ্ধতন আদালতে আপীল করিতে সত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ২৭২ ইং।

৭। ডিক্রীদার ডিক্রীজারী করিলে আদালত তাহাকে তিন দিবস মধ্যে জামিন দিবার আদেশ করেন। স্থির হইল যে ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২ ধারার,ও ২৪৪ ধারার (গ) প্রকরণের বিধান মতে ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৪৭৭ ইং।

৮। ওয়াশীলাতের বাবদ আবেদন কারীর যে টাকা প্রাপ্য হয় তাহা পরিশোধের জন্য (১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২২৪ ধারা মতে) দাইকের সম্পত্তি নিলাম হওয়ার আদেশ হইলে ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলে না। ঐ প্রকার আদেশ ৫৮৮ ধারান্তর্গত আদেশ নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ কঃ ৩৭। ৫১ ইং।

৯। ১৮৫৯ সনের ৮ আইন প্রচলিত থাকা কালীন এক সম্পত্তি নিলামের ডিক্রী হওয়ায় ঐ সম্পত্তি নিলাম হয়। ১৮৭৭ সনের ১০ আইন প্রচলন হওয়ার পর ঐ নিলাম রহিতের আদেশ হইলে তদ্বিরুদ্ধে আপীল চলিবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ১৯৩। ২৫৯ ইং।

১০। ষ্টাম্প আইন মতে জরিমানা লইবার যে আদেশ হয় তদ্‌বিরুদ্ধে আপীল চলে না। কারণ, ঐ আদেশ এমত ডিক্রী নহে যদ্দারা আদালতের বিচারাধিকার বা মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কোন নিষ্পত্তি হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৩১। ৩১১ ইং।

১১। অথবা ঐ আদেশ ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ৩৬৫ ধারার বর্ণিত জরিমানার আদেশ নহে। ঐ

১২। ঐ ধারা ষ্টাম্প আইনাদিষ্ট জরিমানা সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। কার্য্যবিধি আইনমতে যে জরিমানা আদায় হয় তৎ সম্বন্ধে ঐ ধারা প্রযোজ্য। ঐ

১৩। এক ডিক্রীদার তাহার ডিক্রীর কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া ক্রেতার সহযোগে অনেকবার ডিক্রীজারির প্রার্থনা করে। পরে পূর্ব্ব ডিক্রীদার একবার একক ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করায় আদালত তাহার প্রার্থনা মঞ্জুরকালে এই আদেশ করেন যে, ডিক্রীজারীর উসুলী টাকা উভয় ডিক্রীদারকে একযোগে দেওয়া যাইবেক। স্থির হইল যে, উভয় ডিক্রীদার মধ্যে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে তাহা দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৪৪ ধারানুযায়ী 'পক্ষাপক্ষ বা' তৎ'স্থলবর্ত্তীগণ'মধ্যে উত্থাপিত না হওয়ায় ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক। ৪৪০। ৫৯২ ইং।

১৪। উচ্ছেদের নালীশে ১০০৲ টাকার ন্যূন যে ডিক্রী হয়, তাহা জারি রহিতের আদেশ হইলে তদ্বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল চলে না। অথবা ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৫২ ধারা নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে ডিক্রীর টাকা পরিশোধ না করিলে প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার প্রার্থনা থাকিলে, তন্মূলে ঐরূপ আপীলের অধিকার প্রদত্ত হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক, ৪৪১। ৫৯৪ইং।

১৫। উচিত ষ্টাম্প যুক্ত না হওয়া হেতু আরজি গৃহীত না হইলে নামঞ্জুরের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ২৪৯ ইং।

১৬। নালীশ পুনর্গ্রহণ পূর্ব্বক রেজেষ্টরী বহিতে জমা করিবার যে আদেশ হয় তদ্বিরুদ্ধে কোন আপীল চলে না। ঐ

১৭। ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৪র্থ অধ্যায় অথবা ৫৮৮ ও ৫৯১ ধারা মতে হাইকোর্টে খাস আপীল হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বিধান নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫৩১। ৭১১ ইং

১৮। পুনর্ব্বিচার শ্রবণের প্রার্থনামতে (প্রার্থনা নামঞ্জুরের আদেশ ব্যতীত) যে আদেশ হয়, তদ্দ্বারা পূর্ব্বতন ডিক্রীর ভুল সংশোধন বা অন্য কোন প্রকারে পরিবর্ত্তন হইলে ঐ আদেশ চূড়ান্ত আদেশ বলিয়া পরিগণিত হইবেক। এবং ঐ পরিবর্ত্তন কোন পক্ষের সাপক্ষে হইলেই সে পূর্ব্বতন ডিক্রীতে অসন্তুষ্ট হইয়া ঐ পুনর্ব্বিচার আদেশ চূড়ান্ত আদেশ জ্ঞানে ঐ আদেশের তারিখ হইতে ৩০ দিবস মধ্যে ডিষ্ট্রীক্ট আদালতে আপীল করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ২২ ইং।

১৯। ডিষ্ট্রীক্ট জজ ১৮৬০ সনের ২৭ আইন প্রদত্ত সার্টিফিকেট তলব (recall) করিবার জন্য প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলে কোন আপীল চলে না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৪০ ইং।

২০। খরচের আদেশ অন্যায়রূপে প্রদত্ত হইয়াছে এই হেতুসহ অন্যান্য বহুবিধ হেতু অবলম্বনে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা হইলে, আদালত খরচের আদেশে হিসাবের ভুল পরিদর্শন করিয়া অন্যান্য হেতু অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিতে পারেন। এবং তাহা হইলে আদালত পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা একেবারে অগ্রাহ্য করতঃ প্রার্থীকে

১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২০৬ ধারা মতে ভুল সংশোধনের প্রার্থনা করিবার আদেশ করিতে পারেন। কিন্তু ঐরূপ আদেশ না করিয়া আদালত যদি পুনঃশ্রবণের প্রার্থনা মতে ঐ ভুল সংশোধন করেন তাহা হইলে ঐ সংশোধিত ডিক্রীই চূড়ান্ত ডিক্রী স্বরূপ গণ্য হইবেক, এবং অন্যান্য ডিক্রীর ন্যায় ঐ ডিক্রীর তারিখ হইতে নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ মধ্যে আপীল উপস্থিত করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ২২ ইং।

২১। ১৮৫৯ সনের ৮১ ধারানুযায়ী নিষ্পত্তির পূর্ব্বে দাইকের সম্পত্তি অগ্রিম ক্রোক হইলে সে ঐ সম্পত্তি কট বন্ধক দেয়। বন্ধক গৃহীতা বয় সিদ্ধ করিয়া ঐ সম্পত্তির দাবিতে নালীশ করে। ক্রোক বর্ত্তমানে কটবন্ধক হইয়াছে বিধায় প্রতিবাদীগণ ২৪০ ধারা মতে ঐ বন্ধক পণ্ড বলিয়া আপত্তি করে। বন্ধক গৃহীতাও আপত্তি করে যে ২৩৯ ধারার বিধান প্রতিপালিত হয় নাই বিধায় ঐ ক্রোক বলবৎ গণ্য হইতে পারে না। স্থির হইল যে প্রিবি কৌন্সিল আপীলে প্রথমতঃ এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ ক ১২৯। প্রিঃ কৌঃ।

২২ আপীলে নিম্ন আদালতে ডিক্রী রহিত হইলে আপীলাণ্ট এই হেতুতে হাই কোর্টে আপীল করিতে সক্ষম নহে যে অধস্থ আদালতের কোন২ নিষ্পত্তি (finding) সম্বন্ধে তাহার আপত্তি আছে। ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৫৮৪ ধারা দেখ। ইঃ লঃ রিঃ ৬ ক ২০৬ ইং।

২৩। এক মৌজায় কএর নয় আনা, খ এর এক আনা, এবং গ ও অন্যান্যের ছয় আনা অংশ ছিল। খএর নিজদখলে ৫৪বিঘা জমি ছিল। তজ্জন্য সে শরিকগণকে কোন কর না দেওয়ায় ক,গ ও অন্যান্যকে পক্ষ করিয়া খএর বিরুদ্ধে নিজাংশের করের বাবদ্ ৪২৮৷৷০ আনার দাবি করে। স্থির হইল যে শরিকগণ মধ্যে সম্ভাবিত (implied) চুক্তি থাকায় এবং ক এর দাবি ৫০০ টাকার অনধিক হওয়ায়, কএর নালীশ ছোট আদালতে চলিতে পারিত, সুতরাং ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৫৮৬ ধারা মতে হাইকোর্টে খাস আপীল চলেনা। ইঃ লঃ রিঃ ৬ ক ২৮৪ ইং।

একতরফা আপীল নিষ্পত্তি হইবার পরে অপর পক্ষ আপীল পুনঃ শ্রবণের প্রার্থনা করিলে তাহার ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক যে তাহার উপর রীতিমতে আপীলের নোটিস জারি হয় নাই, অথবা সে বিশেষ কারণ বশতঃ আপীলের বিচারের তারিখে উপস্থিত হইতে পারে নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৬ ক ৫৫৮ ইং।

২৫। হাইকোর্টের প্রিবিকৌন্সিল বিভাগের জজের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৬ ক ৫৯৪ ইং।

২৬। অধস্থ আদালতে অবৈধ রূপে প্রমাণ গৃহীত হইলে হাইকোর্ট খাস আপীলে অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির দোষ গুণ বিচার করিবার জন্য অন্যান্য প্রমাণের প্রতি দৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন। এরূপ অবস্থায় মোকদ্দমা ওয়াপস্ প্রেরণ না করিয়া হাইকোর্ট কেবল ঐ সমস্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে সক্ষম যাহাতে নিম্ন

আদালত অবৈধ রূপে গৃহীত প্রমাণ ব্যতীত অন্যান্য হেতুতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। ইঃ লঃ রিঃ ৭ঃ কঃ ২৯৩ ইং।

২৪ উঃ রিঃ ২৯২ ইং, অসম্মতি প্রকাশ।

২৭। ডিষ্ট্রীক্‌ট জজের অধীন অদালত দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ৫০৫ ধারা মতে রিসিবর (সরবরাহকার) মনোনীত করিয়া ডিষ্ট্রীক্‌ট জজের নিকট মনোনীত ব্যক্তির নামাদি প্রেরণ পূর্ব্বক যে বোবকারী করেন তদ্বিরুদ্ধে কোন আপীল চলে না। ইঃ লং রিঃ ৭ ক ৭১৯ ইং।

২৮। রিসিবর নিযুক্ত করা আবশ্যক কি না তদ্বিষয় ডিষ্ট্রীক্‌ট জজের নিষ্পত্তিকরা কর্ত্তব্য। ঐ

২৯। ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৫৮৮ ধারা মতে ডিক্রীজারীতে সম্পত্তি ক্রোক নিলামের যে আদেশ হয় তদ্বিরুদ্ধে আপীল চলে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ২৮ ইং। প্রিঃকৌঃ।

৩০। বাদী ডিক্রী পাইয়া ডিক্রীজারী ক্রমে দায়িককে গ্রেপ্তার করিলে দায়িক অদালতে এই একরার করিয়া এক দরখাস্ত করে যে সে প্রথম আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল করিবে না, ও ডিক্রীদার ও তৎকালে দায়িককে মুক্ত দিতে ও কিস্তীবন্দী ক্রমে তাহা হইতে টাকা লইতে সম্মত হয়। আদালত এই বন্দোবস্ত মঞ্জুর করেন। দায়িক উক্ত একরার থাকা সত্ত্বেও আপীল উপস্থিত করে। স্থির হইল যে, উক্ত একরার সত্ত্বে দায়িক তদ্বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে সক্ষম নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৪৫৫ ইং।

৩১। নিম্ন আপীল আদালতে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৫৬২ ধারামতে মোকদ্দমা ওয়াফস্ প্রেরণ করিলে ৫৮৮ ধারার ২৮ প্রকরণ মতে হাইকোর্ট খাস আপীলে বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৬৭৪ ইং।

৩২। এক শত টাকার ন্যূন মূল্যের বাকি করের নালীশে পরস্পর বিরুদ্ধ স্বত্ব লইয়া পক্ষগণ মধ্যে কোন তর্ক না থাকিলে ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১০২ ধারা মতে খাস আপীল চলে না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৭১২ ইং।

৩৩। ১৮৬৯ সনের ৮ আইনের ১০২ ধারাতে আপীলের যে নিয়ম নির্ণীত আছে তাহার ব্যাখ্যা। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩৩০ ইং।

আপীল আদালত।

১। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৫৮২ ধারা দৃষ্টে যদিও স্পষ্টতঃ এমত কিছু প্রতীয়মান হয় না যে, ৩৬৬ ধারাব লিখিত "বাদী" শব্দে "আপীলাণ্ট" বুঝাইবেক, তথাপি প্রথম আদালত ঐ ধাবামতে যে প্রকার মৃতবাদীর ইষ্টেটবিরুদ্ধে খরচ ডিক্রী দিতে সক্ষম, আপীল আদালতও সেই প্রকার ক্ষমতা পরিচালনে সক্ষম। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৪৪০ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৪ বোঃ ৬৫৪ ইং দেখ।

২। বাদী স্বোপার্জ্জিত ধনে দাবিব ভূমি ক্রয় করিয়াছে বলিয়া তাহা দখল পাইবার নালীশ করিলে প্রথম আদালত বাদীর দাবি ডিসমিস করেন। দাবির ভূমি অবিভক্ত পরিবারের সম্পত্তি বলিয়া বাদী তাহার এক শরিক বিধায় আপীল আদালত বাদীকে ঐ সম্পত্তির একাংশের ডিক্রী দিতে সক্ষম নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৮৭১ ইং

৩। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৫৬২ ধারা ব্যতীত অন্য কোন ধারা মতে আপীল আদালত মোকদ্দমা ওয়াপস্ প্রেরণ করিতে সক্ষম নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৯২৩ ইং।

আমানত।

১। ডিক্রীজাবী নিলামাদেশের বিরুদ্ধে আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত নিলাম স্থগিত রাখাব জন্য দায়িকেব পক্ষ হইতে প্রতিভূর পরিবর্ত্তে টাকা বা অস্থাবর সম্পত্তি আদালতে আমানত হইলে, ঐ আদেশ আপীলে স্থির থাকায় ডিক্রীদার তিন বৎসরাবধি কাল পর্য্যন্ত ঐ টাকা বা সম্পত্তি আদালত হইতে বাহির করিয়া না লইয়া থাকিলেও, এবং ডিক্রীজাবীর কোন কার্য্য হওয়ার পরে তিন বৎসবাধিক কাল অতীতে ডিক্রী জারীর অযোগ্য হইলেও,ঐ আমানতকারী কি দায়িক পরে ঐ আমানতী টাকা বা সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার দাবি করিতে পারে না। ঐ আমানতী টাকা বা সম্পত্তি ডিক্রীদারের উপরে ন্যস্ত ধন স্বরূপ আদালতের হস্তে থাকে, এবং আদালত ডিক্রীর পরিমাণ পর্য্যস্ত ডিক্রী-

দারকে ঐ সম্পত্তি বা ধন দিতে সক্ষম। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ৫। ৬ ইং।

উচ্ছেদ ৮, দেখ

এডমিনিষ্ট্রেষণ ৩

ক্রোকী সম্পত্তি ১,২

তমাদি (১৮৭৭ সনের ১৫ আইন) ২৮, ৫৫

আমীন।

১। ভূমি দখলের দাবির মোকদ্দমায় ভূমির চৌহদ্দী লইয়া বিবাদ থাকায় সবজজ আমীন প্রতি সবেজমিন তদন্তের আদেশ করেন, কিন্তু ডিষ্ট্রীক্ট জজ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। স্থির হইল যে ১৮৬৬ সনের ২রা অক্টোবর তারিখের ৪১ নং হাইকোর্ট সর্‌কুলার অর্ডারে যে আদেশ আছে যে, ভূমির পরিমাণ লইয়া বিবাদ স্থলে জরিপ দ্বারা সেই পরিমাণ নির্ণয়ের আবশ্যকতা হইলে আমীন দ্বারা তদন্ত করান যাইতে পারিবে, বর্ত্তমান স্থলে ঐ সার্‌কুলারের বিধান খাটে, এবং ঐ তদন্ত স্থগিত করিতে ডিষ্ট্রীক্ট জজের ক্ষমতা নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫২৭। ৭১৮ ইং।

২। বিচারপতি প্রিন্‌সেপের মতে ১৮৭০ সনের ২৫শা আগষ্ট তারিখের ২৫নং সার্‌কুলার মতে ডিষ্ট্রীক্ট জজের এই মাত্র অধিকার আছে যে তিনি সবজজের আদেশের ঔচিত্যানুচিত্য সম্বন্ধে স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে পারেন। ঐ

৩। কোন মোকদ্দমা ১৮৫৯ সনের ৮ আইন প্রচলন কালে উপস্থিত হইয়া ১৮৭৭ সনের ১০ আইন প্রচলিত হওয়ার পর নিষ্পন্ন হয়। ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল দাখিল হইলে ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৩ ধারামতে ঐ আপীল দাখিল হওয়ার তারিখে যে কার্য্যবিধি প্রচলিত থাকে তাহাই তৎসম্বন্ধে খাটিবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬০৫। ৮২৫ ইং। কলিকাতা ল রিপোর্ট, ৩ বাঃ ২০৮ পৃষ্ঠার প্রকাশিত নিষ্পত্তির সহিত প্রভেদ প্রদর্শিত হইল।

ওয়াশীলাৎ ৩, দেখ

কমিশন ৩,৪

বাটোয়ারা ৮

আরজি।

১। যে স্থলে বাদীগণ তঞ্চকতা মূলে প্রতিকারের প্রার্থনা করে এবং যে স্থলে বাদীগণের স্বস্ব জ্ঞানের উপর মোকদ্দমা নির্ভর করে, সে স্থলে বাদীগণ সকলে অথবা তাহাদিগের মধ্যে একজন, আরজির সত্যতা বিষয়ে নিজ নাম স্বাক্ষর করিবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৮৮৫ ইং।

আপীল ১৫, দেখ

এজেন্ট ৫

ওয়াশীলাৎ ৫,৬

অংশীদারী কারবার। ৫

কোর্টফিস্ ৪,৫

ট্রাষ্টী ৬

ডিক্রী ৩

তমাদি (১৮৭১ সনের ৯ আইন) ৩০

তমাদি (১৮৭১ সনের ১৫ আইন) ৪৯

নিকাশ ৩,৬

পূর্ব্ব নিষ্পত্তি জনিত বাধা ১৬,

আলো ও বায়ু।

আবকারি (Excise)

১। ১৮৭৮ সনের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৭৪ ধারা লিখিত "সদৃশ অপরাধের পূর্ব্ব দণ্ডাজ্ঞা" শব্দ সমূহ মধ্যে "সদৃশ" (like) শব্দে পূর্ব্বাপর দুই অপরাধের একই দণ্ড বুঝাইবে। পূর্ব্বাপর ক্রমান্বয়ে এক অপরাধ বুঝাইবে না। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ৫৭৫ ইং।

২। পাস প্রাপ্ত (licensed) বিক্রেতা পাসের নিয়ম অতিক্রম করিয়া বিক্রয় করিলে ১৮৭৮ সনের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৫৩ ধারা মতে দণ্ডিত হইতে পারে না। ৫৯ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ বহির্ভূত পাসের উল্লিখিত কোন নিয়ম ভঙ্গ হইলে তৎসম্বন্ধে ৫৩ ধারা প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ৬২১ ইং।

৩। এক কালীন ১২ কোয়ার্ট বোতল বা ২ গেলানের অধিক সুরা বিক্রয় করিলে উহা হোলছেল (wholsale) বিক্রয় গণ্য হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ৮৩২ ইং।

৪। এক প্রকার সুরার ১২ কোয়ার্ট বোতল এবং অন্য প্রকারের ৩ কোয়ার্ট বোতল এক কালীন বিক্রীত হইলে ঐরূপ বিক্রয় ১৮৭৮ সনের ৭ আইনের ১৫ ধারা মতে নিষিদ্ধ কি না? ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ৮৩২ ইং।

৫। পাস প্রাপ্ত রিটেইল (retail) বিক্রেতাই মাত্র ৬০ ধারানুসারে দণ্ড প্রাপ্ত হইতে পারে। ঐ

আসেসর।

ইউরোপীয় ব্রিটিস প্রজা।

ইজ্‌মেণ্ট (ভোগ জনিত স্বত্ব।

১। স্থির হইল যে ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ২৬ ধারার নিম্নস্থ খ উদাহরণ সত্বে ও ঐ ধারানুযায়ী স্বত্বলাভার্থে নালীশের অব্যবহিত দুই বৎসর পূর্ব্বের ভোগ প্রদর্শন আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ১৩২ ইং।

২। আইনের ধারার নিম্নস্থ উদাহরণ দৃষ্টে আইনের ধারার সরল অর্থ ব্যত্যয় করা যাইতে পারেনা, বিশেষতঃ যৎকালে ঐ উদাহরণ দ্বারা ঐ ধারার মর্ম্মানুযায়ী কোন স্বত্ব বিনষ্ট হয়। ঐ

৩। বর্ষাকাল নৌপথে যাতায়াতের স্বত্ব ইজ্‌মেণ্ট বা ভোগ জনিত স্বত্ব স্বরূপ গণ্য হইতে পারে। পথ যাতায়াতের অবরোধ না জন্মিলে, মাত্র উহা সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে বলিয়া ঐ পথের ভূমির মালিকের বিরুদ্ধে কোন নালীশ চলিবে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ১৪৫ ইং।

৪। বর্ষাকালে নৌপথে অন্যের পুষ্করিণীর উপর দিয়া যাতায়াতের স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট রেখাতে সীমাবদ্ধ থাকিবেক। ঐ

৫। নির্দ্দিষ্ট বাতায়ন দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের আলো পাইবার স্বত্ব থাকা কালে

সে একটি নূতন বাতায়ন খুলিলে, বা পূর্ব্ব বাতায়ন বিস্তার করিলে, প্রতিবেশী গৃহ স্বামী পূর্ব্বোক্ত বাতায়নের অবরোধ না জন্মাইয়া নূতন বাতায়ন ও পূর্ব্বোক্ত বাতায়নের বিস্তার সম্বন্ধে অবরোধ (obstruction) জন্মাইতে সক্ষম। কিন্তু পূর্ব্বতন বাতায়ন প্রতি অবরোধ জন্মাইয়া সে নূতন বাতায়নের প্রতি কোন প্রকার অবরোধ বা আপত্তি করিতে পারেনা। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৪৫৩ ইং।

৬। বাদী বাতায়নের আয়তন বর্দ্ধিত করায় প্রতিবাদী তাহাতে অবরোধ জন্মায়; এবং বাদী দুই দিবস পরে প্রতিবাদীকে অবরোধ উঠাইয়া লইবার নোটিস দেয়। স্থির হইল যে বাদীর নোটিস উপযুক্ত সময়েই হইয়াছে এবং বাদী প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা পাইতে স্বত্ববান। ঐ

৭। "সামিল" (belonging to, appurtement) শব্দ সাধারণতঃ বর্ত্তমান ইজমেণ্ট সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং তন্মূলে দাতার ভূমিতে পথের স্বত্ব জন্মিবে না। কিন্তু অবস্থা বিশেষে ঐ শব্দ ও বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৬৬৫ ইং।

৮। "তৎসহ ভুক্ত ও ব্যবহৃত" শব্দ সমূহ ব্যবহৃত হইলে তদ্দ্বারা কি প্রকার পথের স্বত্ব বুঝাইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৬৬৫ ইং।

৯। অবস্থা ভেদে পথের স্বত্বের বৈলক্ষণ্য ঘটিবেক। ঐ

১০। ইজমেণ্ট—পথের স্বত্ব। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৭৭৭ ইং।

১১। স্থির হইল যে বহুকালাবধি বাদীর ভূমি হইতে প্রতিবাদীর ভূমিতে নির্দ্দিষ্ট প্রণালী দ্বারা জল প্রবাহিত হওয়া সপ্রমাণিত হওয়ায়, প্রতিবাদী বাদীর স্বত্বের বিঘ্ন কারক কোন কার্য্য করিতে স্বত্ব বান নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৪৬৮ ইং।

১২। যে ভূমি হইতে শিল্পজাত জল প্রণালী দ্বারা অপর ভূমিতে জল আনীত হয়, সেই ভূমির মালিকের প্রদত্ত কোন প্রমাণিত বা আনুমানিক দান অথবা বন্দোবস্তের উপর ঐ জল ব্যবহারের স্বত্ব নির্ভর করিবে। ইঃ লঃ রি ৪কঃ ৬৩৩ ইং।

১৩। ইজমেণ্টের কাল, প্রণালী, ও অবস্থা দৃষ্টে ভোগ জনিত স্বত্ব অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৬৩৩ ইং।

১৪। ১৮৭৭ সনের তমাদি আইনে যে ভোগ জনিত স্বত্বের (easement) বিষয় উল্লেখ আছে তাহার ব্যাখ্যা। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ৭০২। ৯৪৫ ইং।

১৫। বিশ বৎসরাধিক নির্ব্বিঘ্ন ব্যবহার প্রমাণ করিতে পরিলে ঐ তমাদি আইনের ৩ ধারামতে জলকর স্বত্ব (right of fishery) ভোগ জনিত স্বত্ব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ঐ

১৬। নালীশের ২০, ৫০ বা ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বাদীগণের পূর্ব্ববর্ত্তী গণ প্রতিবাদী গণের ভূমিতে এক পাইন অর্থাৎ জল প্রণালী নির্ম্মাণ করতঃ ভোগ ব্যবহার করিয়া আসিতে ছিল। ঐ জল প্রণালী হইতে আর এক প্রণালী দ্বারা প্রতিবাদী গণের টাঙ্কে (reservoir) জল আসিত, এবং ঐ টাঙ্কের অতিরিক্ত জল অন্য প্রণালী দ্বারা নির্গত হইয়া যাইত। নালীশের পূর্ব্বে বিশ বৎসর

মধ্যে প্রতিবাদীগণ স্থানে২ ঐ পাইন অবরোধ করিয়া দেয়। কোন অবরোধ নালীশের অব্যবহিত দুই বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে কিনা এতদ্বিষয়ে নিম্নাদালত দ্বয়ের মত বৈষম্য হয়। স্থির হইল যে ১৮৭১ সনের ৯ আইন মতে কোন ভোগ জনিত স্বত্ব না জন্মিলেও প্রকারান্তরে ভোগ জনিত স্বত্ব জন্মিতে পারে, এবং ঐ আইনের ২৭ ধারামতে নালীশের অব্যবহিত ২ বৎসর পূর্ব্বে বিশ বৎসরাধিক ভোগ ব্যবহার দ্বারা কোন স্বত্ব না জন্মিলেও,ঐ স্বত্ব ব্যতীত অন্য স্বত্বের মূলে ভোগজনিতস্বত্ব জন্মিতে পারে। বাদীর বহুকালের ভোগ আইনানুযায়ী স্বত্বের মূলে হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে,এবং অবস্থাধীন এই অনুমান করিতে হইবে যে দান বা চুক্তি মূলে ঐ ভোগজনিত স্বত্ব জন্মিয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৩৯৪ প্রিঃ কৌঃ। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৯৭৬ ইং।

১৭। প্রতিবাদীগণের অবরোধ ক্রিয়া অবিশ্রান্ত (continious) চলিতেছে বিধায় প্রতিদিন নালীশের হেতু গণ্য হইবে, সুতরাং ঐরূপ নালীশে ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ৩১ প্রকরণের তমাদির বিধান প্রযোজ্য নহে। ঐ

১৮। ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ২৬ ধারামতে নালীশের অব্যবহিত বিশ বৎসবৎসরাধিক কাল ভোগ ব্যবহারদ্বারা কোন ভোগ জনিত স্বত্ব সপ্রমাণিত না হইলে ও প্রকারান্তরে ভোগ জনিত স্বত্ব জন্মিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ৯৫৬ ইং।

ইষু ৩, দেখ
তমাদি (১৮৭১ সনের ৯ আইন) ৯
পথের স্বত্ব ১
পূর্ব্ব নিষ্পত্তি জনিত বাধা ৩০

ইজারা।

১। ভূম্যাধিকারী প্রথম ইজারা বর্ত্তমানে দ্বিতীয় ইজারা দিলে প্রথম ইজারাদার দ্বিতীয় ইজারাদারও ভূম্যাধিকারীর স্বত্বাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পাট্টা রহিতের জন্য নালীশ করায় এই আপত্তি হয় যে, দ্বিতীয় ইজারা পাট্টা বাদীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হওয়ায় অথবা তদ্দারা বাদীর কোন ক্ষতি প্রদর্শিত না হওয়ায়, তাহার নালীশের হেতু নাই। স্থির হইল যে নালীশ চলিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ৩৩৮। ৪৫৬ ইং।

২। গৌণ প্রতিকার পাইবার স্বত্ব না থাকিলে ঐরূপ নালীশে ডিক্লেরেটরি ডিক্রী দেওয়া যাইতে পারে না। এতদ্বিষয়ে প্রিবি কৌন্সেলের অভিমত আলোচিত হইল। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ৩৩৮। ৪৫৬ ইং

করবৃদ্ধি ৪, দেখ
জারিপেস্‌গি ১, ২
জলকর ৪

ইষু।

১। কোন২ অবস্থায় জজ বিচারকালে ইষু সংশোধনের অনুমতি দিতে অথবা নির্দ্ধারিত ইষু ভিন্ন অন্য ইষু উত্থাপন করিতে পারিলেও, ইষু নির্দ্ধারণ কালে জজ কোন ইষু উত্থাপনে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া থাকিলে, বিচারকালে সেই ইষু পুনরুত্থাপিত হইতে পারে না ; এবং জজ কোন প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া থাকিলে, তাহা পুনরুত্থা-

পিত করিয়াইষু রূপান্তর করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। ইঃ লঃ বিঃ ৪ক ৪২১।৫৭২ ইং।

২। উভয় পক্ষের আরজি ও বর্ণনা দৃষ্টে যে সমস্ত প্রকৃত বিরোধীর বৃত্তান্তের বিচার করা আবশ্যক তাহার উচিত বিচারাভিপ্রায়ে আদালত ইষু সংশোধন করিতে বাধ্য। এতদ্ব্যতীত অন্য কারণে আদালত ইষু সংশোধন করিতে বাধ্য নহেন। ইঃ লঃ রিঃ৫কঃ, ৪৭। ৬৪ ইং।

৩। ভোগ জনিত স্বত্ব সাব্যস্তের নালীশে তমাদির আপত্তি হইলে আদালত ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ২৬ ধারানুযায়ী নিম্নলিখিত ইষু ধার্য্য করিবেন, (১) বাদী অথবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী নালীশের অব্যবহিত ২ বৎসর পূর্ব্বে ঐ ভোগজনিত স্বত্ব নির্ব্বিঘ্নে, সাধিকারে, এবং প্রকাশ্যরূপে ভোগ করিয়াছে কি না; (২) উপরোক্ত ইষু নিষ্ফল প্রমাণিত না হইলে, বাদী অথবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীরপক্ষে এত দীর্ঘকালব্যাপী ও এ প্রকার ভোগ দখলের প্রমাণ আছে কিনা যদ্বারা ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ২৬ ধারা বহির্ভূত কোন দানপ্রাপ্ত বা অন্য প্রকার আইনানুযায়ী স্বত্ব সম্বন্ধে কোন অনুমান হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ ক ৮১২ ইং।

ইস্তাহার।

উইল।

১। উইল কর্ত্তার পুত্র ক তাহার মৃত্যুর পরে জীবিত থাকিলে কএর পুত্রগণের অনুকূলে দান দূরত্ব হেতু অসিদ্ধ, কারণ ঐ দানগৃহীতৃগণ মধ্যে এমত অনেক ব্যক্তি থাকিতে পারে যাহারা উইল কর্ত্তার মৃত্যুর পরে জন্ম গ্রহণ করিলে, ঐ দান গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইত। যে স্থলে উইল কর্ত্তা শ্রেণী বিশেষের অনুকূলে দান করেন, এবং সেই শ্রেণীর কোন২ ব্যক্তি দূরত্ব হেতু ঐ দান গ্রহণে অসমর্থ হয়, সেস্থলে ঐ সমগ্র দানই ব্যর্থ হইবেক। ইঃ লঃ বিঃ ২ক ১৮৯। ২৬২ ইং।

২। উইল কর্ত্তার পৌত্রগণের অনুকূলে দান অসিদ্ধ হওয়ায় তৎপরবর্ত্তী সমস্ত নিয়মই অসিদ্ধ। ঐ

৩। এক হিন্দু উইলকর্ত্তা তাহার দুই পুত্র ক, খ কে তাহার সমস্ত সম্পত্তি তুল্যাংশে নিব্যূঢ় রূপে দান করিয়া পরলোক গমন করেন। খ গ নামক এক নাবালক পুত্র রাখিয়া ১৮৪৫ সনে, এবং ক, স্ত্রী ও কন্যা বর্ত্তমানে ১৮৫১ সনে, লোকান্তরিত হয়। ক উইল করিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি তাহার স্ত্রীকে বিগ্রহ সেবার নিয়মাধীন দান করে। কএর স্ত্রীও এক উইলদ্বারা ১৮৬৪ সনে আপন ভ্রাতাকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিলে সে ঐ সম্পত্তি দখল করে। খ এর পুত্র গ নাবালগ অবস্থায়ই এক নাবালগ স্ত্রী বর্ত্তমানে, ঐ স্ত্রীকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়া ১৮৫৫ সনে মরে। গএর বি-

ধবা ১৮৭৬ সনে দত্তক গ্রহণ করে। গএর দত্তক পুত্র কএর দায়দ স্বরূপ তাহার ত্যক্ত সম্পত্তিব দাবিতে নালীশ করায়, স্থির হইল যে কএর বিধবার মৃত্যু সময়ে বাদী দত্তক পুত্র স্বরূপ বর্ত্তমান না থাকায় সে ঐ সম্পত্তিতে সত্ববান নহে। কএব বিধবা মবিলে বাদীব মাতা বাদীব পক্ষে ট্রাষ্টী স্বরূপ ঐ সম্পত্তিব দখল পাওয়াব নালীশ কবিতে পারিতনা, সুতবা ঐ সম্পত্তি একবাব এক ব্যক্তিতে বর্ত্তিয়া থাকিলে তাহা আর ঐ ব্যক্তি হইতে বিচ্যুত হইতে পাবে না। ইঃ লঃ রিঃ ২কঃ ২১৪। ২৯১ ইং।

৪। উইলেব ব্যাখ্যা, ও চূড়ান্ত দান—উইলেব পববর্ত্তী বিধান দৃষ্টে ঐ দানেব ভোগ সম্বন্ধে অনুমান—উইল কর্ত্তাব অভিপ্রায়। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ৪০৬। ৫৫৩ ইং।

৫। উইলের প্রবেট পাওয়াব জন্য সরল ভাবে প্রার্থনা হইলে, উইল প্রাপ্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে স্বত্বের প্রশ্নের বিচার করা আদালতের কর্ত্তব্য নহে। প্রবেট দানে কাহার ও স্বত্বেব কোন ক্ষতি হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ১। ১ ইং।

৬। স্কট্‌লণ্ড বাসী কোন ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিব অধীনে চাকবিতে প্রবেশ করতঃ ১৮৫৮ সনের পরেও ঐ চাকবিতে থাকিয়া ১৮৭৮ সনে কলিকাতায় পরলোক প্রাপ্ত হয়। তাহার উইলের প্রবেট পাওয়ার প্রার্থণা হওয়ায়, স্থির হইল যে ঐ মৃত ব্যক্তি ভারতবর্ষ নিবাসী ইংবেজের ন্যায় নিবাস স্বত্ব(domicile)প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং বিক্টরিয়ার রাজত্বের ২১ এবং ২২ বর্ষীয় ১০৬ আইন এবং উত্তরাধিকারী বিষয়ক আইন সত্বেও, ঐ নিবাস স্বত্ব (domicile) নষ্ট না হইয়া তাহার মৃত্যু কালে বর্ত্তমান ছিল। অতএব ঐ উইল ভারতবর্ষীয় উত্তবাধিকাবী বিষয়ক আইনেব বিধান মতে সাক্ষীব স্বাক্ষর দ্বাবা প্রমাণীকৃত না হওযায়, উইলের প্রবেট দেওয়া যাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৭৬। ১০৬ ইং।

৭। উইলের নিয়ম মতে তল্লিখিত সম্পত্তিব বণ্টন সময় মাত্র স্থগিত বাখা হইলে উত্তরাধিকারী বিষয়ক আইনেব ১০১ ও ১০২ ধাবামতে ঐ উইল অসিদ্ধ নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২২৬। ৩০৪ ইং।

৮। উত্তবাধিকাবী বিষয়ক আইনের ৯৮ ধাবা কেবল ন্যস্ত (vested) স্বত্ব সম্বন্ধে প্রয়োজ্য। ইঃ লঃ রিঃ। ঐ

৯। উইলেব প্রবেট প্রদানেব আদেশ আদালতেব ডিক্রীব স্বরূপ। প্রতাবণা বা ক্ষমতাভাব হেতু ভিন্ন অন্য হেতুতে উহা অন্য আদালত কর্ত্তৃক রদ হইতে পারে না। অসঙ্গতরূপে প্রবেট প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ পাইলে, যে আদালত প্রবেট প্রদান করিয়াছেন সেই আদালতেই উহা রহিত কবণার্থ প্রার্থনা কবা আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২৬৭। ৩৬০ ইং।

১০। ঐরূপ প্রবেট রহিতের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল। ঐ

১১। যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে বিক্রয়সূত্রে স্বত্ববান, তাহার স্বত্বের বিরুদ্ধে উইল প্রমাণীকৃত হইলে, বোধ হয় সে উইলের প্রবেট রহিতের জন্য প্রার্থনা করিতে পারে। ঐ

১২। "চরম দান" (universal bequest) এবং "সাধারণ অবশিষ্টের দান" (residuary bequest) ইত্যাদি বাক্যের ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ। পূর্ব্বে কোন দান অসিদ্ধ হইলেও, অবশিষ্টের দানভুক্ত হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩২৭। ৪৪৩ ইং।

১৩। কোন শ্রেণীবিশেষের অনুকূলে উইল হইলে যদি সেই শ্রেণীর কোন২ ব্যক্তি উইলকর্ত্তার মৃত্যুকালে জন্মগ্রহণ না করে, তাহা হইলে সেই উইল সমগ্ররূপেই অসিদ্ধ। এবং ঐ শ্রেণীর কোন ব্যক্তি বর্ত্তমান ও দানগ্রহণক্ষম থাকিলেও উহা পরে এমতভাবে উদ্ঘাটিত হইতে পারে না, যাহাতে ঐ শ্রেণীর পশ্চাজ্জাত কোন ব্যক্তি প্রবিষ্ট হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩৩৬। ৪৫৫ ইং।

১৪। কোন হিন্দু উইলকর্ত্তা আপন স্থাবর সম্পত্তি এই নিয়মে পুত্রগণকে দান করেন যে তাহারা বিশ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি বিভাগ করিতে পারিবেক না। স্থির হইল যে ভোগ স্থগিত রাখার এই প্রকার নিয়ম দানের ব্যত্যয় জনক, সুতরাং অকর্ম্মণ্য, পুত্রগণ ঐ সম্পত্তি অবিলম্বেই বিভাগ করিয়া লইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ৭৬। ১০৪ ইং।

১৫। উইলের লিখিত চ্যারিটি (অর্থাৎ সাধারণ হিতসাধন ও উপায় হীনের দুঃখ মোচন জন্য দান) সম্বন্ধে 'সাইপ্রে' (অর্থাৎ "চ্যারিটি" সদৃশ অন্য উদ্দেশ্যে দান) কখন কি নিয়মে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২২২।৩০৩ ইং।

১৬। উইলকর্ত্তা কতিপয় ব্যক্তিকে তাঁহার একজিকিউটার ও ট্রাষ্টী নিযুক্ত করতঃ তাহাদিগকে যদি এমত কার্য্য করিতে আদেশ করেন যাহা কেবল তাঁহার অবশিষ্ট সম্পত্তির দানগৃহিতৃগণ (residuary legatee) কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে ঐ ট্রাষ্টীগণের অনুকূলে স্পষ্টদান না থাকা সত্বেও তাহারা ঐ সম্পত্তি লইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৩৪। ৪৫ ইং।

১৭। এক মুসলমান উইলকর্ত্তা উইল দ্বারা আপন সম্পত্তির তৃতীয়াংশ আপন পুত্রগণমধ্যে একজনকে উছি (executor) নিযুক্ত করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনির্দ্দিষ্টকার্য্যে সেই পুত্রের বিবেচনাধীন যথার্থ দান করেন; কিন্তু সেই তৃতীয়াংশের উপস্বত্ব ব্যয়িত হইয়া যাহা উদ্বর্ত্ত থাকিবেক তাহার ভোগের স্বত্ব ঐ পুত্রকে দান করেন। স্থির হইল যে, ধর্ম্মানুষ্ঠানার্থ দানের ছলে ঐ দান দায়াদগণ মধ্যে এক জনের অনুকূলে মুমুর্ষু দান স্বরূপ পরিগণিত হইবেক। সুতরাং অবশিষ্ট দায়াদগণের সম্মতি অভাবে ঐদান অসিদ্ধ। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১৩৪। ১৮৪ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

১৮। স্থির হইল যে, হিন্দু উইলস্ আক্ট দ্বারা উত্তরাধিকারী বিষয়ক আইন যেরূপ প্রযোজ্য হইয়াছে, তদনুসারে উইলকর্ত্তার নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তির উত্তমর্ণগণ তাহার ইষ্টাটের সম্পর্কান্বিত ব্যক্তি নহে। সুতরাং তাহারা প্রবেট প্রদানের প্রতি আপত্তি করিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১৫০। ২০৮ ইং

১৯। উইলের উছি পদ পরিত্যাগ করিলে ঐ উইলের প্রবেট অথবা উইল স-

স্বলিত লেটার্স অব এডমিনিষ্ট্রেশন প্রদত্ত হয় না। উইলকর্ত্তার একমাত্র দায়াধিকারিণী উইলের ব্যাখ্যা এবং এডমিনিষ্ট্রেষণ জন্য নালীশ করায়, আদালত তৎসম্বন্ধে উইল সম্পাদিত হওয়ার কথা সপ্রমাণ করিতে দিয়া ঐ উইল অনিশ্চয়তা হেতু অসিদ্ধ বলিয়া ব্যক্ত করিলেন, এবং রীতিমত এডমিনিষ্ট্রেষণের হিসাব লওয়ার আদেশ করেন ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩৭৫। ৫০৮ ইং।

২০। এক উইলকর্ত্তা আপন সন্তানগণ মধ্যে এক কন্যাকে কতক কোম্পানির কাগজের সুদ দান করিয়া যায়। তৎসম্বন্ধে উইলকর্ত্তার এই বিশেষ আদেশ ছিল যে, কন্যার অংশ তাহার জীবদ্দশায় হস্তান্তরিত হইতে পারিবে না। তদ্ধেতু কন্যা ১৮৭৪ সনে বিবাহ কালীন সেই বিবাহের প্রবৃত্তি স্বরূপ যে নিরূপণপত্র (settlement) দ্বারা তাহার অংশ ট্রাষ্ট সূত্রে ট্রাষ্টীগণ হস্তে অর্পণ করেন, সেই নিরূপণপত্র ঐ কন্যার অংশ সম্বন্ধে ফলদায়ক হইতে পারে না, সুতরাং ঐ কন্যার স্বামী ও তাহার ট্রাষ্টীগণ ঐ নিরূপণপত্র (সেটল্‌মেণ্ট) সূত্রে কিছুই পায় না ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩৭৮। ৫১৪ ইং।

২১। উপরোক্ত উইল দ্বারা উত্তরাধিকারী নিয়োগের যে ক্ষমতা প্রদত্ত হয় তাহা ঐ কন্যা ও তৎস্বামীকৃত উইলদ্বারা উচিতরূপে পরিচালিত হয় নাই, কারণ ঐ উইল এই মর্ম্মে হইয়াছিল—"আমরা এতদ্বারা আমাদের উভয়ের মধ্যে উত্তর জীবমান (সারভাইবার) ব্যক্তিকে আমাদের সন্তান বা সন্তানগণ সহ আমাদের ইষ্টেটের একজিকিউটার বা একজিকিউট্রিক্স এবং একমাত্র দায়াদ নিরূপণ করিলাম।" সুতরাং ঐ কন্যার সন্তান স্বীয় মাতার অংশ পাইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩৭৮ ৫১৪ ইং।

২২। প্রবেটের অন্তর্গত ভুল সংশোধনের অনুমতি হইল। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪২৮। ৫৮২ ইং

২৩। উইল সূত্রে প্রাপ্য টাকার দান গৃহীতার প্রতিনিধি (the representative of an assignee by devise by) উইলকর্ত্তার উইলের প্রবেট অথবা উইলকর্ত্তার ইষ্টেটের প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য ১৮৬০ সনের ২৭ আইন অনুযায়ী সার্টিফিকেট গ্রহণ না করিলে সে ঐ প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লওয়ার জন্য নালীশ করিতে পারে না ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৭৭। ৬৪৫ ইং

২৪। উইলকর্ত্তার মৃত্যুর পরে বণ্টনের নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে খএর এক পুত্র জন্মে, এবং কএর পুত্রগণ মধ্যে একজন উইল না করিয়া অবিবাহিত অবস্থায় মরে। উইলকর্ত্তা ক, খ এর সন্তানগণকে তাহার সম্পত্তি অর্পণ করেন। ক, খ এর প্রত্যেক পুত্রের অংশ প্রত্যেক কন্যার অংশের দ্বিগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। আরো নিয়মিত হয় যে প্রত্যেক পুত্র ২১ বৎসর বয়স্ক হইলে তাহার অংশ তাহাকে দিতে হইবে এবং প্রত্যেক কন্যা ঐরূপ বয়ঃপ্রাপ্ত বা তৎপূর্ব্বে বিবাহিত হইলে তাহাকে তাহার অংশ দিতে হইবে। এবং উহাতে বিশেষ নিয়ম এই ছিল যে একের মৃত্যুর পরে অপরে জীবমান থাকিলে সে মৃত ব্য-

ক্তির অংশলাভের অধিকারী হইবেক। স্থির হইল যে খ এর যে পুত্র উইলকর্তার মৃত্যুর পরে জন্মে, সে ভ্রাতুস্পুত্র বলিয়া দ্বিগুণ অংশ পাইতে স্বত্ববান এবং কএর মৃত পুত্রের অংশ উত্তর জীবমান পুত্র এবং কন্যাগণের মধ্যে তুল্যাংশে বিভক্ত হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৯১। ৬৭০ ইং।

২৫। উইলের তারিখের পর উইলকর্তার নিজ হস্তাক্ষরলিখিত কতিপয় স্মারক লিপি (memorandum) বর্ত্তমান থাকা প্রকাশ পায়। ঐ স্মারক লিপি প্রবেটের অন্তর্গত করার প্রার্থনা হওয়ায় স্থির হইল যে ঐ স্মারকলিপি উইল সংক্রান্ত দলিল নহে,স্থতরাং প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫২৯। ৭২১ ইং।

২৬। ক উইলের সর্ত্তানুসারে উইল কর্ত্তার ঋণ আদায়ের এবং তাহার স্থাবর সম্পত্তির বণ্টক করিবার ভার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ক কে স্পষ্টরূপে উইলের একজিকিউটার নিযুক্ত করা হইয়াছিল না। স্থির হইল যে ক কে ভাবতঃ উইলের একজিকিউটার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫৬৫। ৭৫৭ ইং।

২৭। প্রবেটের আবেদন হইলে তাহাতে যে আদেশ হয় তাহা চূড়ান্ত আদেশ নহে.স্থতরাং দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৬১৭ ধারানুসারে ঐ আদেশসম্বন্ধে হাইকোর্টে কোন ইস্ত মেজাজ(reference)হইতে পারে না। কিন্তু উত্তরাধিকারী বিষয়ক আইনের ২৩৪ ধারামতে হাইকোর্ট ঐ আবেদন গ্রহণ করিতে পারেন। ঐ

২৮। এক আখড়ার মোহন্ত উইল দ্বারা ক কে তাহার ত্যজ্য সম্পত্তির মালিক নিযুক্ত করিয়া এই নিয়ম করিয়া যায় যে, যে উদ্দেশে উইলের সম্পত্তি দেওয়া গেল তাহার অন্যথা হইলে, অথবা হিন্দু আচার বিগর্হিত কোন কার্য্য হইলে, ঐ সম্পত্তি অন্য কোন উপযুক্ত ও ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিতে বর্ত্তিবে। ক উইলের প্রবেট লইয়া ঐ সম্পত্তির দখল প্রাপ্ত হয়। স্থির হইল যে উত্তরাধিকারী বিষয়ক আইনের ২৩৪ ধারা মতে ক দুর্নীতির বশবর্ত্তী বিধায় সমাজ চ্যুত হইয়াছে বলিয়া আদালত তাহা হইতে প্রবেট তলব (revoke) করিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ১১ ইং।

২৯। ক কে পদচ্যুত করিতে হইলে উৎসৃষ্ট সম্পত্তিবিষয়ক আইন(Relig ious Endowment Act) মতে নালীশ উপস্থিত করা উচিত, এবং ঐ নালীশে ডিক্রী হইলে প্রবেট কোর্ট ঐ প্রবেট তলব করিবেন। ঐ

৩০। ১৮৬৫ সনের ১০ আইনের ৫০ ধারার উদ্দেশ্য এই যে উইলকর্ত্তা উইলে স্বাক্ষর করিলে পরই দুই জন সাক্ষী তাহাতে আপন২ স্বাক্ষর যুক্ত করিবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ১৭ ইং।

৩১। এক উইল কর্ত্রী রেজেষ্ট্রার সমক্ষে স্বীয় স্বাক্ষর স্বীকার করে এবং তাহার স্বাক্ষরের একজন মোক বিলা সাক্ষী রেজেষ্ট্রারের নিকট তাহার পরিচয় দেয়। রেজেষ্ট্রার ও ঐ সাক্ষী উইল কর্ত্রীর স্বীকার উক্তির সাক্ষী স্বরূপ তাহাদের নাম স্বাক্ষর করে। স্থির হইল যে ১৮৬৫ সনের ১০ আইনের ৫০ ধারার মতে ঐ দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যতাই যথেষ্ট। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ১৭ ইং।

৩২। পুং উত্তরাধিকারী গণকে উইল দ্বারা সম্পত্তি দান করা হইলে ঐরূপ দান হিন্দু শাস্ত্র মতে অসিদ্ধ। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ৪২১ ইং।

৩৩। এক হিন্দু উইল দ্বারা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের পুং উত্তরাধিকারী গণকে এই নিয়মে কতক স্থাবর সম্পত্তি দান করিয়া যায় যে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ মধ্যে কেহ নিঃসন্তান মরিলে তাহার অংশ অপর জীবিত ভ্রাতষ্পুত্র ও তাহাদিগের পুং উত্তরাধিকারীতে পর্য্যাপ্ত হইবেক। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে বাদী উত্তর জীবমান (survivor) একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র বিধায় সে অপর ভ্রাতুষ্পুত্র গণের অংশ পাইবেক, কিন্তু ঐ অংশে তাহার মাত্র জীবন স্বত্ব (life interest) হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ৪২১ ইং।

৩৪। উইলের নির্দ্দিষ্ট কোন শ্রেণীর ব্যক্তি ২১ বৎসর বয়সে উইলের দানপ্রাপ্ত সম্পত্তি পাইবেক এই নিয়ম থাকিলে, দান গৃহীতৃগণ ঐ বয়স প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ উইলের কোন সম্পত্তি আয়ত্ব করিতে পারেনা। উইলে কোন বিশেষ বিধান না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের অন্যথা ব্যাখ্যা হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ২১৮ ইং।

৩৫। কৃষ্ণ প্রসাদ দাস নামীয় এক হিন্দুর উইল দৃষ্টে স্থির হইল যে উইল কর্ত্তা তাহার পরিবারের ভরণ পোষণ ও দেব সেবার জন্য তাহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির যে ।৵ ছয় আনা অংশ নিযুক্ত করিয়াছে তাহাতে ব্যক্তি বিশেষকে কোন স্বত্ব দান করার উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়না। ঐ ছয় আনা অংশের উপস্বত্ব সম্বন্ধে যে নিয়ম করা হইয়াছে তদ্দ্বারা পুং বংশধর (descendants) গণকে ঐ সম্পত্তির উপস্বত্ব দান করার অভিপ্রায়ই প্রকাশ পায়। সুতরাং ঐরূপ দান অসিদ্ধ হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ২৬৯ ইং।

৩৬। আরোও স্থির হইল যে বাকি দশ আনা সম্বন্ধে যে বিধান করা হইয়াছে তাহাও অসিদ্ধ, কারণ তদ্দ্বারা ঐ দশ আনার উপস্বত্ব কি প্রণালীতে সঞ্চিত হইবেক তাহা মাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু উহা ব্যয়িত হওার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত ছয় আনা অংশের দান যে নিয়মে অসিদ্ধ হইয়াছে, দশ আনা সম্বন্ধীয় বিধান ও সেই নিয়মে অসিদ্ধ গণ্য হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ২৬৯ ইং।

৩৭। আরো স্থির হইল যে ভদ্রাসন বা পরিবারের আবাস গৃহ থাকিবে বলিয়া উইলে যে বিধান আছে তাহা সঙ্গত, কিন্তু উহা হস্তান্তরিক হইবেক না বলিয়া যে বিধান আছে তাহা অসিদ্ধ। অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে যে বিধান আছে তাহা বৈধ দান বলিয়া গণ্য হইবেক না। ঐ

৩৮। উইল লিখিত "পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে" পদসমূহে কেবল পুং উত্তরাধিকারী বুঝাইবেকনা, উহাতে স্ত্রী উত্তরাধিকারিণী ও বুঝাইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৩০৪ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৩৯। উইলের লিখিত নিষেধ বিধি সমূহ (disqualifications) উইল কর্ত্তার মৃত্যুর সময়ে বা তৎপূর্ব্বে আমলে আইসা আবশ্যক। পরে আমলে আসিলে কোন কার্য্যকারী হইবেক না। ঐ

৪০। ১৮৬৫ সনের ১০ আইনের ৫০ ধারা

মতে উইলে দুই বা ততোধিক সাক্ষীর দস্তখত থাকা আবশ্যক। উইল কর্ত্তার স্বাক্ষর বা চিহ্ন যুক্ত হইবার পরে সাক্ষী গণের দস্তখত হওয়া আবশ্যক। চিহ্ন যুক্ত করিয়া কোন ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে কি না? ইঃ লঃ বিঃ ৫কঃ ৫৫১। ১৩৮ ইং।

৪১। উইলকর্ত্তার মৃত্যুকালে উইলসূত্রে দান প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান থাকাবস্থায় তাহাদিগের মধ্যে উইলের সম্পত্তি কি প্রকার বিভক্ত হয় তাহার নিয়ম। তাহাদিগের মধ্যে একজন নাবালগ থাকিলে সে বয়ঃপ্রাপ্তে ঐ সম্পত্তি বিভক্ত হইবে। ইঃ লঃ বিঃ ৫ক ৫৯। ৪৪ ইং।

৪২। ক নামক এক হিন্দু, এক স্ত্রী খ, এক দৌহিত্রী গ, এবং এক ভ্রাতা ঘ বর্ত্তমানে ১৮৭৪সনে পরলোক প্রাপ্তহয়। ১৮৭০ সনে ক এক উইল সম্পাদন করে। ক উইলে এই নিয়ম করিয়া যায় যে, তাহার পুত্র পৌত্র এবং প্রপৌত্র অভাবে তাহার স্ত্রী খ শাস্ত্রমতে তাহার সমুদায় বিত্ত লাভ করতঃ আজীবন তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিবেক। এবং খয়ের মৃত্যুর পর কয়ের দুহিতাগণ এবং তাহাদের অভাবে দৌহিত্রগণ শাস্ত্রানুসারে ঐ সম্পত্তি পাইবেক। খএর মৃত্যু সময়ে দুহিতা বা দৌহিত্র অবর্ত্তমানে দৌহিত্রী পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সমস্ত সম্পত্তি নির্ব্যূঢ় স্বত্বে লাভ করিবেক। এবং উইল হওয়ার পরে কএর কোন পুত্র কন্যা না জন্মিলে, এবং দৌহিত্রী বন্ধ্যা বা বিধবা হইয়া নিঃসন্তান মরিলে কএর সমুদায় সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট পাইবেন, ও গবর্ণমেণ্ট তাহা সাধারণের হিতকর সদানুষ্ঠানিক কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। ঘএর সহিত মনোবাদ থাকায় তাহাকে উত্তরাধিকারীত্ব হইতে বঞ্চিত করাই কএর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। স্থির হইল যে, খএর মৃত্যুর পর গ বন্ধ্যা বা বিধবা না হইয়া জীবমান থাকিলে সে ঐ সম্পত্তি নির্ব্যূঢ় স্বত্বে পাইবে এবং ঘ উহা হইতে বঞ্চিত হইবেক। "পুত্র পৌত্রাদি" শব্দে কেবল পুং উত্তরাধিকারী বুঝায় না। ইঃ লঃ বিঃ ৫ক ১৬৯। ২২৮ইং।

৪৩। আরও স্থির হইল যে, খএর মৃত্যুসময়ে গ জীবমান না থাকিলে অথবা সে উত্তরাধিকারী হইতে অক্ষম হইলে খএর মৃত্যুর পর গবর্ণমেণ্ট ঐ দান প্রাপ্ত হইবেন। ঐ

৪৪। এক হিন্দুরমণী তাহার উইলে দেবসেবার ও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য এই বিধান করিয়া যান যে, তাহার পুত্রগণ তাহার ত্যজ্য বিত্তের উপস্বত্ব দ্বারা ঐ সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রতিপালন করিবেক। তাহার পরে যদি কিছু উপস্বত্ব উদ্বর্ত্ত থাকে তাহা পরিবারবর্গের ভরণ পোষণে ব্যয়িত হইবেক। স্থির হইল যে, উদ্বর্ত্ত উপস্বত্ব সম্বন্ধে যে বিধান আছে তদ্দ্বারা অবিভক্ত পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি উইলের সম্পত্তিতে স্বত্ববান। এবং উইলের সম্পত্তি কেহ কদাপি কোন প্রকার হস্তান্তর অথবা ঋণের দায়ে ক্রোক নিলাম করিতে পারিবে না বলিয়া যে বিধান আছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে দানের অভিপ্রায়ের সহিত বিরুদ্ধ হওয়ায় উইলকর্ত্রীর ক্ষমতাতিরিক্ত, সুতরাং কার্য্যকারী হইবেক

না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৩২৪। ৪৩৮ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৪৫। দায়িক তাহার পিতা হইতে উত্তরাধিকারীসূত্রে কোন সম্পত্তি পাইয়াছে উল্লেখে ডিক্রী প্রাপক মহাজন ঐ সম্পত্তি ক্রোক করায় তাহার স্বত্ব নাশার্থ যদি দায়িকের পিতৃকৃত কোন উইল সংঘটিত (set up) ও প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ঐ মহাজন ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রবেট প্রদানের আদেশ রহিতের প্রার্থনা করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৪২৯ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩৬০ দেখ।

৪৬। ক নামক এক ডিক্রীদার তাহার দায়িক খএর সম্পত্তি বলিয়া কতক সম্পত্তি ক্রোক করে। খ মৃত গয়ের ঘনিষ্ট সম্পর্কান্বিত ছিল। গয়ের বিধবা তাহার স্বামীর কৃত এক উইল উল্লেখে প্রবেটের দরখাস্ত করে। ক প্রবেটের প্রতি আপত্তি করায় স্থির হইল যে, ঐ সম্পত্তিতে কএর সম্পর্ক(interest) থাকায় প্রবেট প্রদানে আপত্তি করিতে স্বত্ববান। ইঃলঃরিঃ ৬ক৪৬০।

৪৭। গএর মৃত্যুর পর খ পরে ঘএর নিকট অন্য এক সম্পত্তি বন্ধক দেয়। উক্ত সম্পত্তি বিধবা স্বীয় পতির ই ষ্টেটভুক্ত বলিয়া উক্তি করে। ঘ আপত্তি করায় স্থির হইল যে সেও প্রবেট প্রদানে আপত্তি করিতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৪৬০

৪৮। যে সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রবেট প্রদত্ত হয় তদ্বিষয়ে কোন নালীশ উত্থাপন করিতে যে কেহ স্বত্ববান হইবেক সেই ১৮৬৫ সনের ১০ আইনের ২৪২ ধারামতে প্রবেট প্রদানে আপত্তি করিতে স্বত্ববান। ঐ

৪৯। উত্তরাধিকারী বিষয়ক আইনের ২৫৬ ধারামতে এক্‌জিকিউটার ও এডমিনিষ্ট্রেটার উভয়ই জামিন দিতে বাধ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৮৪ ইং।

৫০। শরামত নিষ্পন্ন উইলের ব্যাখ্যা ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১ইং।

৫১। এক হিন্দু উইলকর্ত্তা ১৮৭২ সনে এই মর্ম্মে এক উইল করেন যে, তাঁহার পুত্র না জন্মিলে তাঁহার দৌহিত্রগণ প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া তৎত্যজ্য কতক সম্পত্তি তুল্যাংশে গ্রহণ করিবেক, এবং তাঁহার দৌহিত্র না জন্মিলে অথবা দৌহিত্র হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে তাঁহার কন্যাগণ তাঁহার ভদ্রাসন বাটীতে বাস করিয়া নিয়মিত মাসিক মোসাহেরা ভোগ করিবেক। ১৮৭৩ সনে উইলকর্ত্তা কন্যা বর্ত্তমানে লোকান্তরিত হয়েন। স্থির হইল যে, দৌহিত্রগণের অনুকূলে যে দান হইয়াছে তাহা হিন্দুউইলস্ এক্টমতে সিদ্ধ। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১৫৭ ইং।

৫২। ঠাকুর বঃ ঠাকুর নিষ্পত্তিতে যে রূপ ব্যাখ্যা আছে তাহা ১৮৭০ সনের ২১ আইন প্রচলন হওয়ার পর প্রযোজ্য হইতে পারে না। ঐ

৫৩। স্থির হইল যে উইল কর্ত্তা তাহার পৌত্র গণকে উইল দ্বারা যে দান করিয়া গিয়াছেন তাহা আসন্ন (present) দান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, এবং ভোগ দখল স্থগিত রাখিবার ও টাকা সঞ্চয় করিবার আশয়ে উইলের যে সকল দফা লিখিত হইয়াছিল তাহা অকর্ম্মণ্য ও অগ্রাহ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৩৭৮ ইং।

৫৪। উক্ত উইলের লিখিত ইষ্টাট আং-

শিক মতে ট্রাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়া থাকিলেও তদ্দারা এখন পর্য্যাপ্তি (vesting) স্থগিত থাকিবেক না। এবং ঐ ট্রাষ্টি জীবমানে উইল কর্ত্তার মৃত্যুর পরে তাহার পৌত্র জন্মিলে তাহারা ঐ ইষ্টেট প্রাপ্ত হইবে না। ঐ

৫৫। যে আদালত প্রবেটের দরখাস্ত গ্রহণ করিতে সক্ষম সেই আদালত প্রবেট রহিতে দরখাস্ত ও গ্রহণ করিতে সক্ষম। ইং লঃ রিঃ ৮কঃ ৫৭০ ইং।

৫৬। উইলের লিখিত সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে নালীশ উপস্থিত করিতে স্বত্ববান। সুতরাং সে প্রবেট রহিতের আবেদন করিতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৫৭০ ইং। ৬কঃ ৪৬০ ইং।

৫৭। উইল কর্ত্তার উইল উইল্‌স একটের পূর্ব্বেই হউক আর পরেই হউক তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ না করিলে কোন ব্যক্তি উইলের দান ভোগ করিতে সক্ষম নহে, এবং তাহাদের অনুকূলে দান করা হইলে তাহা অসিদ্ধ হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৬৩৭ ইং।

হিন্দু উইলস্ আক্টের তিন ধারার ব্যাখ্যা। ঐ

৫৮। উইলের লিখিত বৃত্তান্ত সপ্রমাণিত হইলে উইল অপহৃত হওয়া সত্ত্বেও উইল সম্বলিত লেটার্স অব্ এডমিনিষ্ট্রেষণ (অর্থাৎ অধ্যক্ষতার অনুমতি পত্র) দেওয়া যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৮৬৪ ইং।

৫৯। ১৮৭০ সনের ১লা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্ব সময়ের উইল সম্বন্ধে ১৮৬৫ সনের ১০ আইনের ২০৮ ও ২০৯ প্রযোজ্য। ঐ

৬০। আবেদন কারী নিম্নলিখিত হেতুবাদে ১৮৬৫ সনের ১০ আইনের ২৩৪ ধারা মতে প্রবেট রহিতের প্রার্থনা করে; প্রবেটের মোকদ্দমার নোটিস জারী রীতি মত হয় নাই; আবেদন কারী নাবালগ ছিল ও নাবালগি অবস্থায় প্রবেটগৃহীতার রক্ষণাবেক্ষণে থাকিয়া তাহার দুরভিসন্ধি ও দুষ্কার্য্য সমস্ত কিছুই বুঝিতে পারে নাই; এবং উইল জাল, প্রকৃত নহে। ডিষ্ট্রিক্ট জজ এই সমস্ত বিষয় সপ্রমাণ করার ভার আবেদন কারীর শিরে অর্পণ করেন ও তাহার প্রার্থনা ডিস্‌মিস্ করেন। স্থির হইল যে আবেদন কারী যে সমস্ত বিষয়ে অবগত ছিল তাহা সপ্রমাণ করিতে তাহাকে সুযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য ছিল, ও তাহার অজ্ঞতা সপ্রমাণিত হইলে উইল সম্বন্ধে নূতন বিচারাদেশ করা কর্ত্তব্য ছিল। প্রবেট প্রার্থী তৎকালে রীতিমতে উইল সপ্রমাণ করিতে বাধ্য হইত। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৮৮০ ইং।

৬১। ক উইল ক্রমে তাহার সম্পত্তি ট্রাষ্টীর হস্তে সমর্পণ করে। ধর্ম্মকার্য্য ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার ব্যয় সাধনোদ্দেশে ও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি গণকে উত্তরাধিকারী ক্রমে নিয়মিত মোসাহেরা দেওয়ার উদ্দেশে ঐ ট্রাষ্ট সৃষ্ট হয়। উইল কর্ত্তার নির্দ্দিষ্ট ইষ্টেটের উপস্বত্ব হইতে মঃ ৩১৫০৲ টাকা কথিত মোসাহেরার পরিমাণ স্থিরীকৃত ছিল। ১৮৬৩ সনে কএর মৃত্যু হয়। ১৮৭৯ সনের ১১ই আগষ্ট মোসাহেরাগৃহীতা জনৈক ব্যক্তির উত্তরাধিকারী উইল সূত্রে একাংশের দাবিতে নালীশ করতঃ ঐ অংশের

বিভাগের প্রার্থনা করে। বাদী বর্ণনা করে যে কোন২ ট্রাষ্ট ও উইলের কোন২ নিয়ম আইনতঃ অসিদ্ধ, এবং সেই হেতু উইলকর্ত্তার সম্পত্তি অনেক পরিমাণে অদত্ত রহিয়াছে বিধায় সে উইলকর্ত্তার উত্তরাধিকারী সূত্রে ঐ সম্পত্তির অদত্ত অংশের একাংশ দাবি করিতে স্বত্ববান। স্থির হইল যে পূর্ব্বোক্ত অবস্থাধীন কথিত উপস্বত্বের আংশিক দান ঐ ইষ্টের আংশিক দান স্বরূপ পরিগণিত হইবে, এবং তৎসম্বন্ধে বাদীর দাবি তমাদিতে বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৭৮৮ ইং।

৬২। ধর্ম্মকার্য্যার্থ ও নিত্তনৈমিত্তিক ক্রিয়ার ব্যয় সাধনোদ্দেশে যেস্থলে উইল ক্রমে ট্রাষ্ট স্বষ্ট হয়, সে স্থলে কোন ট্রাষ্ট অসিদ্ধ হইলে উইলকর্ত্তার উত্তরাধিকারীগণ অদত্ত অংশ উদ্ধার করিতে যাইয়া তমাদিতে বারিত হইতে পারে। কিন্তু তাহারা তথাপি বৈধ ট্রাষ্ট প্রতিপালন জন্য ট্রাষ্টীগণ বিরুদ্ধে নালীশ করিতে সক্ষম। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৭৮৮ ইং।

উকিল ও মোক্তার।

১। রিঃ হোইট এবং মিত্র—কোন ব্যক্তি আপীলের তদ্বিরাদি বা তৎসম্বন্ধে উকিলগণকে কোন উপদেশ দিলেই যে ১৮৬৫ সালের ২০ আইনের ১৩ ধারানুযায়ী মোক্তার নামে আখ্যাত হইতে পারে এমত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ৫৮৫ ইং।

২। রিঃ গার্থ—কোন ব্যক্তি সর্ব্বদা অর্থ গ্রহণে সাধারণ মোক্তারের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া যদি কোন২ সময়ে কেবল আইননিযুক্ত মোক্তারের বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে বিরত থাকে, তাহা হইলে ও সে ঐ সময়ে মোক্তারের কার্য্য করিয়াছে বুঝিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ৫৮৫ ইং।

উচ্ছেদ।

১। ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের বিধান মতে, ভেওলী জোতের বাকি করের জন্য উচ্ছেদের নালীশ চলিবে। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২৬৯। ৩১৪ ইং।

২। প্রজা তাহার জোতের আনুষঙ্গিক কর্ম্ম সম্পাদনে স্পষ্ট রূপে অসম্মত হইলে উচ্ছেদিত হওয়ার দায় গ্রস্থ হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৯। ৬৭ ইং।

৩। ফৌজদারী কার্য্য বিধির আইনের ৫৩০ ধারা মতে যে মোকদ্দমা হয় তাহা দখলের যথেষ্ট দাবি নহে, সুতরাং তন্মূলে উচ্ছেদের নালীশ চলিতে পারে না। ইং লঃ রিঃ ৪ক ২৫২। ৩৩৯ ইং।

৪। মকররিদার দরমকররিদারের বিরুদ্ধে বাকি করের জন্য নালীশ করিলে দর মকররিদারকে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী পায়, এবং সেই হেতু দরমকররি জোত রদ হয়। ঐ করের মোকদ্দমার পূর্ব্বে দর-

খকররিদারের বন্ধকগৃহীতা বন্ধকসূত্রে ডিক্রী পাইয়া সেই ডিক্রী জারী নিলামে নিজেই ঐ জোত ক্রয় করে। স্থির হইল যে বন্ধকগৃহীতা পূর্ব্ব মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত না থাকায় তাহাতে দরমোকাররিদারকে উচ্ছেদ করিবার আদেশে যে ডিক্রী হয়, বন্ধকগৃহীতা নালীশ ক্রমে সেই ডিক্রীর বৈধতার প্রতি আপত্তি করিতে সত্ববান। ইঃ লঃ বি ৪কঃ ৩৮৪। ৫২০ ইং।

৫। জোতস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ২২ ধারার উপবিধির বিধানোলঙ্ঘনে উচ্ছেদিত হইয়াছে বলিয়া আপত্তি করিলে, অবৈধ উচ্ছেদের হেতুতে নালীশ করাই তাহার একমাত্র উপায়। ঐ নালীশের মেয়াদ ২৭ ধারা মতে উচ্ছেদের তারিখ হইতে ১ বৎসর গণনা করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৩৮৯। ৫২৭ ইং।

৬। জলকরের পাট্টাদার বৃদ্ধিকর দিতে অসম্মত হওয়ায় সেই জলকরের ৶৹ আনার জমিদারগণ তদ্বিরুদ্ধে উচ্ছেদের নালীশ করে। স্থির হইল যে জলকরের পাট্টাদার দখলের স্বত্ব প্রাপ্ত না হইতে পারিলেও, বহুমালিকের মধ্যে কেবল এক শরিকের নালীশে উচ্ছেদিত হইতে পারেনা। সমুদয় মালিকের প্রদত্ত পাট্টা এক শরিকের নালীশে পরিবর্ত্তিত বা সমাপ্ত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৭০৫। ৯৬১ ইং।

৭। বঙ্গীয় ৮ আইনের ৫৩ ধারার বিধান মতে যে উচ্ছেদের আদেশ হয় তাহার ফল এই যে প্রজা কেবল ভূমির দখল ছাড়িয়া দিবে এমত নহে, সে ঐ ভূমিস্থিত ফসলও তৎসঙ্গে ছাড়িয়া দিবে; কারণ, প্রজা ভূম্যাধিকারী সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে রহিত করাই উচ্ছেদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ৩০২। ১৩৫ ইং।

৮। বাকি করের নালীশে ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৫২ ধারানুসারে উচ্ছেদের এক ডিক্রী হয়। ঐ ধারা নির্দ্দিষ্ট ১৫ দিবস মধ্যে আদালত বন্ধ থাকা বিধায় প্রজা খরচও সুদসহ ডিক্রীর টাকা আদালতে আমানত করিতে অশক্ত হইলে সে আদালত খুলিবার দিবস ঐ টাকা দিলেই ডিক্রীজারী স্থগিত থাকিবে। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ৬৭৪। ৯০৬ ইং।

৯। খ এক আনিমা মহাল ক্রয় করিয়া কএর বিরুদ্ধে বাকি করের নালীশ করে। কএর জোত খএর খরিদা আনিমা মহালভুক্ত না বলিয়া ক প্রজাভূম্যাধিকারী সম্বন্ধ অস্বীকার করে। খ ঐ আপত্তি সম্বন্ধে প্রমাণ দিতে অপারগ হওয়ায় বাকি করের নালীশ ডিসমিস হয়। পরে খ কএর বিরুদ্ধে উচ্ছেদের এবং ওয়াশীলাতের দাবিতে নালীশ করে। স্থির হইল যে বাকি করের নালীশে ক খএর অধিকার অস্বীকার করায় সে তাহার জোত স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে, সুতরাং তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ৪৩৬ ইং।

১০। প্রজা সকল শরিকের সম্মতি ক্রমে এজমালী জমির দখলকার হইলে, এক কি একাধিক শরিক অপর শরিকগণের সম্মতি ব্যতীত তাহাকে উচ্ছেদ করিতে সক্ষম নহে; কিন্তু শরিকগণের, কিংবা তন্মধ্যে একের অনভিমতে কোন ব্যক্তি এজমালী ভূমিতে

পদার্পণ করিতে স্বত্ববান নহে। ঐ প্রকার পদার্পণ করিলে সকল শরিক এক যোগে নালীশ ক্রমে নোটিশ না দিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে, অথবা এক কিংবা একাধিক শরিক তাহাকে আংশিক রূপে উচ্ছেদ করিতে পারে। এবং হলধর সেন বঃ গুরুদাস রায়ের (২০ উঃ রিঃ ১২৬ইং) নিষ্পত্তিতে ঐরূপ আংশিক উচ্ছেদ প্রণালী (যদ্বারা বাদীগণ অনধিকার প্রবেশক সহ এজমালী দখল পাইবেক) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৪১৪ ইং।

১১। পাট্টা গ্রহণ ব্যতিরেকে জমি জোত করিলে প্রজার যে অবস্থা পাট্টা গ্রহণ করিয়া পাট্টার মেয়াদ অতীতে ভূম্যাধিকারীর সম্মতি ক্রমে জমিভোগ করিলেও তাহার সেই অবস্থা। সঙ্গত নোটিস না দিয়া এই রূপ প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারেনা, এবং ভূম্যাধিকারী ও প্রজা এক যোগে বা তাহাদের মধ্যে কেহ কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য না করিলে প্রতি বৎসরান্তে প্রজা ভূম্যাধিকারী সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৭১০ ইং। ৭ উঃ রিঃ ১৫২ ইং অনুসৃত হইল।

উৎকোচ।

উৎসৃষ্ট সম্পত্তি।

১। দেবোত্তর ভূমি বলিয়া উহার হস্তান্তর বদ করিতে চাহিলে, ঐ ভূমি দেব সেবার্থ অর্পিত হওয়ার প্রবল ও স্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া কর্ত্তব্য। কোন মহালের কর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দেবসেবার্থ নিয়োজিত হইলে তাহা ঐ মহাল দেবোত্তর হওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ নহে। ইঃ লঃ রিঃ ২কঃ ২৪৬। ৩৪১ ইং।

২। ১৮৪৯ সনে বোর্ড অব্ রেভিনিউ ১৮১০ সনের ১৯ আইন মতে এক মন্দিরের তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করেন। ১৮৭৮ সনে ঐ মন্দিরের কার্য্যোপলক্ষে নালীশ উপস্থিত হয়। ১৮৬৩ সনের ২০ আইনের ৪ ধারা মতে কোন সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছিল কিনা তদ্বিষয় ঐ নালীশে কিছু জানা যায় না। কিন্তু পাটনার জজ ১৮৬৫ সনে যে ঐ মন্দিরের ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া ছিলেন তদ্বিষয় ঐ নালীশে অবগত হওয়া যায়। স্থির হইল যে গবর্ণমেণ্টকর্ম্মচারীগণ যে ঐ মন্দিরের কার্য্য কলাপ নিয়মিত করিতে স্বত্ববান তাহা যথেষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৭৬৭ ইং, ৮কঃ ৩২ ইং।

৩। ১৮৬৩ সনের ২০ আইনের ১৪ ধারা সর্ব্ব প্রকার উৎসৃষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ঐ

৪। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩০ ধারা দৃষ্টে ১৮৬৩ সনের ২০ আইনের ১৪ ধারার বিধানের কোন আবশ্যকতা উপলব্ধি হয় কিনা। ঐ

৫। ১৮৬৩ সনের ২০ আইনের ১৪ ধারানুযায়ী আদেশ নিষেধসূচক না হ-

ইয়া অনুজ্ঞা সূচক হওয়া উচিত। ঐ

৬। দেব মন্দিরের ধর্ম্ম পুস্তক উপাসক মণ্ডলীর শ্রদ্ধার বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইলে মন্দিরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহা স্থানান্তরিত করিতে স্বত্ববান নহেন। সুতরাং ১৮৬৩সনের ২০ আইনের ১৪ ধারা মতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ধর্ম্ম পুস্তক স্থানান্তর করিতে নিবারণ করার উদ্দেশে নালীশ উপস্থিত করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৭৬৭ ইং।

৭। মোতল্লির কার্য্য ট্রাষ্টের কার্য্যস্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে, এবং নরনারী সমভাবে ঐকার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম। কিন্তু সাময়িক মোতল্লি ঐ কার্য্য সম্পাদন জন্য অপর ব্যক্তিকে স্বেচ্ছামত নিয়োগ, অথবা উৎসৃষ্ট সম্পত্তি অপর ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিতে সক্ষম নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ৭৩২ ইং।

৮। বেলির মহম্মদীয় আইন সংগ্রহের লিখিত "ডিপুটি" শব্দে মোতল্লির সরকারী এজেণ্ট বুঝাইবেক। ঐ

৯। সেবাইত দেবসেবার দানের উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রয়োজন বশতঃ দেবোত্তর সম্পত্তির কিয়দংশের হস্তান্তর করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে সক্ষম, কারণ তাহার পদ হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী নাবালগ দায়াদের ম্যানেজার সদৃশ। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২৪৬। ৩৪১ ইং।

১০। বিগ্রহের মন্দিরের জীর্ণসংস্কার জন্য টাকা সংগ্রহার্থ কতক ভূমি দেবোত্তর উল্লেখে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু ঐ টাকার কিয়দংশ মাত্র ঐ কার্য্যে ব্যয়িত হয়। স্থির হইল যে, হস্তান্তরগৃহীতা পক্ষে যোগসাজস বা সংবাদ (নোটিস) পাওয়ার প্রমাণ না থাকায় হস্তান্তর সিদ্ধ হইবে। ঐ

১১। পূর্ব্বোক্ত টাকার কিয়দংশ অন্য বিষয়ে ব্যয়িত হওয়ার অভিপ্রায় হস্তান্তর গৃহীতা জানিয়া থাকিলে, হস্তান্তর রদের নালীশ চলিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২৪৬। ৩৪১ ইং।

১২। এক মুসলমান তাহার স্থাবর সম্পত্তির কিয়দংশ নিম্নলিখিত রূপে বিলি করিয়া যায়—"আমি আমার কন্যা থকে বংশ পরম্পরাক্রমে, এবং কন্যার বংশ লোপ হইলে পর, দরিদ্র দুঃখীকে অবশিষ্ট চারি আনা ওয়াকফ করিয়া দিলাম।" স্থির হইল যে পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্ত বৈধ ওয়াকফ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ ক ৭৪৪ ইং।

১৩। শুদ্ধ দাতব্য বা ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্যে সম্পত্তি নিয়োগ না করিলে বৈধ ওয়াকফ হইতে পারে না। ঐ

১৪। ওয়াকফ 'সদকা' শব্দ ব্যবহৃত হইলে বোধ হয় ঐপ্রকার বন্দোবস্ত বৈধ ওয়াকফ স্বরূপ গণ্য হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও ওয়াকফদাতার একান্ত দৈন্যতাবলম্বন করা আবশ্যক। ঐ

১৫। জৈনধর্ম্মাবলম্বী কয়েক ব্যক্তি এক উইলের ব্যাখ্যা করণ এবং "পঞ্চভ্রাতৃ" অন্তর্গত ব্যক্তি স্বরূপ ঐ উইল মতে তাহাদের স্বত্ব নির্দ্দেশের প্রার্থনা সহ সেই উইল দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠানার্থ উৎসৃষ্ট সম্পত্তি নির্ণয় ও নিশ্চিত করাইবার প্রার্থনায় নালীশ করে। স্থির হইল যে বাদীগণের নি-

জের কোন মালিকি স্বত্ব সংস্থাপন এই না-লীশের উদ্দেশ্য নহে,এবং এড্‌ভোকেট জেনেরলের সম্মতি অথবা আদালতের অনুমতি লইয়াই এইরূপ নালীশ উপস্থিত করা বাঞ্ছনীয় বটে। কিন্তু এইরূপ মোকদ্দমায় এড্‌ভকেট জেনেরেলের পক্ষ হওয়া আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪১৪। ৫৬৪ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

১৬। বিভাগ ক্রমে ভূমি দখল পাও-য়ার দাবির আরজিতে বর্ণিত হয় যে বাদী ও প্রতিবাদীর সাধারণ পূর্ব্বপুরুষ এবং তৎপুত্রগণ কতক সম্পত্তি অর্জন করে। ঐ সাধারণ পূর্ব্বপুরুষের মৃত্যুর পর তৎপুত্রগণ পৃথক হইলে, এবং প্রত্যেকে নিজ২ ব্যয়ের জন্য ভূমির কিয়দংশ করিয়া লইলে, অবশিষ্টাংশ আপনাদের মধ্যে এজমালীতে ভোগ করে, এবং তাহাদের একজন এজমালী অংশের কার্য্যাধ্যক্ষ স্বরূপ কার্য্য করে ও তাহার উপস্বত্ব হইতে দেবসেবায় এবং রাস, দোল ইত্যাদি পৈতৃক উৎসব সমস্তের খরচ দিয়া অবশিষ্ট টাকা আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। এজমালী ভূমি বিগ্রহের সম্পত্তি বলিয়া প্রতিবাদী উত্তর দে-ওয়ায়, স্থির হইল যে ঐ ভূমির এজমালী অংশ ঐ পরিবার হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া বিগ্রহের অনুকূলে উৎসৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া সপ্রমাণ হওয়ায়, ঐ অংশ বিগ্রহের অনুকূলে ট্রাষ্টের অধীন থাকিয়া বিভক্ত হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ৪১। ৫৬ ইং।

ট্রাষ্ট ৮, ৯, ১০, দেখ

উইল ২৯, ৩৫

উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ।

উইলের দানগৃহীতা হইতে কোন সম্পত্তি ক্রীত হইলে ক্রেতার হস্তগত ঐ সম্পত্তি উইলকর্ত্তার ঋণের জন্য কতদূর দায়ী এই প্রশ্ন ইংলণ্ডীয় বর্ত্তমান আইনানু-যায়ী প্রশ্নের তুল্য। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬৫৭। ৮৯৭ইং।

২। উইলকর্ত্তার দানগৃহীতা (dev-isee) অথবা পূর্ব্ব পুরুষের উত্তরাধিকারী হইতে ক্রীত হইয়া যে সম্পত্তি ক্রয়সূত্রে ক্রেতার দখলে থাকে, উইলকর্ত্তা অথবা পূ-র্ব্বপুরুষের উত্তমর্ণগণ এই দুই বিষয় সপ্র-মান করিতে পারিলে তাহা ধৃত করিতে স্ব-ত্ববান, যথা, (১) উইলকর্ত্তার ও পূর্ব্বপুরুষের ঋণ থাকা বিষয় ক্রেতা জানিত, এবং (২) দানগৃহীতা ও উত্তরাধিকারী যে ঐ ক্রয়ের মূল্যের টাকা ঋণ পরিশোধ ভিন্ন অন্য কার্য্যে ব্যায় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল ক্রেতা তদ্বিষয় অবগত ছিল। ক্রেতা এই দুই বিষয় অবগত না থাকিলে নিষ্কণ্টক স্বত্ব প্রাপ্ত হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬৫৭। ৮৯৭ই। দেঃ আঃ বিঃ।

৩। ক্রেতার সলিসিটার মারফত তাহার প্রতিভারতঃ নোটিশ জারী করিতে হইলে ঐ সলিসিটারকর্ত্তৃক প্রকৃত নোটিশ প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে ক্রেতা নোটিশ পাইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতে পারেনা। ঐ

উইল ১৮, ৪২, ৪৬, ৪৭, দেখ

প্রেক্‌টিস্ (মোকদ্দমা) ২

উত্তরাধিকারী।

উইল ২১, দেখ

তমাদি (১৮৭৭সনের ১৫ আইন)২৫

ঘাটোয়াল ২

প্রমাণ (বাধা) ১

উত্তরাধিকারী বিষয়ক আইন।

কোন ইহুদি তাহার প্রথম বিবাহের পরে যে উইল করে তাহা, প্রথম স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রী পরিগ্রহণ করায়, উত্তরাধিকারী বিষয়ক আইনের ৪৬ ধারা মতে দ্বিতীয় পরিণয় হেতু রদ হয়। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১০৭। ১৪৮ ইং।

২। উত্তরাধিকারী বিষয়ক আইনের ২৫৮ ধারা মতে, উইল সম্বলিত ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতা পত্র(letters of administirtion)উইল কর্ত্তার মৃত্যুর সাত দিবস পরে দেওয়া যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১০৭।১৪৯ ইং।

৩। উত্তরাধিকারী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারা মতে, উইলের সাক্ষী হওয়ার কোন বিশেষ পাঠের প্রয়োজন নাই। ক উইলকর্ত্রীর নাম লিখে, এবং তৎপরে তাহার সমক্ষে উইলকর্ত্রী ঐ নামের পার্শ্বে আপন নিশান সহি করে, এবং তাহার নীচে উইলকর্ত্রীর সমক্ষে ক "বকলম" লেখে। সেই সময়ে রেজিষ্ট্রার উপস্থিত থাকায় খ রেজেষ্ট্রার নিকট উইলকর্ত্রীকে সেনাক্ত করে, এবং ঐরূপ সেনাক্ত করিয়াছে বলিয়া আপন নাম উইলকর্ত্রীর সমক্ষে দস্তখত করে। স্থির হইলেযে ঐরূপ সাক্ষী হওয়াই যথেষ্ট। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১০৯।১৫০ ইং।

উইল ৬,৭,১৮,২৭,

স্বামী ও স্ত্রী ১

এক তরফা ডিক্রী ও আদেশ।

১। এক তরফা ডিক্রী প্রতারণা মূলক বা নিয়ম বিরুদ্ধ না হইলে সর্ব্ব প্রকারেই দোতরফা মোকদ্দমার ডিক্রীর ন্যায় পরিগণিত। ইঃ লঃ রিঃ ৩ ক ২৮২। ৩৮৪ ইং।

২। বাকি করের নালীশে এক তরফা ডিক্রী হইলে পরে পূর্ব্বপ্রতিবাদীর বিরুদ্ধে পূর্ব্ব সম্পত্তির করের দাবিতে যে নালীশ হয় তাহাতে ঐ ডিক্রী চূড়ান্ত প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ ক ২৩ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ২৭৫ ইং।

৩। ঐ প্রকার এক তরফা ডিক্রী প্রতারণা পূর্ব্বক জারী হইয়া থাকিলে উহা চূড়ান্ত গণ্য নাহওয়ায়, স্থির হইলযে দাবিকৃত করের পরিমাণ অথবা অন্যান্য বিরোধীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে এ ডিক্রী চূড়ান্ত প্রমাণ গণ্য হইতে পারে না। ঐ

৪। কালেক্টর পক্ষাপক্ষের প্রতি সময়োচিত নোটিস নাদিয়া ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনানুযায়ী জরিপ সহায়তার কার্য্য সম্বন্ধে কোন একতরফা আদেশ প্রচার করিতে পারেন না। ইং লঃ রিঃ ৮ কঃ ৮৪৮ ইং।

আপীল ৬,২৪, দেখ

ক্রোকীসম্পত্তি ২

খাস আপীল ৯

ছোট আদালত ২

তমাদি (১৮৭৭ সনের ১৫ আইন) ২৫

পূর্ব্বনিষ্পত্তিজনিত বাধা ২২,

প্রমাণ (দলিলী) ২

প্রেক্‌টিস (ডিক্রীজারী) ২১

একমডেসন একসেপ্‌টার।

চুক্তি ১,২,দেখ

এজেণ্ট।

১। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৯০ ধারার মর্ম্মমতে খাদাঞ্চি এজেণ্ট অর্থাৎ গোমস্তা নহে, মালিকের অনুপস্থিতি কালে তাহার দেওয়ান এজেণ্ট হইতে পারে। কিন্তু যে দেওয়ান কেবল মালিকের সমক্ষে থাকিয়া তাহার আদেশ মতে কার্য্য করে সে ৯০ ধারানুযারী এজেণ্ট নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৪৩। ৬০৩ ইং।

২। ৯০ ধারামতে এজেণ্ট কেবল কোন আকস্মাৎ কি অপঘাত মৃত্যু ঘটনা জানাইবার দায়গ্রস্ত কিনা সন্দেহ। ঐ।

৩। এক নায়েব পাঁচ ব্যক্তির বরাবরে আপন সচ্চরিত্রতার জন্য এক ক্ষতি নিষ্কৃতি পত্র (Indemnitybond) লিখিয়া দেয়। ঐ পাঁচজন মধ্যে তিন জন মাত্র পরে তাহাকে নিযুক্ত করে। স্থির হইল যে ঐ তিন ব্যক্তি মাত্র ঐ দলিলের মূলে নায়েবের বিরুদ্ধে নালীশ করিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ ক ২২৪। ৩০৩ ইং

৪। ঐ পাঁচজন মিলিয়া নালীশ করিলে নালীশ চলিবে কিনা সন্দেহ, কারণ ঐ দলিল পাঁচজনের বরাবরে চাকরী করার অভিপ্রায়ে দেওয়া হইয়াছিল। ঐ

৫। এজেণ্ট নামে নিকাশ দাবির নালীশে বাদী আরজিতে বর্ণনা করে যে প্রতিবাদী তাহার কার্য্যের কোন নিকাশ দাখিল করে নাই, এবং তদনুসারে বাদী প্রতিবাদী হইতে কাগজ পাইবার আদেশের প্রার্থনা করে। এবং প্রতিবাদী কাগজ দিতে ত্রুটী করিলে বাদীকে ক্ষতি পূরণ স্বরূপ মঃ ১২০০৲ টাকা প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী পাওয়াব প্রার্থনা করে। প্রতিবাদীর কার্য্যশৈথিল্য ও বিশৃঙ্খলতা বশতঃ বাদীর যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমান ৫০০০৲ টাকা প্রতিবাদীব বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইবার অন্যতর প্রার্থনা করা হয়। স্থির হইল যে প্রতিবাদী হইতে নিকাশ গ্রহণে তাহার দায়িত্ব নিশ্চিত হওয়ায় পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত টাকার জন্য কোন ডিক্রী হইতে পারে না। ইঃ লঃ বিঃ ৬কঃ ৭৫৪ ইং।

৬। বিশেষ চুক্তি না থাকিলেও এজেণ্ট আপন কার্য্যের নিকাশ দিতে বাধ্য এবং নিকাশী কাগজ প্রবোধ করিয়া না দিয়া শুদ্ধ কত গুলি লিখিত নিকাশী কাগজ দাখিল করিলে এজেণ্টের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদিত হয় না। ঐ

৭। মপস্বলে নিকাশ লইবার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল। ইঃ লঃ বিঃ ৬ ক ৭৫৪ ইং।

৮। মক্কেল নিকট যে সমস্ত কাগজ ও খাতা বহি থাকে তাহা যথা সময়ে উপযুক্ত ব্যক্তিগণ সমক্ষে অবলোকন করার জন্য এজেণ্টকে নিকাশ প্রস্তুতার্থ সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐ

চুক্তি ১৯,২৫,২৬,২৭,৩০, দেখ

তমাদি (১৮৭১ সনের ৯ আইন) ৪১,৪২

বাচ্ছা ১

এজেণ্ট ও প্রিন্সিপ্যাল।

এটর্ণি ও মক্কেল।

১। মক্কেল নিকট এটর্ণির যে খরচা প্রাপ্য হইয়া থাকে তাহা পরিশোধার্থ প্রতিভূ লইবার বা মক্কেলের সহিত অনুরূপ বন্দোবস্ত করিবার বাধা জন্মে না। বাদী এটর্ণি বন্ধকী সম্পত্তি নিলাম করাইতে এবং বার্ষিক সুদের বাকি সমস্ত ধরিয়া হিসাব করতঃ তৃতীয় বন্ধকের তারিখের পূর্ব্বে পাওয়ানা সমস্ত সুদ পাইতে এবং বন্ধক সম্পন্ন হওয়ার কালে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে সুদ এবং তাহার খরচার সুদ পাইতে স্বত্ববান্। প্রতিবাদী বাদীর খরচার বিল টেক্স করাইবার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করায় বিলম্ব স্বত্বেও প্রতিবাদী ঐ সকল বিল টেক্স করাইতে এবং হিসাব পুনর্নির্দ্দিষ্ট করাইতে স্বত্ববান। পূর্ব্বোক্ত বিলম্ব ও অসম্মতিতে প্রতিবাদীর অধিকার লোপ হয় নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ৩৪৭। ৪৭৩ ইং।

২। মক্কেলের মৃত্যুর পরে এটর্ণির ফার্ম উঠিয়া যাইলে মক্কেল হইতে খরচের টাকা পাওয়ানা আছে বলিয়া এটর্ণিগণ মক্কেলের দলিল ও কাগজ পত্র ঐ খরচের জন্য আবদ্ধ রাখিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ১ ইং।

৩। চুক্তি বিষয়ক আইনের ১৭১ ধারা মতে কাগজ পত্রের উপর এটর্ণির যে রেহানের দাবি আছে তাহা অনেক পরিমাণে সীমাবদ্ধ। চুক্তি বিষয়ক আইনের ১ ধারা দ্রষ্টব্য। ঐ

৪। এটর্ণি মোকদ্দমার এক পক্ষের কার্য্য করিয়া অপর পক্ষে নিযুক্ত হইতে পারেনা, এবং আদালত এই উদ্দেশ্যে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ৭৯ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

৫। নালীশের খরচ রীতি মত বার হইবার কালে এটর্ণি মক্কেল হইতে ঐ খরচ পাইবার আদেশ পাইতে পারেনা। এটর্ণি জাবেদা নালীশ করিয়া তাহার প্রাপ্য আদায় করিয়া লইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৪০৯ ইং।

এড্‌ভোকেট জেনেরল।

এড্‌মিনিষ্ট্রেষণ।

১। হিন্দুগণ এড্‌মিনিষ্ট্রেষণপত্র লইবার প্রার্থী হইলে তাহারা সাধারণ এড্‌মিনিষ্ট্রেষণ পত্র লইতে বাধ্য। কতক সম্পত্তির জন্য মাত্র এড্‌মিনিষ্ট্রেষণপত্র দেওয়া যাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ২। ২ ইং।

২। বিশেষ কোন অবস্থা ভিন্ন মৃত হিন্দুর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত ইষ্টেট সম্বন্ধেই লেটার্স অব অড্‌মিনিষ্ট্রেষণ লওয়া আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ৪৮৩ ইং।

৩। গএর ইষ্টেটের এড্‌মিনিষ্ট্রেষণ জন্য নালীশ হইলে গএর দুই পুত্র ক খ

ইষ্টেটের দায়াবদ্ধ সাব্যস্ত হয় এবং ঐ নালীশে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার কতক নির্দ্দিষ্ট টাকা আদালতে আমানত থাকা সাব্যস্ত হয়। ক ও খ তাহাদিগের ঋণ পরিশোধ না করিয়া লোকান্তরিত হয়। পূর্ব্বোক্ত নালীশের আনুষঙ্গিক রূপে দ্বিতীয় নালীশ উপস্থিত হইলে ক ও খএর বংশধরগণ সহ গএর অপর পুত্রগণের বংশধরগণ আদালতের আমানতি টাকার সুদ হইতে তাহাদের নিজাংশ পাইবার দাবি করে। স্থির হইল যে ক ও খ হইতে ইষ্টেটের যে টাকা প্রাপ্য ছিল তাহা তমাদিতে বারিত হইয়া থাকিলে, ঐ টাকা আদায় করার পূর্ব্বে ক ও খএর বংশধরগণও আদালতের আমানতি টাকার সুদের অংশ লইতে পারিবেক না। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৬৪৪ ইং।

৪। মৃত ব্যক্তির ইষ্টেট সম্বন্ধে এডমিনিষ্ট্রেষণ মোকদ্দমা চলিবার কালে মফঃসলস্থ দেওয়ানী আদালত সমূহে পক্ষগণের সম্পত্তির অধ্যক্ষতা করিবার ক্ষমতা আছে কি না। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৪৩। ৫৮ ইং।

৫। কোন হিন্দু নাবালগ অবস্থায় মরিলে তাহার ও তাহার মৃত মাতার সম্পত্তির অধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র (letters of administratiou) পাওয়ার জন্য ঐ নাবালগের শ্বশুর নাবালগের পত্নীর অভিভাবক স্বরূপে প্রার্থনা করায়,দেখা যায় যে ঐ নাবালগ উচিতরূপে আপন মাতার স্থলাভিষিক্ত হইলে পর ঐ নাবালগকে টাকা দেওয়ার আদেশসহ যে এক ডিক্রী হয় তদ্ভিন্ন ঐ নাবালগের আর কোন সম্পত্তি ছিল না। সে রীতি মত স্বীয় মাতার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিল, এবং তাহার অপরিশোধিত কোন ঋণ ছিল না। ঐ ডিক্রীর টাকা অফিসিএল ট্রাষ্টীর হস্তে ছিল,স্থির হইল যে নাবালগের শ্বশুর অধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র পাইতে পারে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নাবালগের বিধবা ঐ টাকা পাইবেক, এবং সেই পর্য্যন্ত অফিসিএল ট্রাষ্টী তাহার হস্তস্থিত টাকার উপস্বত্ব তাহার ভরণ পোষণার্থে নিকটতম আত্মীয়কে দিতে পারিবেন। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৬৩। ৮৭ ইং।

৬। এডমিনিষ্ট্রেটার জেনেরল বিষয়ক ১৮৭৪ সালের ২ আইন সূত্রে এডমিনিষ্ট্রেটারকে লেটারস্ অব এডমিনিষ্ট্রেসন অর্থাৎ অধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র প্রদত্ত হইলে ১৮৬৫ সনের ১০ আইনপরিশোধক ১৮৭৫ সনের ১৩ আইনের বিধান দ্বারা ঐ ক্ষমতাপত্রের কোন ব্যতিক্রম হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৫৬৫। ৭৭০ ইং।

উইল ১৯,৫৯,দেখ
উত্তরাধিকারী বিষয়ক আইন ২
নিকাশ ৫
পক্ষসংযোজন ১
শরা ৯
হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র (বিধবা) ১৬

এডমিনিষ্ট্রেটার জেনেরেল।

এডমিনিষ্ট্রেষণ। ৬

এফিডেবিড।

১। কোন২ অবস্থায় প্রতিবাদী তাহার দাখিলী দলিল সম্বন্ধে যে এফিডেবিড করে, বাদী ঐ এফিডেবিড সম্বন্ধে কূট পরীক্ষা করিতে পারেনা। বাদী মাত্র এই

দর্শাইতে পারে যে প্রতিবাদীর এফিডেবিড যথার্থ নহে। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১২৯।১৭৮ ইং।

২। এফিডেবিড দাখিল করিবার উচিত সময় কি তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। ইঃ লঃ রিঃ। ৫ক ৬০৬ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

ওকালতনামা।

ষ্টাম্প। ১০, দেখ

ওযাকৃফ।

উৎসৃষ্ট সম্পত্তি ৭,৮,১২,১৩,১৪,দেখ

এডমিরাালিটী (পোতসম্বন্ধীয বিচারাধিকার)।

১। এডমিব্যালটী কোর্টের বিচারাধিকার ইত্যাদি—"এবং ব্রেন হিলডা" বিষয়ক নালীশ। ইঃ লঃ বিঃ ৫কঃ ৩৩৫। ৪৫৩ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

২। বোর্ড অব ট্রেডসার্টিফিকেট—প্রমাণ বিষয়ক আইনেব ৬৫ ও ৭৪ ধাবাব প্রয়োগ ইত্যাদি। ইঃ লঃ বিঃ ৫ক ৪২৩। ৫৬৮ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

৩। এডমিব্যালটি কোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের মেয়াদ ১৫ দিবস। ইঃ লঃ বিঃ ৭ক ৫৪৭ ইং।

এপ্রুবার।

প্রোকৃটিস (ফৌজদারী বিচার) ৩৬, ৩৭, ৩৮,দেখ

ওয়াশীলাৎ।

১। অধস্থ আদালতের ডিক্রী মতে ক খ এর বিরুদ্ধে কোন জমির দখল পায়। আপীলে ঐ ডিক্রী রদ হওয়ায় ঐ জমি যে কাল কএর দখলে ছিল সেই কালের ওয়াশীলাৎ প্রাপণার্থ খ আপীলআদালতের ডিক্রীজারী করা সময়ে প্রার্থনা করে। স্থির হইল যে আপীলআদালতের ডিক্রীতে ওয়াসীলাতেব কথা উল্লেখ নাথাকিলেও,প্রথম আদালতের ভ্রমাত্মক ডিক্রী যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে জারী হইয়াছিল সে ঐ ডিক্রীজারী দ্বারা যাহা কিছু হারাইয়াছিল, তৎসমুদয়ই তাহাকে ফেরত দেয়াইতে আদালতের ক্ষমতা আছে। ইঃলঃরিঃ ৩ক ৫১২। ৭২০ ইং।

২। ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ১৯৭ ধারা মতে ডিক্রী হইলে দখল পাওয়ার ও মূল ডিক্রীর পবে ওয়াশীলাতের পরিমাণ নির্দ্ধারণার্থ যে কার্য্য প্রণালী অবলম্বিত হয় তদনুবলে প্রকৃত পক্ষে মূল মোকদ্দমার অঙ্গীয় ওযাশীলাৎ নির্দ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক টাকার ডিক্রী হইতে পারে না। ভূমি দখলের ডিক্রী হইয়া ওয়াশীলাতের পরিমাণ সম্বন্ধে তদন্ত স্থগিত রাখা হইলে দখলের ডিক্রীতে মোকদ্দমার আংশিক ডিক্রী মাত্র হয়, ওয়াশীলাৎ সম্বন্ধে অতিরিক্ত তদন্ত ও অতিরিক্ত ডিক্রী বাকি থাকে। ইং লঃ রিঃ ৪ ক ৪৬১। ৬২৯ ইং।

৩। ডিক্রীজারীতে প্রাপ্য ওয়াশীলাতের পরিমাণ তহসিলের ব্যয় বাদে সম্পত্তির বাৎসরিক উপস্বত্ব বলিয়া যে টাকা আমীন কর্ত্তৃক নির্ণীত হয়, তাহার উপর শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে সুদ ধার্য্য করা উচিত, এবং সেই সুদ নিম্ন আদালতের ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরের ওয়াশীলাতের উপর ধরিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক। ৪৯৫। ৬৭৪ ইং।

৪। কোন্ তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাতের দাবি চলিবেক তৎসম্বন্ধে ডিক্রীতে উল্লেখ না থাকিলে, ডিক্রী জারী করিবার সময় নালীশের তারিখ পর্য্যন্ত মাত্র ওয়াশীলাৎ গণনা করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ কঃ ৪১৯। ৫৬৩ ইং।

৫। বাদী দখলের ও ওয়াশীলাতের দাবিতে নালীশ উপস্থিত করে। ঐ নালীশে প্রজাগণ প্রতিবাদীগণকে বার্ষিক যে কর দিয়াছে তাহার তিন গুণ ধরিয়া ওয়াশীলাতের দাবি ধার্য্য হয়,ও বাদী দখলের ডিক্রী পায়। ডিক্রীজারীতে ওয়াশীলাতের হার নির্ণীত হইবার আদেশ হয় এবং তদন্তে প্রকাশ পায় যে বাদী যে পরিমাণ ওয়াশীলাৎ দাবি করিয়াছে তদধিক টাকা ওয়াশীলাৎ বাবদ তাহার পাওয়ানা হইয়াছে। বাদী ১৮৭০ সনের ৭ আইনের ১১ ধারার ২ প্রকরণ মতেঅতিরিক্ত কোর্ট ফিস্ দেয়, কিন্তু স্থির হইলযে বাদী তাহার আরজির অতিরিক্ত কোন ওয়াসীলাৎ পাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ ক ৪৭৪ ইং।

৬। কিন্তু অনুমান ক্রমে ওয়াসীলাতের পরিমাণ ধার্য্য হইলে আরজির অতিরিক্ত ওয়াসীলাৎ পাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ২৯৫ ইং।

৭। এক ডিক্রীতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হয় যে বাদী নির্দ্দিষ্ট তারিখ হইতে ওয়াশীলাৎ সহ ভূমি দখল লইতে স্বত্ববান্,এবং সরেজমিন তদন্তে ওয়াশীলাতের পরিমাণ ধার্য্য হইবেক ও ওয়াশীলাৎ ধার্য্যের তারিখ হইতে আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত সুদ চলিবেক। স্থির হইল যে ডিক্রীদার দখল লইবার তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাত পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ১৭৮ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৮। ডিক্রীতে ওয়াশীলাতের পরিমাণ সীমা বদ্ধ করা না হইলে আদালত ডিক্রীজারীতে ডিক্রীর বাহিরে অবলোকন করিতে পারেন না। ইঃ লঃরিঃ ৮ ক ২৯৫ ইং।

৯। তহসিলের খরচ বাদে ভূমি হইতে যে উপস্বত্ব আদায় হইতে পারিত তাহাকে "ওয়াশীলাত" বলাযায়। "ওয়াশীলাত" অনাদায়ী বলিয়া যে ক্ষতি হয় তাহার বাবদ ক্ষতিপূরণ কি সুদ ওয়াশীলাত স্বরূপ গণ্য হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৩৩২ ইঃ। প্রিঃ কৌঃ, ৩৪৩ ইং।

১০। ডিক্রীজারী কারক আদালত ঐ অনাদায়ী টাকার উপরে সুদের আদেশ করিতে পারেন না। ঐ

১১। ওয়াশীলাতের পরিমাণ নির্ণয়ার্থ আদালতের এই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে ডিক্রীদার অন্যায় রূপে বেদখল না হইলে কত কর আদায় করিয়া লইতে পারিত। অন্যায়কারী বেদখলকার কত কর আদায় করিয়া লইয়াছে অথবা উত্তম রূপ শাসন ক্রমে কত আদায় করিয়া লইতে পরিত তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে।ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৬৪৬। ৮৮২ ইং।

১২। ওয়াশীলাতের ডিক্রীদার বেদখল না হইলে যে সময়ে ওয়াশীলাত তাহার হস্তগত হইত সেই সময় হইতে ওয়াশীলাতের সুদ পাইতে স্বত্ববান। ঐ

১৩। বাদী আরজিতে প্রতিসনের খাজানার উপর সুদের দাবি করিলে সে বেদ-

খল থাকা কালীন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সুদ পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৮ কঃ ৩৪৩ ইং।

১৪। প্রতিবাদী ক্ষতিকারক স্বরূপ দখলকার থাকিলে ওয়াশীলাতের দাবির নালীশে সে স্বীয় দখল কালীন আদায়ী খাজানার পরিমান দর্শাইতে বাধ্য। ঐ

১৫। কি সূত্রাবলম্বনে ওয়াশীলাতের পরিমান নির্দ্দিষ্ট হইবেক। ঐ

আপীল ৭, দেখ
কোর্টফিস্ ৮
জরিপেস্গি ২
তমাদি (১৮৭৭ সনের ১৫ আইন) ৫৩

কমিসন।

১। পরদা নিশিন ভদ্র মহিলা প্রতিবাদিনী হইয়া কমিসন দ্বারা স্বীয় জবানবন্দী গ্রহণের প্রার্থনা করিলে আদালত তাঁহার প্রতি কমিসনের খরচ দাখিল করিবার আদেশ করিবেন না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ কঃ ৬৪৫। ৮৬৬ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

২। ১৮৭৫ সনের ১০ আইনের ৭৬ ধারানুযায়ী আদেশ মতে কমিসনের সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত না হইলে, অথবা প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৩৩ ধারা মতে উহা প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত না হইলে, উহা হাইকোর্টের ফৌজদারী বিচারে গৃহীত হইবেক না। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ৫৩১ ইং।

৩। সবজজ দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ৩৯৬ ধারানুসারে বাটোয়ারা কার্য্যের জন্য একজন আমীন নিযুক্ত করেন। আমীন রিপোর্ট দিলে প্রতিবাদী তৎপ্রতি আপত্তি করে, কিন্তু পরিশেষে সে আমীনের কার্য্যে সম্মত হইলে ঐ রিপোর্ট পরিগৃহীত হয়। ডিষ্ট্রিক্ট জজের নিকট আপীলে প্রতিবাদী আমীন নিয়োগ অনিয়মিত রূপে হইয়াছে বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করে। স্থির হইল যে প্রতিবাদী পূর্ব্বে আমীনের কার্য্যে সম্মত হইয়া পরে তৎপ্রতি কোন আপত্তি করিতে পারেনা। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৩১৮ ইং।

৪। বাটোয়ারার মোকদ্দমায় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩৯৬ ধারা মতে আদালত প্রাথমিক (preliminary) ডিক্রীতে কোন এক ব্যক্তিকে মাত্র বাটোয়ারার কার্য্যার্থ আমীন নিযুক্ত করিতে সক্ষম। ঐ ধারার লিখিত "কমিসনরস্ শব্দে এক বা ততোধিক "কমিসনর" বুঝিতে হইবে। বাটোয়ারার কার্য্যে একের অধিক কমিসনর নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক নহে, এবং সাধারণ প্রকরণের আইন (General Clauses Act) মতে বহুবচনান্ত "কমিসনরস্" শব্দ এক বচনে পঠিত হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৩১৮ ইং।

৫। উক্ত ৩৯৬ ধারার মর্ম্ম এই যে, বাদীর বাটোয়ারার দাবি চলিতে পারে কি না এবং কোন্২ ব্যক্তি বিরোধীয় সম্পত্তির মালিক প্রথম বিচারের দিবস আদালত তাহাই নিষ্পত্তি করিবেন। এবং তৎসহ আদালত বাটোয়ারার জন্য কমিসনর নিযুক্ত করিবার আদেশও করিবেন। ঐ

পরদানিশিন স্ত্রী ৩, দেখ

কবুলীয়ত।

১। গবর্ণমেণ্ট এবং জমিদার এক কবুলীয়তে পক্ষ থাকায় ঐ কবুলীয়তের সর্ত্ত মতে পরগণাস্থিত কোন খালের জল চলিবার পথ পুনঃখনিত এবং পরিষ্কৃত করিতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি আদেশের জন্য জমিদার কর্ত্তৃক নালীশ উপস্থিত হওয়ায়,এই নিষ্পত্তি হইল যে এস্থলে আদালত ঐ সর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট মতে পালন করাইবার ডিক্রী দিতে পারেন না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩৪১। ৪৬৪ইং।

২। নির্দ্দিষ্ট করে কবুলীযতের দাবিতে প্রজার বিরুদ্ধে ভূম্যাধিকারীর নালীশ করিতে হইলে প্রজাকে ঐ কবুলীয়তেরলিখিত হারে পাট্টা লইতে যাচ্ঞা করা অথবা ঐ হারে পাট্টা দিতে ইচ্ছুক থাকা আবশ্যক। আদালত ভূম্যাধিকারীর দাবিকৃত করের পরিমাণ শুদ্ধ জ্ঞান করিলে এই অনুমান করিয়া লইবেন যে সে ঐহারে পাট্টা দিতে প্রস্তুত আছে,এবং তদনুসারে তাহাকে কবুলীয়ত পাওয়ার ডিক্রী দিবেন;কিন্তু দাবিকৃত হার অতিশয় উচ্চ সাব্যস্ত হইলে ঐরূপ অনুমান হইতে পারিবেনা, এবং আদালত যে ন্যূনহার ন্যায্য জ্ঞান করেন ভূম্যাধিকারী সেই ন্যূনহারে কবুলয়ীত পাইতে পারিবেনা। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩৬৭।৪৯৮ইং।

৩। মহালের শরিকগণ ও প্রজার মধ্যে শরিকগণের হারা হারি মত অংশের খাজানা প্রত্যেক শরিককে দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকিলে,শরিকগণের মধ্যে একজন কবুলীয়তের দাবিতে প্রজার বিরুদ্ধে নালীশ করিতে সক্ষম হয় না ; কারণ, সে প্রজার প্রার্থনা মতে তাহাকে কবুলীয়তের অনুরূপ পাট্টা দিতে বাধ্য, এবং কোন পৃথক অংশের বাবৎ পাট্টা প্রদান ও গ্রহণ সমগ্র জোতের মূল পাট্টার সহিত এক সময়ে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৭০। ৯৬ ইং।

৪। কোন মৌজার দখলকার প্রজা অনুপযুক্ত কর দেয় বলিয়াতদ্বিরুদ্ধে বর্দ্ধিত করে কবুলীয়তের দাবিতে নালীশ উপস্থিত হইলে প্রজা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং প্রতারণা মূলক জবাব দেয়। স্থির হইল যে প্রতিবাদীরজবাব সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলেও বাদী যত কর পাইতে স্বত্ববান তদতিরিক্ত করের দাবিতে নালীশ করিয়াছে বলিয়া খরচা সমেত তাহার নালীশ ডিসমিস হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৭০৬। ৯৬৩ ইং।

৫। ক এক কবুলীয়তের মূলে তিন খণ্ড ভূমি জোত করে। ক দুই খণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর এক খণ্ডে দখলকার থাকা স্বীকার করে, কিন্তু প্রকাশ করে যে ঐ কবুলীয়ত ঞ্চকতা ও ছলতা (misrepresentation) মূলক। স্থির হইল যে ঞ্চকতা মূলে চুক্তির একাংশ অস্বীকৃত হইতে পারে না। কিন্তু ঞ্চকতা হেতুতে জোত রহিত করিতে হইলে উহা একেবারেই রহিত হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ১১৮ ইং।

৬। কবুলীয়ত সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা হইলে ১৮৭৭ সনের ১ আইনের ৩১ ধারা মতে নালীশ উপস্থিত করা উচিত। ঐ

৭। প্রজা ভূম্যাধিকারীর তহসিলী খরচ দেওয়ার সর্ত্তে কবুলীয়ত সম্পাদন করিলে ঐ সর্ত্ত নিশ্চিত ও নির্দ্দিষ্ট বোধ হইলে

তাহা প্রবল করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৭৩০ ইং।

করবৃদ্ধি ১, ১৩, দেখ
প্রমাণ (দলিলী) ২১
শিখস্ত পয়স্ত ১

কর বৃদ্ধি।

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বের ঘাটোয়ালী তালুকস্বরূপে স্থির জমায় ভূমি প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, এবং পরে গবর্ণমেণ্ট জমিদারকে ঘাটোয়ালী কর্ম্মহইতে অব্যাহতি দিলে, জমিদার কর্ত্তৃক ঐ জমা বর্দ্ধিত করার জন্য নালীশ হওয়ায়, স্থির হইল যে ঘাটোয়াল গণ যে পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক থাকে সে পর্য্যন্ত (ঐ সকল কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই বলিয়া) বর্দ্ধিত হারে কর প্রদানে তাহা দিগকে বাধ্য করিতে জমিদারের অধিকার নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ১৮৭। ২৫১ ইং।

২। এক শরিক আপন অংশের কর বৃদ্ধি করিতে পারে না; কারণ, ঐ রূপ কর বৃদ্ধি সহকারে সমগ্রজোতের পাট্টা স্থায়ী থাকিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৭০। ৯৬ ইং।

৩। বাকি রাজস্বের নিলামক্রেতা কর বৃদ্ধির দাবিতে নালীশ করিলে ঐ নালীশ সম্বন্ধে ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রণালী অবলম্বিত হইবেক। ঐ ক্রেতার যাবতীয় স্বত্ব ঐ আইনের ৪ এবং ১৭ ধারান্তর্গত বিধান সমস্তের অধীন এবং নালীশ উপস্থিতের ২০ বৎসর পূর্ব্বাবধি অপরিবর্ত্তিত করে জোত ভোগ করিলে সর্ব্বপ্রকার জোতসম্বন্ধেই এই অনুমান জন্মে যে ঐ জোত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে একই রূপ করে ভোগ করা হইতেছে। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৫৮২। ৭৯৩ ইং।

৪। ইজারাদারের অধীন রাইয়ত দিগের কর বৃদ্ধি করণে ইজারা দারকে নিবারণ করার কোন সর্ত্ত বা করার ইজারা পাট্টায় উল্লিখিত না থাকিলে সে রাইয়ত দিগের কর বৃদ্ধি করিতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ২কঃ ৩৩৩। ৪৭৪ ইং।

৫। মালিকান মধ্যে একজন তাহার অধীন রাইয়ত দিগের নিকট হইতে তাহার অংশের কর পৃথক রূপে আদায় করিয়া আসিয়া থাকিলে, অপর শরিকগণকে পক্ষ না করিয়াও সে ঐ রাইয়ত দিগের বিরুদ্ধে করবৃদ্ধির জন্য নালীশ করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ২কঃ ৩৪৩। ৪৭৪ ইং।

৬। এক জোতের অবিভক্ত মালিক চারি ভ্রাতার মধ্যে দুই জন বর্দ্ধিত হারে করের দাবিতে নালীশ করিলে, অপর দুই ভ্রাতাকেও মোকদ্দমার পক্ষ করা উচিত ছিল বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় তাহারা এই মোকদ্দমায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের সম্মতি প্রকাশে দরখাস্ত দাখিল করে, এবং তাহারা মোকদ্দমার পক্ষ স্বরূপ পরিগণিত হয়। এই নালীশে তমাদির যে মেয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা অতীত হওয়ার পরে ঐ দরখাস্ত দাখিল হওয়ায়, নির্দ্দিষ্ট হইল যে ঐরূপ সংযোজিত ব্যক্তি দ্বয়ের স্বত্ব একেকালে বারিত হইলে ও অবশিষ্ট যে বাদীগণ প্রথমে নালীশ করে আদালত তাহাদের স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন, এবং

করের দাবি অবিভাজ্য বিধায় তাহাদের অনুকূলে সমুদয় করের ডিক্রী হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ১৮। ২৬ ইং।

৭। যে ভূমির কর বৃদ্ধি করিতে হইবে তাহাতে একাধিকখণ্ড ভূমি থাকিলে ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক কর বৃদ্ধির যে নোটিস প্রদত্ত হয়, তাহাতে ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৮ ধারার লিখিত সমস্ত হেতু উল্লিখিত করিয়া দেওয়া যথেষ্ট নহে। কোন্খণ্ডে কি হেতুতে কর বৃদ্ধি হইবেক তাহা স্বতন্ত্ররূপে ঐ নোটিসে লিখিত হওয়া আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৫ কঃ ৩৯। ৫৩ইং।

৮। সকল খণ্ডে এক হেতু থাকিলে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম খাটিবেক না। ঐ

৯। কর বৃদ্ধির নালীশে বাদী নোটিস জারীর প্রমাণ দিতে অক্ষম হইলে আদালত স্বত্ব নির্ণয়ের ডিক্রীদিতে বাধ্য নহেন। ঐ।

১০। প্রতিবাদী কি তাহার পূর্ব্বপুরুষের ব্যয়ে ও শ্রমে ভূমির উন্নতি সাধিত হইয়াছে বিধায় সে বৃদ্ধি করের দাবি হইতে মুক্তি পাইবেক এমত নহে। এরূপ অবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মানুসারে নিকটবর্ত্তী ভূম্যাকারের জমির উন্নতি সাধিত হইয়া থাকিলে ইহা স্বীকার্য্য যে প্রতিবাদীর জমির উন্নতিসাধন সেই পরিমাণে প্রকৃতির নিয়মানুসারেই হইয়াছে এবং সেই হেতু তাহার কর বৃদ্ধি হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ কঃ ৪১। ৫৬ ইং।

১১। অধীন তালুকের এক হিস্যার করবৃদ্ধির দাবিতে নালীশ হইবার ২০ বিশ বৎসর পূর্ব্বে, ঐ তালুক যে জমিদারির অন্তর্গত ছিল তাহা তিন জমিদার মধ্যে বণ্টক হয়। তালুকদারগণ সমগ্র তালুক নিজ দখলে রাখে ও জমিদারগণের সরকারে স্বতন্ত্র রূপে আইনানুযায়ী খাজানা আদায় করে। ১৮৬১ সনে দুই আনি হিস্যার জমিদার তালুকদারগণ বিরুদ্ধে ঐ অংশের করবৃদ্ধির ডিক্রী পায়। ঐ তালুকদারগণ বিরুদ্ধে বর্ত্তমান মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে প্রতিবাদীগণ এই আপত্তি করে যে তাহাদের তালুকের খাজানা নালীশের অব্যবহিত দুই বৎসর কাল যাবত অপরিবর্ত্তিত হারে চলিয়া আসিতেছে। স্থির হইল যে ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৭ ধারাতে যে "তালুক শব্দ" লিখিত আছে তদ্বারা সাবেক তালুক বুঝাইবেক ; এবং প্রতিবাদীগণ যদি এই প্রমাণ করিতে পারে যে ঐ তালুকের কর পূর্ব্ববৎ মোট সংখ্যায় অথবা বাটোয়ারার হিস্যানুযায়ী সংখ্যায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহা হইলে তাহারা ঐ ধারার ফল পাইতে পারে। কিন্তু ১৮৬১ সালের ডিক্রীর ফল এই যে মোট তালুকের করের এক অংশ সম্বন্ধে কর বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং বাদীগণ সেই ডিক্রীতে পক্ষভুক্ত না থাকিলেও তাহারা উহার ফল পাইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ২০২। ২৭৩ ইং।

১২। এক শরিক (অন্য শরিকগণকে পক্ষ করিলেও) নিজ অংশের প্রাপ্য কর বৃদ্ধি করিতে পারে না। কারণ, ঐরূপ কর বৃদ্ধি হইলে মোটজোতের সাবেক

সন্দোবস্ত পূর্ব্ববৎ বহাল থাকে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ কঃ, ৪২৭। ৫৭৪ ইং।

১৩। বাদীগণ প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে ১৮৬৪সনের ২৫শেজানুয়ারি বৃদ্ধিকরের ডিক্রীপায়। কিছুকাল পরে প্রতিবাদীগণ লাগায়ত ১৮৭৫ সনের অক্টোবর, ১১ বৎসরের জন্য কিঞ্চিৎ ন্যূন হারে এক কবুলীয়ত লিখিয়া দেয়। ঐ ১১বৎসর অন্তে বাদীগণ ১৮৬৬ সনের ডিক্রীর মূলে কর বৃদ্ধির দাবি করে। স্থির হইল যে প্রতিবাদীগণ কবুলীয়ত দেওয়ায় ঐ ডিক্রী ব্যর্থ হইয়াছিল, সুতরাং বাদীগণ ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইন মতে তদ্বির না করিয়া করবৃদ্ধির দাবি করিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ৭৫৯ ইং।

১৪। করবৃদ্ধির নালীশে বাদীগণ অন্যান্য হেতুবাদ সহ ভূমির উপস্বত্বের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে হেতুতে বৃদ্ধিকর পাইতে স্বত্ববান বলিয়া কহে,এবং কৃষক শ্রেণীর কয়েক ব্যক্তিকে সাক্ষী মান্য করে। তাহারা স্মৃতি শক্তিবলে ঐ অঞ্চলের কয়েক বৎসরের মূল্যের বিষয় প্রমাণ দেয়। ডিষ্ট্রিক্ট জজ তাহাদের প্রমাণে নির্ভর না করিয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে দোকানদার ও ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের হিসাব বহি ব্যতীত কোন রূপেই মূল্য সাব্যস্ত হইতে পারে না। স্থির হইল যে উপস্থিত প্রমাণ বিবেচনায় নিষ্পত্তি করা উচিত ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ২৬৩ ইং।

১৫। কতিপয় করপ্রাপক ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৪ ধারা মতে নোটিস জারী হইলে সমুদয় শরিকগণ এক যোগে করবৃদ্ধির নালীশ উপস্থিত করে। স্থির হইল যে এই নালীশ চলিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৬৩৩ ইং। পূঃ অঃ।

১৬। মাত্র এক শরিক অপর শরিকের সম্মতি ব্যতীত এজমালী প্রজার করবৃদ্ধি করিতে সক্ষম ইহা স্বীকার করিলেও, ষোল আনার শরিকগণকে পক্ষভুক্ত না করিয়া সে ঐ রূপ করবৃদ্ধির নালীশ করিতে সক্ষম নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৭৫১ ইং।

১৭। এক জমিদারির দুই শরিক ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ১০ ধারা মতে কালেক্টরিতে নিজ২ নামে জমা খারিজ করিলে পর, এক শরিক অপর শরিককে পক্ষ না করিয়া ঐ জমিদারির এজমালী প্রজাগণের বিরুদ্ধে বৃদ্ধিকরের দাবিতে নালীশ করে। স্থির হইল যে ঐ রূপ নালীশ অচল। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৩৫৩ ইং।

১৮। বাদীগণ ১২৮৪ ও ১২৮৫ সনের করের ও ১২৮৬ সনের বৃদ্ধিকরের দাবিতে নালীশ করে। বৃদ্ধিকরের নোটিস সপ্রমাণ না হওয়ায় প্রতিবাদী তর্ক করে যে বাদীগণের নালীশ ডিসমিস হইবে। স্থির হইল যে নোটিস সপ্রমাণিত না হইলেও বাদীগণ পূর্ব্ব হারে করের ডিক্রী পাইতে বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৪৬৫ ইং।

অধীন তালুক ১, দেখ
কবুলীয়ত ৪
খাস আপীল ৩
ডিক্রী ৪
তমাদি (১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইন) ৮

কিস্তিবন্দী।

কুলাচার।

কুসীদ (সুদ)

১। বার্ষিক শতকরা ৩৬৲ টাকা হারে সুদ প্রদানের অঙ্গীকার অপরিণত বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে অপরিমিত চুক্তি, এবং কোর্ট অব ইকুইটী তাহা প্রবল করেন না। ইঃ লঃ রিঃ ১ক। ৭৮। ১০৮ ইং।

২। নির্দ্দিষ্ট তারিখে নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ সমেত আসল টাকা পরিশোধের অঙ্গীকারে যে বন্ধকীখতলিখিতহয়তন্মূলে বাদী আসল ও সুদ পাওয়ার নালীশ উপস্থিত করিলে, আদালত বিবেচনা মতে উপযুক্ত হারে ওয়াদার তারিখ হইতে ঐ আসল টাকার সুদ দেওয়ার আদেশ করিতে পারেন, কিন্তু চুক্তি নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দিতে আদালত বাধ্য নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৩১। ৪১ ইং।

৩। করার খেলাফি হারে সুদ দেওয়ার সর্ত্ত দণ্ড স্বরূপ নহে। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১৪৬। ২০২ ইং।

৪। এবং চুক্তি বিষয়ক আইনের ৭৪ ধারার বিধান এস্থলে খাটেনা। ঐ

৫। ডিক্রীতে আসল টাকার সুদ দেওয়ার আদেশ থাকিয়া খরচার সুদ দেওয়ার কোন কথা না থাকিলে, ডিক্রীদার খরচার সুদ পাইতে পারেনা। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৫৮। ৩১১ ইং।

৬। ডিক্রীর তারিখের পরের সুদ সম্বন্ধে ডিক্রীতে উল্লেখ না থাকিলে ঐ সুদ ডিক্রীদারী দ্বারা আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারেনা, কিন্তু ক্ষতিপূরণ স্বরূপ স্বতন্ত্র নালীশ দ্বারা আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪৪৪। ৬০২ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৭। ১৮৩৯ সালের ৩২ আইনের বিধান ছাড়া ও ভারতবর্ষের ব্যবহার ও রীতি মতে ওয়াশীলাতের দাবি হইলে, মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ার তারিখ হইতে গণনা করিয়া ওয়াশীলাতের সুদের ডিক্রী অবশ্যই দেওয়া যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ৪৮৩। ৬৫৪ ইং।

৮। স্বত্বের দলিল এবং সম্পত্তি পাওয়ার জন্য নালীশে বাদীর নিকট প্রতিবাদীর কতক টাকা প্রাপ্য আছে বলিয়া প্রতিবাদী দাবি করে, এবং বাদী আরজিতে বলে যে প্রতিবাদী ঐ দলিল ও সম্পত্তি ছাড়িয়া দিলে ঐ তারিখ পর্য্যন্ত প্রতিবাদীর সমস্ত

প্রাপ্য পরিশোধ করিতে বাদী প্রস্তুত আছে। কিন্তু সে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ স্বত্বের মূলে ঐ দলিল ও সম্পত্তি রাখিবার দাবি করে। এমত স্থলে প্রতিবাদী আরজির তারিখ পর্য্যন্ত সুদ পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ২৪০। ৩২২ ইং।

৯। মূল (ঋণী) প্রতিবাদীগণ ও অপর সহযোগী (জামিনদার) প্রতিবাদীগণ বিরুদ্ধে সহ সুদ কতক টাকার ডিক্রী হয়। সুদের হার বৃদ্ধি করণার্থ ডিক্রীদার মূল ঋণীগণকে সময় দেয়। স্থির হইল যে, ডিক্রীদার যে সময়ে মূল ঋণীগণের সম্পত্তি নীলাম করাইতে পারিত, এবং তৎকালীন নিলাম হইলে তাহার প্রাপ্য সমস্ত ঋণ সম্ভবতঃ আদায়হইতে পারিত, ডিক্রীদার সেই সময়ের পরের সুদ পাইতে পারেনা। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ২৪৬। ৩৩১ ইঃ। প্রিঃ কৌঃ।

১০। বর্দ্ধিত হারে বাকি করের ডিক্রী হইলে, ডিক্রীর তারিখ হইতে সুদ দেওয়ার আদেশ না দিয়া কর প্রাপ্য হওয়ার তারিখ হইতে সুদ দিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪বঃ ৫৩৭। ৫৯৪ ইং।

১১। বিশেষ লিখিত চুক্তি না থাকিলে শত করা ১২৲ টাকা হারে বাকি করের উপর সুদ ধার্য্য হইবেক। কিস্তি মতে কর দেয় হইলে ঐ কিস্তির দেয় টাকার উপর ঐ হারে সুদ চলিবেক। সুদ দেওয়া আদালতের অনভিপ্রেত হইলে আদালত স্পষ্ট হেতুবাদ দর্শাইয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন। ভূম্যাধিকারী ক্রমাগত বহুকাল যাবৎ সুদের দাবি না করিয়া থাকিলেও তদ্দ্বারা তাহার সুদের স্বত্ব বিলুপ্ত হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৭৬। ১০২ ইং।

১২। আসলের অধিক সুদ বাকি হইলে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহার দাবিতে নালীশ চলিতে পারে না। চুক্তি বিষয়ক আইনের ১০ ধারা ও ১৮৫৫ সনের ২৮ আইন দ্বারা হিন্দু শাস্ত্রোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হইবেক না। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ৬৪৬। ৮৬। ইং।

১৩। দায়িক অন্যায়রূপে ঋণ আদায়ে অস্বীকৃত হইলে ১৮৩৯ সনের ৩২ আইনের বিধান মতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সুদ দেওয়া যায়। কিন্তু ঋণ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত দলিলাভাবে অন্যায় অস্বীকার ঘটিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৫৯৪ ইং।

১৪। ডিক্রীজারীতে সময়েং যে হিসাব দাখিল হয় তাহাতে ১৮৭০ সন হইতে ১৮৮০ সন পর্য্যন্ত অঙ্গীকৃত সুদের প্রসঙ্গ থাকা স্বত্বেও তৎপ্রতি আপত্তি উত্থাপিত নাহইয়া থাকিলে, পরে কোন আপত্তি গৃহীত হইতে পারেনা, এবং ডিষ্ট্রীক্‌ট্ জজ শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা হারে প্রচলিত সুদ ধার্য্য করিলে হাইকোর্ট সুদের হারের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেননা। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬২০ই।

ওয়াশীলাৎ ৩, ৯, ১০, ১২, ১৩, দেখ

চুক্তি ২০

তমাদি (১৮৭১ সনের ৯ আইন)

প্রতিভু ৯

মোকদ্দমা খরচ ১, ২, ৯

হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র ৯

কুটপরীক্ষা।

এফিডেবিড ১, দেখ
প্রেক্টিস্ (ফৌজদারী বিচার) ৫৫
মুচলিকা ৩
সাক্ষী ২, ৩

কোর্ট।

১। প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৩০ ধারান্তর্গত ' কোর্ট ' অর্থাৎ ' আদালত ' শব্দে জজ ও জুরি উভয়ই বুঝায়। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ৩৫৬। ৪৮৩ ইং। পূঃ অঃ।

এডমিনিষ্ট্রেষণ ৪, দেখ
রেজিষ্টরী (১৮৭১ সনের ৮ আইন) ১

কোর্ট অব ওয়ার্ড্স্।

১। নাবালগের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ড্সের শাসনে আনীত হইলেই যে নাবালগ একেবারে কোন প্রকার চুক্তি করিতে অশক্ত এমত নহে। ১৭৯৩ সনের ১০ আইনের সঙ্গত ব্যাখ্যা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে কোর্ড অবওয়ার্ড্সের শাসনে নাবালগের যে সমস্ত সম্পত্তি আ-আনীত হয়, তৎসম্বন্ধে নাবালগ কোনপ্রকার চুক্তি করিতে অশক্ত। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ৬২০ ইং।

২। নাবালগের রাজস্বপ্রদায়ী কোন ইষ্টেট থাকিলেই নাবালগের সমস্ত সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের শাসনে আসিবে। ঐ

হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র (দত্তক) ২, দেখ

কোম্পানি।

১। কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ কোম্পানির নিয়মপত্রের প্রদত্ত ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন বিশেষ কার্য্য করিলে, পরে ঐ কোম্পানি দ্বারা ঐ কার্য্য অনুমোদিত হওয়ায়, ঐ ডাইরেক্টরগণের ক্ষমতা এমত ভাবে বৃদ্ধি হয় না যে, তাহাদিগের কৃত পরবর্ত্তী ঐরূপ কোন কার্য্য বৈধ হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ২০৭। ২৮০ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

২। কোন কোম্পানির কার্য্য সমাপ্তি বিষয়ে আদালত কর্ত্তৃক যে আদেশ হয়, তদ্বিরুদ্ধে আপীলের নোটিস (১৮৬৬ সনের ১০ আইনের ১৪১ ধারা মতে) ঐ আদেশ হওয়ার পরে তিন সপ্তাহ মধ্যে রেস্পণ্ডেণ্ট প্রতি জারী করিতে হইবেক। বিশেষ কারণ বশতঃ ঐ তিন সপ্তাহ অতীত হওয়ার পরেও নোটিস দেওয়ার সময় বর্দ্ধিত করিয়া দিতে আদালতের ক্ষমতা আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ৫১৬। ৭০৪ ইং।

৩। কোন কোম্পানি ইংলণ্ডে রেজেষ্টরী হইয়া কলিকাতায় প্রধান কার্য্যস্থল স্থাপন পূর্ব্বক কার্য্য করিলে ঐ কোম্পানির কার্য্য সমাধান্তে হাইকোর্টের হিসাব পরিষ্কার করিবার অধিকার আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ কঃ ৬৬১। ৮-৮ ইং।

৪। ১৮৬৬ সনের ১০ আইনের ৩৪ ধারা মতে আদালত প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহার পরিচালন আদালতের সদ্বিবেচনার উপর নির্ভর করে। এবং বিক্রেতা আদালতে উপস্থিত না হইলে আদালত হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিবার আদেশ করিবেন না। ইঃলঃরিঃ ৮ক৩১৭ ইং।

তমাদি (১৮৭১ সনের ৯ আইন) ৭
প্রতিভূ ২

কোর্টফিস্।

১। প্রবেটের রসুম দেয় কি অদেয় ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১২২। ১৬৮ ইং।

২। ১৮৭০ সনের কোর্টফিস্ আইন জারী হওয়ার পূর্ব্বে কোন উইলের প্রথম প্রবেট লওনার সময় প্রচলিত আইনানুসারে সম্পূর্ণ রসুম প্রদত্ত হইয়া থাকিলেও ঐ আইন জারীর পর একজিকিউটরগণ মধ্যে কেহ দ্বিতীয় প্রবেট লওয়ার প্রার্থনা করিলে সে ঐ আইনমতে সম্পত্তির মূল্যানুযায়ী রসুম দেওয়ার দায় হইতে মুক্ত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ ক ৫৪১। ১৭৩ ইং।

৩। উইলপ্রদত্ত সম্পত্তি হইতে এক ব্যক্তিকে তাহার জীবন পর্য্যন্ত মোসাহেরা দেওয়ার সর্ত্তে উইলকর্ত্রী স্বীয় পিতা হইতে দান ক্রমে ঐ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ পায়, এবং উইলকর্ত্রীর মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তি বর্ত্তমান থাকে। স্থির হইল যে, অত্রাবস্থায় মোসাহেরার মূল্য বাদ দিয়া উক্ত সম্পত্তির যে মূল্য হয় তাহারই উপর ১৮৭০ সনের কোর্টফিস আইনের ১ম তপসিলের ১১ প্রকরণ নির্দ্দিষ্ট মূল্যানুযায়ী রসুম আদায় করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫৪৪। ১৭৬ ইং।

৪। সবজজ আদালতে এক নালীশ হইয়া বিচার হইয়া যায়। প্রতিবাদী বা আদালত তৎকালে আরজির কোর্টফিস্ অসম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া কোন আপত্তি করে নাই। প্রতিবাদীগণ ডিষ্ট্রিক্ট জজের নিকট আপীল করিলে জজ আরজির ষ্টাম্প অসম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করেন এবং তদনুসারে বাদীকে অকুলন ষ্টাম্প দিতে আদেশ করেন। খাস আপীলে স্থির হইল যে, ঐ আদেশ ১৮৭০ সনের ৭ আইনের ১২ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ মতে সঙ্গত হইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ ক ৩৪৮ ইং। ২২ উঃ রিঃ ৪৩১ ইং, অসম্মতি প্রকাশ।

৫। আপোষ বাটোয়ারা অনুযায়ী খণ্ড ভূমির মালিক ১৮১৪ সনের ১৯ আইনানুযায়ী কার্য্যপ্রণালী স্থগিত ও নিজ দখল স্থিরতরের অভিপ্রায়ে নালীশ করে। প্রতিবাদী গণ নালীশের তায়দাদের প্রতি আপত্তি করে। স্থির হইল যে ডিক্লেরেটরী ডিক্রী অথবা ইনজাঙ্কসন পাইবার উদ্দেশেই এই প্রকার ডিক্রী হইয়া ছিল, সুতরাং সমগ্র ইষ্টেটের মূল্য দৃষ্টে আর্জির ষ্টাম্প ধার্য্য করা আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ১২৬ ইং।

৬। ১৮৭৭ সনের ৩ আইনের ৭৭ ধারানুযায়ী নালীশে হাইকোর্ট আপীলের আরজির কোর্টফিস্ ১০ টাকা মাত্র। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ৫১৫ ইং।

৭। অধিন তালুকদার রাজস্বপ্রদায়ী ইষ্টেটের খণ্ড ভূমির দখল পাইবার নালীশ করিলে সে ১৮৭০ সনের ৭ আইনের ৭ধারান্তর্গত ৫ম্ প্রকরণের (ক) দফার প্রথমাংশানুযায়ী কোর্টফিস্ দিবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ১৯২ ইং।

৮। ভূমি দখল ও ওয়াশীলাতের দাবি এক সমগ্র দাবি গণনা করিয়া হাইকোর্ট আপীলের আরজির ষ্টাম্প রসুম নির্ণয় করিতে হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ৫৯৩ ইং। পূঃ অঃ। ইঃ লঃ রিঃ ২ আঃ ৬৮২ ইং, অসম্মতি ব্যক্ত হইল।

৯। ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল হইলে তাহাতে যে পরিমাণ কোর্টফিস্ আবশ্যক ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৩৩১ (১৮৭৯ সনের ১২ আইন ৫২ ধারা মতে যে রূপ সংশোধিত হইয়াছে,) ধারানুযায়ী আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিলেও সেই পরিমাণ কোর্টফিস্ লাগিবেক। ইং লঃ রিঃ ৮ ক ১২০ ইং।

১০। বিভাগ ক্রমে নির্দ্দিষ্ট অংশের খাস দখল পাইবার নালীশে হাইকোর্ট আপীলে কোর্টফিস্ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৭ প্রকরণের ৬ দফানুযায়ী ষ্টাম্প দেওয়া আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ৭৫৭ ইং।

ওয়াশীলাৎ ৫, দেখ

ক্রোকী সম্পত্তি।

১। পত্তনিদার ১৮৭৬ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রাপ্য খাজানার জন্য ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৫৯ ধারা মতে নবেম্বর মাসে দরপত্তনি নিলাম করিলে তাহার ডিক্রী পরিশোধ হইয়া যে টাকা উদ্বর্ত্ত থাকে তাহা কালেক্টরিতে আমানত রহে। পরে ডিসেম্বর মাসে এপ্রিল হইতে অক্টোবরের *প্রাপ্য খাজানার* বাবদ দরপত্তনিদার বিরুদ্ধে আর এক ডিক্রী করিয়া পত্তনিদার ঐ নিলাম ফাজিলী টাকা ক্রোক করে। অন্য দুই ডিক্রীদার ও তৎসময়ে ঐ টাকা ক্রোক করে। স্থির হইল যে পত্তনিদারের ডিক্রী যদিও চলিত সনের খাজানার জন্য হউক তথাপি তাহার ডিক্রী অপর দুই ডিক্রীর অগ্রবর্ত্তী নহে, এবং ঐ নিলাম ফাজিলী টাকার উপরে পত্তনিদারের কোন প্রকার বেহানের স্বত্ব নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ৩৬৭। ৪৯৩ ইং।

২। ক খএর বিরুদ্ধে নালীশ করিলে তাহার নালীশ ডিসমিস হয়, এবং ঐ নালীশে খএর খরচ দেওয়ার আদেশ হয়। পরে ক গএর বিরুদ্ধে এক নালীশ করিয়া এক তরফা ডিক্রী পায় ও তাহার ডিক্রীর স্বত্ব ঘ ও চএর নিকট বিক্রয় করে। ঘ ও চ নথিতে কএর স্থলে তাহাদিগের নাম পরিবর্ত্তিত করিবার কোন প্রার্থনা করে না। গ ঐ এক তরফা ডিক্রী রহিতের আদেশ পাইয়া ডিক্রীর টাকা আদালতে আমানত করতঃ ঐ নালীশে উত্তরদায়ক হয়। তাহা পূর্ব্ববৎ কএর সাপক্ষে নিষ্পত্তি হয়। খ তৎপরে তাহার খরচার ডিক্রীর মূলে আদালতের আমানতী টাকা ক্রোক করায় ঘও চ খএর বিরুদ্ধে ইনজাঙ্কসন অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা প্রচার পূর্ব্বক তাহাদের ক্রয়ের মূলে ঐ টাকা দাবি করে। স্থির হইল যে ঘ ও চএর অসম্পূর্ণ স্বত্ব খএর স্বত্বাপেক্ষা বলবৎ গণ্য হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬৪৭। ৮৬৯ ইং।

৩। ভাড়াটিয়া বাটীর ভূমিস্থিত অস্থাবর সম্পত্তি কেরায়াদার কর্ত্তৃক বন্ধক দেওয়া হইয়া থাকিলে পর বন্ধকগৃহীতা উহা দখল করিতে থাকে। স্থির হইল যে ঐ বাটীর মালিক খাজানার দায়ে উক্ত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক (distress) করিতে সক্ষম নহে, কারণ উহা ১৮৭৫ সনের ১ আইনের ১০ ধারা মতে কেরায়াদারের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেনা। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৩১২ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

৪। ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ২৪৬ ধারা মতে ক্রোকী সম্পত্তির প্রতি দাবি দারি উপস্থিত হইলে তাহা ডিসমিস হয়, এবং ১৮৭৫ সনে দাবিদার ডিক্রীদার বিরুদ্ধে ঐ ধারা মতে জাবেদা নালীশ উপস্থিত করে। তৎপরে ডিক্রীদার ক্রোকী সম্পত্তি ক্রোকমুক্ত করিলে, দাবিদার তাহার নালীশ উঠাইয়া লয়। ১৮৭৮ সনে ঐ সম্পত্তি পুনর্ব্বার ক্রোক হইয়া ডিক্রীজারীতে নিলাম হয়। স্থির হইল যে ডিক্রীজারী নিলাম ক্রেতার বিরুদ্ধে দখলের নালীশ ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ৯১ ধারা (১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৩৭৩ ধারা) মতে বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৮৭১ ইং।

খাস আপীল।

১। স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন নিম্নাদালতে উত্থাপিত এবং বিচারিত হইয়া থাকিলেও, ছোট আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমায় হাইকোর্টে খাস আপীল চলিতে পারেনা। ইঃ লঃ রিঃ ২কঃ ৩৪০। ৪৭০ ইং। পূঃ অঃ।

২। মোকদ্দমা দুই আদালত হইয়া আসিবার পরে পক্ষাভাবের আপত্তি খাস আপীলের হেতু হইতে পারেনা। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ১৮। ২৬ ইং।

৩। একশত টাকার ন্যূন করের মোকদ্দমায় প্রজার কর বৃদ্ধি বা কর পরিবর্ত্তনের স্বত্ব বিষয়ে কোন নিষ্পত্তি না হইলে, সেই মোকদ্দমায় ডিষ্ট্রীক্ট জজের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল চলিবে না। ইঃ লঃ রি. ৩কঃ ১১৪। ১৫১ ইং। পূঃ অঃ।

৪। রেস্পণ্ডেণ্ট নিম্ন আপীল আদালতে উপস্থিত না হইলে সে হাইকোর্টে আপীল করিতে বারিত হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৬৯। ২২৮ ইং।

৫। আপীলের আরজিতে যে সকল হেতু লিখিত থাকে হাইকোর্টে তদতিরিক্ত হেতু সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক উত্থাপন করিতে দিবেন না। কিন্তু যে স্থলে কোন ডিক্রী হাইকোর্ট স্পষ্টতঃ অবৈধ বলিয়া বিবেচনা করেন সে স্থলে হাইকোর্ট স্বয়ং ঐ ডিক্রীর ভ্রম সংশোধন করিতে বাধ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ৪৫১। ৬১২ ইং।

৬। ১৮৭৭ সালের ১০ আইন প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে উপস্থিত যেসকল মোকদ্দমায় ১৮৫৯ সালের ৮ আইন মতে হাইকোর্টে আপীল চলিত ঐ ৮ আইন রদ হওয়াতেও সেই সমস্ত মোকদ্দমায় আপীল চলিবে। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ৪৮৯। ৬৬২ ইং।

৭। ১৮৬৮ সালের ১ আইনের ৬ ধারান্তর্গত "কোন মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্য" বলিতে মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ার তারিখ হইতে তাহা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই বুঝায়। ১৮৭৭ সালের ১০ আইনের ৩ ধারান্তর্গত "কার্য্য প্রণালী" পূর্ব্বোক্ত ৬ ধারান্তর্গত "মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্য" নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ৪৮৯। ৬৬২ ইং। পূঃ অঃ।

৮। মোকদ্দমার পক্ষগণ মধ্যে কেহ আপীল না করিয়া থাকিলে, ১৮৭৭ সালের ১০ আইনের ৫৪৪ ধারা মতে, এমত ডিক্রী দেওয়া যাইতে পারে, যাহা মোকদ্দমার

সমস্ত পক্ষ বুঝদ্ধেই ন্যায্য হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ৫৪৫। ৭৩৮ ইং।

৯। একতরফা ডিক্রী হইলে প্রতিবাদী ঐ ডিক্রী রদের প্রার্থনা করে। সবজজ তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু ডিষ্ট্রীক্ট জজ সবজজের আদেশ রহিত করেন। স্থির হইল যে ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৫৮৮ ধারা মতে ডিষ্ট্রীক্ট জজের আদেশ চুড়ান্ত গণ্য হইবেক, এবং তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল চলে না। উর্দ্ধতন আদালত ৬২২ ধারা মতে হস্তক্ষেপ করিবেননা। ইঃ লঃ রিঃ, ৮কঃ, ৮৩২ ইং।

আপীল ২,৪,১৭,২৩,২৬,৩১,৩২, দেখ

প্রেকৃটিস্ (মোকদ্দমা) ৯

ভর্ত্তব্য ২

খাস মহাল।

১। জমিদারি গবর্ণমেণ্টে সেটল্‌মেণ্ট কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে আসিবার সময় বাদীর নিকট জমিদারের কতক টাকা খাজানার বাবদ প্রাপ্য ছিল। সেটল্‌মেণ্ট কর্ম্মচারী ঐ বাকি খাজানা আদায়ের জন্য ১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ১৯ ধারা মতে বাদীর উপর সার্টিফিকেট জারী করে। বাদী প্রথমে আপত্তি করে, পরে আপত্তি উঠাইয়া লয় এবং খাজানার কতক টাকা আদালতে দাখিল করে, ও কতক নগদ দেয়। তাহাতে সার্টিফিকেট রহিত হয়। স্থির হইল যে বাদীর দত্ত খাজানার টাকা জমিদারের প্রাপ্য বলিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে ঐ টাকা ফেরত পাইবার নালীশ চলিতে পারেনা। বাদী যদি জমিদারকে ঐ টাকা দিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে হয়ত ঐ নালীশ চলিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৫১। ৩২৫ ইং।

খাসিয়া ও জন্তিয়া পর্ব্বত।

১। ১৮৬৯ সনের ২২ আইন মতে খাসিয়া ও জন্তিয়া পর্ব্বতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত বিচার কার্যে হাইকোর্টের অধিকার। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪৬। ৬৩ ইং।

২। মন্ত্রী সভাধিষ্টিত গবর্ণর জেনেরল ব্যবস্থাপন দ্বারা ঐ সকল প্রদেশ হাইকোর্টের বিচারাধিকার হইতে অন্তর্হিত করিতে ক্ষমবান ছিলেন। কিন্তু ঐ রূপ ব্যবস্থাপনের ক্ষমতা বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে অর্পন করিতে তাহার ক্ষমতা ছিলনা। সুতরাং ১৮৬৯ সনের ২২ আইন ঐ পর্য্যন্ত অসিদ্ধ। মন্ত্রী সভাধিষ্টিত গবর্ণরজেনেরলের ব্যবস্থাপনের কার্য্যের বৈধতার প্রতি আপত্তি করিতে হাইকোর্টের ক্ষমতা আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪৬। ৬৩ ইং। পূঃ অঃ।

৩। পূর্ণাধিবেশনের উক্ত নিষ্পত্তি প্রিবি কাউন্সেল কর্ত্তৃক রদ হইয়া স্থিরীকৃত হয় যে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজ পার্লিয়ামেণ্টের যে আইনদ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে, তদ্বারা ঐ সমাজের ক্ষমতা সমস্ত স্পষ্টাক্ষরে সীমাবদ্ধ আছে বটে, কিন্তু সেই সীমার মধ্যে ঐসমাজের ব্যবস্থাপনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, এবং সেই ক্ষমতার পরিমাণ ও প্রকার পার্লিয়ামেণ্টের নিজের ক্ষমতার তুল্য। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১২৭। ১৭২ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

খেয়া।

১। গবর্ণমেণ্ট হইতে বন্দোবস্ত গৃহীতা

এক খেয়ার মালিক ক ভাড়া লইয়া যে স্থানে খেয়া নৌকা চালায় সে স্থানে আর এক খেয়া নৌকা চালাইত খ কে নিবারণার্থ নালীশ উপস্থিত করায়, প্রকাশ পায় যে খ তাহার খেয়ার কোন শুল্ক লয় না, কিন্তু সে যে কেবল নিজের চাকর ও প্রজাগণকে পার করিবার জন্য ঐ খেয়া ব্যবহার করে তাহা সপ্রমাণ হয় না। স্থির হইল যে এরূপ নালীশ চলিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক। ৪৪১। ৫৯৯ ইং।

গুরুতর আঘাত।

কোন এক রমণী একটি শিশু ক্রোড়ে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আসামী ঐ রমণীকে প্রবলরূপে আঘাত করে; একটি আঘাত ঐ শিশুর মস্তকে লাগাতে উহার মৃত্যু হয়। স্থির হইল যে আসামী এমত অবস্থায় ঐ শিশুকে আঘাত করায় তাহার অপরাধের গুরুত্ব এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে যে ঐ অপরাধকে গুরুতর আঘাত বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৪৫৯। ৬১৩ ইং।

প্রমাণ ৭,৮,দেখ

গোমস্তা।

তমাদি (১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইন) ৯,১৮ ১৯,দেখ

দেউলিয়া ৬

নিকাস ১

গ্রেপ্তার।

১। মোকদ্দমার পক্ষগণ মোকদ্দমার তদ্বির করণোদ্দেশে আদালতে উপস্থিত থাকিলে ফিরিয়া যাইবার সময় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ কঃ ৭৯। ১০৬ ইং।

আপীল ৩০, দেখ

তমাদি (১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইন) ৬

পরদানিশিন স্ত্রী ৪

গ্রন্থস্বত্ব।

বিচারাধিকার ৯

ঘাটোয়াল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্য চালাইবার সর্ত্তে যদি কোন ব্যক্তি জাগীর ভোগ করে তাহা হইলে ঐ জাগীর জাগীরদারের পূর্ব্ববর্ত্তীর দখলে ছিল বলিয়া তাহার ঋণের জন্য ক্রোক ও নিলাম বিক্রয় হইতে পারে না। কারণ, গবর্ণমেণ্টের নিয়োগক্রমে ঐ জাগীরে কেহর উত্তরাধিকারী স্বত্ব জন্মে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৮৯। ৩৭৯ ইং।

২। রিঃ এনস্লি—গবর্ণমেণ্ট ঘাটোয়ালকে পদচ্যুত করিতে পারেন বলিয়া তাহার জাগীর জমিতে উত্তরাধিকারীস্বত্ব রহিবে না এমত নহে। ঐ

৩। রিঃ হোইট—যেস্থলে সর্ব্বসাধারণের হিতকর কার্য্য করিবার সর্ত্তে জমিদারির অন্তর্গত কোন চাকরান জোতসৃষ্ট হয়, সেস্থলে ঐ জোতনিলামের ইস্তাহারে উহার সদরখাজানা মাত্র উল্লেখ করা যথেষ্ট নহে, উহা যে চাকরাণ জোত তাহা ঐ ইস্তারে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য এবং তদ্বিষয় উল্লিখিত না থাকিলে জোতের যথার্থ বর্ণনা হয় না বিধায় ঐ জোতনিলাম অসিদ্ধ হইবেক। ঐ

৪। ঘাটোয়াল বরখাস্ত হইলে তাহার তালুকও বাজেয়াপ্ত হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫৫৩। ৭৪০ ইং।

অধীন তালুক, ১দেখ
করবৃদ্ধি ১

চর।

১। শিখস্ত ভূমি পূর্ব্ব স্থলে পুনঃ পয়স্ত হইলে তাহাতে পূর্ব্বমালিকেরই স্বত্ব থাকে, এই মর্ম্মে লোপেজের মোকদ্দমায় যে মত ব্যক্ত হয়, ভূমি পুনঃ পয়স্ত হইলে পর তাহাতে দীর্ঘকাল বিরুদ্ধ দখলদ্বারা বা প্রকারান্তরে অন্যের অখণ্ডনীয় স্বত্ব জন্মিয়া থাকিলে সেই মত প্রযুক্ত হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫৮৮। ৭৯৬ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

২। যে স্থলে বাদী এই কথার উপর নির্ভর করিয়া কোন ভূমির দাবি করে যে উহা পুনঃ পয়স্ত হওয়ার পরে সে ১২ বৎসরের অধিককাল বিরুদ্ধ দখল করিয়াছে, সেস্থলে বিচার্য্য এই যে সে ১২বৎসর পর্য্যন্ত ঐরূপ দখল করিয়াছে কি না। ঐ

৩। বিরোধীয় জমি নালীশের ১২ বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বে নদী শিখস্ত হয়। বাদীগণ ঐ জমির স্বত্ব সাব্যস্ত পূর্ব্বক দখলের দাবিতে নালীশ করিয়া প্রমাণ করে যে তাহারা ঐ জমি নদীশিখস্ত হওয়ার সময় উহার দখলকার ছিল, এবং বাদীগণ তাহাদের দখল উল্লেখ বা প্রমাণ না করিয়া ১২ বৎসর মধ্যে ঐ জমি পয়স্ত হওয়া বর্ণনা করে। পক্ষান্তরে বাদীগণ কহে যে নালীশের ১২ বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে ঐ জমি পয়স্ত হইয়াছে, এবং তাহারা বিরুদ্ধদখলজনিত অধিকার লাভ করিয়াছে। স্থির হইল যে একরূপ অবস্থায় বিরুদ্ধ প্রমাণ না থাকিলেও শিখস্ত হওয়ার পরে জমি নদীগর্ভস্থ থাকা অনুমান করিতে হইবে এবং ১২ বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে ঐ জমি পয়স্ত হওয়া প্রমাণ করার ভার প্রতিবাদীগণের শিরে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ২২৫ ইং।

৪। বাদী বেদখল উল্লেখে ভূমি পাইবার দাবি করিলে সাধারণতঃ ১২ বৎসরের মধ্যে দখল বেদখল প্রমাণ করার ভার তাহারই শিরে। ঐ

৫। ১২ বৎসরের মধ্যে দখলের প্রমাণ বলিলে ঐ সময়ে মালিকিস্বত্বে কোন কার্য্য করার প্রমাণ বুঝায় না। মোকদ্দমার অবস্থা ভেদে দখলের প্রমাণ বিভিন্ন প্রকার হইবেক। ঐ

৬। জমি নদী শিখস্ত হওয়ার সময় উহার মালিক দখলকার থাকিলে নদী জলমগ্ন হওয়া পর্য্যন্ত সে দখল করে অনুমান করিতে হইবে। বেদখল না হওয়া পর্য্যন্ত, সম্ভবতঃ পরেও ঐরূপ অনুমান করিতে হইবে। ঐ

চাকরান জোত।

১। মৌকরী তালুকদার বিরুদ্ধে বাকিকরের নালীশ হইয়া ডিক্রী হইলে বাদী ডিক্রীজারী নিলামে ঐ মৌকরী তালুক ক্রয় করিয়া ঐ তালুকান্তর্গত প্রতিবাদীর জোত দখলীয় কতক ভূমির খাস দখল পাইবার দাবিতে নালীশ করে। প্রতিবাদী ১৭৩৩ সনের এক পাট্টার উপর নির্ভর করিয়া আপত্তি করে যে তৎকালীন তালুকদার কর্তৃক ঐ ভূমি চাকরান স্বরূপ দেওয়া হইয়া

ছিল। প্রথম আদালত ঐ পাট্টা প্রকৃত সাব্যস্ত করিয়া বাদীর দাবি ডিসমিস করেন। আপীলে সবজজ ঐ পাট্টা কৃত্রিম সাব্যস্ত করিয়া নিষ্পত্তি করেন যে যদিও প্রতিবাদীগণের পূর্ব্বপুরুষগণকে জোতভূমি চাকরান স্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি বাদী চাকরানের কার্য্য না চাহিলে খাস দখল পাইতে স্বত্ববান। স্থির হইল যে, সবজজের ডিক্রী নির্দ্দোষ, কারণ পাট্টা কৃত্রিম সাব্যস্ত হইলে সবজজ প্রতিবাদীর বহুকালীন দখল দৃষ্টে তাহার জোত মিরাসী সাব্যস্ত করিতে বাধ্য নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ৭ ক ৬৯৭ ইং।

জোত স্বত্ব ৪

ঘাটোয়াল ৩

চালানগৃহীতা।

১৮৬১ সনের ৮ আইনের ২৪৩ ধারা মতে নিয়োজিত নীলের কুঠীর ম্যানেজার, অথবা বাদীগণ কন্সাইনী অর্থাৎ চালানগৃহীতার অবস্থাপন্ন নহে। সুতরাং ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ার ষ্টেটের ম্যানেজারের বা কন্সাইনীর যেরূপ অধিকার থাকে ঐ নীলের উপর বাদীগণের সেইরূপ কোন অধিকার নাই। ইঃ লঃ রিঃ ২কঃ ৪১। ৫৮ ইং।

২। সালবেজ অর্থাৎ ক্ষতি হইতে সংরক্ষণ হেতু পারিতোষিক পাওয়ার স্বত্বের মূলে বাদীগণ ঐ নীলের উপর অধিকারের দাবি করিতে পারে না। ঐ

৩। বৃত্তান্ত সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট হইল যে বাদীগণ যে টাকা কর্জ্জ দেয় ও যে সকল অর্পণপত্র প্রাপ্ত হয় তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব বন্ধকগৃহীতার এমত সম্মতি বা অবগতির প্রমাণ নাই যদ্দারা তাহারা বাদীগণের দাবির প্রতি আপত্তি করিতে বারিত হয়। ঐ

৪। প্রতিবাদীগণের প্রদত্ত এক বিল অব লেডিং (অর্পণপত্র) মধ্যে এই একরার থাকে যে কনসাইনীগণ চালানগৃহীতাগণ ষ্টিমার হইতে মাল নামাইবামাত্র তাহারা মাল সরাইয়া লইবে, এবং তাহা না হইলে ষ্টিমারের এজেণ্টগণ ঐ মাল গুদামে নিয়া রাখিতে পারিবে এবং গুদামভাড়া ইত্যাদি কনসাইনী দিগের দিতে হইবেক। স্থির হইল যে, জাহাজ হইতে কন্সাইনীগণ মাল না লইলে উহা নামাইতে যে খরচ লাগিবেক তাহা কন্সাইনীগণ হইতে মালিক গণ পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ৩১৪। ৪৭৭ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

চুক্তি।

১। কোন ব্যক্তি অপরের উপকারার্থ হুণ্ডী সাকরাইলে সে চুক্তি বিষয়ক আইনের ১৩২ ধারা ও প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৯২ ধারার বিধান মতে এমত জবাব প্রদানে বারিত নহে যে সে কেবল একমডেসন একসেপ্টার ছিল, অর্থাৎ মূল্য গ্রহণ না করিয়া কেবল পরের উপকারার্থ অনুগ্রহ করিয়া হুণ্ডী সাকরাইয়াছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ১৩১। ১৭৪ ইং।

২। খ কএর উপকারার্থ কএর লিখিত হুণ্ডী সাকরাইলে পর, ক ১৮৭৬ সনের মে মাসে পত্র দ্বারা আপন সম্পত্তির কিয়দংশের বন্ধকী দলিল খএর বরাবরে সম্পাদনের ও তাহা না করা পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি খএর নিজের ও তাহার উত্তরাধিকারী ও অর্পণগৃহীতাগণের আজ্ঞাধীনে রাখিবার করার করে। স্থির হইল যে, ঐ

পত্র দ্বারাই বলবৎ ন্যায়ানুগত বন্ধক (equitable motgage) প্রদত্ত হয়, অতএব তৎপরে খ আর বেঙ্গল ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে একমডেসন একসেপ্টারের ন্যায়ানুগত অধিকার লাভে স্বত্ববান নহে। ঐ

৩। এই মোকদ্দমায়, ক আপন ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া অফিসিএল ট্রাষ্টীর জেম্বায় সমস্ত সম্পত্তি অর্পণের এক দলিল সম্পাদন করে, তাহাতে কএর উত্তমর্ণগণ সম্মতি প্রদান করে। স্থির হইল যে, ঐ ট্রাষ্টের দলিল অর্থাৎ ভাবার্পণপত্র দ্বারা খএর ভাবী প্রতিকারের কোন হানি হয় নাই, অতএব খ চুক্তি বিষয়ক আইনের ১৩৯ ধারার বিধান মতে প্রতিভূ স্বরূপ পদ হইতে অব্যাহতি পায় নাই। ঐ

৪। ক খএর সহিত গোলার সমুদয় মাল অর্থাৎ ৯৭৭ মণ চাল নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করার চুক্তি করে, খ ককে কতক টাকা বায়না দেয়। মোকদ্দমার অবস্থা বিস্তারিত আলোচনায় স্থির হইল যে চাল বিক্রয় সম্পূর্ণ হইয়াছিল এবং চুক্তি বিষয়ক আইনের ৭৮ এবং ৮৬ ধারা মতে, ঐ বিক্রীত চালের স্বামিত্ব খতে বর্ত্তিয়াছিল, কারণ ঐ চুক্তি নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের জন্য হইয়াছিল, এবং খ উহার বায়নার টাকা দিয়া কিয়দংশ লইয়াছিল। এস্থলে ঐ চুক্তিবিষয়ক আইনের ১৯ ধারার বিধানের অন্তর্গত করিতে না পারিলে এই হেতুতে ঐ বিক্রয় রদ করিতে পারা যায়না যে ক নির্ণয় ভঙ্গ করিয়াছে। বরং খ এই কারণে পূর্ব্বোক্ত চুক্তি ঐ ধারান্তর্গত করিতে অসমর্থ যে "সামান্য যত্ন" করিলেই সে ঐ চালের নিকৃষ্টতা জানিতে পারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৫৮৮। ৮০১ ইং।

৫। বাদী প্রতিবাদীগণ হইতে এক বাড়ী ক্রয় করিয়া ঐ বাড়ী দখলের দাবিতে তাহাদিগের বিরুদ্ধে নালীশ করে। প্রতিবাদীগণ আপত্তি করে যে তৃতীয় ব্যক্তির অনুষ্ঠিত ফৌজদারী অভিযোগ উঠাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে উৎকোচ স্বরূপ ঐ বিক্রয়ের টাকা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। স্থির হইল যে, বাদী অবৈধ চুক্তি বিষয় অবগত বা তাহাতে কোন প্রকার সংলিপ্ত ছিল বলিয়া প্রমাণ না হওয়ায় ও অবৈধ চুক্তির মূলে কোন টাকা দেওয়ার প্রমাণ না থাকায় প্রতিবাদীগণের আপত্তি অসঙ্গত। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ২৪ ইং।

৬। ডিক্রীর প্রায় ৬ বৎসর পরে ঐ ডিক্রী জারী করার দরখাস্ত উপস্থিত হইলে দায়িক তমাদির আপত্তি করে। কিন্তু পরে ডিক্রীদারের সহিত বন্দোবস্ত ক্রমে দায়িক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক টাকা ডিক্রীদারের প্রাপ্য বলিয়া আদালতে স্বীকার করে, এবং সেই টাকা মাসিক কিস্তি মতে পরিশোধ করিবার একরারে কিস্তিবন্দী লিখিয়া দেয়। ডিক্রীদার কিস্তিবন্দীর মূলে অনেক কিস্তির টাকা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু দায়িক একবার কিস্তি খিলাপ করিলে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী হওয়ার পরে সেই কিস্তির টাকা পরিশোধ করে। দায়িকের মৃত্যু হইলে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী হয়। তাহারা এই বলিয়া আপত্তি করে যে ঐ ডিক্রী বারিত, এবং দায়িক

গণ বিরুদ্ধে ঐ কিস্তিবন্ধী কোন কার্য্যাকারী নহে। হাইকোর্ট আপীলে এই আপত্তি মঞ্জুর হয়। পরে ডিক্রীদার কিস্তিবন্দীর মূলে নালীশ উপস্থিত করায়, স্থির হইল যে এই কিস্তিবন্দী হওয়ার কালে তমাদি বিষয়ক আইন মতে ঐ ডিক্রী জারী হওয়ার যোগ্য ছিল ও ঐ কিস্তিবন্দীর বৈধ প্রবৃত্তি ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৩৬৯। ৫০০ ইং।

৭। ঐ কিস্তিবন্দীর বৈধ প্রবৃত্তি না থাকিলেও ১৮৭২ সনের ৯ আইনের ২৫ ধারার তিন দফায় যে নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে ও যাহা ঐ আইনজারী হওয়ার পূর্ব্বে ও প্রচলিত ছিল তদ্বারা প্রবৃত্তির অভাব হেতু এই কিস্তিবন্দী অসিদ্ধ নহে। ঐ

৮। যে সকল ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ও জ্ঞানপূর্ব্বক কষ্টদায়ক ও অসঙ্গত চুক্তিতে প্রবৃত্ত হয়, আদালত তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবেন না; কিন্তু যে স্থলে কোন ব্যক্তি আপন কার্য্যের অসঙ্গত ভাব অজ্ঞাত থাকিয়া কষ্টদায়ক চুক্তিতে প্রবৃত্ত হয় কেবল সেই স্থলেই আদালতের হস্তক্ষেপ সঙ্গত ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ১০১। ১৩৭। ইং।

৯। চুক্তি বিষয়ক আইন জারীর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে যে বিধি ছিল যে এক পক্ষ চুক্তি মতে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ রূপে পালনে অসম্মত বা অসমর্থ হইলে অপর পক্ষ ঐ চুক্তি রদ করিতে সক্ষম, ঐ আইনের ৩৯ ধারায় সেই বিধিই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ১৮৬। ২৫২ ইং।

১০। তিসি দাখিল হওয়া মাত্রই তাহার মূল্য নগদ দেওয়ার অঙ্গীকারবিশিষ্ট এক চুক্তি মতে তিসি দাখিল না করা হেতু ক্ষতিপূরণের দাবিতে নালীশ হয়। দেখাযায় যে প্রতিবাদীগণ কতক তিসি দাখিল করে এবং বাদীগণ মূল্যের বাবদ ১০০০৲ হাজার টাকা দেয়। তৎপর বাদীগণ অতিরিক্ত মিসাল হেতু প্রতিবাদীগণের উপর দাবি উত্থাপন করায় অর্পিত তিসির মূল্য বাবদে সম্পূর্ণ টাকা বাদীগণ না দিলে প্রতিবাদীগণ অবশিষ্ট তিসি দাখিল করিতে অসম্মত হয়। বাদীগণ এই নিয়ম অবলম্বনে অসম্মত হওয়ায় প্রতিবদীগণ ঐ চুক্তি রদ করে। স্থির হইল বাদীগণ চুক্তি মত কর্ত্তব্য পালনে এমত অসম্মতি প্রকাশ করে নাই যাহাতে চুক্তি বিষয়ক আইনের ৩৯ ধারা মতে প্রতিবাদীগণের ঐ চুক্তি রদ করিতে অধিকার জন্মে। ঐ আইনের ৫১ ধারা এস্থলে প্রযোজ্যনহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক১৮৬। ২৫২ ইং

১১। বাদী এবং কতিপয় অংশী গণ মধ্যে এক জনের সহিত মোকদ্দমা রফা হইলে অপর অংশীগণ তদ্দ্বারা মুক্ত পায় না। ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক আইনের ৪৪ধারা চুক্তি অনুযায়ী কার্য্য সম্বন্ধে যেরূপ খাটে চুক্তিভঙ্গজনিত দায় সম্বন্ধেও সেইরূপ খাটে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ২৫০। ৩৩৬ ইং।

১২। বাদী প্রতিবাদী মধ্যে যে চুক্তি পত্র হয়, তাহা প্রতিবাদী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে তৎপার্শ্বে বাদীগণ এই কথা গুলি সংযোজিত করে "দৈনিক ২৫০৲ টাকা হিসাবে ১০ দিবসের গহরি দেওয়া

যাইবে।" স্থির হইল যে, পার্শ্বে ঐ কথা সংযোজনে ইংলণ্ডীয় আইনের নিয়ম পরিবর্ত্তন হয় না, কারণ তাহার নীচে কোন প্রকার স্বাক্ষর বা চিহ্ন থাকা দৃষ্ট হয় না, অথবা দলিলের ভাব পরিবর্ত্তন হওয়া কিছুই উপলব্ধি হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৬৪। ২২০ ইং।

১৩। ক কোন নীলের কারবারের মালিক খএর নিকট কয়েক বস্তা নীলের বীজ বিক্রয় করে। গ ঐ কারবারের বন্ধকগৃহীতা ছিল। বীজ বিক্রয়ের চুক্তিপত্রে ঐ বীজ উৎপন্ন নীলের ফসল বীজের মূল্যের প্রতিভূ স্বরূপে বন্ধক রাখার কোন সর্ত্ত ছিল না। বিক্রয়ের পরে বীজ বপন হইলে গ তাহার বন্ধকের মূলে ডিক্রী পাইয়া খএর কুঠীর দখল লয়। ক ঐ বীজের মূল্যের দাবিতে খ ও গএর বিরুদ্ধে নালীশ করায়, স্থির হইল যে খ এর ঋণ পরিশোধ করিতে গএর কোন চুক্তি না থাকায় গকে দায়িক সাব্যস্ত করা যাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৭২। ২৩১ ইং।

১৪। চুক্তিবিষয়ক আইনের ১৭৮ ধারার মর্ম্মানুযায়ী অপরাধ বা প্রতারণা দ্বারা বাদীর নিকট হইতে গ জহরাত লওয়ায় বাদী ঐ ধারামতে গএর বন্ধকগৃহীতা ক হইতে ঐ জহরাত পুনঃপ্রাপনে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৮৬। ২৬৪ ইং।

১৫। ঐ জহরাত কলিকাতায় বাদী হইতে প্রতারণাক্রমে লওয়া চুক্তি বিষয়ক আইনের ১৭৮ ধারা মতে বাদীর মোকদ্দমায় আবশ্যকীয় অঙ্গ বিধায় ক ও গএর বিরুদ্ধে বাদীর নালীশের হেতু কিয়দংশ কলিকাতায় জন্মে, সেইহেতু রাজকীয় সনদের ১২ দফা মতে ক এর বিরুদ্ধে এই নালীশের বিচার করিতে হাইকোর্টের ক্ষমতা আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ ক ১৮৬। ২৬৪ ইং।

১৬। ১৮৭২ সনের ৯ আইনের ৬৯ ধারা নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে যেরূপ খাটে ভূমির মালিকগণের অধিকারস্থ ভূমির উপর কোন দেনা বর্ত্তিলে তৎসম্বন্ধেও উহা সেইরূপ খাটে। মালিকগণ উহা পরিশোধ করিতে প্রকারান্তরে দায়ী। শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারীকে কর দিতে যে মধ্যবর্ত্তী পাট্টাদার চুক্তিমতে বাধ্য, তদধীন পাট্টাদার ও সেই করপ্রদান করিতে ঐধারামতে বাধ্য বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ২৭৩। ৩৬৯।

১৭। প্রভু ভৃত্যের জন্য কতক দ্রব্য রাখিয়া গেলে ভৃত্য সেই দ্রব্য বন্ধক দেয়। প্রভু ট্রোবরে অর্থাৎ ঐ দ্রব্যের মূল্যের দাবিতে নালীশ করায়, স্থির হইল যে ভৃত্যের জিম্মা চুক্তি বিষয়ক আইনের ১৭৮ ধারান্তর্গত দখল নহে এবং সে ঐ দ্রব্য বন্ধক দিবার জন্য আপন দখলাধীন করিয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করিলেও ঐ দখল ঐ ধারার দ্বিতীয় দফার অন্তর্গত, সুতরাং এই নালীশ চলিবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ৩৬৭। ৪৯৭ ইং।

১৮। নির্দ্দিষ্ট তারিখে কিয়দংশ করিয়া লওয়ার সর্ত্তে বাদীগণের সহিত প্রতিবাদী চটের থলিয়া ক্রয়ের চুক্তি করে। চুক্তির তারিখ মতে প্রতিবাদী থলিয়া না লওয়ায় বাদীগণ চুক্তিভঙ্গ হেতু

নালীশ উপস্থিত করিয়া প্রতিবাদীর প্রতি শ্রুত খলিয়া লওয়ার নির্দ্দিষ্ট তারিখে খলিয়ার বাজার মূল্য এবং চুক্তি নির্দ্দিষ্ট মূল্যের প্রভেদ অনুসারে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার দাবি করে। আপীলে স্থির হইল যে বাদীর দাবি সঙ্গত এবং ডিক্রী হওয়ার যোগ্য ইঃ লঃ রিঃ ১ ক ১৯৪। ২৬৪ ইং।

১৯। কারারুদ্ধ ব্যক্তি এজেণ্ট স্বরূপে মুক্তিলাভার্থ যে চুক্তি করে প্রিন্সিপ্যাল তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারে। ইঃ লঃ রি ১ক ২৪৪। ৩৩০ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

২০। বাদী প্রতিবাদী মধ্যে এই চুক্তি হয় যে বিরোধ উপস্থিত হইলে দুইজন উপযুক্ত দালালের দ্বারা উহার মীমাংশা হইবে ও তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত গণ্যহইবে। বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় প্রতিবাদী শালিশ নিযুক্ত করিতে অসম্মত হয়। চুক্তি ভঙ্গজনিত ক্ষতিপূরণের নালীশে স্থির হইল যে, ঐ চুক্তি ১৮৭২ সনের ৯ আইনের ২৮ ধারার মর্ম্মানুযায়ী চুক্তি নহে। যদ্দ্বারা পক্ষগণ আদালতের আশ্রয় গ্রহণে সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে নিবারিত হয়, কেবল সেই সকল চুক্তির বিষয়ই ঐ ধারায় উল্লিখিত আছে। ইঃ লঃ রিঃ ১ ক ৩৪৪। ৪৬৬ ইং।

২১। ঐ ধারার প্রথম বর্জ্জিত বিধি কোন্ অবস্থায় প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ১ ক ৩৪৪। ৪৬৩ ইং।

২২। প্রবৃত্তি বা মূল্যের অনুপযুক্ততা হেতু স্বকৃত কোন কার্য্য কেহ রদ করিতে চাহিলে এমত অনুপযুক্ততা সপ্রমাণ করা আবশ্যক যাহাতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে সে চুক্তির বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল না অথবা কোন প্রকার প্রবঞ্চিত হইয়াছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৪৪। ১৯২ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

২৩। ডিক্রীর দরুণ প্রাপ্য বলিয়া দাবিকৃত কতক টাকার জন্য দায়িকের সম্পত্তি ক্রোক হওয়ায় (কিন্তু ডিক্রীর অনাদিষ্ট সুদ বাস্তবিক ঐটাকার ভুক্ত হওয়ায়) স্থির হইল যে, যে চুক্তিপত্র বা একরার দ্বারা ঐ দায়িক উক্ত সুদ সমেত দাবির সমস্ত টাকা কিস্তিবন্দী ক্রমে পরিশোধ করিবার সর্ত্তে তাহার সম্পত্তি খালাস করিয়া লয়, তাহা চুক্তি বিষয়ক আইনের ২৩ ধারার ২ দফা মতে অসিদ্ধ নহে, এবং সুদ ডিক্রীজারী কার্য্য দ্বারা আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারে বলিয়া ঐ একরারের পক্ষ গণের যে ভ্রমাত্মক বিশ্বাস ছিল তাহা এমত বৃত্তান্ত ঘটিত ভ্রম নহে যাহাতে ঐ আইনের ১০ ধারামতে ঐ একরার অসিদ্ধ হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ ক ৪৪৪। ৬০২ ইং।

২৪। ঋণ পরিশোধের প্রতিভূস্বরূপ ভূমি কট দিয়া কিস্তিবন্দী ক্রমে পরিশোধের নিয়মে দায়িক কর্ত্তৃক সম্পাদিত এক চুক্তিপত্রে ঐ ঋণের সংখ্যা বাস্তবিক যাহা ছিল ভ্রম বশতঃ তাহার অধিক লিখিত হয়। চুক্তিপত্রের মূলে নালীশ হওয়ায় স্থির হইল যে, ঐ ভ্রম হেতু চুক্তি পত্র রদ না হইয়া হিসাব সংশোধন হওয়া উচিত ইঃ লঃ রিঃ ৩ ক ৪৪৪। ৬০২ ইং প্রিঃ কৌঃ।

২৫। প্রতিবাদীগণ বাদীকে আবশ্যকীয় সমস্ত কর্ম্মচারী যোগাইবার একরারে এক খানা জাহাজ ভাড়া দেয় এবং ঐ একরার মূলে ঐ জাহাজের মালিক ও এজেণ্ট

গণ কর্ম্মচারীগণের সততা ও নৈপুণ্য ও কার্য্যকুশলতার জন্য সাধারণতঃ দায়ী থাকে। ঐ একরারপত্রে মালিকগণের নাম প্রকাশ ছিল না, কিন্তু উহা লিখিত পড়িত হইবার পূর্ব্বে মালিকগণের নাম জানা গিয়াছিল।

জাহাজে কোন২ প্রকারের কর্ম্মচারী অভাব ছিল বলিয়া এজেণ্টগণ নামে ক্ষতি পূরণের নালীশ উপস্থিত হওয়ায়,স্থির হইল যে চুক্তি বিষয়ক আইনের ২৩০ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ মতে আদৌ যেঅনুমান হয় তদ্বিরুদ্ধে প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এবং এই একরারে এজেণ্টগণ স্বয়ং আবদ্ধ নহে, কারণ স্বয়ং আবদ্ধ বলিয়া আদৌ যে অনুমান হয় তাহা একরারের ভাষা দৃষ্টেই অপসৃত হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫৩।৭১ইং।

২৬। ঐ একরারের মর্ম্মমতে কোন্২ কর্ম্মচারী যোগান এজেণ্টগণের কর্ত্তব্য ছিল তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। ঐ

২৭। চুক্তি বিষয়ক আইনের ২৩০ধারার শেষ অংশ প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৯২ ধারার সহিত একত্র পাঠ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, লিখিত চুক্তিমতে এজেণ্ট স্বয়ং দায়ী হইলে, প্রকারান্তরে তাহার মক্কেলের নাম প্রকাশ হওয়ায় সে দায় হইতে মুক্ত পাইবেক না। ঐ

২৮। প্রতিবাদীগণ বাদীর নিকট নবেম্বর মাসে ৭ দিবসের নোটিস পাইয়া ১০০০ বস্তা মাল দেওয়ার চুক্তি করে। ৫ই নবেম্বর বাদী প্রতিবাদীগণকে ৭ দিবস মধ্যে মাল দিবার নোটিস দেয় এবং ১১ই তারিখে বাদী মাল লইতে প্রস্তুত বলিয়া আর এক নোটিস দেয়; ১২ই নবেম্বর প্রতিবাদীগণ বাদীকে এই মর্ম্মে পত্র লিখে যে তাহারা ২৮, ২৯ও ৩০ তারিখে মাল দিবেক। বাদী ১৫ই তারিখে চুক্তি পণ্ড হইয়াছে বিবেচনায় এক নোটিস দেয়। মাল না দেওয়ায় ক্ষতিপূরণের নালীশে,স্থির হইল যে প্রতিবাদী নোটিসের ৭ দিবস মেয়াদ অন্তে মাল দিতে বাধ্য ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৬৮১ ইং।

২৯। উচিত মূল্যে ভূমি বিক্রয়ের চুক্তি হইলে ঐ উচিত মূল্য কি, তাহা জ্ঞাত হইবার সুযোগ থাকিলে,আদালত ঐ সুযোগে তাহা জ্ঞাত হইয়া চুক্তি সম্পাদনের ডিক্রী প্রদান করিবেন। কিন্তু সম্পত্তির কোন বিশেষ গুণ দৃষ্টে মূল্য ধার্য্য করিতে হইলে আদালত চুক্তি সম্পাদনের ডিক্রী প্রদান করিবেন না, যথা, কয়লা অথবা অন্যান্য খনিজপদার্থ যাহা ভূমিতে নিহিত আছে তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করা অনেক পরিমাণে আদালতের অনুমানের উপর নির্ভর করিবে, কারণ, ঐ মূল্য নির্দ্ধারণের অন্য সদুপায় নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ১৩৯। ১৭৫ ইং।

৩০। আড়ৎদারের দায়িত্ব সম্বন্ধে বেওয়ার প্রদেশের প্রথা। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৩১২। ৪২১ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৩১। ক, খ এবং কোম্পানি হইতে এক লক্ষ আশি হাজার গানিবেগ বুঝিয়া পাইয়া নগদ টাকা দ্বারা ক্রয় করিবার চুক্তি করে, পরে গ ৮৭৫০০ বেগ ১৫০০০৲ টাকায় ক হইতে লইবার একরার করে। খ এবং কোম্পানি ককে মালঅর্পণপত্র দেয়, কিন্তু মালের বাবদ কোন টাকা দেওয়া হয় না

ক তৎপরে গকে ঐ অর্পণপত্রের কতকগুলি ববাত লিখিয়া দেয়, কএর অনুরোধ মতে খ এবং কোম্পানির এজেন্ট ঐ অর্পণপত্রের উপর নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়া দেয়— 'ইহার গ্রাহক আবশ্যক মতে স্বয়ং আসিয়া প্রত্যেক লাটের ডিলিবারি লইবেক"—গ পঞ্চাশ হাজার বেগ লয়, কিন্তু খ এবং কোম্পানি বক্রী বেগ দিতে এই হেতুতে অস্বীকার হয় যে ক তাহার একরার মতে মূল্য দেয় নাই। স্থির হইল যে, যদিও ক কোন মাল স্বয়ং লয় নাই তথাপি খ এবং কোম্পানি তাহাদিগের এজেন্ট দ্বারা মাল প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিল এবং তদনুসারে ঐ অর্পণপত্রে গএর ববাত লিখায় গ ১৫০০০ হাজার টাকা দিতে সম্মত হইয়াছিল, এইক্ষণে গ এবং কোম্পানি তাহাদের সম্মতি উপেক্ষা করিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ ক ৫০০। ১৮৬৯ ইং।

৩২। যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তৃতীয় ব্যক্তির নিকট দায়ী হয় তাহার দায়িত্ব বিবেচনায়ই ক্ষতিনিবৃত্তির চুক্তি হইয়া থাকে এবং এইরূপ হইলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৃতীয় ব্যক্তির যে দাবি আছে তাহা প্রতিবাদ করিতে, বা ন্যূন করিতে, বা নিশ্চিত করিতে তাহার যে ন্যায্য খরচ লাগে তাহা সে পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ বঃ ৫ ক ৬০৬। ৮১১ ইং।

৩৩। ক্রেতা ১০। ১১ দিন মধ্যে নগদ টাকা দিয়া কতক প্রস্তুতি মাল ক্রয় করিবার চুক্তি করে। পরে ক্রেতা আরো কিছু অতিরিক্ত সময় চাহে এবং সেই সময়ের জন্য গুদামভাড়া ও সুদ দিতে স্বীকার হয়। সে কিছু মাল নগদ টাকায় লইয়া আরো কিছু সময় চাহে। ক্রেতার নেওয়া মাল ও গুদামভাড়া এবং সুদ বাবদ বিক্রেতার হস্তের কয়েক টাকা অতিরিক্ত রহে। ঐ শেষোক্ত সময় অতীতে ক্রেতা বাকি মালের মূল্য দিয়া উহা লইতে চাহে, বিক্রেতা চুক্তি রহিত করিয়াছে বলিয়া মাল দেয় না। মাল না দেওয়ায় ক্রেতা ক্ষতি পূরণের নালীশ করে। স্থির হইল যে চুক্তি বিষয়ক আইনের ৫৫ ধারামতে বিক্রেতা গণ চুক্তি রহিত করিতে সক্ষম। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৬৪ ইং।

৩৪। বিদেশীয় জাহাজ ভগ্ন হওয়ায় যাত্রিকের তৈজসপত্রের (baggage) অপচয় হওয়ায় নালীশ। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ২২৭ ইং।

৩৫। ১৮৬৬ সনের ৯ই অক্টোবর কলিকাতার সেরিফ ককে অযোধ্যাস্থিত কোন তালুকের কবালা পত্র লিখিয়া দেওয়ায় ক পরে ঐ তালুক দখল করে। ঐ বিক্রয় অবৈধ বিবেচনায় ক সেরিফকে এই উপদেশ দেয় যে তিনি যেন ডিক্রীদার মহাজন খকে ঐ টাকা না দেন। এবং তদনুসারে ১৮৬৭ সনের ২৪শে অক্টোবর পর্যন্ত ঐ টাকা সেরিফের হস্তে থাকে। ঐ তারিখে ক ও খএর মধ্যে বিশেষ বন্দোবস্ত হওয়ায় ক, খকে ঐ টাকা দিতে উপদেশ দেয়। ক এক বৎসর মধ্যে ঐ সম্পত্তি হইতে বেদখল হইলে খ আপন খরচে তাহাকে দখল দেওয়াইবে এই অঙ্গীকারে ঐ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ১৮৬৮ সনের জুলাই মাসে গবর্ণমেণ্ট কএর সম্পত্তি দখল

করিয়া লয়েন এবং ১৮৬৮ সনে কালেক্টর সেরিফের নিলাম অবৈধ বলিয়া ঐ তালুকে পূর্ব্বমালিক গণকে দখল দেওয়াইবার আদেশ করেন এবং তদনুসারে ১৮৬৯ সনের এপ্রিল মাসে তাহারা দখল প্রাপ্ত হয়। ১৮৭২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কএর একজিকিউটারগণ খএর বিরুদ্ধে ঐ বিক্রয়ের টাকার দাবিতে নালীশ করায়, স্থির হইল যে, ১৮৬৭ সনের ২৪ অক্টোবরের বন্দোবস্ত মতে ঐ টাকার দাবি অচল; কারণ, ঐ বন্দোবস্ত দ্বারা কএর ঐ টাকা ফেরত পাইবার স্বত্ব মীমাংসিত হইয়াছিল এবং ক ঐ বন্দোবস্তের মূলে নালীশ করিয়া ফল পাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ ক ৩৫৬ ইং।

৩৬। আরো স্থির হইল যে ঐ বন্দোবস্তের স্বত্ব কোন প্রকার অতিক্রান্ত হয় নাই এবং উহা অতিক্রান্ত হইয়া থাকিলেও নালীশ তমাদিতে বারিত। ঐ

৩৭। নির্দ্দিষ্ট নিয়মে তিল ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি হয়। ১০ই জুলাই বাদী বিক্রয়ার্থ তিল আনিয়া উপস্থিত করে (tendered), কিন্তু পরীক্ষায় দেখাযায় যে চুক্তির নিয়মানুরূপ তিল প্রস্তুত হয় নাই। পরে কথা হয় যে বিক্রেতা তিল আরো পরিষ্কার করিবেক, এবং ১৩ই জুলাই ক্রেতা তিল লইতে যায়, কিন্তু তখন ও তিল যথোচিত পরিষ্কার হয় নাই। ১৫ই জুলাই বিক্রেতা কহে যে তিল পরিষ্কার করিতে তাহার আরো এক সপ্তাহ লাগিবেক। ক্রেতাগণ তৎপর ঐ চুক্তি রহিত করে। বিক্রেতা চুক্তি ভঙ্গের ক্ষতিপূরণের দাবিতে নালীশ করায়, স্থির হইল যে বাদীই চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে। আরো স্থির হইল যে, ১০ই জুলাই হইতে চুক্তির নিয়মানুযায়ী তিল পরিষ্কারের সপ্তাহ গণনা করিতে হইবেক। বাদী ঐ কাল মধ্যে যথোচিত পরিষ্কার করিতে না পারায় প্রতিবাদীগণ তিল লইতে অসম্মত হইতে পারে। এবং বাদী তিল পরিষ্কার করিতে ততোধিক সময় পাইতে স্বত্ববান নহে। ইঃ লঃ রি ৬ক ৬৭৮ ইং।

৩৮। বাদী ও প্রতিবাদী মধ্যে এই নিয়মে এক চুক্তি হয় যে বাদী প্রতিবাদীর প্রয়োজনে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ভিন্ন২ গ্রামস্থ নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে নীল ফসল করিবেক। ঐ ভূমির কিয়দংশে বাদীর এক অধীন রায়তী জোত ছিল। পরে ঐ চুক্তি প্রবল থাকা কালে বাদীর ঊর্দ্ধতন ভূম্যাধিকারী (immediate landlord) ঐ ভূমির খাজানা আদায় না করায় ভূম্যাধিকারী কর্ত্তৃক উচ্ছেদিত হয়, এবং বাদী তদ্ধেতু তাহার ভূমির দখল হইতে বঞ্চিত হয়। পূর্ব্বোক্ত অবস্থাধীন কথিত চুক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিতে বাদীর পক্ষে অসম্ভব বিধায় সে ঐ ভূমির পরিমাণ চুক্তি রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নালীশ করে। স্থির হইল যে বাদীর নালীশ ১৮৭২ সনের ৯ আইনের ৫৬ ধারার ২ প্রকরণান্তর্গত, এবং বাদী তাহার ঊর্দ্ধতন ভূম্যাধিকারীর দেয় খাজানা স্বয়ং আদায় করিয়া তাহার ভূমির দখল রাখিতে পারিত বিধায় তজ্জন্য বাদীর পক্ষে এ প্রকার শৈথিল্য হইয়াছে জ্ঞান করা যাইতে পারেনা, যদ্দারা সে ঐ প্রকরণের ফল হইতে বঞ্চিত হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৪৭৪ ইং।

৩৯। আরো স্থির হইল যে ১৮৭৭ সনের

১ আইনের ৪র্থ অধ্যায় এ মোকদ্দমায় প্রযোজ্য নহে, কিন্তু বাদী ঐ আইনের ৪০ ধারানুযায়ী প্রতিকার পাইতে স্বত্ববান, কারণ ঐ চুক্তি ভিন্ন২ কর্ত্তব্য কার্য্যের মূলেই হইয়া ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৪৭৪ ইং।

৪০। স্বাধীন রাজ্যে চুক্তি সম্পাদিত হইবার সর্ত্তে কণ্ট্রাক্টারগণ ও রাজার সহিত এক চুক্তি হয়। কণ্ট্রাক্টারগণ চুক্তি সম্পাদন জন্য কতক অগ্রিম টাকা লয় ও চুক্তি ভঙ্গ হইলে ঐ টাকা প্রত্যর্পণ করিবার অঙ্গীকার করে এবং অপর এক ব্যক্তি তজ্জন্য জামিন হয়। চুক্তি সম্পন্ন না হওয়ায় রাজা জামিনদার হইতে ঐ টাকা আদায় করিয়া লয়। এবং জামিনদার কণ্ট্রাক্টার গণ নামে নালীশ করে। কণ্ট্রাক্টরগণ ব্রিটিশভারতীয় আদালতের অধীন ছিল। স্থির হইল যে,চুক্তি সম্পন্ন কি অসম্পন্ন ছিল এবিষয় মীমাংশা করিতে হইলে চুক্তির ফলাফল সম্বন্ধে পক্ষাপক্ষের অভিপ্রায় দৃষ্টেই মীমাংশা করিতে হইবেক। এবিষয়ে ব্রিটিশ ভারতীয় আইন প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৩৩৭ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৪১। ১৮৮১ সনের ৪ঠা আগষ্ট বাদীগণ প্রতিবাদীর সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয়ের চুক্তি করে। ১৮৮১ সনের ৩১শে ডিশেম্বর পর্য্যন্ত বাদীগণ ঐ দ্রব্য বুঝাইয়া দিবার অঙ্গীকার করে। বাদীগণ আর ও অঙ্গীকার করে যে ১৮৮১ সনের ৩১শে ডিশেম্বরের পুর্ব্বে তাহারা অন্য কাহারও নিকট ঐ আকারের দ্রব্য বিক্রয় করিবেনা। কথিত চুক্তির দোষ গুণ লইয়া বাদীগণ ও প্রতিবাদী মধ্যে কোন তর্ক উপস্থিত হইলে, উভয় পক্ষ ২জন শালিশ দ্বারা ঐ তর্কের মীমাংসা করিতে সম্মত হয়। ক্রেতা একজন ও বিক্রেতাএকজন শালিশ নিযুক্ত করিবেক, এবং শালিশের নিষ্পত্তিতে উভয় পক্ষ বাধ্য হইবেক। কোন পক্ষ শালিশ মনোনীত না করিলে অপর পক্ষের মনোনীত শালিশ যে নিষ্পত্তি করিবেক তদ্দারা সে বাধ্য হইবেক। ৪ঠা ও ২৪শে নবেম্বর মধ্যে চুক্তির দ্রব্য কলিকাতায় আসিয়া পৌছে। ১৫ই আগষ্ট বাদীগণ ঐ আকারের দ্রব্য অন্য ক্রেতার নিকট ন্যূন মূল্যে বিক্রয় করিবার চুক্তি করে, কিন্তু তাহাতে এই সর্ত্ত ছিল যে ৩১শে ডিশেম্বরের পুর্ব্বে ঐ দ্রব্য কলিকাতায় পৌছিবে না। বাদীগণ দ্বিতীয় চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া প্রতিবাদীর সহিত চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে বিধায় সে ঐ দ্রব্য লইতে অসম্মত হয়,এবং চুক্তির মূল্য ও বাজার মূল্যের প্রভেদ দৃষ্টে বাদীগণ যেমূল্য চাহে তাহা দিতে অস্বীকার করে। বাদীগণ এক জন শালিশ নিযুক্ত করিলে (প্রতিবাদী শালিশ নিযুক্ত না করায়) শালিশ এই নিষ্পত্তি করে যে বাদীগণ কোন চুক্তি ভঙ্গ করে নাই,এবং তাহারা চুক্তির মূল্য ও বাজার মূল্যের প্রভেদ ক্রমে মঃ ৮৫০৲ টাকা পাইতে স্বত্ববান। বাদীগণ শালিশ নিষ্পত্তি মতে ঐ পরিমাণ টাকার দাবিতে নালীশ করে। স্থির হইল যে শালিশ নিষ্পত্তি দ্বারা প্রতিবাদী চুক্তি ভঙ্গের আপত্তি করিতে বারিত নহে। বাদীগণ কোন চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছিল কি না এই প্রশ্ন শালিশের বিচার্য্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৮০৯ ইং।

৪২। আর ও স্থির হইল যে প্রতিবাদী দ্রব্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বাদীগণ তাহাদিগের অঙ্গীকার প্রতিপালন করিবেক। ঐ

৪৩। আর ও স্থির হইল যে নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে অন্য কাহারও নিকট দ্রব্য বিক্রয় না করিবার অঙ্গীকার, চুক্তি বিষয়ক আইনের ২৭ ধারানুযায়ী ব্যবসায়ের বিঘ্নজনক অঙ্গীকার নহে। ঐ

৪৪। স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের বায়নাপত্রে এই চুক্তি ছিল যে ক্রেতার সলিসিটারগণ ঐ চুক্তি অনুমোদন না করা পর্য্যন্ত ঐ চুক্তি সম্পূর্ণ হইবেক না, এবং তাহারা বিক্রেতার অধিকার (title) অনুমোদন না করিলে, বিক্রেতা বায়নার টাকা ফেরত দিবেক, ও ক্রেতা ঐ অধিকার অনুসন্ধানে যে ব্যয় করিয়াছে তাহাও বিক্রেতা বহন করিবেক। ক্রেতার সলিসিটারগণ ঐ অধিকার অনুমোদন না করায়,ক্রেতা চুক্তি রহিত করে। ঐ বায়নাপত্র রেজেষ্টরীকৃত ছিল না। স্থির হইল যে ক্রেতা চুক্তি রহিত করিতে স্বত্ববান, এবং বায়নাপত্র রেজেষ্টরী হওয়া আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৮৫৩ ইং।

অংশীদারিকারবার ১, দেখ
আপীল ৩০
এটর্নিও মক্কেল ৪
কবুলীয়ত ৫
কুসীদ ১,২,৩,৪
কোর্ট অব ওয়ার্ডস ১
চুরি ২
ট্রাষ্ট ৮,৯
তমাদি (১৮৭৭ সনের ১৫ আইন) ১,২৫
পক্ষসংযোজন ৪,৯
ভর্ত্তব্য ৩

চুক্তিভঙ্গ।

চুক্তি ৩৬, দেখ
মোকদ্দমা সহায় ও পোষণ ২, দেখ

চৌকিদার।

অপরাধের সহায়তা ৩

চুরি।

১। কএর এক খানা গবর্ণমেণ্ট কারেন্সি নোট চুরি হয় এবং খ সরল ভাবে গএর নিকট হইতে তাহা লইয়া গকে টাকা দেয়। গ চুরির জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হইলে মাজিষ্ট্রেট ঐ নোট খকে দিবার হুকুম দেন। স্থির হইল যে জজ ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪১৯ধারামতে ঐমোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৭৯। ৩৭৯ ইং।

২। চুক্তি বিষয়ক আইনের ৭৬ধারার বিধান ঐ স্থলে খাটেনা, কারণ কারেন্সি নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা লওয়া বিক্রয়ের চুক্তি নহে ; এবং যেহেতু ঐ নোট সরল ভাবে খএর হস্তে আসিয়াছিল, অতএব মাজিষ্ট্রেটের হুকুম সঙ্গত। ঐ

৩। ক খএর প্রভুর দ্রব্য চুরি করার অভিপ্রায়ে খএর সহায়তা চাহে। খ প্রভুকে জানাইয়া এবং তাহার সম্মতি মতে ককে সাজা দেওয়ার মানসে কএর অভিপ্রায় সাধনে সহায়তা করে। ক চুরি করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত হওয়ায় স্থির

হইল যে, ঐ দ্রব্য মালিকের অজ্ঞানিত মতে স্থানান্তরিত হইয়াছে বিধায় চুরির অপরাধ ঘটে নাই। ইঃলঃ রিঃ ৪কঃ ২৭১। ৩৬৬ইং।

৪। এক নেপালী স্বদেশে গোরু চুরি করিয়া উহা ব্রিটিশ রাজ্যে আনয়ন করায় এক বৎসর কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাসে দণ্ডিত হয়। স্থির হইল যে সে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত না হইয়া চুরির মাল রক্ষণ অপরাধে দণ্ডিত হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ৩০৭ ইং।

প্রমিসরিনোট — ৪, দেখ

চৌহদ্দি।

১। যে স্থলে নাম বিশিষ্ট এক সমগ্র জমিদারির নিমিত্ত নালীশ হয়, সে স্থলে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৬ ধারার ৪র্থ ও ৫ম প্রকরণের বিধান মতে, উহার চৌহদ্দি দেওয়ার আবশ্যকতা নাই। ইঃ লঃ রিঃ ২কঃ ১।১ ইং।

ডিক্রী — ৩, দেখ

ছেপত্তনি।

অধীন তালুক — ২, দেখ

চ্যারিটি (সাধারণ হিতসাধনোদ্দেশে দান)।

উইল — ১৫, দেখ

ছলতা (misrepresentation)

কবুলীয়ত — ৫, দেখ

ছোট আদালত।

১। ভূম্যাধিকারী প্রজার ফসল বঙ্গীয় ৮ আইন মতে ক্রোক করায় প্রজা ঐ ক্রোক অবৈধ সাব্যস্তে শস্য ফেরত পাওয়ার ডিক্রী পায়। ডিক্রীর লিখিত ফসলের নূ্যন-পরিমান শস্য ভূম্যাধিকারী ফেরত দিতে চাহিবায় প্রজা তাহা লইতে অস্বীকার করে; এবং মুন্সেফের নিকট যে পরিমাণ ফসল দাবি করে তদতিরিক্ত কতক শস্যের মূল্যের দাবিতে ছোট আদালতে নালীশ করে। স্থির হইল যে ছোট আদালতের বিচারাধিকার নাই, এবং ঐ নালীশ ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৯৮ ধারা মতে উপস্থিত করা উচিত ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ১ ক ১৩২। ১৮৩ ইং।

২। ১৮৬৫ সালের ১১ আইনের ২১ ধারার প্রথম অংশে এমত কিছুই নাই যাহাতে প্রতীয়মান হয় যে ঐ ধারানুযায়ী দরখাস্ত কোন মোকদ্দমায় প্রথম উপস্থিত হওয়ার সময় পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ। অতএব কোন মোকদ্দমার বিচার সমনের নির্দ্দিষ্ট তারিখের পর অন্য তারিখ পর্য্যন্ত স্থগিত রহিলে, ও বিশেষ কারণ বশতঃ দ্বিতীয় তারিখে উপস্থিত হওয়া প্রতিবাদীরপক্ষে অসাধ্য হইলে, তাহার অনুপস্থিতি হেতু তাহার বিরুদ্ধে যে এক তরফা ডিক্রী হয় সেই ডিক্রী রদ করিবার আদেশ জন্য প্রতিবাদী ২১ ধারার প্রথম অংশের বিধান মতে দরখাস্ত করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ২৩৭। ৩১৮ ইং।

৩। জেলা কোর্টের এলাকার সীমার মধ্যে ১৮৭৭সনের ১০ আইনের ৬৪৮ ধারার কার্য্য প্রণালী অবলম্বন ব্যতীতই ছোট আদালত তদীয় ডিক্রী ঐ এলাকার মধ্যে সর্ব্বত্র জারী করিতে পারেন। যেস্থলে এক জেলার ডিক্রী আর এক জেলায় জারী করিতে হয় সেস্থলেই কেবল ৬৪৮ ধারানু-

থায়ী প্রণালী অবলম্বিত হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ৬০৩। ৮২৩ ইং।

৪। ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৮৩ ধারাতে দাবিদারির আদেশের বিরুদ্ধে আবেদ্দা নালীশের বিধান আছে, কিন্তু তাহা কোন্ আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে কোন বিধান ঐ ধারাতে নাই। দেওয়ানী আদালতে কি ছোট আদালতে ঐ নালীশ উপস্থিত করিতে হইবে তদ্বিষয়ের মীমাংশা দাবি ও স্বত্বের আকার (nature) দৃষ্টে সাব্যস্ত হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ ক ৬০৮ ইং।

৫। অস্থাবর সম্পত্তি ডিক্রীজারীতে অন্যায়রূপে ক্রোক হইয়া নীলাম হইলে, বিত্তস্বামী ক্রেতার বিরুদ্ধে ঐ বিত্ত বা তাহার মূল্যের দাবিতে ছোট আদালতে নালীশ করিয়া ফল পাইতে পারে। কিন্তু বাদী ঐ ডিক্রীদার ও দায়িককে ঐ নালীশে পক্ষভুক্ত করিয়া ঐ সম্পত্তিতে স্বত্বসাব্যস্তের প্রার্থনা করিলে ঐ নালীশ ছোট আদালতে চলিবে না। ইঃলঃ রিঃ ৭ ক ৬০৮ ইং।

৬। আদালতের কার্য্য স্থগিত থাকা হেতু যে স্থলে নিষ্পত্তির সাত দিবস মধ্যে নূতন বিচারের প্রার্থনা করা যাইতে পারে না, মাত্র সেই স্থলেই ১৮৬৫ সনের ১১ আইনের ২১ ধারান্তর্গত নোটিসের বিধি প্রযুক্ত হইতে পারে, সাতদিবস মধ্যে প্রার্থনা হইলে নোটিস অনাবশ্যক। ইঃ লঃ রি ৮ক ২৮৭ ইং।

৭। যেহেতু অবলম্বনে নূতন বিচারের প্রার্থনা করা হয়, তাহা পুনর্ব্বিচারের উপযুক্ত হেতু হইলে প্রার্থনাকারী ১৮৬৫ সনের ১১ আইনের বিধান অবলম্বন না করিয়া দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৬২৩ ধারার বিধান অবলম্বন করিতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২৮৭ ইং।

৮। আদালতের আদেশক্রমে যে টাকা প্রদত্ত হয় তাহা ফেরত পাইবার নালীশ ছোট আদালতের শ্রবণ যোগ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ কঃ ৩৬৭। ৪৯৪ ইং।

৯। ১৮৬৬ সনের ১১ আইনের ৬ ধারা মতে বিশেষ অর্থের ক্ষতি না হইলে কেবল সম্মানের ক্ষতিপূরণের নালীশে ছোট আদালতের বিচারাধিকার নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬৮৮। ৯২৫ ইং।

১০। পূর্ব্ব জজের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে ১৮৬৫ সনের ১১ আইনের ২১ ধারা মতে নূতন বিচারের আদেশ করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ২৩৬ ইং।

১১। বিঃ গার্থ—জজ ২১ ধারার প্রণালী অবলম্বন করিবার সময় ১৮৭৭ সনের ১০ আইনে ৬২৪ ধারার বিধানের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। ঐ

১২। ক, খ ও গ মুন্সেফি আদালতে প্রজার বিরুদ্ধে বাকি করের নালীশ করে। প্রজা খএর নিকট সমস্ত খাজানা দিয়াছে প্রমাণ করায় ঐ নালীশ ডিসমিস হয়। ক পরে তাহার অংশের করের পরিমাণ ক্ষতি পূরণের দাবিতে খএর বিরুদ্ধে ছোট আদালতে নালীশ করে। খ এই আপত্তি করেযে কএর অংশের প্রাপ্য কর সে এজমালী ইষ্টেটের হিতার্থ ব্যায় করিয়াছে এবং ক ও অন্যান্য মহালের কর আদায় করিয়া তাহার নিকাশাদি দেয় নাই। স্থির হইল যে,

এই নালীশ ছোট আদালতের গ্রাহ্য যোগ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৫৫১ ইং।

১৩। রাজস্বপ্রদায়ী ইষ্টেটের অথবা অধীন তালুকের শরিকগণ মধ্যে এক শরিক অপর শরিক বিরুদ্ধে ছোট আদালতে ভর্ত্তব্যের নালীশ করিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬০৫ ইং। ২ বেঃ লঃ রিঃ পরিশিষ্ট খণ্ড (supplement) ৮৭৫ ইং,৭ উঃ রিঃ৩৭৭ ইং অনুসৃত হইল।

ছোলেনামা।

জমাবন্দী।

জবানবন্দী।

জরিপ।

১। কালেক্টর ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৩৮ ধারামতে জরিপ কার্য্য আরম্ভ করিলে তদ্দ্বারা সমুচিত অনুসন্ধান (due enquiry) হইয়াছে বলা যায় না। সুতরাং সাক্ষীগণ উপস্থিত করিবার জন্য ৪০ ধারানুযায়ী ক্ষমতা ব্যবহার করা পর্য্যন্ত তিনি জোত (tenure) বাজেয়াপ্ত হওয়ার কোন আদেশ করিতে পারেন না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৬৭৩ ইং।

২। ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৩৭ ধারামতে ইষ্টেটের বা জোতের মালিক, কর গ্রহণের প্রমাণ দিয়াও স্বীয় ইষ্টেট ভুক্ত ভূমির সাধারণ জরিপ (general survey) করিতে স্বত্ববান। অধীন তালুকদারগণের খাস দখলে থাকিলেই যে মালিক ২৬ ও ৩৭ ধারামতে ঐরূপ জরিপ করিতে অশক্ত এমত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬৮৪ ইং।

৩। বিশেষ চুক্তি থাকিলে স্বতন্ত্র কথা। ঐ

জল।

জলকর।

১। জোয়ার ভাটা বিশিষ্ট নাব্য নদীর জল করে ব্যক্তি বিশেষের স্বত্ব থাকিলে ঐ স্বত্ব রাজা হইতে লব্ধ বলিয়া স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হওয়া আবশ্যক, কারণ ব্যক্তি বিশেষের ঐরূপ স্বত্ব থাকা অনুমান বিরুদ্ধ। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩৯। ৫৩ ইং।

২। ব্যক্তি বিশেষের ঐরূপ কোন স্বত্ব সৃষ্ট হইতে পারে কি না? ঐ

৩। স্থায়ী বন্দোবস্তী জমিদারির অন্তর্গত জলকর স্বত্বের মালিক বলিয়া কোন ব্যক্তি বর্ণিত থাকিলেই যে সর্ব্ব সাধারণের

ব্যবহার্য্য নাব্য নদীর জল করে সেই ব্যক্তির স্বত্ব জন্মে এমত নহে। ঐ

৪। দার বৎসর দখল বা চাষ করিয়া প্রজা যেরূপ দখলের স্বত্ব প্রাপ্ত হয়, জলকর সম্বন্ধে সেরূপ স্বত্ব জন্মে না। ভূম্যাধিকারীর ইজারাদারগণ জলকর অন্যকে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারে, এবং তাহাদের ইজারার মেয়াদ পর্য্যন্ত তাহাদের অধীনে ঐ জলকর ভোগ করা যাইতে পারে, কিন্তু মেয়াদ অতীত হইলেই জলকর ভোগের স্বত্ব সমাপ্ত হয়। ইঃলঃ রিঃ ৪ক ৫৬৩। ৭৬৭ ইং।

জামিন।

জারজ সন্তান।

জারিপেস্‌গি।

১। কিছুটাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া বাদী কায়েমি জমায় কতক সম্পত্তির মেয়াদী জারিপেস্‌গি বন্দোবস্ত করিলে প্রতিবাদী তাহার দেয় টাকা নিয়মিত মত দিতে বিরত থাকে। স্থির হইল যে, বাদী তাহার প্রাপ্য বাকি খাজনা টাকা তৎকৃত ঋণের টাকা হইতে কাটিয়া লইতে পারে। এবং বন্দোবস্তের মেয়াদ অতীত না হইতেই প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে নিকাশের দাবি করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৪৭। ৩৩৩ ইং।

২। ১৮৬০ সনে ১৮৫১ সনের জারিপেস্‌গি ইজারার ভূমিদখলের এবং ওয়াশীলাতের নালীশ জারিপেসগিদারগণের সাপক্ষে ডিক্রী হয়। ১৮৭৪ সন পর্য্যন্ত তাহাদের স্বত্ব সম্বন্ধে মোকদ্দমা চলিতে থাকে, এবং তৎকালে জারিপেস্‌গিদারগণের মৃত্যু হওয়ায় তাহাদিগের স্থলবর্ত্তী গণের সাপক্ষে নিষ্পত্তি হয়। ১৮৬৯ সনে একপক্ষ জারিপেস্‌গিদারগণের বিরুদ্ধে এক টাকার ডিক্রী লাভ করতঃ ১৮৭৪ সনে তাহাদিগের স্থলবর্ত্তীগণের এই ডিক্রীজারীর স্বত্বলভ্য ও সম্পর্ক তৃতীয় ব্যক্তির নিকট নিলাম বিক্রয় করে। হাইকোর্টের নিষ্পত্তি রহিত পূর্ব্বক স্থির হইল যে, ঐ বিক্রয় দ্বারা স্থলবর্ত্তীগণের ১৮৬০ সনের ডিক্রী প্রাপ্ত ওয়াশীলাতের স্বত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ২১৩ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

জাল।

জ্ঞান।

জীবনচুক্তি।

জুয়াখেলা।

১। পুলীশ কর্ম্মচারী মাজিষ্ট্রেট কি ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের আদেশ ব্যতীত জুয়াখেলার গৃহ বলিয়া আখ্যাত কোন গৃহে প্রবেশ ও তাহা তল্লাশ করতঃ তথায় কয়েক ব্যক্তিকে ধৃত করে। এস্থলে ১৮৬৭ সনের বঙ্গীয় ২ আইনের ৬ ধারানির্দ্দিষ্ট অনুমান অবলম্বন ব্যতীত যদি নির্দ্দিষ্ট হয় যে ঐ গৃহ জুয়াখেলার গৃহ তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিগণকে অপরাধী সাব্যস্ত করা সঙ্গত। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৮৪। ৬৫৯ ইং।

২। পুলীশের সব ইন্‌স্পেক্টর মাজিষ্ট্রেটের বা পুলীশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি না পাইলে জুয়াখেলার গৃহ বলিয়া কোন গৃহে প্রবেশ ও তাহা অনুসন্ধান করিতে সক্ষম নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫২১। ৭১০ ইং।

৩। ঐরূপ অনুমতি ব্যতীত গৃহে করিয়া ক্রমে তল্লাশ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে ধৃত করা হইলে, ১৮৬৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৫ ধারানুযায়ী অপরাধের কোন প্রমাণ না থাকিলে মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে এমন প্রমাণ থাকে না যাহাতে ঐ ব্যক্তিগণ অপরাধী সাব্যস্ত হইতে পারে। ঐ

৪। ১৮৬৭ সনের বঙ্গীয় ২ আইনের ৬ ধারা মতে আবশ্যকীয় প্রমাণ অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। ঐ

জুরী।

১। জুরীর অধিকাংশ ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিলে সেসন জজ তাহাদিগের ব্যক্ত মতে অসম্মত হইয়া ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ২৬৩ ধারা মতে মোকদ্দমা হাইকোর্টে অর্পণ করিতে পারেন, এবং হাইকোর্ট তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪৫৯। ৬২৩। ইং

২। আসেসর কর্ত্তৃক বিচার্য্য অপরাধের বিচার জুরীর সাহায্যে হইলে তদ্ধেতু ঐ বিচার অসিদ্ধ নহে। কিন্তু ঐ বিচার আসেসরের সাহায্যে হইলে বৃত্তান্ত ঘটিত বিষয়ে আপীল করিতে আসামীর যে অধিকার থাকিত জুরীর সাহায্যে বিচার হইয়াছে বলিয়াই যে আসামী সেই অধিকারে হইতে বঞ্চিত হয় এমত নহে। ইঃ লঃ রি ৩ ক ৫৬৫। ৭৬৪ ইং।

৩। আসামী জুরীর অপরাধের পূর্ব্বে আরো কয়েকবার দণ্ডিত হইয়াছে বিধায় জজ চার্জে এই বিষয় উল্লেখ করেন এবং পূর্ব্বাপরাধ দৃষ্টে আসামীর বর্ত্তমান স্বভাব সম্বন্ধে অনুমান করিতে বলেন। স্থির হইল যে, জজ জুরীগণকে অন্যায় উপদেশ দিয়াছেন, কারণ যদিও প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৫৪ ধারামতে আসামীর পূর্ব্বকৃত অপরাধ প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে তথাপি উহা তাহার স্বভাব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ৫৭৪। ৭৬৮ ইং।

৪। বিশেষ অবস্থা না থাকিলে সাধারণতঃ পূর্ব্বাপরাধ দ্বারা দণ্ডের পরিমান নিয়মিত হয় মাত্র। ঐ

৫। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ অবৈধ জনতা করিয়া দণ্ডবিধি আইনের ১৪৯ ধারার অপ-

যাইং নং ৩২৫ ধারার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। জুরী অবৈধ জনতার প্রমাণ অবিশ্বাস করিয়া এক বাক্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে ৩২৫ ধারা মত অপরাধী সাব্যস্ত করেন। স্থির হইল যে, যদি ও ঐ ধারামতে স্বতন্ত্র অভিযোগ হয় নাই, তথাপি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪৫৭ ধারা মতে জুরীর মত বলবৎ হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ৬৩৮। ৮৭১ ইং।

৬। জুরীগণ সকলে একমত না হইলেই আদালত তাহাদিগকে পুনর্ব্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন। জুরীগণের অভিমত আইন বিরুদ্ধ না হইলে জজ তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। জজ তাহাদের সহিত একমত না হইলে তিনি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৬৩ ধারার ৫ম প্রকরণ নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিবেন। ঐ।

৭। জুরীগণকে প্রমাণ বুঝাইয়া দিবার সময় জজ সাফাই প্রমাণ সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করিতে বিরত থাকেন। হাইকোর্টে ঐ প্রমাণ অবিশ্বাস্য প্রতীতি হওয়ায় স্থির হইল যে, জজ উচিত প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৪২ ইং।

৮। মাজিষ্ট্রেটের আফিসে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেই যে কোন ব্যক্তি জুরী হইতে অশক্ত এমত নহে। ঐ

দণ্ডবিধি আইন ১১, দেখ
নরহত্যা ৫, ৬
পর্ব্বের স্বত্ব ৫

জোত।

কবুলীয়ত ৫, দেখ

জোতস্বত্ব।

১। স্বত্বহীন ব্যক্তির অধীনে ১২ বৎসরের অধিক কাল ভূমি দখলও চাষ করিলেও প্রজা দখলের স্বত্ব প্রাপ্ত হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ৪১২। ৫৬০ ইং।

২। প্রজা ভূম্যাধিকারীর সহিত কোন বন্দোবস্ত না করিয়া জোতের ভূমিতে আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করিলে সনং মেয়াদী বা কয়েক সন মেয়াদী জোত শুদ্ধ ঐ কারণে স্থায়ী জোত রূপে পরিণত হইতে পারে না। জোতের সর্ত্ত সর্ব্ব স্থলেই স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত বা ভাবতঃ চুক্তির বিষয় হইবে। ঐ রূপ অবস্থা অথবা স্থানীয় কোন প্রথা প্রমাণ না হইলে উপযুক্ত নোটিস দিয়া ঐ রূপ প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ৫১৪। ৬৯৬ ইং।

৩। জোত স্বত্ব হস্তান্তর করিবার স্থানীয় প্রথা থাকিলেই যে দখলের স্বত্বাধিকারী সেই জোতদার আপন জোত বিভক্ত করিয়া উহার ভিন্নং অংশ ভিন্নং ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করিতে সক্ষম হইবে এমত নহে, এবং ঐ রূপ হস্তান্তর হইলে ক্রেতাগণকে অনধিকার প্রবেশক জ্ঞানে উচ্ছেদিত করিতে জমিদারের অধিকার আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ৫৭১। ৭৭৪ ইং।

৪। চাকরাণ জোত স্বরূপে ভোগকৃত জমিতে দখলের সর্ত্ত জন্মে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৪৯। ৬৭ ইং।

৫। ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইন

অনুযায়ী দখলের স্বত্ব এমত ব্যাপক স্বত্ব গণ্য হইতে পারেনা, যে নির্দ্দিষ্ট কারণে মাত্র কর বৃদ্ধি করার সর্ত্তাধীনে ভূমির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বুঝায়। যে কার্য্যের জন্য ঐ ভূমি প্রজাকে দেওয়া হইয়া ছিল প্রজার দখলের স্বত্ব হওয়ার পরে ও সেই কার্য্যে ঐ ভূমি ব্যবহার করিতে তাহাকে বাধ্য করিতে ভূম্যাধিকারীর স্বত্ব আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ৫৭৭। ৭৮১ ইং।

৬। ইজারাদার খ কএর বিরুদ্ধে করের ডিক্রী করিয়া ঐ জোতে কএর যে স্বত্ব ও সম্পর্ক ছিল তাহা ঐ ডিক্রী জারীতে নিলাম করাইয়া স্বয়ং ক্রয় করে। তৎকালীন খএর বিরুদ্ধে বাকি করের আর এক ডিক্রী তাহার হস্তে ছিল। ক পূর্ব্বে গএর নিকট ঐ জোত বন্ধক দেওয়ায় গ বয়সিদ্ধি করিয়া দখলের দাবিতে ক এবং ঐ ইজারাদারের বিরুদ্ধে নালীশ উপস্থিত করতঃ দখলের ডিক্রী লাভ করে। এই ডিক্রীর পরে (কিন্তু গ বাস্তবিক দখল লইবার পূর্ব্বে) ইজারা দার তাহার প্রাপ্ত অপর ডিক্রী জারী করতঃ ঐ জোত নিলাম করে ও ঐ নিলামে উহা নিজেই ক্রয় করে। তাহার অল্প কাল পরেই গ তাহার ডিক্রীর মূলে দখল লয়, কিন্তু খ তাহার দ্বিতীয় ক্রয় সূত্রে আদালত হইতে দখল লইয়া গকে বেদখল করে। গ ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ২৬৯ ধারা মতে দরখাস্ত করিয়া দখল পুনঃপ্রাপ্ত হয়। খ উক্ত ধারানুযায়ী আদেশ রহিত করণার্থ এবং স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য নালীশ করায় স্থির হইল যে, ঐ জোতে খএরই প্রশস্ত স্বত্ব এবং খ তাহার দ্বিতীয় ডিক্রী মতে জোত নিলাম করাইবার পূর্ব্বে গকে সংবাদ দিতে বাধ্য ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৩২৩। ৪৩৮ ইং।

৭। জোতস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত ১২ বৎসর বা ততোধিক কাল কর না দেওয়ায় প্রজার অবস্থা হইতে অব্যাহতি পায় না, অথবা তদ্ধেতু জোতের ভূমিতে তাহার স্বত্ব জন্মে না। কর নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্য হয়, এবং তাহা দিতে ত্রুটী হইলেই পুনঃ২ নালীশের হেতু জন্মে। সুতরাং রাইয়ত কর লওয়ার স্বত্ব স্বীকার করিলে তমাদির প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৮৫। ৬৬১ ইং।

৮। জোতস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজাগণের ভূমি শিখস্ত হইয়া অনেক বৎসর পর্য্যন্ত জলমগ্ন থাকায়, ঐরূপ জলমগ্ন থাকা কালে প্রজাগণ ঐ ভূমির কর দিতে বিরত থাকায় স্থির হইল যে, ঐ ভূমি জলমগ্ন থাকা কালে প্রজাগণ উহার কর না দেওয়াতে তাহাদের দখলের স্বত্ব হারাইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬৫৪। ৮৯৪ ইং।

৯। চাষী প্রজা ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৬ধারা মতে যে জোত দখলের স্বত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা দান বিক্রয় বা ডিক্রীজারী নিলাম দ্বারা হস্তান্তর হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬৭৮। ৯২৫ ইং।

১০। কুঠী করিয়া একত্রে কারবার কারক ক এক মূলধনী কোন জমিদার হইতে ভূমির পাট্টা লইয়া এবং আপনাদের স্বত্ব ঐ কুঠীর পরিবর্ত্তিত অংশীগণকে অর্পণ করিয়া যত দীর্ঘকালই দখল করুক না কেন, তাহাতে ১৮৫৯ সনের ১০ আইন কি ১৮৬৯

সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৬ ধারা মতে জোত দখলের স্বত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেনা। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৭০২। ৯৫৭ ইং।

উঃ রিঃ ২৫ বনাম ১১৭ ইং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নিষ্পত্তির অনুসরণ করা গেল।

১১। আসাম প্রদেশে গবর্ণমেণ্টপ্রজা নিজ দখলের ভূমিতে জোতস্বত্ব লাভ করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১৯৬ ইং।

উচ্ছেদ ৫, ৬, ৯, দেখ

জলকর ৪

পূর্ব্বনিষ্পত্তিজনিত বাধা ১৬

প্রজা ও ভূম্যধিকারী ১, ৫

জৈন।

হিন্দুব্যবহারশাস্ত্র (উত্তরাধিকারী) ২

ট্রাষ্ট।

১। ট্রাষ্টগৃহীতা ট্রাষ্টের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা আপনাকে অপর ব্যক্তির পক্ষে (অযোধ্যার অন্তর্গত তালুকে) ট্রাষ্টী করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪৭৬। ৬৪৫ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

২। ট্রাষ্টীরূপ পদধারী উচ্ছি প্রভৃতির প্রতি সাধারণ ভাবে যে সকল ট্রাষ্ট আইনানুসারে বর্ত্তে তাহা হইতে বিভিন্ন, নির্দ্দিষ্ট, বা বিশেষ কার্য্যের শ্রেষ্ঠ ট্রাষ্ট সম্বন্ধে "বিশেষ কার্য্যার্থে ন্যস্ত" বাক্যাবলী ব্যবহৃত হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬৫৭। ৮৯৭ ইং।

ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৪৫৫ ইং পৃষ্ঠা দেখ।

৩। বিচারপতি হোয়াইটের মতে "বিশেষ কার্য্যার্থে ন্যস্ত" বাক্যাবলী ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ঐ বাক্য তমাদি বিষয়ক ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৩৩ ও ১৩৪ প্রকরণোল্লিখিত ট্রাষ্ট। ঐ

৪। সাধারণের উপকারার্থ উইলদ্বারা কোন ব্যক্তি যে দানকরে তৎসংসৃষ্ট ট্রাষ্টের তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম ছিল না। কেবল মাত্র এই নিয়ম ছিল যে, উত্তরাধিকারীগণ উইলের লিখিত সম্পত্তির শাসন সম্বন্ধে তাহার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য না করিলে দেওয়ানী আদালত সরাসরি মতে ঐ ট্রাষ্টের ভার আপন হস্তে গ্রহণ করিবেন। এমতাবস্থায় স্থির হইল যে, উইলকর্ত্তার বিধবা কার্য্যক্ষম এবং অসাধুচরিত্রা না হইলে তিনিই ট্রাষ্টী নিযুক্ত হইবেন। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ১৬৯। ২২৮ইং।

৫। কোন উইলকর্ত্তা দান ধর্ম্মানুষ্ঠানার্থ ট্রাষ্ট স্বজন করিয়া গেলে, তাহার স্থলবর্ত্তীগণ ঐ ট্রাষ্টে সংসৃষ্ট না থাকিলেও ট্রাষ্টের বিপরীতাচরণ সংশোধন করিবার জন্য বিচারের প্রার্থনা করিতে পারে। ইংলণ্ডে এটর্ণি জেনেরল যে প্রকার ট্রাষ্ট প্রবল করিবার জন্য বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন, এদেশে সেই প্রকার কর্ম্মচারী নাই। কিন্তু বাদী নালীশের খরচার জন্য জামিন না দিলে ঐরূপ নালীশ গ্রাহ্য যোগ্য হইবেক না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫২৩। ৭০০ ইং।

৬। বাদী নিকাশের ডিক্রী পাইবার প্রার্থী হইলে তাহার আরজিতে বিশ্বাসঘাতকতার বিবরণ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। সন্দেহজনক কোন ঘটনা অবলম্বন করা তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। ঐ

৭। ১৮৬৬ সনের ২৭ আইন মতে সম্পত্তি

বিক্রয়ের চুক্তিপত্র না হইয়া থাকিলে হাইকোর্ট বিক্রয় সম্পাদনার্থ আদালতের কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩২ ইং।

৮। অবিভক্ত হিন্দুপরিবারস্থ পাঁচ ভ্রাতা পরস্পর এই একরার করে যে, তাহারা বা তাহাদের স্থলবর্ত্তীগণ কেহই অবিভক্ত পারিবারিক স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইতে পারিবেকনা; কোন ভ্রাতার পুত্র পৌত্রাদি বর্ত্তমানে মৃত ব্যক্তির দৌহিত্রগণ ঐ সম্পত্তি অথবা তাহার উপস্বত্বেতে কদাপি স্বত্ববান হইবেক না; এবং কোন ভ্রাতা বা তাহার পুত্রপৌত্রাদি দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেক না; ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহব বা সকলের মৃত্যু হইলে একের জীবমানে তাহাদিগের উপার্জ্জিত ধন এজমালী ধন স্বরূপ গণ্য হইবেক এবং কোন ভ্রাতা পৃথক হইলে সে মাত্র বিশ হাজার টাকা পাইবেক। এতদ্ব্যতীত বিধবা এবং নাবালক গণের ভরণপোষণ জন্য ঐ একরারে বিশেষ নিয়ম ছিল। ভ্রাতৃগণের মাতা ভদ্রাসন বাড়ীর মালিক ছিলেন। তিনি বিগ্রহের নামে ঐ বাড়ী এবং তৎসমীপবর্ত্তী অন্যান্য বাড়ী ও জমি উৎসর্গ দান করেন এবং পুত্রগণকে সেবাইত নিযুক্ত করিয়া ঐ বাড়ীতে তাহাদিগকে বাস করিতে অনুমতি করেন। দান পত্রে পুত্রগণকে বিভাগ বা হস্তান্তরের ক্ষমতা দেওয়া হয় না। উৎসর্গ সম্পত্তির বাড়ী ও ভূমির উপস্বত্ব কি নিয়মে ব্যয়িত হইবে তৎসম্বন্ধে এই বিধান ছিল যে পরিবার বর্গের আবাসের সংস্থান করিয়া যে উপস্বত্ব থাকিবেক তদ্দ্বারা বিগ্রহের নামে জমি খরিদ করিতে হইবে। এক ভ্রাতার পুত্র পারিবারিক সম্পত্তির নিজাংশ বিক্রয় করে। ক্রেতা বিভাগ এবং সম্পত্তির নিজাংশের দাবিতে নালীশ করায় স্থির হইল যে, ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে যে একরার হইয়াছিল তদ্দ্বারা তাহারাই মাত্র বাধ্য ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ বিক্রয় করিলে ক্রেতা তদ্দ্বারা বাধ্য হইবেক না। সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে একের উত্তরাধিকারী বিক্রয় করিলে সেই ক্রেতা ও তদ্দ্বারা বাধ্য হইবেক না। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ১০৬ ইং।

৩ বেঙ্গল ল রিপোর্ট, দেঃ আঃ বিঃ, ১৪ পৃষ্ঠা দেখ।

৯। পরিবারবর্গের এবং তাহাদিগের ভাবী সন্তানগণের ভরণপোষণের সংস্থান করার উদ্দেশেই পূর্ব্বোক্ত একরার দ্বারা পারিবারিক সম্পত্তির ট্রাষ্ট করা হইয়াছিল। দানপত্র দ্বারা ঐরূপ ট্রাষ্ট সৃষ্ট হইতে পারিত না এবং দানপত্র দ্বারা যাহা না হইতে পারে ট্রাষ্ট সৃজন দ্বারা ও তাহা হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১০৬ ইং।

১০। বিগ্রহের নামে ভদ্রাসনের যে উৎসর্গ দান ছিল তাহা আইন সঙ্গত হওয়ায় বাদী তাহার কোন অংশ পাইবেক না। ঐ

অফিসিএল ট্রাষ্টী ৩, দেখ
উইল ৩,১৮,২০,৫৪,৬১,৬২
উৎসৃষ্ট সম্পত্তি ৭,১১,
চুক্তি

ডিক্রী।

১। টাকার ডিক্রী বা নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি অর্পণের ডিক্রী যে রূপ হয় বিভাগের ডিক্রী সে রূপ হয় না। যে সম্পত্তির বিভাগের প্রার্থনা হয় তাহাতে স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তি গণের এজমালীস্বত্বনির্দ্দেশক ডিক্রী উচিত রূপে প্রণীত হইলে অংশপ্রাপক শরিক গণের প্রত্যেকের বা প্রত্যেক শ্রেণীরই অনুকূলে হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪০৫। ৫৫১ইং।

২। মোকদ্দমা চলিবার কালে অথবা ডিক্রীজারীতে যে সকল আদেশ হয় (প্রথম বিচারে কি আপীলে) তাহা১৮৭৭ সালের ১০আইনের বিধানানুযায়ী "ডিক্রী" শব্দের অন্তর্গত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪৮৯। ৬৩২ ইং।

৩। ক কোন ভূমির কিয়দংশ এক স্বত্বে ও অবশিষ্টাংশ আর এক স্বত্বে দাবি করতঃ সেই ভূমির দাবিতে নালীশ করে। আরজির তপসিলে সে আপন দাবির সমস্ত ভূমির চৌহদ্দী দেয়, কিন্তু ঐ ভিন্ন ২ দুই স্বত্বে দাবিকৃত ভূমির পরস্পরের মধ্যস্থিত কোন সীমা বর্ণনা করে না। প্রথম আদালত বাদীর সমগ্র দাবি ডিক্রী দেন। ঐ ডিক্রীর যে ভাগে ঐ ভূমির প্রথম অংশে বাদীর অধিকার ব্যক্ত হয়, তাহা স্থির রাখিয়া অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে তাহার নালীশ নিম্ন আপীল আদালত ডিসমিস করেন এবং ঐ আদালত বাদীকে যে প্রথম অংশের ডিক্রী দেন তাহাতে দাবির সমস্ত ভূমির অন্তর্গত কোন্ ভূমি আছে তাহার প্রমাণ না থাকায় ঐ আদালত নির্দ্দেশ করেন যে, ডিক্রী জারীতে সেইভূমি নির্ণীত হইবে। স্থির হইল যে এইরূপ ডিক্রী অসঙ্গত। ডিক্রী ভুক্ত ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫০। ৬৯ ইং।

৪। ক খএর বিরুদ্ধে ১৮৭১ সনের বাবদ বৃদ্ধি করের ডিক্রী পায়। ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল হইলে পর ক খএর বিরুদ্ধে ১৮৭২ সনের বৃদ্ধি করের বাবদ আর এক ডিক্রী পায়। দ্বিতীয় ডিক্রী এই মর্ম্মে হয়যে পূর্ব্ব ডিক্রী আপীলে বহাল থাকিলেই এই ডিক্রী ফলদায়ক হইবেক। ক দ্বিতীয় ডিক্রী জারী করিয়া বৃদ্ধি হারের খাজানা আদায় করে। পরে পূর্ব্ব ডিক্রী আপীলে রদ হওয়ায় বৃদ্ধি হারে প্রদত্ত খাজানা ফেরত পাইবার দাবিতে নালীশ করে। স্থির হইলযে, খএর বৃদ্ধি হারে প্রদত্ত খাজানা সে ফেরত পাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৪৩৮। ৫৮৯ ইং।

৫। এক হিন্দু বিধবা তাহার মৃত স্বামীর স্বত্ব উল্লেখে কোন সম্পত্তি দখলের নালীশ করিলে ঐ নালীশ সহ খরচ ডিস মিস হয়। ঐ ডিক্রী জারী হওয়ার পূর্ব্বে বিধবার মৃত্যু হওয়াতে ডিক্রীদার তাহার স্বামীর মুখ্য উত্তরাধিকারীগণের বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থণা করে। স্থির হইলযে, বিধবা তাহার স্বামীর সম্পত্তি উদ্ধার করিতে যাইয়া ঐ নালীশের খরচের দায়ী

হইয়া ছিল, সুতরাং তাহার স্বামীর সমস্ত ইষ্টেট তজ্জন্য দায়ী এবং ডিক্রীদারগণ ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৩৪ ধারা মতে ঐ বিষয়ের স্থলবর্ত্তীগণ বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করিতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৪৭৯ ইং।

১৫ বেঙ্গল ল রিপোর্ট ১৪২ পৃষ্ঠার লিখিত নিষ্পত্তির সহিত প্রভেদ প্রদর্শিত হইল।

৬। হিন্দু বিধবার বিরুদ্ধে কোন ডিক্রী হইলে ঐ ডিক্রীতে ইহা উল্লিখিত হওয়া আবশ্যক যে উহা বিধবার স্বকীয় স্বত্বের বিরুদ্ধে কি তাহার স্বামীর সম্পত্তির বিরুদ্ধে। ঐ

৭। বঙ্গীয় ১৮৬৯ সনের ৮ আইনের ৩১ ধারানুযায়ী আদেশ দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের সংজ্ঞান্তর্গত ডিক্রী বুঝাইবেক, এবং ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৫৪০ ধারার বিধান মতে ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬৮৪ ইং।

৮। দায়িকের ও ডিক্রীদারের কর্ত্তব্য যে ডিক্রী রীতিমত প্রস্তুত হওয়ার বিষয়ে তাহারা বিশেষ দৃষ্টি করে। ডিক্রী রীতিমত প্রস্তুত না হইলে আদালত ডিক্রীর কথানুসারে জারীর আদেশ করিবেন। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৬৮৭ ইং।

৯। আদালত এমত ভাবে ডিক্রী প্রস্তুত করিবেন যেন অন্য দলিলাদির অপেক্ষা না করিয়া তাহার জারীর কার্য্য চলিতে কোন প্রতিবন্ধক না জন্মে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৯৭৫ ইং।

ডিক্রীজারী নিলাম।

১। ডিক্রীজারী নিলাম খরিদ্দার নিলামী মূল্য না দিলে ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৯৩ ধারা মতে নিলামের ক্ষতি পূরণের (deficiency) দায়ী হয়। ঐ ধারার বিধান সর্ব্বপ্রকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম ও ২৯৭, ৩০৬ ও ৩০৪ ধারানুযায়ী দ্বিতীয় নিলাম সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩৩৭ ইং।

২। ডিক্রীদার দায়িকের সম্পত্তি নিলাম ডাকিবার অনুমতি পাইলে সে নিলাম ক্রয়ে বিশেষ সতর্কতাবলম্বন করিতে বাধ্য, এবং সে কিংবা তাহার কর্ম্মচারী যদি অপর ব্যক্তিকে নিলাম খরিদ করিতে অপ্রবর্ত্তিত বা নিষেধ করে তাহা হইলে এই হেতুতে নিলাম রদ হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩৪৬ ইং।

৩। ডিক্রীদার নাবালগ প্রতিবাদীর ম্যানেজারের সহিত এক পরিবারস্থ থাকিলে, তাহাকে নাবালগের সম্পত্তি ডিক্রীজারী নিলাম খরিদ করিতে অনুমতি দেওয়া অসঙ্গত, কারণ ডিক্রীদার খরিদ করিলে ঐ খরিদ নাবালগের ম্যানেজারের পরিবারের উপকারার্থ হইবে। ঐ

৪। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৮৯ ও ২৭৪ ধারা মতে ক্রোকী সম্পত্তির প্রকাশ্য স্থানে নিলামী ইস্তাহার লটকাইয়া দেওয়া আবশ্যক, ঐরূপ প্রণালী অবলম্বিত না হইলে দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ৩১১ ধারানুযায়ী গুরুতর অনিয়মের (material irregularity) কার্য্য হইবে সন্দেহ নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৪৬৬ ইং।

৫। ডিক্রীজারী নিলাম বিক্রয়ের মূল্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎ কর বলিয়া প্রমাণিত হইলে, এবং তৎসহ নিলাম ইস্তাহার জারী বিষয়ে গুরুতর অনিয়ম থাকা প্রকাশ পাইলে আদালত বিরুদ্ধ প্রমাণাভাবে অনুমান করিবেন যে ঐ অনিয়ম বশতঃই সম্পত্তির অকিঞ্চিৎকর মূল্য হইয়াছে। ঐ ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫৪২ ইং অনুমোদিত।

৬। ডিক্রীজারী নিলামের নির্দ্দিষ্ট তারিখের পুর্ব্বে দায়িকগণ ঋণ পরিশোধের সদুপায় করণার্থ এক মাস সময় পাওয়ার প্রার্থণা করে, এবং ঐ প্রার্থণায় তাহারা ডিক্রীদারকৃত ক্রোক নিলাম ইস্তাহার জারীর কথা উল্লেখ করে। ঐ প্রার্থণা অগ্রাহ্য হইলে ক্রোকী সম্পত্তি নিলাম হয়, এবং দায়িকগণ পরে ক্রোক নিলামের পরোয়ানা জারীতে বিশেষ অনিয়ম ঘটিয়াছে বিধায় তাহাদের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া ঐ নিলামের প্রতি আপত্তি করে। সবজজ ঐ আপত্তির পোষক প্রমাণ শ্রবণ করিতে এই হেতুতে অসম্মত হয়েন যে দায়িকগণের প্রার্থণা ডিক্রী জারী কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা বিষয়ে স্বীকার উক্তি স্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে। স্থির হইল যে, নিলামের পূর্ব্বে যে প্রার্থণা পত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহা ডিক্রীজারী কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা বিষয়ে স্বীকারোক্তি স্বরূপ গণ্য হইতে পারে না। এবং তজ্জেতু দায়িকগণের প্রমাণ গ্রহণে ডিক্রীজারী কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা ও দায়িকানের সমূহ ক্ষতি বিষয়ে আদলতের বিচার করা কর্ত্তব্য ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬১৩ ইং।

ইঃ আপীল, লঃ রিঃ ৩ বলাম ২৩০, প্রভেদ প্রদর্শিত হইল।

৭। ডিক্রীজারী নিলামে বিক্রীত সম্পত্তির সদর জমা নিলাম ইস্তাহারে লিখিত না হইলেই যে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩১১ ধারানুযায়ী সমূহ অনিয়ম ঘটে এমত নহে। কিন্তু প্রকৃত সদর জমার স্থলে অধিক জমা লিখিত হইলে, সমূহ অনিয়ম ঘটিতে পারে, কারণ তাহাতে নিলামে সম্পত্তির মূল্য হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১২৩ ইং।

৮। এক তালুকের কয়েক শরিক মালিক, তালুকদার বিরুদ্ধে খাজানার ডিক্রী পাইয়া ডিক্রীজারী ক্রমে ঐ তালুকের অর্দ্ধাংশ নিলাম করে। ঐ খাজানার ডিক্রীর উল্লিখিত দায়িকান মধ্যে কয়েক জনের বিরুদ্ধে এক বন্ধকের ডিক্রী হইলে ঐ ডিক্রী জারীতে ঐ তালুকের অপর অর্দ্ধাংশ ও তৎকালে নিলাম হয়। ঐ শেষোক্ত নিলাম মঞ্জুরের প্রতি এই আপত্তি উত্থাপিত হয় যে খাজানার ডিক্রী জারীতে সমস্ত তালুকই নিলাম হওয়া উচিত ছিল। স্থির হইল যে এই আপত্তি শ্রবণ যোগ্য নহে কারণ, প্রথমোক্ত খাজানার মোকদ্দমায় ডিক্রীদার-

গণ দায়িকের স্বত্ব সত্তা মাত্র বিক্রয় করিতে অধিকারী ছিল, এবং তাহাদের অবস্থা সাধারণ মহাজনের ন্যায় অবস্থার হওয়ায় ঐ তালুকের উপর তাহাদিগের কোন বেগাণী স্বত্ব (lien) ছিল না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৭২৩ ইং।

৯। দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ৩১১ ধারামতে নিলাম রদের প্রার্থনা হইলে, নিলাম বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে সমূহ অনিয়ম ঘটিয়াছে প্রকাশ পায়। কিন্তু ঐ নিলাম জন্য বিশেষ ক্ষতির প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে সাক্ষী উপস্থিত করা হয় না। স্থির হইল যে, নিলাম বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে সমূহ অনিয়ম ঘটিয়াছে বলিয়াই যে তদ্ধেতু বিশেষ ক্ষতি জন্মিয়াছে আদালত এমত অনুমান করিতে পারে না। কিন্তু সমূহ অনিয়ম ও বিশেষ ক্ষতি উভয়ই প্রমাণিত হইলে আদালত এই অনুমান করিতে পারেন যে অনিয়ম বশতঃই বিশেষ ক্ষতি জন্মিয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৭৩০ ইং।

১০। আরো স্থির হইল যে প্রার্থনাকারী স্বয়ং সাক্ষী উপস্থিত বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ করায় সে আমলাগণের ত্রুটীতে কোন ফল পাইতে পারে না। ঐ

১ কঃ লিঃ বিঃ ৩৪৯ বিবেচিত হইল।

১১। ডিক্রীজারী নিলামক্রেতা মূল্যের টাকা দিতে ত্রুটি করায় জজ বিক্রীত সম্পত্তি পুনর্ব্বার ন্যূন মূল্যে বিক্রয় করেন। পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তি সহ অন্য এক সম্পত্তির নিলাম ইস্তাহার জারী হইয়াছিল। ডিক্রী পরিশোধিত না হওয়ায় জজ পূর্ব্বোক্ত নিলাম ক্রেতা হইতে ন্যূনতার টাকা না লইয়াই ঐ দ্বিতীয় সম্পত্তি নিলামের আদেশ করেন। দায়িক ঐ দ্বিতীয় সম্পত্তি নিলাম রহিতের প্রার্থনা করায় স্থির হইল যে, ঐ নিলাম রদের যথেষ্ট হেতু দর্শান হয় নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২৯১ ইং। ২১ উঃ রিঃ ১৪৯ ইং, অনুসৃত হইল।

১২। ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৩১১ ধারার বর্ণিত "যে ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে" বাক্যাবলী, পূর্ব্ববৎ ডিক্রীজারী নিলাম ক্রেতার নিলাম মঞ্জুর না হইলে, ঐ বর্ণনান্তর্গত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৩৬৭ ইং।

১৩। ক কটকিনাদারের সেরেস্তায় দের জমার ৷৵৹ আনা অংশ ক্রয় করিয়া পরে উহার ৵৹ আনা অংশ খএর নিকট বিক্রয় করে। খ নিজ অংশ কটকিনাদারের সেরেস্তায় রেজেষ্টরী করিয়া ঐ অংশের খাজানা কটকিনাদারকে দিয়া আসিতেছিল। কটকিনাদার উক্ত সমগ্র ৷৵৹ আনা অংশের বাকি করের দাবিতে কেবল কএর বিরুদ্ধে নালীশ করিয়া ডিক্রী পায়, এবং ঐ ডিক্রীজারীতে ঐ সমগ্র ৷৵৹ আনা অংশ নিলাম হয়। স্থির হইল যে, বয়নামাতে কেবল কএর অংশ বিক্রীত হওয়ার বিষয় উল্লিখিত ছিল বিধায় ঐ নিলামে খএর ৵৹ আনা অংশ বিক্রীত হয় নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৩২৭। ৮৫৫ ইং।

অধীন তালুক ২, দেখ
আপীল ২৯
জোতস্বত্ব ৯৬৯
তমাদি (১৮৭৭ সনের ১৫ আইন) ২৮
প্রেক্টিস (ক্রোক) ৯৩

বন্ধক ৬

ডিক্রীজারী নিলাম রদ।

১। নিলাম প্রচার ও ডাক হওয়া কালে গুরুতর বিশৃঙ্খলতা হেতু নিলাম রদের জন্য দরখাস্ত হইলে প্রকাশ পায় যে ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৮৯ ধারা মতে কালেক্টরের আপীসে নিলাম ইস্তাহার জারী হয় নাই; এবং নিলামীয় সম্পত্তি কোন প্রকার দায়াবদ্ধ থাকা বিষয়ে রেজেষ্টরী আপীসে অনুসন্ধান ক্রমে ২৮৭ ধারা মতে কোন এফিডেবিটে দাখিল করা হয় নাই; এবং ইস্তাহার জারীর তারিখ হইতে ৩০ দিন মধ্যে নিলাম হইয়াছিল; কিন্তু আর ও প্রকাশ পায় যে দরখাস্তকারী স্বয়ং নিলামে উপস্থিত থাকিয়া উহা ক্রয় করে, এবং পূর্ব্বোক্ত বিশৃঙ্খলতা হেতু বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত হয় না। স্থির হইল যে নিলাম রদ করিবার কোন হেতু নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৯১২ ইং।

অধীন তালুক ৬, দেখ

ডিক্রীজারী নিলাম ২

তমাদি (১৮৭১ সনের ৯ আইন) ২,১৮

নিলাম ক্রেতা ৫

ডিক্রীজারী স্থগিত।

উচ্ছেদ ৮, দেখ

ডিক্রী স্থানান্তর।

তমাদি (১৮৭৭ সনের ১৫ আইন) ১৬, [দেখ

ডিপুটি।

তুংস্থই সম্পত্তি ৮, দেখ

ডৌল দরখাস্ত।

রেজেষ্টরী (১৮৭৭ সনের ৩ আইন) ৩, ৪, দেখ

ডৌল ফিরিস্তি।

ষ্টাম্প ৭, দেখ

তঞ্চকতা।

১। ভ্রাতৃ ত্রয় মধ্যে এক ভ্রাতা কোন ব্যক্তির অনুকূলে যে তমঃসুক সম্পাদন করে ঐ ব্যক্তি ঐ খতে অপর দুই ভ্রাতার স্বাক্ষর জাল করিয়া ঐ তমঃসুক মূলে তিন ভ্রাতার বিরুদ্ধে নালীশ উপস্থিত করে। জাল প্রমাণ হওয়ায় আদালত প্রতিবাদী ত্রয়ের অনুকূলে বাদীর নালীশ ডিসমিস করেন এবং আপীলেও এই নিষ্পত্তি স্থির-তর থাকে। হাইকোর্ট খাস আপীলে স্থির হইল যে, বাদীর কৃত তঞ্চকতামূলক বিশেষ পরিবর্ত্তন হেতু ঐ খত অসিদ্ধ গণ্য হইবেক, সুতরাং আদালতের নিষ্পত্তি ভ্রম-শূন্য। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৬১৬ ইং।

২। যে ব্যক্তির নিকট স্বীয় স্বার্থের দলিল থাকে, সে ঐ দলিল পূর্ব্বাবস্থায় রাখিতে বাধ্য এবং উহাতে কোন প্রকার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিলে উহা পণ্ড হইবেক। ঐ

৩। কোন দলিল প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত হওয়া কালে জ্ঞান মতে তঞ্চকতাক্রমে পরিবর্ত্তিত হওয়া প্রকাশ পাইলে আদালত বাদীকে ঐ দলিলের পূর্ব্বাবস্থায় মূলে ফল প্রদান করিবার আশয়ে বাদীর নালীশ কোন প্রকার সংশোধন করিতে দিবেন না। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ৬১৬ ইং।

আরজি ১, দেখ,
কবুলীয়ত ৫
প্রমাণ (দলিলী) ৭
প্রমাণের ভার ১১,১২
হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র (দত্তক গ্রহণ) ১০

তমঃস্থক।

১। যদি এক ব্যক্তি ষ্টাম্পযুক্ত সাদা কাগজে আপন নাম দস্তখত করিয়া ঐ কাগজে নিয়মিতরূপে দলিল লিখিত পড়িত করিয়া দিয়া টাকা কর্জ করিবার ভার আপন কর্ম্মচারীর প্রতি অর্পণ করে, এবং ঐ দলিলের মূলে অপর ব্যক্তি সরল ভাবে টাকা কর্জদেয়, তাহা হইলে অন্য প্রমাণাভাবে ঐ দলিল ঋণীর অভিপ্রায় মতেই হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ২৯। ৩৯ ইং।

২। ক তমঃস্থক দ্বারা টাকা কর্জ লইয়া এই অঙ্গীকার করে যে তমঃস্থকের টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সে তাহার কন্যার ও তাহার নিজের এজমালী সম্পত্তি কিংবা তাহার অপরাপর সম্পত্তি হস্তান্তর করিবেক না।

তমঃস্থক রেজেষ্টরী আপিসের ৪নং বহিতে জমা করা হয়। ক পরে তাহার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিলে বিক্রয় কবালা ১নং বহিতে জমা হয়। ঐ মহাজন ঐ তমঃস্থকের মূলে খরিদ্দার বিরুদ্ধে তাহার বন্ধকীস্বত্ব স্থাপন করার জন্য নালীশ করায় স্থির হইল যে, তমঃস্থকের লিখিত সাধারণ স্বত্ব সমূহ দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি রেহানে আবদ্ধ হইবেক না। এবং ঐ তমঃস্থক ৪নং বহিতে জমা হওয়ায় প্রতীত হয় যে পক্ষাপক্ষগণের এমন অভিপ্রায় ছিল না যে ঋণীর স্থাবর সম্পত্তি তদ্দ্বারা বন্ধকাবদ্ধ রহে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১৯৬ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ২৬৪ ৩ক ৩১৬ ইং অনুসৃত হইল ও ৫ বেঃ লঃ রিঃ ইং, প্রভেদ নির্দ্দিষ্ট হইল।

তঞ্চকতা ১, দেখ
তমাদি (১৮৭১ সনের ৯ আইন) ৩৮
তমাদি (১৮৭৭সনের ১৫আইন) ৩, ৩৬
প্রমাণ (দলিলী) ২৫
শরিক ১
ষ্টাম্প ১৬,১৭,১৯

তমাদি।

১। ভরণপোষণের পরিবর্ত্তে যে মকররি পাট্টা প্রদত্ত হয়, তাহা দাতা এবং দাতার উত্তরাধিকারীগণ কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইতে পারিলেও পাট্টাদার কর্ত্তৃক স্থায়ীরূপে বাজেয়াপ্তির দায়ের অনধীন ভাবে মকররি ভোগের দাবি সম্বন্ধ স্পষ্ট সংবাদ পাইয়াও পাট্টাদাতা কি তাহার উত্তরাধিকারী যদি সেই দাবির প্রতিকার না করে, তাহা হইলে ১২ বৎসর অতীতে বাজেয়াপ্তি করিবার অধিকার তমাদি দ্বারা বারিত হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫৮৬ ও ৭২৩ ইং।

২। অনুসন্ধানের ত্রুটিতে বা ভ্রমবশতঃ নালীশ উপস্থিত করিয়া তাহা সপ্রমাণ করিতে না পারিলে, বাদী ঐ নালীশ উপযুক্ত সময়ের মধ্যে উপস্থিত করিলে যে ফল

প্রাপ্ত হইতে পারিত,ঐ ভ্রম জানিতে পাওয়ার পরে দ্বিতীয় নালীশ উপস্থিত করিলে সে তমাদি আইন হইতে অব্যাহতি পাইয়া সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৬০৫। ৮১২ ইং।

৩। বাকি রাজস্বদায়ে নিলামকৃত সম্পত্তির দখল পাইবার উদ্দেশে নিলামক্রেতা কর্ত্তৃক যে নালীশ হয় তাহার তমাদির মেয়াদ ক্রয়ের তারিখের পূর্ব্ব হইতে গণনা করা যাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৭৫। ১০৯ ইং।

৪। ক কোন ভূমিতে খ নামক দায়িকের অধিকার স্বত্ব ও সম্পর্ক ডিক্রীজারী নিলামে ১৮৬৩ সনের অক্টোবর মাসে ক্রয় করিয়া ১৮৬৫ সনের জানুয়ারি মাসে দাঁড়ামত দখল পায় এবং সে প্রকৃত দখল না পাইয়া লোকান্তরিত হয়। প্রকৃত দখল গ্রহণে যাহারা বাধা জন্মায়, ক এর মৃত্যুর পরে তাহার নাবালক পুত্র গএর পক্ষে সেই ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে ১৮৭৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে নালীশ উপস্থিত হয়। স্থির হইল যে, ঐ নিলামের সময় অর্থাৎ ঐ নালীশ উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্ব ১২ বৎসর মধ্যে খ দখলকার হইয়া থাকিলে গ তমাদিতে বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১৬০।২১৬ ইং।

৫। ১৮৭৩ সনের ৪ঠা জুনের লিখিত প্রমিসেরি নোট বাবদ নালীশ, ওয়াদার মেয়াদ মুদ্দত তিন মাস অতীতে, ১৮৭৩ সনের ২২শে নবেম্বর রুজু হয়। কিন্তু ১৮৭৪ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে প্রতিবাদীর উপর কোন সমন বাহির হয় না। ঐ তারিখে এক তরফা মতে আদালত হইতে সমন বাহির হয়। স্থির হইল যে নালীশ তমাদিতে বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক। ৯৫। ১২৬ ইং।

৬। বাদী সাধ্যমত উচিত তদ্বির না করিয়া থাকিলে তমাদির মেয়াদ অতীতে সমন বাহির হওয়ার আদেশ হওয়া উচিত নহে। মেয়াদ অতীতে সমন বাহির হইলে প্রতিবাদী যদি অসন্তোষহয়,তাহা হইলে সে ঐ আদেশ ও সমন রহিতের প্রার্থনা করিতে পারে। ঐ

৭। ডিক্রী তমাদি হইলে তাহার জারীর প্রার্থনা কার্য্যকারী হইবেক না। ১৮৭১ সনের ৯ আইন মতে ডিক্রী তমাদি হইলে ১৮৭৭ সনের তমাদি আইনের বিধান কোন প্রকার ফলদায়ক হইবেকনা। ইঃ লঃ রি ৫ক ৬৬৫। ৮৯৪ ইং।

৮। ঋণের নালীশ উপস্থিত হওয়ার তারিখে যে তমাদি আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে ঐনালীশের তমাদির নিয়ম গণনা করিতে হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৩৪০ ইং।

৯। ঋণ সম্বন্ধীয় তমাদির নিয়ম দ্বারা মাত্র ঋণ আদায়ের সদুপায় বারিত হয়, কিন্তু ঋণ বিনষ্ট হয় না। ঐ

১০। ভূমি নদীশিখস্ত হইবার পূর্ব্বে যে ব্যক্তির দখল সাব্যস্ত হয় ঐ ভূমি নদী শিখস্ত থাকা কাল হইতে অপর ব্যক্তিকর্ত্তৃক বেদখল হওয়া পর্য্যন্ত ও সেই ব্যক্তির দখল থাকা বিবেচনা করিতে হইবে। এবং এই অবস্থায় বেদখলকারের ইহা প্রমাণ করা কর্ত্তব্য যে তমাদি আইন অনুসারে পূর্ব্বদখলকারের স্বত্ব নষ্ট হইয়া তাহার অধিকার জন্মিয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭২৫ ইং। ৮মুর

ইঃ আঃ ১৯৯ এবং ৭ক লঃ রিঃ ৩৬৪, প্রভেদ প্রদর্শিত হইল।

১১। যে ভূমি পুনঃ২ শিথস্ত হয়, তাহার মালিক আপন স্বত্ব রক্ষার্থ ইচ্ছুক হইলে তাহার এই কর্ত্তব্য যে পয়স্ত ভূমিতে অপরের বিরুদ্ধ দখলের সময় হইতে ১২ বৎসর মধ্যে সে নালীশ উপস্থিত করে। ঐ ভূমি দখল যোগ্য কি উহা আবার শিথস্ত হইয়া জলগর্ভে আছে তাহার আলোচনার অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ

স্বত্বনির্দ্দেশসূচক ডিক্রী ৪

তমাদি (১৮৫৯ সনের ১৪ আইন)

১। ১৮৫৯ সনের ১৪ আইন পঞ্জাবে প্রচলিত হওয়ায় তারিখের পূর্ব্বে ১৮৬৬ সালের ৫ই অক্টোবর তারিখে দিল্লীর ডিপুটী কমিসনর কোর্টে এক ডিক্রী হয়। সেই ডিক্রী জারী করার জন্য ১৮৬৯ সনের ২২শে অক্টোবর এক দরখাস্ত হয়, এবং উহা কালাতিপাতে বারিত বলিয়া অগ্রাহ্য হয়। ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল না হইয়া পরে ১৮৭১ সনের ৫ই মে তারিখে ঐ ডিক্রী জারীর জন্য আর এক দরখাস্ত হওয়ায়, তাহাও পূর্ব্বোক্ত হেতুতে অগ্রাহ্য হয়। অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তি রদ হইয়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে ১৮৫৯ সনের ১৪ আইনের ২১ ধারা মতে ঐ ডিক্রীজারী বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ৩৩। ৪৭ ইং।

২। ১৮৫৯ সনের ১৪ আইনের ২১ ধারার লিখিত "এই আইন জারী হইবার সময়ে যে ডিক্রী বলবৎ থাকে তৎপ্রতি এতৎপূর্ব্ব ধারার কোন কথা খাটিবেনা" এই বিধানের সঙ্গত ব্যাখ্যা। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ৩৩। ৪৭ ইং।

৩। বাদী স্বীয় ভ্রাতা ককে যে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল এবং পরে আরো যে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার কথা ছিল, সেই বাবদ ১৮৪২ সনে ক তাহার পৈতৃক ইষ্টেটের নিজাংশের এক বন্ধকীপত্র বাদীর বরাবরে লিখিয়া দেয়। তৎকালে বাদী পৈতৃক ইষ্টেটের অধ্যক্ষ এবং কর্ত্তা স্বরূপ পারিবারিক সম্পত্তির দখলকার ছিল। ঐ কর্জ্জা টাকা উসুল মাত্র পরিশোধ হইবার সর্ত্ত ঐ বন্ধকী পত্রে

ব্যক্ত ছিল। ১৮৪৭ সালে পরিবারিক সম্পত্তি আপোষে বিভাগের প্রস্তাব হওয়ায় এই বন্দোবস্ত হয় যে বাদীর প্রাপ্য টাকার পরিশোধে বাদী কএর কতক অংশ পাইবেক, কিন্তু এই বন্দোবস্ত অনুসারে কোন কার্য্য হয় না। বাদী স্বীকৃত রূপেই ১৮৪১ সালে পারিবারিক সম্পত্তির দখলকার ছিল। সে বয়সিদ্ধির জন্য কএর স্থলাভিষিক্ত কন্যার বিরুদ্ধে ১৮৭৬ সালে নালীশ উপস্থিত করিয়া বলে যে ঐ বন্ধকের দেনার বাবদে কোন টাকা কখন ও পরিশোধ হয় নাই, অথবা ১৮৭৬ সালের পূর্ব্বে তাহার কোন দাবি করা হয় নাই। প্রতিবাদিনী তর্ক করে যে নালীশ তমাদি দ্বারা বারিত। স্থির হইল যে, ১৮৪৭ সালে পারিবারিক সম্পত্তি বিভাগের সময় দাবি হইয়াছিল, সুতরাং নালীশের হেতু জন্মিবার দ্বাদশ বৎসরাধিক কাল পরে নালীশ হওয়ায় উহা ১৮৫৯ সালের ১৪ আইন মতে বারিত। ঐ আইন মতে প্রতিকারের উপায় মাত্র বারিত এমত নহে, তদ্দারা স্বত্ব ও বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব ১৮৭১ সালের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৪৯ প্রকরণ প্রদত্ত বর্দ্ধিত মেয়াদ দ্বারা বাদী কোন উপকার পাইতে পারে না। এই নালীশে বন্ধকী পত্রের একরার মতে দাবি আবশ্যক ছিল। ইং লঃ রিঃ ৪কঃ ২১১। ২৮৩ ইং।

৪। কোন রেজেষ্টরীকৃত রেহানি তমঃসুকে এই বিশেষ একরার ছিল যে, টাকা পরিশোধের নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে প্রতিভূ স্বরূপ আবদ্ধীয় সম্পত্তি ডিক্রীজারী নিলামে বিক্রীত হইলে, উত্তমর্ণ তৎক্ষণাৎ ঐ ঋণ আদায়ের জন্য নালীশ করিতে পারিবেক। উত্তমর্ণ ঐ একরারের মূলে নালীশ করিলে ঐ নালীশ ১৮৫৯ সনের ১৪ আইনের ১ ধারার ১২ প্রকরণের মর্ম্মানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্তির নালীশস্বরূপ গণ্য হইবেক, সুতরাং ঐ নালীশ ঐ ধারার ১০ এবং ১৬ প্রকরণান্তর্গত তমাদির নিয়মাধীন না হইয়া ১২ প্রকরণান্তর্গত তমাদির ১২ বৎসরের নিয়মাধীন। নিলামের তারিখ হইতে নালীশ চলিলেও সেই তারিখ হইতে তমাদির সময় না চলিয়া, তমঃসুকের লিখিত ঋণ পরিশোধের নির্দ্দিষ্ট তারিখ হইতে চলিবেক। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১১৮। ১৬৩ ইং। প্রিঃ কোঃ।

৫। ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ২৪৬ ধারাতে তমাদির এক বৎসর মেয়াদের যে বিধান আছে, ঐ সনের ১৪ আইনের ১১। ১২ ধারার বিধান মতে, নাবালগ সম্বন্ধে তাহার রূপান্তর হয়। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১৬১। ২২৬ ইং।

৬। ১৮৫৯ সনের ১৪ আইনের ১১ এবং ১২ ধারার ফল অপ্রাপ্ত বয়োজনিত অক্ষমতার নিবৃত্তি সময়েই কেবল খাটে এমত নহে, ঐ অক্ষমতা থাকিবার সময়েও উহা খাটে। সুতরাং নাবালগ অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকা কালীন আপন অভিভাবক দ্বারা নালীশ উপস্থিত করিতে সক্ষম। ঐ

৭। প্রতিবাদী ১৮৬৯ সনের ৫ই আগষ্ট তলব মাত্র টাকা পরিশোধের সর্ত্তে এক প্রমিসরি নোট বাদীকে লিখিয়া দেয়। পরে সুদ কি আসল কিছুই আদায় না হওয়ায় ১৮৭৫ সনের নবেম্বর মাসে বাদী প্রথম

টাকা চাহে। স্থির হইল যে নালীশের কারণ নোটের তারিখেই জন্মে, অতএব ঐ নালীশ ১৮৫৯ সনের ১৪ আইন মতে তমাদিতে বারিত। ১৮৭১ সনের ৯ আইনের বিধান ঐ নালীশে খাটিবে না। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২৪২। ৩২৮ ইং।

৮। ডিক্রীজারীর দরখাস্ত মূল মোকদ্দমার অঙ্গীয় দরখাস্ত স্বরূপ গণ্য করিতে হইবে। ১৮৭১ সনের ৯ আইনের ১ ধারা দৃষ্টে প্রতীত হয় যে ঐ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের বিধান ১৮৭৩ সনের ১লা এপ্রিলের পূর্ব্বানুষ্ঠিত মোকদ্দমার ডিক্রীজারী দরখাস্ত সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। ১৮৫৯ সনের ১৪ আইনের ২০ ধারানুযায়ী কার্য্য প্রণালীর (procooding) তারিখ হইতে তিন বৎসর মধ্যে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত হইলে তাহা ঐ ধারা মতে বারিত হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৫১ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৯। ডিক্রীজারীর দরখাস্ত তমাদিতে বারিত হওয়া স্বত্বেও আদালত নিয়মিত রূপে জারীর আদেশ করিয়া থাকিলে, ঐ রূপ অবৈধ আদেশ রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহা বৈধ গণ্য করিতে হইবেক। ঐ

তমাদি (১৮৭১ সনের ৯ আইন) ৪০, দেখ

তমাদি (১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইন)

১। বাদীর পূর্ব্ব পুরুষগণ ১৮৬১ সালে গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন ভূ সম্পত্তি প্রতিবাদী গণের হস্তগত এক পাট্টার অধীনে ক্রয় করে। ঐ পাট্টার মেয়াদ তৎকালে অতীত হইয়াছিল না। ১৮৬৬ সালে ঐ পাট্টার মেয়াদ অতীত হয়। এবং বাদী ঐ সম্পত্তির দখল লওয়ার চেষ্টা পায়। প্রতিবাদী গণ তাহাকে বাধা জন্মাইলে বাদী ১৮৭৪ সালে দখলের দাবিতে নালীশকরায় প্রকি, বাদীগণ কতিপয় চকদারি জোত দর্শায়, এবং আদালত প্রতিবাদী গণের ঐ স্বত্ব বলবৎ ও বাদীর নালীশ তমাদি দ্বারা বারিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তৎপর ১৮৬৬ সন হইতে ১৮৭২ সন পর্য্যন্ত বাকি করের দাবিতে বাদী ১৮৭৬ সালে প্রতিবাদী গণ বিরুদ্ধে নালীশ উপস্থিত করে। স্থির হইল যে, দাবিকৃত শেষ কর ১৮৭২ সালে প্রাপ্য হওয়ায় বাদীর দাবি ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ২৯ ধারা মতে বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ৬০৫। ৮১৭ ইং।

২। ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইন অনুযায়ী করের মোকদ্দমা ঐ আইনের ২৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট তিন বৎসর মেয়াদ মধ্যে আনিতে হইবে। ঐ মেয়াদের শেষ দিন ছুটির দিন হওয়ায় তাহার পর দিবস ঐ প্রকার নালীশ উপস্থিত। হয় স্থির হইল যে, তমাদির সাধারণ আইনে যেরূপ বিধান আছে তদ্দ্বারা ঐ ধারার বিধানের ব্যত্যয় হয় না, সুতরাং নালীশ তমাদিতে বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৩৭। ৫০ ইং।

তমাদি (১৮৭৭ সনের ১৫ আইন) ১১ দেখ।

৩। হাইকোর্টের পূর্ব্ব নিষ্পত্তি সমূহ অনুসরণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে, ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ২৯ ধারায় বর্ণিত তমাদির মেয়াদ ইংরেজি পঞ্জিকানুসারে গণনা করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৩৩৭। ৪৯৭ ইং।

৪। পাট্টাদার পাট্টার নিয়মানুযায়ী (পাট্টা দেওয়া কালীন কর্ষণোপযোগী ছিলনা এমত কতক ভূমির) কর, পূর্ব্ব বর্ষের দেয় হার মতে প্রাপ্য সম্পূর্ণ কর বলিয়া কালেক্টরিতে আমানত করে। পাট্টাদাতা আমানতের নোটিস প্রাপ্ত হওয়ার এক বৎসর পরে ঐ নূতন আবাদী ভূমির বাবদ প্রাপ্য সম্পূর্ণ করের দাবিতে নালীশ উপস্থিত করায়, স্থির হইল যে ঐ আদালতের নোটিস পাট্টা দাতার উপরে জারী হওয়ার সময় হইতে ৬ মাসের অধিক কাল পরে মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ায়, উহা ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৩১ ধারা মতে বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৫২৪। ৭১৪ ইং।

৫। এক পত্তনিদার তাহার স্বত্ব ক ও খকে অর্পণ করায় কও খ পত্তনিদারের মৃত্যুর পরে আপনাদের নামে তালুক রেজেষ্টরী করার জন্য কালেক্টরিতে দরখাস্ত করে জমিদার ঐ রেজেষ্টরীর প্রতিএই হেতুতে আপত্তি করে যে ঐ পত্তনিপাট্টা কেবল খ এর জীবন পর্য্যন্ত ফলদায়ক ছিল, জমিদারের আপত্তি অগ্রাহ্য হওয়ায় সে কও-খ কে উচ্ছেদ করণার্থ নালীশ করে এবং ১৮৭৪সনে জমিদারের প্রতিকূলে ঐ নালীশ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। ঐ মোকদ্দমা চলিবার কালে জমিদার - পত্তনিদারগণকে অনধিকার প্রবেশক জ্ঞানে ভূমির ব্যবহার ও দখলের মূলে ১৮৬৮ সনের করের দাবিতে নালীশ করায় ঐ নালীশ পাট্টার মূলে হয় নাই বলিয়া ডিস্‌মিস হয়। ১৮৭৫ সনে বাদী ঐ পাট্টার মূলে ১৮৬৮ সনের করের দাবিতে বর্ত্তমান নালীশ উপস্থিত করে। স্থির হইল যে এই মোকদ্দমা পূর্ব্বে নিষ্পন্ন না হইলেও ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ২৯ ধারা মতে বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪। ৬ ইং।

৬। ১৮৭৩ সনের ৩১ শে জানুয়ারি তারিখে এক বাকি করের ডিক্রী হইলে ১৮৭৫ সনের ৫ই জুলাই ঐ ডিক্রীজারীর দরখাস্ত মতে ঋণীদিগকে ধৃত করার পরোয়ানা বাহির হয়, কিন্তু পরোয়ানা জারী হয় না। স্থির হইল যে ঐ ডিক্রীজারীর জন্য পরে ১৮৭৬ সনের ১৭ই মার্চ্চ তারিখে যে দরখাস্ত হয় তাহা বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪০১। ৫৪৭ ইং।

৭। করের ডিক্রী জারী করিবার প্রথম দরখাস্ত হইতে তিন বৎসর মধ্যে ডিক্রীদার ক ঋণী খএর সম্পত্তি বলিয়া কতক ভূমি নিলামের জন্য দ্বিতীয় দরখাস্ত করে। তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তিগণ মোজাহেম হইয়া আপনাদের দাবি সংস্থাপন করে। তৎপর ক জাবেদা নালীশ করিয়া বিরোধীয় ভূমিতে খএর স্বত্ব সাব্যস্ত পূর্ব্বক এক ডিক্রী লাভ করে। ঐ ডিক্রীর তারিখ হইতে এক বৎসর মধ্যে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ডিক্রীজারীর প্রথম দরখাস্ত হইতে তিন বৎসরের অধিক কাল পরে,খএর 'অন্যভূমি' ক্রোক করিবার অভিপ্রায়ে ক তৃতীয় দরখাস্ত করে। স্থির হইল যে, এই শেষ দরখাস্ত তমাদি দ্বারা বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫২৯। ৭১৬ ইং।

৮। ক নির্দ্দিষ্ট সনের কর বৃদ্ধির জন্য নালীশ করে। সেই নালীশ ডিস্‌মিস হইলে সে ঐ সনের বাকি করের দাবিতে নালীশ করে। স্থির হইল যে ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয়

৮ আইনের ২৯ ধারায় বাকি করের নালীশের যে মেয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে, এই নালীশ সেই মেয়াদের অন্তর্গত করণার্থ বাকি কর প্রথম প্রাপ্য হওয়ার সময় হইতে যে কাল অতীত হইয়াছে তাহা হইতে কর বৃদ্ধির মোকদ্দমার সময় বাদদিতে বাদী স্বত্ববান নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫৮৪। ৭১৯ ইং।

৯। ১৮৬৯ সনের ৮আইনের ৩০ধারার বিধান মতে তহসিলী গোমস্তার বিরুদ্ধে নিকাশ আমলে প্রাপ্য টাকার নালীশ গোমস্তার কার্য্য ত্যাগের তারিখ হইতে এক বৎসর মধ্যে আনিতে হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৮৯ইং।

১০। ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৫৮ ধারায় "ঐ নিষ্পত্তির তারিখ হইতে" এই শব্দ সমূহে "ঐ নিষ্পত্তিমতে কর আদায়ের তারিখ হইতে" বুঝিতে হইবেক। ইঃ লঃ রি ৭ক ১২৭ ইং। বিঃ প্রিন্সেপ অসম্মত।

১১। ভূমি দখলের নালীশে প্রকাশ পায় যে ১২৭১ (১৮৬৫ ইং) সনে প্রতিবাদীগণ বিরোধীয় ভূমির দরপত্তনি গ্রহণে বাদীকে পরক্ষণেই বেদখল করে, এবং তাহাকে কদাপি তাহাদিগের প্রজা বলিয়া স্বীকার করে না। বাদী বেদখলের তারিখ হইতে ১২ বৎসর মধ্যে তাহার নালীশ উপস্থিত করে। স্থির হইল যে, ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ২৭ ধারা মতে নালীশ বারিত নহে। প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধ থাকিলেই কেবল ঐ ধারা প্রযোজ্য এবং প্রতিবাদী ঐ সম্বন্ধ থাকা স্বীকার না করিলে তদ্দ্বারা কোন বাধা জন্মিবে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৪৪২ ইং।

১২। বাদী স্বত্বের বিচার প্রার্থনা না করিয়া বেআইনী রকমে উচ্ছেদিত হইয়াছে হেতুবাদে ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইন মতে দখলের প্রার্থনা করিলে ঐ নালীশে ঐ আইনের ২৭ ধারা নির্দ্দিষ্ট তমাদির নিয়ম প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৩৬৫ইং।

১৩। বিশেষ একরার না থাকিলে ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ২৯ ধারা মতে যে বৎসরের করেরবাবদ নালীশ হইয়াছে তাহার পর বৎসরের শেষ দিবস হইতে সময় গণনা করিয়া তমাদির সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ৫৩২। ৭১৭ ইং।

১৪। যে বৎসরের বাকি করের দাবিতে নালীশ হইয়াছে সেই বৎসরের শেষ তারিখ হইতে তিন বৎসর গণনা করিয়া তমাদির মেয়াদ নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ৩২৫ইং। পূঃ অঃ।

১৫। ১৮৭৬ সনের ৩০শে জুন বাকি করের এক ডিক্রী হয়। ঐ ডিক্রীর পরিমাণ মর খরচ পাঁচ শত টাকার ন্যূন ছিল। ১৮৭৭ সনের ডিসেম্বর মাসে ডিক্রী জারী-হইলে দায়িক তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করায় তাহার আপত্তি গ্রাহ্য হয় ও ১৮৭৮ সনের মার্চ্চ মাসে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত খারিজ হয়, এবং সম্পত্তি ক্রোক হইতে মুক্তহয়। ডিক্রীদার আপীল করিয়া আপীল আদালতে এবং হাইকোর্টে অকৃতকার্য্য হয়। ১৮৭৯ সনের ২৬ শে ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টের নিষ্পত্তি হয়। ডিক্রীজারী কার্য্যে ডিক্রীদার যেসমস্ত খরচ ডিক্রী পায় উহা

পূর্ব্ব ডিক্রীতে যোগকরিলে পাঁচশত টাকার অধিক পরিমাণ হয়। স্থির হইল যে ডিক্রীজারীর খরচ পূর্ব্ব ডিক্রীতে যোগ করা যাইতে পারে না। সুতরাং ঐ ডিক্রী ৫০০৲ টাকার ন্যূন হওয়ায় তৎসম্বন্ধে ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৫৮ধারা প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৬ ক ৫১৪ ইং।

১৬। আরো স্থির হইল যে, ১৮৭৮ সনের মার্চ্চমাসে ক্রোক রহিত হওয়ায় ঐ ডিক্রী তমাদিতে বারিত। ঐ

১৭। ভূম্যধিকারী প্রজাকে অন্যায়রূপে জোতস্বত্ব হইতে বেদখল করিলে প্রজাকর্ত্তৃক জোত দখলের নালীশ ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ২৭ধারামতে বেদখলের তারিখ হইতে এক বৎসর মধ্যে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৮৩। ২৪৬ ইং।

১৮। তহসিলি গোমস্তা বা নায়েব নামে নিকাশের দাবিতে নালীশ বরখাস্তের সময় হইতে এক বৎসর মধ্যে উপস্থিত না হইলে ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৩০ ধারামতে তমাদিতে বারিত হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৫ কঃ ২২৪। ৩০৩ ইং।

১৯। পূর্ব্বোক্ত এক বৎসর মেয়াদ অতীতে ঐ নায়েব বা গোমস্তার লিখিত ও দস্তখতি যে স্বীকারপত্র হয় তন্মূলে নালীশ উপস্থিত হইতে পারে না। ১৮৭৭ সনের তমাদি আইনের ১৯ ধারায় এইরূপ বিধান নাই যে তমাদির মেয়াদ অতীতে স্বীকারপত্র লিখিত পড়িত হইলে তদ্বারা তমাদি রক্ষিত হইবেক। ঐ

২০। ভূম্যধিকারী স্বয়ং প্রজার চাষ কার্য্যের ব্যাঘাত না করিয়া অন্য লোক দ্বারা তাহা করিলে ১৮৬৯ সনের ৮ আইনের ২৭ ধারামতে বিশেষ তমাদির আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারে না। কারণ সে ইচ্ছা করিলে পরে ঐ লোকের কার্য্য আপন বলিয়া অস্বীকার করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৩৫। ৩১৭ ইং।

উচ্ছেদ ৫, দেখ

তমাদি (১৮৭১ সনের ৯ আইন) ৮

তমাদি (১৮৭৭ সনের ১৫ আইন) ১১, ৪০, ৪১,

তমাদি (১৮৭১ সনের ৯ আইন)

১। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন স্বত্ব প্রবল করিবার চেষ্টা করা হয় তৎকর্ত্তৃক শঠতাচরণ হইলে মাত্র সেই স্থলে সম্ভবতঃ ১৮৭১ সনের ৯ আইনের ১৯ ধারা প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১। ১ ইং।

২। প্রশ্ন—বাদীগণের নালীশ সপ্রমাণ হইলে, ১৮৪৫ সনের ১ আইনের ২৯ ধারা দ্বারা তাহাদের দাবি তমাদি আইনের ফল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে কি না। ঐ।

৩। উইল দ্বারা উইলকর্ত্তার যে অস্থাবর সম্পত্তি বিলি হয় তাহার অবশিষ্ট (residual) অংশের জন্য নালীশে ১৮৭১ সনের ৯ আইনের ১২২ প্রকরণ প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৩৪। ৫৫ ইং।

৪। ১৮৭১ সনের ৯ আইনের ২০ এবং ২১ ধারার 'ঋণ' শব্দ কেবল এমত দায় সম্বন্ধে প্রযোজ্য যাহার জন্য নালীশ হইতে পারে। ডিক্রী প্রাপ্ত দায় সম্বন্ধে ঐ শব্দ প্রযোজ্য নহে। অতএব ডিক্রীজারীতে

দায়িক (judgment-debtor) আপন দেনার কিয়দংশ পরিশোধ করিয়াছে বিধায় ঐ দরখাস্তের তারিখ হইতে নূতন তমাদির মেয়াদ গণ্য হইবে না। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৩৩৮। ৪৬৮ ইং।

৫। কেহ কোন নূতন আবিষ্কার করিয়া ঐ আবিষ্কৃত বস্তু সম্বন্ধে যে বিশেষ স্বত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই স্বত্বের উল্লঙ্ঘন ক্রমে অন্যের প্রাপ্ত লভ্যের হিসাব লওয়ার জন্য নালীশ হইলে, ঐ হিসাব লওয়া খেসারতের পরিমাণ নির্ণয়ের একমাত্র প্রণালী। সেই নালীশের তমাদির মেয়াদ ক্ষতিপূরণের জন্য নালীশের তমাদির মেয়াদের তুল্য, অর্থাৎ ১৮৭১ সালের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১১ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট এক বৎসর। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১২। ১৭ ইং।

৬। কোন হিন্দু অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া সেই সম্পত্তির অংশ পাওয়ার স্বত্ব স্থাপণার্থ ১৮৭৭ সালের ১লা অক্টোবরের পূর্ব্বে যে নালীশ উপস্থিত করে তাহার তমাদির মেয়াদ ১৮৭১ সালের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৪৩ প্রকরণ মতে গণিত হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৬৯। ২২৮ ইং।

৭। কোন কোম্পানির কতক অংশ এই সর্ত্তে ককে অর্পিত হয়, যে তন্মধ্যে ১২০ অংশের মূল্য ককে প্রদত্ত হইলে ঐ ১২০ অংশ সে বাদীগণকে অর্পণ করিয়া তাহাদের নাম কোম্পানির বহিতে রেজেষ্টরী করিয়া দিবে। ১৮৬২ সালে বাদীগণ ঐ সকল অংশের মূল্য ককে দেয় ও ক তাহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত ঐ অংশের ডিবিডেন্ট (লাভ) পায়। ক এর মৃত্যুর পরে তাহার একজিকিউটার নিকট বাদীগণ ঐ সকল অংশ দাবি করায়, সে তাহা দিতে অসম্মত হইলে বাদীগণ ঐ অংশ তাহাদিগকে অর্পণ করিতে ও রেজেষ্টরী করাইয়া দিতে প্রতিবাদীকে বাধ্য করণার্থ নালীশ করে। স্থির হইল যে, ক এবং বাদীগণ মধ্যে যে বন্দোবস্ত হয় তাহা তমাদি বিষয়ক আইনের ১০ ধারার মর্ম্মানুযায়ী 'কোন বিশেষ কার্য্যার্থ ন্যাসের' চুক্তি স্বরূপ গণ্য করিতে হইবে। এস্থলে ১৮৭১ সালের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১১৩ প্রকরণের নিয়ম প্রযোজ্য, অতএব নালীশ বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২৩১। ৩২৩ ইং।

৮। হাওলা স্বত্ব সাব্যস্ত পূর্ব্বক ওয়াশীলাৎ সমেত ভূমি দখলের দাবিতে বেদখলকারী তালুকদার ও প্রজাগণ বিরুদ্ধে নালীশ উপস্থিত হইলে ঐ নালীশ ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ২৭ ধারার মর্ম্মানুযায়ী জমি দখল পাওয়ার নালীশ নহে, সুতরাং ঐধারার তমাদির বিধান ঐ নালীশে খাটে না। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২৪০। ৩২৫ ইং।

৯। জলকর, ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৪৫ প্রকরণের মর্ম্মানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তিতে সম্পর্ক বুঝায়, ঐ আইনের ২৭ ধারার অন্তর্গত ইজমেন্ট বা ভোগজনিতস্বত্ব বুঝায় না। প্রতিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে মৎস্য ধরিবার স্বত্ব ১২ বৎসরের অধিক কালাবধি পরিচালন করায়, জলে মৎস্য ধরিতে বাদীর একাধিপত্য নির্দ্দেশার্থ নালীশ তমাদি দ্বারা বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২০৪। ২৭৬ ইং।

১০। এজমালী ডিক্রীর ঋণের দায়ে ডিক্রীজারীতে বাদীর সম্পত্তি নিলাম হওয়ায় প্রতিবাদীগণের নিকট ঐ ঋণের অংশ পাওয়ার জন্য বাদীর নালীশে ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১০১ প্রকরণ নির্দ্দিষ্ট কি ১২০ প্রকরণ নির্দ্দিষ্ট তমাদির নিয়ম প্রযোজ্য, এতৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩৯১। ৫২৯ ইং।

১১। বাদীর সম্পত্তি ডিক্রীজারীতে নিলাম হওয়ার আদেশ হয়। বাদী উপস্থিত হইয়া ঐ সম্পত্তি মুক্ত করণার্থ আদালতে প্রার্থনা করে। ১৮৫৯ সনের ৮আইনের ২৪৬ ধারামতে আদালত তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করতঃ ঐ সম্পত্তি নিলাম হওয়ার আদেশ করেন। স্থির হইল যে বাদীর স্বত্ব সংস্থাপনের জন্য নালীশ, ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৫ প্রকরণান্তর্গত সরাসরি হুকুমরদের নালীশ নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৪৮। ৬১০ ইং।

১২। প্রতিবাদী অন্যায় ডিক্রীর মূলে দখল পাইলে আপীলে ঐ ডিক্রী রদ হওয়ায় প্রতিবাদী দখলকার থাকা কালে যে ফসল লইয়া যায়, তন্মূল্যের দাবিতে বাদী নালীশ করে। স্থির হইল যে এই নালীশ ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১০৯ প্রকরণান্তর্গত মোকদ্দমা বটে, ঐ আইনের উক্ত তপসিলের ৪৯ প্রকরণের মর্ম্মানুযায়ী মোকদ্দমা নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৫৯। ৬২৫ ইং।

১৩। বাদিনী আপন স্বামীর দায়াধিকারিণী সূত্রে কোন তালুকের অংশের দাবিতে ও দুইটি বিগ্রহের নিয়ত একাকিনী, ও অপরটির পালাসূত্রে বৎসরের ষষ্ঠাংশ কাল, সেবা করিবার স্বত্ব স্থাপনার্থ এই বলিয়া ১৮৭৫ সালে নালীশ উপস্থিত করে যে সে ১৮৬৬সালে প্রতিবাদীগণ কর্ত্তৃক উহার দখল ও ভোগ হইতে উচ্ছেদিত হইয়াছে। স্থির হইল যে, দ্বিতীয় বিগ্রহের সেবা সম্বন্ধে বাদিনীর দাবি ১৮৭১ সালের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৩১ প্রকরণান্তর্গত এবং তমাদি দ্বারা বারিত নহে। প্রথম বিগ্রহের সেবা সম্বন্ধে বাদিনীর দাবি ঐ আইনের উক্ত তপসিলের ১১৮ প্রকরণান্তর্গত, সুতরাং উহা ছয় বৎসর মধ্যে উপস্থিত না হওয়ায় তমাদি দ্বারা বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ৫০১। ৬৮৩ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৮ কঃ ৮০৭ ইং।

১৪। কোন দলিল প্রচার, রেজেষ্টরী কিংবা প্রবল করিবার উদ্যোগ করা হইলে, উহা কৃত্রিম বলিয়া ব্যক্ত করাইবার জন্য নালীশ, ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ৯৩ প্রকরণ মতে, উহা প্রচার রেজেষ্টরী অথবা প্রবল করিবার উদ্যোগের (যাহা সর্ব্ব প্রথম হয় তাহার) তারিখ হইতে ৩ বৎসরের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১৫৫। ২০৯ ইং।

১৫। যে স্থলে দেনার সুদ কি আসলের কোন অংশ পরিশোধিত হইয়া থাকে কেবল সে স্থলে ১৮৭১ সালের ৯ আইনের ১৪৯ প্রকরণ খাটে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ২১১। ২৮৩ ইং।

১৬। ডিক্রীজারীর শেষ দরখাস্ত দাখিল হইলে আদালত এই বিষয় বিচার করিতে

সক্ষম যে ঐ ডিক্রীজারীর পূর্ব্ব দরখাস্ত দাখিলের তারিখে ঐ ডিক্রী তমাদি দ্বারা বারিত হইয়াছিল কি না, এবং দায়িকের উপর ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২১৬ ধারা মতে নোটিস জারী হইয়া থাকিলেও ঐ বিষয়ে বিচার করিতে আদালতের ক্ষমতা আছে। ইঃ লঃ রি ৩ক ৩৮১। ৫১৮ ইং।

১৭। ক ১৮৭১ সালের ২৯ শে জুন তারিখে শরিক খএর বিরুদ্ধে বিভাগের ডিক্রী পায় এবং ১৮৭৬ সালের ২৮ শে নবেম্বর তারিখে ঐ ডিক্রীজারীর কার্য্য নম্বর থাকিতে করাইবার জন্য দরখাস্ত করে। ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয় এবং খএর ব্যয়ে ঐ বিভাগ সমাধা হওয়ার হুকুম হয়। স্থির হইল যে ডিক্রীজারীর কার্য্য যে কোন শরিক কর্ত্তৃকই হউক তাহা উভয় শরিকের পক্ষে হওয়ায় তমাদি ঘটে নাই। ইঃ লঃ রি ৩ক ৪০৫। ৫৫১ ইং।

১৮। ক নামক এক ব্যক্তি খ ও গএর বিরুদ্ধে ওয়াশীলাতের ডিক্রীপ্রাপ্ত হইয়া ঐ ডিক্রী ঘএর নিকট বিক্রয় করে। ঘ তৎপরে কএর সম্পত্তির বিরুদ্ধে ঐ ডিক্রীজারী করায়, সেই ডিক্রীজারী নিলামে ঐ সম্পত্তি বিক্রীত হয়, এবং চ ঐ সম্পত্তি ক্রয় করে। কিন্তু ঘ প্রকৃত ক্রেতা নহে বলিয়া যে নালীশ হয় তাহাতে আদালত নির্দ্দেশ করেন যে, ঘ বাস্তবিক কএর সহ ঋণী দ্বয়ের জন্যই বেনামিতে ক্রয় করে, সুতরাং ক এর সম্পত্তির বিরুদ্ধে ঐ ডিক্রী জারী করিতে ঘ এর অধিকার ছিল না। ক ঐ সম্পত্তি পাওয়ার জন্য চ এর বিরুদ্ধে ১৮৭৪ সনে নালীশ উপস্থিত করায় স্থির হইল যে, কএর সহ ঋণীগণ কর্ত্তৃক ঐ ডিক্রী ক্রীত হওয়ায় কোন অংশে ঐ ডিক্রীর ব্যতিক্রম হয় নাই। ঐ নিলাম বাতিল নহে, বাতিল হইবার যোগ্য মাত্র এবং উহা কএর উপর প্রবল ছিল, সুতরাং ১৮৭১ সালের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৪ প্রকরণের মর্ম্ম মতে এই নালীশ ডিক্রীজারী নিলাম রদের নালীশ স্বরূপ গণ্য হইবে এবং ইহা ঐ নিলামের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে উপস্থিত না হওয়ায় বারিত হইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ২ ক ৭১। ৯৮ ইং।

১৯। যেস্থলে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩০৮ধারা মতে পাপর স্বরূপে নালীশ করিবার অনুমতি পাওয়ার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়, এবং ঐ দরখাস্ত মোকদ্দমা স্বরূপে নম্বরযুক্ত ও রেজিষ্টরীভুক্ত হয়, কেবল সেই স্থলেই তমাদি আইনের ৪ ধারা খাটে না। পাপরের দরখাস্ত উঠাইয়া লইয়া পরে মেয়াদান্তে যে তারিখে সাধারণ প্রণালীতে ষ্টাম্প দাখিল পূর্ব্বক মোকদ্দমা বিচারের প্রার্থনা উপস্থিত হয়, সেই তারিখেই আরজি দাখিল হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২৮০। ৩৮৯ ইং।

২০। প্রতারণা ও যোগ সাজসদ্বারা যে টাকা লওয়া হয় তাহা ফেরত পাওয়ার দাবিতে নালীশ, বাদীর কার্য্যে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক গৃহীত টাকার জন্য নালীশ গণ্য হইবে, সুতরাং যে তারিখে টাকা লওয়া হয় তদবধি ৩বৎসর মধ্যে ঐ নালীশ উপস্থিত না হইলে ১৮৭১ সালে ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের

৬০ প্রকরণ মতে বারিত হয়। ইঃ লঃ রিঃ ২ ক ২৮৪। ৩৯৩ ইং।

২১। ১৮৭১ সালের ২১শে জুন তারিখে ডিক্রী হইলে ১০ই জুলাই তারিখে ডিক্রী জারীর দরখাস্ত করা হয়। ২ রা অক্টোবর তারিখে ঐ ডিক্রীজারীতে ক্রোকী সম্পত্তি নিলাম হয় এবং ডিক্রীদার নিলামী মূল্য পাইলে ১৮৭২ সালের ২৮ জুলাই তারিখে ডিক্রীজারীর নম্বর খারিজ হয়। ১৮৭৩ সালের ১৪ই মে তারিখে ঐ নিলাম রদ হইবার আদেশ হয়। তদনন্তর ১৮৭৪ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে পুনর্ব্বার ডিক্রী জারীর প্রার্থনা করা হয়। স্থির হইল যে শেষ দরখাস্ত প্রথম দরখাস্তের অঙ্গীয় দরখাস্ত মাত্র, সুতরাং ডিক্রীজারী তমাদির আইন মতে বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৩০৬। ৪১৫ ইং।

২২। তমাদি বিষয়ক ১৮৭১ সালের ৯ আইনের ১০ ধারার ব্যাখ্যা। ট্রাষ্টীর বিরুদ্ধে নালীশের মেয়াদ। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৩৩৬। ৪৫৫ ইং।

২৩। ক একস্ত্রী খ ও এক নাবালক পুত্র বর্ত্তমানে ১৮৪৪ সালে লোকান্তরিত হয়। ১৮৪৭ সালে খ প্রতিবাদীর বরাবরে এক মৌরুসী পাট্টা লিখিয়া দেয়। নিজ স্বত্বে কি নাবালগ পুত্রের অভিভাবক সূত্রে ঐ পাট্টা সম্পাদিত হয় তাহা পাট্টায় প্রকাশ নাই। গ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ক লোকান্তরিত হওয়ায় খ ১৮৫৮ সালে স্বামীর অনুমতিপত্র মতে দত্তক গ্রহণ করে। ১৮৬১ সালে খএর মৃত্যু হয়। খ যে হস্তান্তর করে তাহা রদ করণার্থ বাদী ১৮৭৫ সালে নালীশ উপস্থিত করে। স্থির হইল যে গএর অভিভাবিকা স্বরূপে খ হস্তান্তর করিয়া থাকিলে, এই নালীশ বারিত নহে, কারণ ইহা বাদীর বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার তিন বৎসর মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে; এবং খ নিজ স্বত্বে ঐ হস্তান্তর করিয়া থাকিলেও নালীশ বারিত নহে, কারণ নালীশের হেতু খএর মৃত্যুর পরে জন্মে, ও বাদী তৎকালে নাবালগ ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৩৮৬। ৫২৩ ইং।

২৪। দায়িক (judgment debtor) লিপি দ্বারা ডিক্রীদারের অনুকূলে ঋণ স্বীকার করিলে ঐ নালীশ ১৮৭১ সালের ৯ আইনের ২০ ধারানুযায়ী ঋণস্বীকারপত্র নহে। সুতরাং তদ্দ্বারা ডিক্রীদারের অনুকূলে তমাদির মেয়াদ বর্দ্ধিত হইবেক না। ঐ ধারার উল্লিখিত 'ঋণ' শব্দে বিচারাদিষ্ট ঋণ (judgment debt) অর্থাৎ ডিক্রীর ঋণ বুঝায় না, যাহার মূলে নালীশ উপস্থিত হইতে পারে এমত ঋণ বুঝায়। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৫১৯। ৭০৭ ইং।

২৫। ডিক্রী একবার নির্জীব হইতে দিলে, পরে কোন দরখাস্ত ক্রমে উহা পুনর্জীবিত হইতে পারে না। ঐ

ইঃ লঃ রিঃ ২কঃ ৩৩৮ ও ৮ উঃ রিঃ ১০৭, অনুসৃত হইল।

২৬। ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১১৯ ও ১২০ প্রকরণের লিখিত "ব্যর্থ" করণ বাক্যের অর্থ এই যে তদ্দ্বারা "ব্যর্থ" করিবার স্বত্ব পরিচালনের কোন কার্য্য করা বুঝায়। ইঃ লঃ রিঃ ৪কঃ ৬৩০। ৮৬০ ইং।

২৭। ১৮৭১ সালের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলে তমাদির যে মেয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ আইনের মূলাংশের বিধান মতে তাহার গণনা করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ২কঃ ২৪৩। ৩৩৬ ইং।

২৮। ১৮৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি ডিক্রীজারীর জন্য এক দরখাস্ত হইয়া তৎপর ১৮৭৫ সালের ৮ই জানুয়ারি যে দরখাস্ত হয় তাহা ১৮৭১ সালের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৬৭ প্রকরণ নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ মধ্যে হইয়াছে। ঐ

২৯। ১৮৭১ সালের ৯ আইনে মোকদ্দমা শব্দ যেরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে 'দরখাস্ত' শব্দ ঐ শব্দের অন্তর্গত হওয়া বুঝায় না। ঐ

৩০। আরজি কেবল দাখিল অথবা নথিভুক্ত আছে শুদ্ধ এই হেতুতে তমাদির আইনের ফল নিবারিত হয় না। সুতরাং তিন বৎসর পর্য্যন্ত পুনঃ সমন লওয়ার কোন উপায় অবলম্বিত না হওয়ায় এবং বিলম্বের যথেষ্ট হেতু প্রদর্শিত না হওয়ায় বাদীর প্রার্থনা উপযুক্ত সময়ের পরে হইয়াছে বিধায় অগ্রাহ্য হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ২৩০। ৩১২ ইং।

৩১। ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৬৭ প্রকরণের "ডিক্রী প্রবল করিবার দরখাস্ত" বাক্যে ডিক্রীজারীর কার্য্য আরম্ভ কালে যে দরখাস্ত হয় তাহাই বুঝায়, ঐ কার্য্য চলিবার কালে আনুষঙ্গিক রূপে যে কোন দরখাস্ত করা হয় তাহা বুঝায় না। ঐ আইনের অধীন মোকদ্দমা সমস্তে যে ডিক্রীদার কেবল ডিক্রী বলবৎ রাখিবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করে, সে এই শেষোক্ত দরখাস্তের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রী জারী করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৩কঃ ১৭৫। ২৩৫ ইং। পূঃ অঃ।

৩২। দাবি একবার তমাদি দ্বারা বারিত হইলে তমাদি আইনের পরিবর্ত্তনে পুনর্জ্জীবিত হইতে পারে না। এই নিয়ম ভূমি দখল পাওয়ার দাবি সম্বন্ধে যেরূপ খাটে ভরণপোষণের বাকি টাকার দাবি বা অন্য কোন দাবি সম্বন্ধেও সেইরূপ খাটে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৪৪। ৩৩১ ইং।

৩৩। প্রতিবাদী কৌশল ও প্রতারণাক্রমে বাদীকে স্থাবর সম্পত্তি হইতে বেদখল করিলে ঐ সম্পত্তির দখল পাওয়ার জন্য নালীশে ১৮৭১ সালের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ৯৫ প্রকরণের নিয়ম প্রযুক্ত হয়না। যেসকল স্থলে কোনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বা কোন দলিল সম্পাদন করিতে প্রতারণাক্রমে কোন ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মান হইয়া থাকে এবং ঐ ব্যক্তি ঐ কার্য্যের ফল হইতে মুক্তি পাইতে চাহে, সেই সকল স্থলে ঐ প্রকরণ খাটে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ ক ৩৭১। ৫০৪ ইং।

৩৪। ১৮৭১ সালের ৯ আইনে ডিক্রীজারীর জন্য দরখাস্ত করিবার যে মেয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা ঐ আইন প্রচলিত থাকা কালে ঐরূপ যে কোন দরখাস্ত হয় তাহাতেই খাটে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩৮১। ৫১৮ ইং।

৩৫। ১৮৫৮ সনে প্রতিবাদী বাদীকে এক পাট্টা দেওয়ার অঙ্গীকার করে। বাদী ১৮৭৪

সনে প্রতিবাদীর নিকট পাট্টা চাহে, তাহাতে প্রতিবাদী ১৮৭৫ সনে পাট্টা দিতে অসম্মত হওয়ায় বাদী একরার সম্পাদন করাইতে বর্ত্তমান নালীশ উপস্থিত করে। স্থির হইল যে, ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১১৩ প্রকরণ মতে নালীশ তমাদিতে বারিত হয় নাই, কারণ বাদীর জ্ঞাত সারে তাহার স্বত্ব অস্বীকারের তারিখ হইতে তমাদির সময় গণনা করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ১৩১। ১৭৫ ইং।

৩৬। বাদী প্রতিবাদীর সহিত একান্ন থাকা কালে ১৮৬৭ সনে কর্জ টাকা পরিশোধের অঙ্গীকারে এক তমঃসুক লিখিয়া দেয়। প্রতিবাদী বাদীর ভ্রাতা ছিল এবং ঐ টাকা বাদী ও প্রতিবাদীর উভয়ের কার্য্যে ব্যয়িত হয়। ১৮৬৮ সনে বাদী ঐ কার্য্যের নিমিত্ত আর এক তমঃসুক লিখিয়া দেয়। ১৮৭০ সনে বাদী ও প্রতিবাদী পৃথক হয় এবং মহাজন তৎকালে ১৮৬৭ সনের তমঃসুকের টাকার দাবিতে বাদীর বিরুদ্ধে নালীশ করতঃ ডিক্রী পায়। ১৮৭৪ সনে বাদী ঐ ডিক্রীর টাকা এবং ১৮৬৮ সনের টাকার বাবদ আর এক নূতন তমঃসুক লিখিয়া দেয়। ১৮৭৭ সনে (শেষ তমঃসুকের তিন বৎসর মধ্যে) বাদী তাহার ভ্রাতার বিরুদ্ধে তমঃসুকের অর্দ্ধেক টাকার দাবিতে নালীশ করায় স্থির হইল যে, বাদী যে প্রতিবাদীর কার্য্যে তাহার পক্ষে টাকা দিয়াছিল তাহা ১৮৭০ সনের পূর্ব্ব সময়ের বিধায় বাদীর নালীশ ১৮৭১ সনের ৯আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ৫৯ প্রকরণ মতে বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৩৮। ৩২১ ইং।

৩৭। ১৮৭১ সালের ৯ আইনের ৫ ধারার খ প্রকরণ মতে আপীলের মেয়াদ অন্তে আপীল রেজেষ্টরী করিবার যে এক তরফা আদেশ হয়, উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে পারিলে তাহা রহিত হইতে পারে। কিন্তু ঐ আদেশ ডিষ্ট্রিক্ট জজ কর্ত্তৃক হইয়া থাকিলে সবজজের সম্মুখে বিচারকালীন তৎকর্ত্তৃক উহা রহিত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ ক ১। ১ ইং।

৩৮। প্রতিবাদী এই একরারে তমঃসুক লিখিয়া দেয় যে সে মাসং তমঃসুকের লিখিত টাকার সুদ দিবেক ও তমঃসুকের তারিখ হইতে ছয় মাস মধ্যে আসল টাকা পরিশোধ করিবেক। ঐ তমঃসুকে আরো লিখিত ছিল যে তমঃসুকের একরার মত সুদ আদায় না করিলে অথবা মহাজন আসল টাকা আদায় হওয়া সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে সে নালীশ উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে ঐ ছয় মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইবেক না; বরং সে সাথচ্ছ তাহার প্রাপ্য সুদ ও আসল আদায় করিয়া লইতে পারিবেক। স্থির হইল যে, তমঃসুকের লিখিত মেয়াদ অতীতে তিন বৎসর মধ্যে নালীশ হইলে তাহাতে তমাদি দোষ অর্শিবেক না। কারণ এই নালীশ ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ৬৫ প্রকরণ মতে নিয়মিত হইবে। ঐ আই নর ঐ তপসিলের ৭৫ প্রকরণ এস্থলে প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১৬। ২১ ইং।

৩৯। বাদী ও তাহার পরিবারস্থ ক ও খ নামক দুই ব্যক্তি নিম্ন লিখিত অংশে এক জমিদারির মালিক ছিল; যথা, বাদী

।৶০ আনা, ক ৶০ আনা ও খ ।০ আনা। ঐ সম্পত্তি প্রথমতঃ এজমালীতে ভোগ করিয়া তাহারা ১৮৩৯ সনে আপোষ বাটোয়ারা করিতে সম্মত হয় এবং তদনুসারে বাদী তাহার ।৶০ আনা অংশের বাবদ কয়েক কিত্তা জমি প্রাপ্ত হয়, এবং ক ও খ এজমালীতে তাহাদিগের ।৶০ আনা অংশ বাবদ আরো কয়েক কিত্তা জমি প্রাপ্ত হয়। ক ১৮৪২ সনে লোকান্তরিত হইলে তাহার অংশ বাদীর উপর বর্ত্তে ১৮৫৬ সনে খএর ।০ চারি আনা অংশ ডিক্রীজারী নিলামে বিক্রীত হয় এবং নিলাম খরিদ্দার পূর্ব্বোক্ত বাটোয়ারা স্বীকার না করিয়া ১৮৫৮ সনে বাটোয়ারা পণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে ও জমিদারির চারি আনা অংশে দখল পাইবার দাবিতে খএর বিরুদ্ধে নালীশ করে। ১৮৬০ সনে ঐ নালীশ ডিক্রী হয়, এবং ১৮৬১ সনে খ ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করিলে আপীল ডিসমিস হয়। নিলাম খরিদ্দারের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীগণ ১৮৬০ সনের ডিক্রীর মূলে ঐ জমিদারির ।০ চারি আনা অংশে দখল প্রাপ্ত হয়। খ তৎকালে ১৮৩৯ সনের আপোষ বাটোয়ারানুসারে ।৶০ আনা অংশে যে জমি পরিয়াছিল তাহার কিয়দংশ এই হেতুতে দাবি করে যে উহা তাহার লাখেরাজ জমি এবং ডিক্রীজারী নিলামে যে সমস্ত রাজস্বপ্রদ মৌজার নিজ স্বত্ব বিক্রীত হইয়াছে তাহা হইতে ঐ জমি স্বতন্ত্র।

১৮৭৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বাদী প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে এই দাবিতে নালীশ করে যে ঐ বাটোয়ারা রহিত হওয়ায় ১৮৬০ সনের ডিক্রীর মূলে ক্রেতৃগণ ঐ জমিদারির চারি আনা অংশে দখলকার থাকা বিধায় প্রতিবাদীর দখলীয় ।৶০ আনা অংশের জমিতে তাহার বর্ত্তমান ৵০ আনা অংশের স্বত্ব আছে। বাদী আরো কহে যে, লাখেরাজ বলিয়া যে জমি বর্ণিত হয় তাহা বাস্তবিক লাখেরাজ নহে। বর্ত্তমান মোকদ্দমার প্রতিবাদী ডিক্রীজারী নিলামে খ হইতে ঐ লাখেরাজ সম্পত্তি ক্রয় করা উল্লেখ করে।

তমাদির প্রশ্নে স্থির হইল যে, ১৮৭১ সালের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৪৫ প্রকরণ এ স্থলে প্রযোজ্য এবং যদিও ১৮৬০ সনের ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল দায়ের থাকা কালে ঐ জমি খএর দখলে ছিল তথাপি ঐ দখল বাদীর বিরুদ্ধে গণ্য হইবে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৪৮০। ৬৪৪ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৪০। ১৮৫৮ সনের ৪০ আইন মতে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত অভিভাবক ঐ আইনের ১৮ ধারা মতে আদালতের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া আদালতের স্বাক্ষরযুক্ত রেজেষ্টরীকৃত দলিল দ্বারা ঋণ পরিশোধার্থে যে বিক্রয় করে নাবালগের দত্তক পুত্র তাহা রদ পূর্ব্বক বিক্রীত সম্পত্তির নিজাংশ দখল পাইবার নালীশ করিলে তাহাতে ১৮৭১ সালের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৪৫ প্রকরণের তমাদির বিধান প্রযোজ্য' ঐ আইনের ঐ তপসিলের ১৫ প্রকরণ বা ৯২ প্রকরণ তাহাতে প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৭০। ৩৬৩ ইং।

৪১। স্বীকারপত্র কেবল এজেন্টের স্বাক্ষরযুক্ত বলিয়া ১৮৫৯ সনের ১৪ আইন

মতে যে স্থলে তদ্দারা মেয়াদ বর্দ্ধিত হইয়া নালীশের হেতু রক্ষা পায় না, অবস্থাবিশেষে ১৮৭১ সনের ৯ আইন মতে তদ্দারা ঐ নালীশের হেতু রক্ষিত হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৩৪৬ ইং।

৪২। ক্ষমতা প্রাপ্ত এজেন্ট কাহাকে কহে? যথেষ্ট স্বাক্ষর কি? ১৮৭১ সনের তমাদি আইন মতে যথেষ্ট স্বীকারপত্র কি? ঐ

৪৩। ১৮৭১ সনের ৯ আইনের ২০ ধারা মতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট স্বনাম বা মক্কেলের নাম স্বাক্ষর করিতে পারে। ঐ

৪৪। কটকবালার লিখিত সর্ত্ত মতে কটগৃহীতার দখলের স্বত্ব জন্মিবার দ্বাদশ বৎসরাধিক কাল পর, বয়সিদ্ধ হওয়ার তারিখ হইতে দ্বাদশ বৎসর মধ্যে, ঐ কটগৃহীতা কটের সম্পত্তি পাইবার নালীশ করে। স্থির হইল যে, ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৪৫ প্রকরণ মতে বয়সিদ্ধির তারিখ হইতে তমাদির মেয়াদ গণনা হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৫৬৪ ইং। ৫৪৬ ইং টীকা দেখ।

৪৫। অপর ব্যক্তি প্রকৃত (actual) দখল লইয়া থাকিলেই ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৪৩ প্রকরণানুযায়ী বেদখল ও দখল রহিত (discontinuance of possission) বুঝাইবেক। দৈব ঘটনাধীন ভূমি নদী শিখস্ত হইয়া যাইলে ঐ অবস্থায় ঐ প্রকরণ প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭২৫ ইং।

৪৬। ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৬৭ প্রকরণে "আপীল" শব্দে প্রিবি কৌন্সিল আপীল বুঝাইবেক এবং "আপীল আদালত" শব্দে প্রিবি কৌন্সিলের আদালত বুঝাইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬২০ ইং।

৪৭। প্রথম অদালতের ডিক্রী হাইকোর্টকর্তৃক রদ হইলে হাইকোর্টের ডিক্রীর বিরুদ্ধে প্রিবি কৌন্সিলে আপীল উত্থাপিত হইলে, ১৮৭৩ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি প্রিবি কৌন্সিল কর্তৃক হাইকোর্টের ডিক্রী স্থিরতর হয়; এবং হাইকোর্টের ডিক্রীর তিন বৎসর অতীতে ১৮৭৫ সনের ১৭ই নবেম্বর হাইকোর্টের ডিক্রী জারী করার প্রার্থনা হয়। স্থির হইল যে, ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৬৭ প্রকরণ মতে প্রিবিকৌন্সিলের আদেশের তারিখ হইতে ঐ প্রার্থনা পত্রের তমাদির মেয়াদ গণনা করিতে হইবেক, সুতরাং বর্ত্তমান ডিক্রীজারীর প্রার্থনা বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬২০ ইং।

৪৮। বাদী তাহার স্বত্ব তৃতীয় ব্যক্তির নিকট রেজেষ্টরীকৃত দলিল দ্বারা বিক্রয় করিয়াছে উক্তিতে ঐ ব্যক্তি বাদীর স্থানে প্রিবিকৌন্সিল আপীলে রেস্পণ্ডেণ্ট শ্রেণী ভুক্ত হইতে চাহে। উক্ত দলিল জালস্পৃষ্ট বলিয়া প্রতিবাদী তৎপ্রতি আপত্তি করে। কিন্তু ঐ দলিলের দোষ গুণ সম্বন্ধে বিচার না হইয়া ঐ ব্যক্তিকে রেস্পণ্ডেণ্ট শ্রেণী ভুক্ত করিবার আদেশ হয়। স্থির হইল যে, ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ৯৩ প্রকরণ মতে ঐ দলিল রদের নালীশ উক্ত আদেশের তিন বৎসর মধ্যে করিতে হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১৭৮ ইং।

৪৯। ১৮৭১ সালের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ৮৭ প্রকরণানুযায়ী পরস্পর চলিত হিসাব কাহাকে কহে তাহার ব্যাখ্যা। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ৫৬৭। ৭৫৯ ইং।

৫০। ক ও খএর মধ্যে যে কারবার চলিতে ছিল অবস্থা দৃষ্টে তাহা পরস্পর চলিত হিসাবের কারবার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং ক খএর বিরুদ্ধে হিসাবানুযায়ী যে টাকা দাবি করে তাহা তমাদিতে বারিত, এবং খ তমাদির মেয়াদ মধ্যে ককে কোন টাকা দিয়া থাকিলে তদ্দ্বারা খএর বিরুদ্ধে কএর যে দাবি ছিল তাহা তমাদি হইতে রক্ষা পায় নাই। ঐ

৫১। প্রকৃত পক্ষে পরিবার অবিভক্ত থাকা কালে ঐ অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তির উপভোগ হইতে কেহ বঞ্চিত হইলে তাহার নালীশে ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১২৭ প্রকরণের তমাদির নিয়ম প্রযোজ্য হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ৬৯৭। ৯৩৮ ইং।

৫২। ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৪২ প্রকরণ মতে হিন্দু বিধবার মৃত্যুর পরে ঐ বিধবার স্থাবর সম্পত্তি দখল পাইবার হিন্দুর যে স্বত্ব আছে বলিয়া উপলব্ধি হয়, তাহা বিধবার মৃত্যু কালে প্রকৃত পক্ষে সজীব থাকা আবশ্যক। বিধবার জীবিতকালে ঐ স্বত্ব বিলুপ্ত হইয়া থাকিলে তাহার মৃত্যুর পর ভাবী উত্তরাধিকারীর ও স্বত্ব বিলুপ্ত হয়। ঐ

৫৩। আদালতের বিচারাধিকার না থাকা সাব্যস্তে যে আদেশ হয় তাহা রহিতের নালীশে ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৫প্রকরণ প্রযোজ্য হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ১৪২ ইং।

৫৪। প্রিবি কৌন্সিলে আপীল করার অনুমতির প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া হাইকোর্ট খরচের আদেশ করিলে, তাহা ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৬৭ প্রকরণের মেয়াদ মধ্যে জারী করিতে হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ২০১ ইং।

৫৫। কিস্তিবন্দী মতে ঋণ পরিশোধের এই নিয়মে এক একরার হয় যে এক কিস্তি খিলাপ হইলে সমুদয় ঋণ অথবা তৎকালে যাহা অনাদায় রহিবে তাহা সমস্ত দেয় হইবে। এস্থলে ১৮৭১ সনের ৯ আইন বা ১৮৭৭ সনের ১৫আইনের বিধানমতে প্রথম কিস্তি খিলাপের তারিখ হইতে তমাদি পরিগণিত হইবেক। বাকি পড়া কিস্তির টাকা পরে গ্রহণ করিলে তদ্দ্বারা একরারের নিয়ম না থাকা গণ্য করা যাইতে পারে; সুতরাং তমাদি আইনের প্রয়োগ স্থগিত হয়। কিন্তু কিস্তির টাকা গ্রহণ না করিয়া কেবল সময় অতিবাহিত হইতে দিলে তাহা তমাদি আইনের প্রয়োগ স্থগিত থাকে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ৭২। ৯৭ ইং।

ট্রাষ্ট ৩, দেখ
তমাদি ৭
তমাদি (১৮৫৯ সনের ১৪ আইন) ৭, ৮
বাকি রাজস্বদায়ে নিলাম ৪
ভর্ত্তব্য ২
রেজেষ্টরী আইন
হিন্দুব্যবহার শাস্ত্র (বিধবা)

তমাদি (১৮৭৭ সনের ১৫ আইন)

১। মৌখিক চুক্তির মূলে যে নালীশ উপস্থিত হয় তাহাতে ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ২য় তপসিলের ৭৫প্রকরণের নিয়ম খাটে না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪৫৬। ৬১৯ ইং।

২। ভূমিতে ১২ বৎসর বিরুদ্ধ দখল দ্বারা প্রকৃত মালিকের কেবল প্রতিকারের উপায় মাত্র বারিত হয় এমত নহে, ঐ ভূমিতে তাহার স্বত্বও বিলুপ্ত হয়। এই নিয়ম ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ২৮ ধারা দ্বারা ভূমি ভিন্ন অন্য সম্পত্তি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইয়াছে কিনা তৎসম্বন্ধে বিচারপতি গার্থ সন্দেহ করেন। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২১১ ২৮৩ ইং।

৩। ১২৮৩ বঙ্গাব্দের ৩০ পৌষ টাকা পরিশোধের অঙ্গীকারে তমঃসুক সম্পাদিত হয়, কিন্তু ঐ সন পৌষ মাস ২৯ দিনে শেষ হয়। স্থির হইল যে, ১লা মাঘ (মোঃ ১২ জানুয়ারি ১৮৮০) নালীশ হওয়ায় উহা তমাদিতে বারিত হয় নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ২৩৯ ইং।

৪। অনুগ্রহ পূর্ব্বক বা আত্মীয়তা বশতঃ কোন ব্যক্তিকে ভূমি দখল করিতে দিলে তদ্বিরুদ্ধে দখলের নালীশ ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৪৪ প্রকরণ-নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ মধ্যে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। ঐ নালীশে ১৪২ প্রকরণ প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৩১১ ইং।

৫। এরূপ অবস্থায় দখলের অনুমতি দেওয়া দখল ছাড়িয়া দেওয়া বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ঐ

৬। চলিত হিসাবে সময়েং পক্ষাপক্ষের দেনা পাওয়ানা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকিলে,তৎসম্বন্ধে ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ৮৫ প্রকরণ প্রযোজ্য, এবং ঐ দেনা পাওনার বাবত কোন পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে নালীশ করিলে সেই নালীশ সম্বন্ধেই ঐ প্রকরণ প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৪৪৭ ইং।

৭। দায়িক কোন টাকা দেনা স্বীকার করায় মহাজন স্পষ্টতঃ তাহাতে সম্মত না হইলেও সে ঐ স্বীকার উক্তি আপন সাপক্ষে প্রয়োগ করিতে স্বত্ববান। ঐ

৮। বাদী ১৮৬৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ২১৬ ধারা মতে ডিক্রীজারীর প্রথম দরখাস্ত উপস্থিত করে, এবং প্রতিবাদীর উপর ঐ ধারানুযায়ী নোটিস জারী হওয়ায় ডিক্রীজারীর আদেশ হয়। ১৮৮০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৩০ ধারা মতে ডিক্রীজারীর দ্বিতীয় দরখাস্ত উপস্থিত হয়। স্থির হইল যে, নোটিসের পর যে আদেশ হইয়াছে তদ্দ্বারা ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৮০ প্রকরণের মর্ম্ম মতে ঐ ডিক্রী পুনর্জীবিত হইয়াছে, এবং ঐ ডিক্রী তমাদিতে বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬কঃ ৫০৪ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

৯। ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ৬ ধারার বিধান যদিচ কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইনের বিধান অতিক্রম না করে, তথাপি ঐ আইনে তমাদি গণনার যে নিয়ম বিহিত আছে, তাহা, ঐ বিশেষ ও স্থানীয় আইন অনুসারে যেসমস্ত মোকদ্দমা, আপীল বা দরখাস্ত উপস্থিত হয়, তৎসম্বন্ধে

প্রযোজ্য বটে। ১৮৭১ সনের ৯ আইনের ৬ ধারা ও ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ৬ ধারার পরস্পর প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৮২। ১১০ ইং।

১০। একমাত্র বাদীর মরণ হইলে তাহার মৃত্যুর তারিখ হইতে ৬০ দিবস মধ্যে পুনরুত্থানের কোন দরখাস্ত না হইলে নালীশ রহিত হইবেক। কিন্তু তিন বৎসর মেয়াদ মধ্যে ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৩৭১ ধারার বিধান মতে আদালত বাদীর স্থলবর্ত্তীগণের প্রার্থনায় নালীশ পুনরুত্থাপন করিতে পারেন, যদি বাদীর স্থলবর্ত্তী এই দর্শাইতে পারে যে সে বিশেষ কারণ বশতঃ নালীশ চালাইতে বিরত ছিল। ইঃলঃ রিঃ ৫ক ১০৫। ১৩৯ ইং।

১১। নায়েবের বিরুদ্ধে নিকাশ, টাকা বা কাগজের দাবিতে নালীশ যদিও ১৮৬৯ সনের ৮ আইনের ৩০ ধারা মতে বরখাস্তের সময় হইতে এক বৎসর মধ্যে উপস্থিত করা আবশ্যক, তথাপি ঐ বৎসরের শেষ তারিখ আদালত বন্ধ থাকিলে, ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ৫ ধারার বিধান মতে, ঐ নালীশ আদালত খুলিবার তারিখ উপস্থিত হইতে পারিবেক। ইঃলঃ রিঃ ৫ক ২৩৩। ৩১৪ ইং।

১২। ডিক্রীজারী নিলামক্রেতা নিলামী সম্পত্তির দখল লইবার উদ্যোগে অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইলে, ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৬৫ প্রকরণ মতে, ৩০ ত্রিশ দিবস মধ্যে তাহার নিলামকারক আদালত সমক্ষে প্রকৃত (actual) দখল পাইবার প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। যদি সে ঐ দখল প্রতিরোধের তারিখ হইতে ত্রিশ দিবস মধ্যে ঐ প্রার্থনা না করে তাহা হইলে তাহার ভিন্ন প্রকার আর উপায় নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৪৫। ৩০১ ইং।

১৩। ডিক্রীদার খ ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করিলে দায়িক ক তাহাতে আপত্তি করে। ১৮৭৬ সনের ১৭ই জানুয়ারি ঐ আপত্তি অগ্রাহ্য হয়। ক ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করায় খএর মোকাবেলা ১৮৭৭ সনের ২রা অক্টোবর ঐ আপীল ডিসমিস হয়। ১৮৭৯ সনের ১৮ই মার্চ্চ খ দ্বিতীয়বার ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করায় স্থির হইল যে, ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৭৯ প্রকরণ মতে ঐ প্রার্থনা তমাদিতে বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৪৪৩। ৫৯৫ ইং।

১৪। ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২২৩ ও তৎপরবর্ত্তী ধারামতে ডিক্রী স্থানান্তরিক (transfer) করিবার দরখাস্ত হইলে, উক্ত ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৭৯ প্রকরণের ৪র্থ দফানুযায়ী ডিক্রীজারীর চেষ্টা স্বরূপ পরিগণিত হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৫১৩ ইং।

১৫। বাকি রাজস্ব নিলাম হইতে ইষ্টেট রক্ষার্থ বাদী প্রতিবাদীর দেয় টাকা প্রদান করিয়া ঐ টাকা প্রতিবাদীর স্থান হইতে আদায় করিবার প্রার্থনায় নালীশ করিলে, ঐ নালীশে ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১০২ প্রকরণ প্রযোজ্য, ৯৯ প্রকরণ প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৫৩৯ ইং।

১৬। প্রবেটের দরখাস্তে তমাদির আইন প্রযোজ্য নহে। সুতরাং ১৮৭৭

[illegible] ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপশিলের ১৭৮ প্রকরণ মতে প্রবেটের দরখাস্ত বারিত হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭০৭ ইং।

১৭। ক ও খএর মধ্যে কোন তালুকের দখল লইয়া বিবাদ হওয়ায় ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ৫৩০ ধারানুযায়ী আদেশ মতে খ দখল প্রাপ্ত হয়। এবং সেসন আদালত ২৯৫ ও ২৯৮ ধারা মতে ঐ আদেশ স্থিরতর রাখেন। স্থির হইল যে, মাজিষ্ট্রেটের আদেশের তিন বৎসর মধ্যে ঐ ভূমি দখলের নালীশ করা কর্ত্তব্য, সেসন আদালতের আদেশের তারিখ হইতে তিন বৎসর গণনা করা যাইবেক না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক-৭০৯ ইং।

১৮। ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপশিলের ৪৭ প্রকরণ স্থাবর ও অস্থাবর উভয়বিধ সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ঐ

১৯। মিতাক্ষরাধীন পরিবারের পিতা তিন পুত্র, এক মৃত পুত্রের স্ত্রীপুত্রগণ বর্ত্তমানে এক কারবার চলিত ছিল। ঐ পরিবারের দুই পুত্র ১৮৭৬ সনের ১১ই ডিসেম্বরের হাতচিঠার পাওনা টাকার দাবিতে নালীশ করে। ১৮৭৭ সনের ২০শে জুলাই প্রতিবাদী শেষ কতক টাকা দিয়া হাতচিঠায় জমা করিয়া দেয়। হাতচিঠায় টাকা আদায়ের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় না থাকায় হাতচিঠার তারিখ হইতেই ঐ টাকা ডিউ হইয়াছিল। ১৮৮০ সনের ১৯শে জুলাই নালীশ হইয়া ২৬শে জুলাই বিচারের দিন [illegible] ঐ তারিখে সকল পক্ষগণ [illegible] ভুক্ত হয় নাই বলিয়া আপত্তি [illegible] বাদীগণের আবেদন মতে পিতা এবং তৃতীয় পুত্রকে পক্ষ ভুক্ত করা হয় এবং বাদীগণ মৃত পুত্রের উত্তরাধিকারীগণকে শরিক বলিয়া উল্লিখিত হয়। যৎকালে শেষোক্ত ব্যক্তিগণ বাদীশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল, সে সময়ে তাহাদের পক্ষে নালীশ তমাদি হইয়াছিল। স্থির হইল যে, শেষোক্ত বাদীগণকে উচিতরূপে পক্ষভুক্ত করা হইলেও তাহাদের পক্ষে নালীশ তমাদিতে বারিত হইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৮১৫ ইং।

২০। আরো স্থির হইল যে প্রথমোক্ত বাদীগণ শেষোক্ত বাদীগণের একযোগে দাবি প্রবল করিতে সক্ষম বিধায় শেষোক্ত বাদীগণ পক্ষে ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ২২ ধারা মতে দাবি তমাদি হওয়ায় প্রথমোক্ত বাদীগণের দাবিও তমাদিতে বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৮১৫ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৬ ইং, অসম্মতি প্রকাশ

২১। বাদীগণ সকলে একযোগে পূর্ব্বে নালীশ করিলে ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ২০ ধারা মতে তাহাদের দাবি তমাদি হইত না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৮১৫ ইং।

২২। টাকার দাবিতে নালীশ হইলে এই নিয়মে ঐ মোকদ্দমা আপোষ নিস্পত্তি হয় যে কিস্তিবন্দী ক্রমে টাকা আদায় হইবেক, এবং ক্রমাগত তিন কিস্তি অনাদায় রহিলে ডিক্রীর সমুদায় টাকা ডিক্রীজারী ক্রমে আদায় করা যাইবেক। ১৮৭৫ সনের ১২ই জুন ডিক্রী হয় এবং ১৮৭৫ সনের জুলাই মাসে প্রথম কিস্তি ও ১৮৭৭ সনের অক্টোবর মাসে শেষ কিস্তি দেয় (due) হয়। প্রথম তিন কিস্তি খিলাপ হইলে, ডিক্রীদার ডিক্রীজারী না করিয়া পরে টাকা

গ্রহণ করে। ১৮৬৯ সনের ১৩ই ডিসেম্বর ঐ তারিখ পর্য্যন্ত প্রাপ্যটাকার জন্য ডিক্রী জারীর প্রার্থনা হয়। স্থির হইল যে, ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৭৯ প্রকরণের তমাদির সময়, তৃতীয় কিস্তি খিলাপের তারিখ হইতে গণনা হইবেক, এবং কিস্তির পরে টাকা আদায় করিলে তমাদি রক্ষিত হইবেক না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৫৬ ইং।

২৩। বাড়ী দখল পাইবার নালীশে বাদীগণ বর্ণনা করে যে তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিবাদীগণের পিতা ককে ঐ বাড়ীতে বিনা ভাড়ায় থাকিতে দেওয়ার অনুমতি দিয়াছিল এবং কএর মৃত্যুর পর (যাহা নালীশের ২০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল) প্রতিবাদীগণও পূর্ব্ববৎ তাহাদিগের অনুমতি ক্রমে ঐ বাড়ীতে বিনা ভাড়ায় ছিল। প্রতিবাদী গণ আপত্তি করে যে বাদীগণের পূর্ব্ববর্ত্তী ককে ঐ বাড়ী দান করিয়া গিয়াছে। ক মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ বাড়ীতে দখলকার ছিল এবং তৎপরে তাহারা ঐ দানসূত্রে দখলকার আছে। স্থির হইল যে, ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৪২ প্রকরণ মতে বাদীর নালীশ তমাদিতে বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫০৮। ৬৭৯ ইং। ১৪২ প্রকরণের ব্যাখ্যা। ঐ

২৪। ১৮৫১ সনে ক, এক পুত্র, বাদী খ এবং তাহার দুই বিধবা, গও ঘ প্রতিবাদিনীগণ কে বর্ত্তমান রাখিয়া লোকান্তরিত হয়। গ কএর ত্যাজ্য সমস্ত সম্পত্তির দখল প্রাপ্ত হয়। বাদী খ, ঘএর পুত্র, এবং কএর মৃত্যুর পর ঘএর আর এক পুত্র চ জন্ম গ্রহণ করে। ১৮৬৫ সনে ঘ,ও গ,খ ও চএর বিরুদ্ধে কএর লিখিত এক উইল উল্লেখ পূর্ব্বক নালীশ উপস্থিত করে। এই নালীশে গ কএর উত্তাধিকারিণী বলিয়া দাবি করে। ঐ নালীশ আপোষ হওয়ায় কোন ডিক্রী হয়না। ১৮৭৭ সনের নবেম্বর মাসে খ ও চ তাহাদের পিতার দখলীয় এক দোকান দখল করে। ঐ দোকান তাহাদিগের নাবালগী অবস্থায় গএর দখলে ছিল। ১৮৭১ সালে বাদীগণ কএর ত্যাজ্য সম্পত্তি ঘ হইতে পাইবার দাবিতে বর্ত্তমান নালীশ উপস্থিত করে। স্থির হইল যে, স্থাবর সম্পত্তির নালীশে ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ১২০ অথবা ১৪৪ প্রকরণ প্রযোজ্য এবং অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে ঐ আইনের ৮৯ বা ৯০ প্রকরণ প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫১৭। ৬৯২ ইং।

২৫। নালীশ উপস্থিত হওয়ার পর নালীশের স্বত্ব অন্য ব্যক্তির নিকট বিক্রীত হইলে,তাহার সম্বন্ধে ১৮৭৭ সনের ২৫আইনের ২২ ধারা খাটে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫৩৭। ৭২০ ইং।

২৬। ক্ষতি নিষ্কৃতির চুক্তি মূলে নালীশ হইলে তাহাতে ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ৮৩ প্রকরণের বিধান প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬০৬। ৮১১ ইং।

২৭। নির্দ্দিষ্ট ঘটনা হইলে প্রতিবাদী বাদীকে আমানতি টাকা ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকার করায় বাদী প্রতিবাদীর নিকট যে টাকা আমানত রাখে তাহার বাবিদে নালীশ হইলে, ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ৬২ প্রকরণ মতে তমাদি

দির নিয়ম গণনা করিতে হইবে। ঐ ঘটনা হওয়ার তারিখ হইতে তমাদির সময় গণনা করা যাইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬১৯। ৮৩০ ইং।

২৮। ১৮৭১ ও ১৮৭৭ সনের তমাদি আইন মতে ঋণ আদায়ের সদুপায় মাত্র বারিত হয়,কিন্তু ঋণের ধ্বংশ হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬৬৮। ৮৯৭ ইং।

২৯। ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ২ ধারার উদার ব্যাখ্যা করিতে হইবেক। ঐ

৩০। ১৮৭১ সালের তমাদি আইনের বিধান মতে ডিক্রী বারিত হইলে ডিক্রীদার ১৮৭৭সনের সনের ১৫আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৭৯ প্রকরণ মতে ফল পাইবার প্রার্থণা করিতে পাবে না। ঐ

৩১। ক নাবালগ থাকা কালে কএর মৃত পিতা খএর নিয়োগ মতে কএর ট্রাষ্টী স্বরূপ গ তাহার সম্পত্তি শাসন সংরক্ষণ এবং কএর ভরণপোষণের ব্যয় সম্পাদন করিয়া আসিতেছিল। ক গএর বিরুদ্ধে ঐ ট্রাষ্ট সূত্রে নিকাশের দাবিতে নালীশ করায় গ তামাদির আপত্তি করে। স্থির হইল যে, ক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ৬ বৎসর মধ্যে নিকাশের দাবি না করায় তাহার নালীশ তমাদিতে বারিত হইবেক। ১৮৭৭ সালের ১৫আইনের ১০ধারা এস্থলে প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬৭৭। ৯১০ ইং।

৩২। ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ১০ ধারা কোন স্থলে প্রযোজ্য তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। ঐ

৩৩। মালিকানার বাবদ নালীশ টাকা আদায়ী হওয়ার তারিখ হইতে ১২বৎসর মধ্যে আনা যাইতে পারে। ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৩২ প্রকরণ দ্রষ্টব্য। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬৮৫।৯২১ ইং।

৩৪। বাদীর অনুমতি ব্যতীত পুষ্করিণী খনন কবিবেক না এই একরারে প্রতিবাদী রেজেষ্টরীকৃত কবুলীয়ত লিখিয়া দিয়া পরে উহার বিরুদ্ধাচরণ করে। স্থির হইল যে, বাদীর ক্ষতি পূরণের নালীশে ১৮৭৭ সনের দ্বিতীয় তপসিলের ১২০ প্রকরণের তমাদির নিয়ম প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৩৪ ইং।

৩৫। বাদীর নালীশ ডিক্রী হইলে পর ১৮৭৫ সনে মোকদ্দমার নম্বর খারিজ হয়। ১৮৭৯ সনে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মৃত্যু হয়। বাদীর উত্তরাধিকারীগণ দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ৩৭২ ধারা মতে নম্বর বহালের প্রার্থণা করায় স্থির হইল যে,১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৭৮ ধারা মতে প্রার্থনা তমাদি হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৬০ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৮৩৭ ইং।

৩৬। রেজেষ্টরীকৃত তমঃসুকের মূল টাকার দাবিতে নালীশ,১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১১৬ প্রকরণ মতে,ক্ষতিপূরণের নালীশ স্বরূপ গণ্য করিতে হইবে, এবং উহার তমাদির মেয়াদ ৬ বৎসর। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৯৪ ইং।

৩৭। ক, খ, গ ও ঘ এর বিরুদ্ধে ভূমি দখলের নালীশ করতঃ ১৮৭৬ সনের ২৪শে এপ্রিল তাহাদিগের বিরুদ্ধে খরচ সহ এজমালী দখলের ডিক্রীপায়। খ একক ঐ সম্পত্তি দাবি করিয়া আপীল উপস্থিত করায় ঐ ডিক্রী আপীলে রদ হয়। পরে ক হাই-

কোর্টে খাস আপীল করে এবং ১৮৭৭সনের ২৯শে জুন আপীলআদালতের ডিক্রী রদ হইয়ানিম্ন আদালতের ডিক্রী স্থিরতর থাকে। ১৮৭৮ সনের ৩০ ডিসেম্বর ক প্রথম আদালতে ১৮৭৪ সনের ১৪ই এপ্রিলের ডিক্রী গ ও ঘএর বিরুদ্ধে জারীর প্রার্থনা করে। গ ও ঘ নিম্ন আদালতে ও আপীল আদালতে, ঐ ডিক্রী ১৮৭৭ সনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৭৯ প্রকরণের তমাদিতে বারিত হইয়াছে বলিয়া আপত্তি করে। স্থির হইল যে, খ আপীল আদালতে ডিক্রী পাওয়ায় ক তদ্বিরুদ্ধে হাইকোর্টে খাস আপীল করিতে বাধ্য হইয়াছিল, কারণ নচেৎ সে সমস্ত খরচের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইত। সুতরাং ক হাইকোর্টের ডিক্রী হইতে তিন বৎসর মধ্যে ডিক্রীজারী করিতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১৯৪ ইং।

৩৮। কোন ব্যক্তি ডিক্রীজারী নিলামের প্রতি আপত্তি করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে ও সে অবৈধ নিলাম কৃত দ্রব্য সামগ্রীর স্বত্বহইতে বঞ্চিত হয় না। সে ডিক্রীজারী কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নিলাম ক্রেতা ও অপরাপর ব্যক্তিগণ বিরুদ্ধে ঐ দ্রব্য সামগ্রী বা তন্মূল্যের দাবিতে নালীশ করিতে পারে। কিন্তু ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১১ প্রকরণ মতে ঐ নালীশ ডিক্রীজারীর বিরুদ্ধাদেশ হইতে এক বৎসর মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬০৮ ইং।

৩৯। দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ৫৬১ ধারা মতে রেস্পণ্ডেণ্টকর্তৃক ৭ দিবস মধ্যে আপত্তির নোটিস দেওয়ার যে বিধান আছে, তৎসম্বন্ধে ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ২ ও ৫ ধারা প্রযোজ্য নহে, সুতরাং ঐ ধারা মতে সাত দিবস অতীতে আর অধিক সময় দেওয়া যাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬৫৪ ইং।

৪০। ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনানুযায়ী মোকদ্দমায় ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ৫ ধারার বিধান প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬৯০ ইং।

৪১। কর সংক্রান্ত মোকদ্দমায় প্রকাশ যে ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের বিধান মতে আদালতে কতক টাকা আমানত হয়, এবং ঐ আইনের ৩১ ধারা মতে যে ছয় মাস মেয়াদ মধ্যে নালীশ করিবার বিধান আছে তাহা আদালত বন্ধ থাকা কালে অতীত হয়। কিন্তু আদালত খুলিবার দিবসই আরজি দাখিল হয়। স্থির হইল যে ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ৫ ধারা মতে এই নালীশ বারিত নহে। ঐ

ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৩১৪ ইং। ৯০৬ ইং, এবং ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫০ অনুসৃত হইল।

৪২। উইলপ্রদত্ত নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি হইতে নির্দ্দিষ্ট ঋণ দেওয়ার বিধান থাকিলে, ঐরূপ দানে ট্রাষ্ট সৃজন উপলব্ধি হয়। সুতরাং ঐ দানগৃহীতার অবস্থা সাধারণ দানগৃহীতার অবস্থার ন্যায় নহে, এবং ঐ ট্রাষ্ট ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ১০ ধারানুযায়ী ট্রাষ্ট স্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৭৭১ ইং। ইঃ লঃ রিঃ, ৬ক, ৭৬৬ ইং।

৪৩। সেব-সেবার পালার স্বত্ব সম্বন্ধে

১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৩১ প্রকরণ প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ, ৮কঃ ৮০৭ ইং।

৪৪। প্রিবি কৌন্সিলের আদেশ মতে নিম্ন আদালতের ডিক্রী স্থিরতর রহিলেও প্রিবি কৌন্সিলের আদেশই চূড়ান্ত আদেশ গণ্য হইবে। এবং ঐ আদেশ প্রবল করার দরখাস্ত পূর্ব্বোক্ত ডিক্রী জারীর দরখাস্ত স্বরূপ গণ্য করিতে হইবেক। সুতরাং ঐ দরখাস্ত সম্বন্ধে ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৮০ প্রকরণ প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২১৮ ইং। পূঃ অঃ।

৪৫। ১৮৭৬ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারি বাদী একতরফা ডিক্রী লাভ করিয়া ১৮৭৬ সনের ৩১ শে মে ডিক্রী জারীর দরখাস্ত করে। প্রতিবাদী নালীশের সংবাদ অবগত ছিল না বলিয়া ঐ ডিক্রী রহিতের প্রার্থনা করায় ডিক্রীজারী স্থগিত হওয়ার আদেশ হয়। ১৮৭৬ সনের ১৫ই নবেম্বর প্রতিবাদীর দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয় এবং ডিক্রীজারী স্থগিত থাকা কালে ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল হয়, ও তাহা ১৮৭৭ সনের ১৯ শে ডিসেম্বর ডিসমিস হয়। ইতি পূর্ব্বে ১৮৭৭ সনের ২১ শে ফেব্রুয়ারি ডিক্রীজারী নম্বর খারিজ হয়। স্থির হইল যে বাদী ডিক্রীর তিন বৎসর পর ১৮৮০ সনের ১০ই ডিসেম্বর ডিক্রীজারীর দ্বিতীয় দরখাস্ত করিয়া থাকিলেও ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৭৯মতে ঐ দরখাস্ত তমাদিতে বারিত নহে, কারণ ১৮৭৭ সনের ১৯ ডিসেম্বর আপীল ডিসমিস না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ডিক্রী চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২৪৮ ইং।

৪৬। বাকি করের ডিক্রীজারী ক্রমে ডিক্রীদার দায়িকের সম্পত্তি ক্রোক করিলে দায়িক ১৮৬৯ সনের ২১শে মে ঐ সম্পত্তি কএর নিকট বিক্রয় করে। ক তৎপর ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ২৪৬ ধারা মতে দাবিদাবি দিলে তাহা অগ্রাহ্য হয়, কিন্তু ইতি মধ্যে দায়িক ডিক্রীদায়ের টাকা আদায় করে। ১৮৭৭ সনে ঐ ডিক্রীদারের স্থলবর্ত্তীগণ আর এক বাকি করের ডিক্রী করিয়া ঐ সম্পত্তি ক্রোক করিলে ক পূর্ব্ববৎ দাবিদাবি দেয়। কিন্তু তদ্বিরাভাবে ১৮৭৯ সনের ৩রা মে তাহার দাবিদাবি অগ্রাহ্য হয়। ক পরে ১৮৭৯ সনের ৬ই মে স্বত্ব সাব্যস্তের ও দখল স্থিরতরের নালীশ করায় নিম্ন আদালত ১৮৬৯ সনের ২১ মার্চ্চ হইতে এক বৎসর মধ্যে নালীশ উপস্থিত হয় নাই বিধায় তাহা ডিসমিস করেন। স্থির হইল যে ঐ নালীশ তমাদি বা পূর্ব্বনিষ্পত্তি-জনিত বাধা দোষে বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২৭৯ ইং।

৪৭। বন্ধকী ডিক্রীজারীতে কয়েক ব্যক্তি ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ২৪৬ ধারা মতে এই হেতুতে বন্ধকী সম্পত্তিতে দাবিদাবি উপস্থিত করে যে তাহারা এক পূর্ব্ব ডিক্রীজারীতে দায়িকের স্বত্বলভ্য ক্রয় করিয়াছিল। ১৮৭৭ সনের ২৬শে জুলাই দাবিদারি মঞ্জুর হয়। ১৮৭৯ সনের ২৯শে মার্চ্চ বন্ধকদাতা ঐ সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব সাব্যস্তের নালীশ উপস্থিত করে। ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনমতে এই নালীশের মেয়াদ এক বৎ-

সর মাত্র, কিন্তু ১৮৭১ সনের ৯ আইন মতে আরো অধিক সময়ের মেয়াদ ছিল। স্থির হইল যে ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ২ ধারার শেষ দফার বিধান মতে এই নালীশ তমাদি হয় নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৩৯৫ ইং।

৪৮। মৌখিক রূপে কি লিখিতরূপে যে প্রকারেই হিসাব স্থিরীকৃত (stated) হউক, তমাদির সময়ে একই প্রকার গণ্য হইবেক, এবং উভয় স্থলে ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ৫৪ প্রকরণ প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ২৫৬ ইং।

৪৯। কোন মোকদ্দমা প্রথম সবজজ আদালতে উপস্থিত হইলে উহার মূল্য অধিক ধরা হইয়াছে বিধায় সবজজ মুন্সেফ আদালতে নালীশ উপস্থিত জন্য আরজি ফেরত দেন। সবজজ আদালতে নালীশ উপস্থিত কালে বাদীর কোন কুটিলতা ভাব প্রকাশ পায় না। স্থির হইল যে, সবজজ আদালতে যে কালে আরজি পড়িয়া রহিয়াছিল সে কালের তমাদির সময় গণনাতে ছাড়িয়া দিতে হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ২৮৪ ইং।

৫০। বাদী বহু ব্যক্তির দখলীয় সম্পত্তির দাবিতে তাহাদিগের এক জনের বিরুদ্ধে নালীশ উপস্থিত করে। ঐ নালীশ রুজু হওয়ার পর এবং অন্যান্য দখলকারগণের বিরুদ্ধে ঐ নালীশ তমাদি হইয়া যাইলে তাহাদিগকে প্রতিবাদীশ্রেণীভুক্ত করা হয়। স্থির হইল যে, শেষোক্ত প্রতিবাদী গণের বিরুদ্ধে দাবি তমাদি হওয়ায় তাহাদিগের সম্বন্ধে দাবি ডিসমিস হইবেক। ঐ

৫১। বাদীর ভূমি হইতে প্রতিবাদী কতক বৃক্ষ কাটিয়া লওয়ায় বাদীর ম্যানেজার নিজ নামে প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে বৃক্ষের মূল্যের দাবিতে নালীশ করে। প্রতিবাদী গণের বিরুদ্ধে ম্যানেজারের নালীশের হেতু নাই বলিয়া ঐ নালীশ ডিসমিস হয়। পরে বাদী প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে ঐ দাবিতে নালীশ করিয়া আপত্তি করে যে পূর্ব্ব নালীশে যে সময় অতিবাহিত হইয়াছে তাহা দ্বিতীয় নালীশের তমাদির সময় নির্ণয় করিতে গণনা করিতে হইবেক না। স্থির হইল যে, ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ১৪ ধারা এস্থলে প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩৬৭ ইং।

৫২। ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১২৭ প্রকরণমতে অবিভক্তপারিবারিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত ব্যক্তির নিজ অংশের স্বত্ব প্রবল করিবার নালীশে, বাদীর তলব মতে তাহার অংশের দাবি অস্বীকারের তারিখ হইতে ১২বৎসর মধ্যে, তমাদির সময় গণনা করিতে হইবে। ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১২৭ প্রকরণ মতে বাদী বঞ্চনবিষয় (exclusion) অবগত হওয়ার সময়ে হইতে ঐ নালীশের তমাদির সময় গণনা হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৪৬১ ইং।

৫৩। ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ২ধারা মতে পূর্ব্ব আইননির্দ্দিষ্ট তমাদির সময় নূতন আইন নির্দ্দিষ্ট তমাদির সময় অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। ঐ

৫৪। বেদখলের তারিখ হইতে নালীশের তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাত সহ দখলের ডিক্রী হইয়া থাকিলে, ডিক্রীদারীর

প্রথম দরখাস্তের তারিখ হইতে তিন বৎসর মধ্যে ওয়াশীলাতের দরখাস্ত করিতে হই বেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৮৯ ইং।

৫৫। দায়িক আদালতে টাকা আমানত করায় ডিক্রীদার ঐ টাকা লইবার যে দরখাস্ত করে তাহা ১৮৭৭ সনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৭৯ প্রকরণের ৪র্থ দফানুযায়ী ডিক্রীজারীর অঙ্গীয় দরখাস্ত নহে। ঐ। ২২ উঃ রিঃ ৩২৮ ইং, সহিত প্রভেদকরা গেল।

৫৬। দায়েরি মোকদ্দমায় চূড়ান্তাদেশ না হইবার পূর্ব্বে তাহাতে পক্ষাপক্ষের দরখাস্ত করিবার যে স্বত্ব আছে তাহা প্রতিদিন জন্মে। সুতরাং ঐ মোকদ্দমা পুন র্জীবিত করিবার আবেদন সম্বন্ধে ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৭১, ১৭১ ক ও ১৭৮ প্রকরণ প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৪২০ ইং।

৫৭। এক হিন্দু বিধবা ১৮৪৬ সনে একরার নামা সম্পাদন পূর্ব্বক তাহার মৃত স্বামীর সম্পত্তির কিয়দংশ তাহার ভ্রাতার নিকট হস্তান্তর করে। ১৮৭৮ সনে বিধবার মৃত্যু হইলে ১৮৭৯ সনের মার্চ্চমাসে তাহার কন্যাগণ ঐ সম্পত্তি উদ্ধারের নালীশ উপস্থিত করে। স্থির হইল যে, ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ১৪১ প্রকরণ মতে ঐ নালীশ তমাদিতে বারিত নহে। কারণ, বিধবা ১৮৪৬ সনে একরার নামা সম্পাদন করিয়া তাহার স্বত্ব ত্যাগ করে নাই। বিধবার নালীশের হেতু বিলোপ হওয়ায় দ্বাদশ বৎসরাধিক কালের বেদখল বিরুদ্ধ দখল গণ্য হইতে পারে না। ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৪১ প্রকরণ মতে বাদীগণের স্বত্ব অন্য কোন নির্জীব তমাদি আইন দ্বারা বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৪৪২ ইং।

৯ উঃ রিঃ ৫০৫ প্রভেদ প্রদর্শিত হইল।

৫৮। মিতাক্ষরাধীন হিন্দু নাবালগ থাকা কালে তাহার পিতা কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া থাকিলে, সে ২১ বৎসরান্তে তিন বৎসর মধ্যে ঐ সম্পত্তির দখলের নালীশ করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক। ৫১৭ ইং।

৫৯। বাদীর পিতার অংশ ডিক্রীজারীতে নিলাম হইলে পর বাদী বিভাগক্রমে অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তির নিজাংশ পাইবার নালীশ করে। স্থির হইল যে বাদী যে তারিখে নিজাংশ হইতে বঞ্চিত (excluded) হইয়াছে জানিতে পারিয়াছে সেই তারিখ হইতেই (১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১২৭ প্রকরণ মতে) তমাদি গণনা করিতে হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৬৫৩ ইং।

৬০। ১৮৭৭ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর দায়িকের উকীল ১৮৭৬ সনের ২৪ শে মার্চ্চের ডিক্রীর টাকা পরিশোধ কারণ অতিরিক্ত সময়ের প্রার্থনা করায় দায়িককে সময় দেওয়া হয়।

১৮৮০ সনের ৪ ঠা ডিসেম্বর পুনর্ব্বার জারীর দরখাস্ত উপস্থিত হয়। স্থির হইল যে, ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ১৭৯ প্রকরণ মতে ঐ দরখাস্ত তমাদিতে বারিত নহে। কারণ, ১৮৭৭ সনের ৭ই ডিসেম্বরের দরখাস্ত ১৯ ধারানুযায়ী ঋণস্বীকারপত্র স্বরূপ গণ্য হইবেক এবং ঐ তারিখ হইতে তমা-

দিয় নূতন সময় গণনা করিতে হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৭১৬ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৪৭ দেখ।

৬১। ১৮৭৭ সনের ৩ আইনের ৭৭ ধারানুসারে যে নালীশ হয়, তৎসম্বন্ধে ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ৫ধারার তমাদির বিধান প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৮ কঃ ৯১০ ইং।

৬২। ক খএর বিরুদ্ধে এক ডিক্রী করে। ১৮৭৫ সনের ৭ই জুলাই খ এক কিস্তি বন্দী সম্পাদন পূর্ব্বক তাহা আদালতে দাখিল করে। ঐ কিস্তিবন্দী মতে সে অঙ্গীকার করে যে কয়েক কিস্তিতে সে ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিবেক, এবং এক কিস্তি আদায় করিতে ক্রুটি করিলে ডিক্রীদার ডিক্রীজারীক্রমে সমস্ত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেক। ঐ কিস্তিবন্দী দ্বারা কতক স্থাবর সম্পত্তি ঋণের প্রতিভূ স্বরূপ রাখা হয়, কিন্তু কিস্তিবন্দী রেজেষ্টরীকৃত হয় না। ১৮৭৫ সনের ১৪ই আগষ্ট প্রথম কিস্তি ডিউ হইলে খ ঐ কিস্তির টাকা দিতে ক্রুটি করে। ১৮৭৮ সনের ১৯শে জুন ক ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করে, কিন্তু তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় এবং আদালত ককে জাবেদা নালীশ করিতে আদেশ করেন। ক ১৮৭৯ সনের ২৯শে জানুয়ারি ডিক্রীর টাকার জন্য জাবেদা নালীশ করায় স্থির হইল যে, ডিক্রীজারী নামঞ্জুরাদেশের বিরুদ্ধে আপীল না করা স্থলে ক ঐ আদেশ দ্বারা বাধ্য হইবে। কিন্তু যে সমস্ত কিস্তি তমাদিতে বারিত হয় নাই তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান নালীশ লিখিত হিসাবানুযায়ী ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেয় টাকার বাবদ নালীশ স্বরূপ পরিগণিত হইবেক। যে সমস্ত কিস্তি বাকি পরে নাই তৎসম্বন্ধে নালীশ অচল, এবং ১৮৭৯ সনের ১৯শে জানুয়ারির পূর্ব্বে যে সমস্ত কিস্তি বাকি পরিয়াছে তাহা ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ৬৪ প্রকরণ মতে তমাদিতে বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৯১২ ইং।

তলবি ব্রহ্মোত্তর।

১। যে তলবি ব্রহ্মোত্তর তালুক দশশালা বন্দোবস্তের সময় হইতে এক ভাবে ভোগকৃত হইয়া আসিয়াছে, তাহা অধীন মধ্যবর্ত্তী তালুক বিধায় তালুকদার ১৭৯৩ সনের ৮ আইনের ৫১ ধারামতে নোটিস পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৯২। ১২৫ ইং।

থাক নক্সা।

থাকনক্সা কি পরিমাণে দখলের প্রমাণ তাহার আলোচনা। ইঃ লঃ রিঃ, ৮ক ৯৭৫ ইং।

দখল।

১। বাদী কোন ভূমিতে স্বত্ব নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দখল স্থিরতর জন্য এই বলিয়া নালীশ উপস্থিত করে যে প্রতিবাদীগণ

মধ্যে একজন ঐ ভূমি তাহার নিকট বিক্রয় করিয়াছে, ও সে ঐ ভূমিতে দখলকার থাকা কালে ঐ বিক্রেতা পরে ঐ ভূমি অপর প্রতিবাদীগণের নিকট বিক্রয় করিয়াছে, এবং সেই হেতুতে বাদীর স্বত্বের বিঘ্ন হইয়াছে। বাদীর দখলের কথা মিথ্যা সপ্রমাণিত হওয়ায় স্থির হইল যে, বাদীর নালীশ ডিসমিস হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩৪। ৪৬ ইং

২। ১৮৭৮ সনের জুন মাসে বাদী প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ভূমি দখলের নালীশ করে। বিচার কালে সপ্রমাণ হয় যে বাদী ১৮৭৮ সনের মে মাস পর্য্যন্ত ক্রমাগত ঐ ভূমির নিষ্কণ্টক (peaceable) দখলকার ছিল এবং প্রতিবাদীগণ ঐ সময়ে বাদীকে বলক্রমে ও অবৈধরূপে বেদখল করে। স্থির হইল যে, পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ দৃষ্টে প্রতিবাদী হইতে তাহার অধিকারের প্রমাণ তলব করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ ৭ ক ৫৯১ ইং।

দণ্ডবিধি আইন।

১। আদালত সমক্ষে মিথ্যা অভিযোগের পোষকতার যে উদ্যোগ হয় কেবল তৎসম্বন্ধেই দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারার লিখিত দণ্ড প্রয়োগ হইবেক এমত নহে। পুলীশের নিকট মিথ্যা অভিযোগ হইলে তাহাও ঐ ধারামতে দণ্ডনীয় হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক, ২০৮। ২৮১ ইং।

২। জানিয়া শুনিয়া কৃত্রিম দলিল প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার করিলে দণ্ডবিধি আইনের ৪৭১ ধারার অপরাধ হয়। সুতরাং অপরাধী ১৯৬ ধারামতে অভিযুক্ত না হইয়া ৪৭১ ধারা মতে অভিযুক্ত হওয়া উচিত। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক, ৫৬৫। ৭১৭ ইং।

৩। সর্ব্ব সাধারণের কার্য্যোপলক্ষে রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ যে আদেশ প্রচার করেন তৎসম্বন্ধে দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারা প্রযোজ্য। পক্ষাপক্ষের মধ্যে দেওয়ানী মোকদ্দমায় যে আদেশ হয় তৎসম্বন্ধে ঐ ধারা প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৪৪৫ ইং।

৪। দেওয়ানী আদালতের নিষেধ-আজ্ঞা (injunction) অমান্য হইলে আসামীকে বিচারার্থ ফৌজদারীতে সমর্পণ করা বিধেয়। ঐ

৫। রেজেষ্টরী করিবার মেয়াদ রক্ষার

উদ্দেশে যদি কোন দলিলের তারিখ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে দণ্ডবিধি আইনের ৪৬৪ ধারার ২ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট অপরাধ না হইয়া ১৯২ ধারায় অপরাধ গণ্য হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৪৮২ ইং।

৬। দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারানুযায়ী অপরাধের বিচার হইবার পূর্ব্বে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তৎকৃত পূর্ব্বাভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করিবার সুযোগ দেওয়া আবশ্যক; এবং সে ঐ সুযোগ পাইবার প্রার্থী হইলে তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সমক্ষে (কিন্তু পুলীশ সমক্ষে নহে) ঐ সুযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৪৯৬ ইং।

৭। ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতের বা কর্ম্মচারীর সমক্ষে মিথ্যা অভিযোগ হইলেই দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারামতে দণ্ডাদেশ হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৬২০ ইং।

৮। একটি স্ত্রীলোক তাহার শিশু সন্তান লইয়া স্বামী গৃহ হইতে পলায়ন করে। ঐ শিশু নিরুদ্দেশ হওয়ায় উহাকে হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ঐ স্ত্রীলোক ধৃত হইলে সে তিনটী বিভিন্ন জবাব দেয়; (১) সে উহাকে স্বামী গৃহে রাখিয়া আসিয়াছে, (২) র উহাকে তাহার নিকট হইতে ভাগাইয়া লইয়াছে, (৩) হ উহাকে জলমগ্ন করিয়াছে। সেসন জজ শেষ জবাব বিশ্বাস করিয়া ঐ স্ত্রীকে দণ্ডবিধি আইনের ২০১ ধারা মতে অপরাধী সাব্যস্ত ও দণ্ডাদেশ করেন। স্থির হইল যে, ঐ দণ্ডাদেশ অবৈধ বিধায় রহিত হইবেক, কারণ এ অবস্থায় ২০১ ধারা প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭৮৯ ইং।

৯। এক ব্যক্তি দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারা মতে মিথ্যাভিযোগ করার অপরাধে অভিযুক্ত হইলে, দেখাযায় যে পূর্ব্বাভিযোগ পুলীশের রিপোর্টে মিথ্যা সাব্যস্ত হয়, এবং পুলীশ মিথ্যাপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করিতে অনুরোধ করে। একৃষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিসনর পুলীশের কাগজ পত্র ডিপুটী কমিসনরের নিকট পাঠাইয়া তাহার অনুমতি অপেক্ষা করেন। ডিপুটী কমিসনর অভিযোগের অনুমতি দেওয়ায় বন্দীর প্রতি দণ্ডাদেশ হয়। স্থির হইল যে,ঐরূপ দণ্ডাদেশ অবৈধ এবং পুলীশের রিপোর্ট পাওয়া মাত্র বন্দীর অভিযোগের সত্যতা স প্রমাণ করার জন্য তাহাকে সুযোগ প্রদান করা উচিত ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৮৭ ইং।

১০। উদ্যোগ সফল হইলে যদি অপরাধ সংঘটনের সম্ভাবনা না থাকে তবে দণ্ডবিধি আইনের ৫১১ধারামতে অপরাধের উদ্যোগ করাপরাধের দণ্ডাদেশ হইতে পারেনা। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩৫২ ইং।

১১। মূল্যবান দলিল জালের উদ্যোগ করাপরাধে এক ব্যক্তি জুরীকর্ত্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়। জুরীগণ এই প্রকারে তাহাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে বন্দী কোন কোম্পানির রসীদের ন্যায় কয়েক খানা রসীদের ফারম ছাপাইবার আদেশ করে, এবং তদনুসারে সে একখানা রসীদ ছাপা করিয়া ঐ ফারমে শঠতপূর্ব্বক জাল দলিল প্রস্তত করিবার অভিপ্রায় করিয়া-

ছিল। সেসন জজ বন্দীকে দণ্ডবিধি আইনের ৪৬৫ ও ৫১১ ধারা মতে কঠিন পরিশ্রম সহ এক বৎসর কারাবাসের আদেশ করেন। স্থির হইল যে ঐ দণ্ডাদেশ অবৈধ। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩৫২ ইং।

১২। কোন ব্যক্তি সৎস্বভাবাবলম্বন জন্য মুচুলীকা দেওয়ার কারণ ধৃত হইলে হাজতে থাকা কালে হাজত হইতে পলায়ন করে। স্থির হইল যে, সে দণ্ডবিধি আইনের ২২৪ ও ২২৫ ধারানুসারে অপরাধী হইতে পারেনা। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৩৩১ ইং।

অনধিকার প্রবেশ ৫, দেখ

অপরাধের সহায়তা ১

কুৎসিৎ আকৃতিপ্রদর্শন ও কুৎসিৎ বাক্যোচ্চারণ ১

গুরুতর পীড়া ১

জুরী ৫

নর হত্যা ১,২,৩,৬,৭

সমন ১

দরপত্তনি।

অধীন তালুক ২, দেখ

পত্তনি তালুক ৯

দলিল।

১। যে সমস্ত দলিল প্রমাণিত না হওয়ায় মফঃস্বলের প্রথামতে নথির সামিল মাত্র থাকে তাহা নথি সামিল রাখা কর্ত্তব্য নহে। ঐ সমস্ত দলিল অপ্রামাণ্য বলিয়া উপেক্ষা করা আদালতের কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐ সমস্ত দলিল যাহাতে নথিতে না রহে তৎসম্বন্ধে বিপক্ষের উকিলের যত্ন করা কর্ত্তব্য। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক, ২০৫। ৩১০ ইং।

২। মীমাংসা পত্রে বা স্বত্বত্যাগ পত্রে যে সমস্ত সাধারণ শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহা পক্ষাপক্ষের কার্য্য ও অভিপ্রায় সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক, ৫৭৬ ইং।

এফিডেবিট ১, দেখ

চুক্তি ১২

ডিক্রী ৯

তঞ্চকতা ১,২,৩

তমঃস্সুক ১,২

তমাদি (১৮৭১ সনের আইন) ১৪,৪২

দণ্ডবিধি আইন ২,৫,১১

নিকাশ ৬

প্রমাণ (অনুমান) ৫,৬

প্রেক্টিস (মোকদ্দমা) ৪

দাখিলা।

প্রজা ও ভূম্যধিকারী ৪, দেখ

দাঁড়া মত দখল।

১। আদালতের কর্ম্মচারী ডিক্রীদারকে ডিক্রীজারীতে দাঁড়ামত দখল প্রদান করিলে তদ্দারা তাহার নালীশের নূতন হেতু জন্মে, এবং সে কস্মিন কালে প্রকৃত দখল নাপাইয়া থাকিলেও সে বা তৎস্থলবর্ত্তী ঐ দখল প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১২ বৎসর মধ্যে দখলের দাবিতে নালীশ করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬৩৮। ৮৭০ ইং।

২। ভদ্রাসন বাটীতে বা তাহার অংশে

প্রকৃত দখল সম্ভব হওয়া স্থলেও নাজির কর্ত্তৃক বাঁশ গাড়ী করিয়া দাড়ামত দখল দেওয়া হইলে, ঐ দখল প্রকৃত পক্ষে এমত সরল ভাবের দখল নহে যে তদ্দারা তমাদি রক্ষিত হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৪৫। ৩৩১ ইং।

৩। বাদীগণ ১৮৬৩ সনের ৩১শে জানুয়ারি ডিক্রীজারী নিলামে এক বাড়ীর অংশ ক্রয় করে। কিন্তু তৎকালে তাহার দখল পাইবার কোন চেষ্টা করে না। ১৮৬৯ সালে তাহারা নাজির দ্বারা দাঁড়ামত দখল লয়। পরে ১৮৭১ সনে বাদীগণ নাজিরের সহায়তায় ১ মিনিটের জন্য ঐ বাড়ীর এক কামরা দখল করে, তৎপর প্রতিবাদীগণ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ১৮৭৬ সনের নবেম্বর মাসে বাদীগণ ঐ বাড়ীতে তাহাদের স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার এবং তাহাদের অংশ বিভাগ করতঃ উহাতে নিজ দখল পাইবার দাবিতে নালীশ করে। স্থির হইল যে, ১৮৬৯ সনের দাঁড়ামত দখল ও ১৮৭১ সনের ক্ষণিক দখল দ্বারা তমাদি রক্ষিত হয় নাই, এবং বাদীর নালীশ ১৮৬৩ সনের ১১ই জানুয়ারি হইতে ১২ বৎসর মধ্যে না হওয়ায় উহা তমাদিতে বারিত হইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৪৫। ৩৩১ ইং।

৪। আদালত বাদীকে ডিক্রী দিলে বাদী ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ২২৩ ধারা মতে দখল প্রাপ্ত হইতে পারে। ঐরূপ দখল দেওয়ার সময় উভয় পক্ষ তথায় উপস্থিত আছে বলিয়া আইনতঃ বিবেচনা করিতে হইবে। সুতরাং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ঐ রূপ দখল কোন ফলদায়ক হইবেক না, কারণ তাহারা পূর্ব্বোক্ত দখল দেওয়া কালে কোন পক্ষভুক্ত ছিল না। কিন্তু প্রতিবাদী যদি পরে খাজানা ও উপস্বত্ব ভোগ করতঃ বাদীকে বেদখল করে তাহা হইলে ঐ বেদখলের সময় হইতে ১২ বৎসর মধ্যে বাদী তাহার বিরুদ্ধে নালীশ উপস্থিত করিতে পারিবে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৪৩৫। ৪৮৪ ইং।

৫। ভূমি দখলের নালীশে প্রকাশ পায় যে ১৮৬৩ সনে বাদী বর্ত্তমান প্রতিবাদীগণ মধ্যে কাহার২ বিরুদ্ধে ঐ ভূমির খাস দখলের নালীশ করিয়াছিল। ঐ পূর্ব্ব নালীশে প্রতিবাদীগণ বাদীর প্রজা ও এক পাট্টাসূত্রে ঐ ভূমির দখলকার থাকিতে স্বত্ববান বলিয়া উত্তরদায়ক হয় প্রতিবাদীগণ পাট্টা প্রমাণ করিতে না পারায় বাদী ডিক্রী পায়। তিন বৎসর পরে বাদী ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ২২৪ ধারা মতে আদালতের উপযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা ঐ ভূমির দখল লয়, সে ২২৩ ধারানুযায়ী দখল লয় না। স্থির হইল যে, বাদী আদালতের কর্ম্মচারী দ্বারা দখল প্রাপ্ত হওয়ায় প্রণালী গত ব্যতিক্রমের কোন ত্রুটি গণ্য হইতে পারে না। দেওয়ানী আদালত ডিক্রীজারীতে যে রীতিমত দখল (formal possisseon) দেন তাহা পক্ষাপক্ষগণ মধ্যে আইনতঃ এবং কার্য্যতঃ প্রকৃত দখল হস্তান্তর স্বরূপ পরিগণিত হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩১৮ ইং।

তমাদি ৪, দেখ

দান।

১। শরাতে দায়াদগণের প্রতি সম্পত্তি বর্ত্তিবার যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে উইল দ্বারা তৎসম্বন্ধে যেন কেহ হস্তক্ষেপ না করেন ইহাই শরার উদ্দেশ্য। কিন্তু বিত্তাধিকারী কতিপয় নিয়ম পালন পূর্ব্বক তাহার সমুদয় সম্পত্তি বা কিয়দংশ আপন জীবদ্দশায় দায়াদগণ মধ্যে এক জনকে দান করিতে পারেন। ঐ দানের প্রণালী দ্বিবিধ; যথা, (১) প্রবৃত্তি বা মূল্য ব্যতীত দানপত্র ক্রমে, এবং (২) প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে দানপত্র দ্বারা, তাহা করা যাইতে পারে। প্রথম প্রণালীর এই নিয়ম যে ঐ দানের সঙ্গে২ দত্ত বস্তুর দখল যতদূর অর্পিত হইতে পারে ততদূর অর্পিত না হইলে দান অসিদ্ধ হইবে। দ্বিতীয় প্রণালী মতে দান হইলে দানগৃহীতা কর্ত্তৃক দত্ত বস্তুর প্রবৃত্তি বা মূল্য বাস্তবিক প্রদত্ত হওয়ার এবং দাতা আপনাকে ঐ বস্তুর অধিকার চ্যুত করিয়া উহা দানগৃহীতাকে অর্পণ করার প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত থাকা আবশ্যক, কিন্তু দত্ত বস্তুর দখল অর্পণ হইয়াছে কি না অথবা প্রবৃত্তি উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত তাহা দেখা আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১৩৪। ১৮৪ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

২। এক হিন্দু ক স্বীয় ভগিনী খকে এক তালুক দানপত্র দ্বারা দান করে। দানপত্রে এই লিখা ছিল যে "আমি তোমার ভরণপোষণার্থ গ, ঘ, ঙ, নামক তিন মৌজা ও তদানুষঙ্গিক সমস্ত স্বত্ব সমেত তালুক স্বরূপে ৩৬১৲ টাকা তাহুত জমায় তোমাকে দান করিলাম। ঐ ভূমিতে দখলকারিণী থাকিয়া এবং ঐ তাহুত জমা আদায় করিয়া তুমি ও তোমার গর্ভজাত সন্ততিপরম্পরায় ঐ ভূমি ভোগ করিতে থাকিবে। তোমার অন্য কোন ওয়ারিসানের কোন স্বত্ব থাকিবে না"। দানপত্রের তারিখে খএর একমাত্র সন্তান চ নামক এক কন্যা ছিল। পরে খএর এক পুত্র জন্মিয়া খএর জীবদ্দশায়ই নিঃসন্তান মরে। তাহার বিধবা তাহার অনুমতি মতে এক দত্তক গ্রহণ করে। খ উইল দ্বারা আপন কন্যা চকে এবং মৃত পুত্রের দত্তককে তুল্য রূপে অর্দ্ধাংশ করিয়া ঐ তালুক দান করে। খএর মৃত্যুর পর কএর পুত্র স্বীয় পিতার দায়াদ স্বরূপে ঐ তালুক দখল করে। চ এবং খএর মৃত পুত্রের দত্তক কএর উইল সূত্রে দাবি করতঃ কএর পুত্রের বিরুদ্ধে দখল পাইবার নালীশ করে। স্থির হইল যে, ঐ দানপত্রের প্রথম বাক্য গুলি একত্র করিলে তদ্দ্বারা খকে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব প্রদত্ত হয় বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, এবং শেষ ভাগের মর্ম্ম এই যে খএর মৃত্যু কালে কোন সন্তান বর্ত্তমান না থাকিলে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব দাতাকে এবং তাহার দায়াদগণকে পুনঃ অর্শিবে। খএর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব থাকায় ঐ স্বত্ব সে উইল দ্বারা দান করিতে সক্ষম ছিল, সুতরাং বাদীগণ তাহাদের নালীশে কৃতকার্য্য হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১৭। ২৩ ইং।

উইল ১,৪,১২,দেখ
ব্যাখ্যা। ১

দান পত্র।

পূর্ব্বনিষ্পত্তিজনিত বাধা ১৩,দেখ

দাবি কর্ত্তন।

১। বন্ধক খালাসের মোকদ্দমায় বন্ধকের দেনা সুদ সহ প্রতিবাদী বন্ধক গৃহীতাকে দেয় এই আদেশ হয়, এবং প্রতিবাদীর অনুকূলে বাদীর প্রতি মোকদ্দমার খরচ দেওয়ার আদেশ হয়। স্থির হইল যে, ঐ ডিক্রীমতে প্রতিবাদীর দেয় বন্ধকের দেনা হইতে তাহার প্রাপ্য মোকদ্দমার খরচ বাদ দিতে প্রতিবাদীর অধিকার আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫৩৪। ৭৪২ ইং।

দাবিত্যাগ।

১। নালীশ উপস্থিত করিবার কালে বাদীর দখল থাকা সাব্যস্ত হয় নাই বিধায় বাদীর স্বত্ব সাব্যস্তের ও দখল স্থিরতরের নালীশ ডিস্‌মিস্‌ হইয়া থাকিলে পর, পূর্ব্ব স্বত্ব মূলে দখল পুনঃ প্রাপনের নালীশ দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৪৩ ধারা মতে অচল নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৮১৯ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৮২৫ ইং টীকা দেখ।

দাবিদারি।

দাবি বিশ্লেষণ।

১। বাদীগণ নিকাশের স্বত্ব সাব্যস্তের দাবিতে নালীশ করিলে স্বত্বনির্দ্দেশসূচক ডিক্রী লাভ করে। বাদীগণ ঐ নলীশে কোন আনুষঙ্গিক প্রতিকার চাহে নাই ও পায় নাই। প্রতিবাদীগণ নিকাশ না দেওয়ায় বাদীগণের নিকাশ আমলে প্রতিবাদীগণ স্থানে যে টাকা পাওনা ধার্য্য হইবেক তাহার দাবিতে প্রতিবাদীগণ বিরুদ্ধে বাদীগণ আর এক নালীশ উপস্থিত করে। স্থির হইল যে, বাদীগণ এই শেষ নালীশ আনিতে বারিত নহে। কারণ ১৮৫৯সনের ৮ আইনের ১৫ ধারা দ্বারা ঐ আইনের ৭ ধারার বিধান কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৪৮৩ ইং। পুঃ অঃ। ইঃ লঃ রিঃ ১ আঃ, ২৫২ ইং, অনুসৃত ও অনুমোদিত হইল।

দেউলিয়া।

১। দেউলিয়া চূড়ান্তরূপে মুক্তি পাইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত ধন উপার্জ্জন করে তৎসম্বন্ধে অফিসিএল এসাইনির স্বত্ব বহালিতে সে সর্ব্ব প্রকার বিক্রয়াদি কার্য্য করিতে সক্ষম। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৫৫৬ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

২। এ প্রকার অবস্থায় দেউলিয়ার দখল অফিসিএল এসাইনির বিরুদ্ধে গণ্য হইয়া অফিসিএল এসাইনির স্বত্ব বারিত করিতে পারে। ঐ

৩। ক যে তারিখে আদালতে দেউলিয়া সাব্যস্ত হয় তৎপূর্ব্ব রাত্রে ১০ ঘটিকার সময় খ নামক কুঠিয়ালগণ ককে এই সর্ত্তে ৫০০০৲ টাকা কর্জ দেয় যে ক তৎপর দিবস তাহাদিগকে ঐ মূল্যের মাল দিবেক এবং ক ইতিমধ্যে তাহাদিগকে এই প্রতীতি

জন্মাইবে যে তাহার গুদামে ঐ মূল্যের উপযুক্ত মাল আছে। কুঠিয়াল গণের গোমস্তা কএর মাল দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গুদাম ঘরে তালা দিয়া আইসে এবং কুঠিতে বসিয়া ককে ৫০০০৲ টাকা দেয়। ঐ টাকা পাইয়া ক সেই রাত্রিতেই পলায়ন করে। তৎপর দিবস সে আদালতে দেউলিয়া সাব্যস্ত হয়। স্থির হইল যে, দেউলিয়া সংক্রান্ত আইনের ২৪ধারার মর্ম্মানুসারে ঐ গুদামের মাল কএর আদেশ মতে হস্তান্তরের ক্ষমতাধীন ছিল না। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২৫৯। ৩৫৯ ইং।

৪। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩৪৪ ধারানুযায়ী প্রার্থনায় আবেদনকারীর এই প্রদর্শন করা আবশ্যকযে তাহার অবস্থা ৩১১ধারার বিধানের অন্তর্গত এবং প্রমাণের ভার তাহারই উপর বর্ত্তে। প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে ৫৮৮ ধারার ১৭ দফা মতে আপীল চলিবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬৫০। ৮৮৮ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১৬৮ ইং।

৫। বিক্টোরিয়া রাজত্বের ১১ ও ১২ বর্ষীয় দেউলিয়া সম্বন্ধীয় আইনের ১৩ ধারার মর্ম্মানুযায়ী ভরণপোষণের বাবদ দেয় টাকা ঋণ বলিয়া গণ্য হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৩৯৯। ৫৩৬ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

৬। হাইকোর্টের এলাকা বহির্ভূতে স্বীয় আবাস স্থান রাখিয়া এক ব্যবসায়ী কলিকাতায় গোমস্তা দ্বারা কার্য্য চালাইত। গোমস্তা কারবার বন্ধ করিয়া কারবারের স্থান পরিত্যাগ করিয়া যায়। এরূপ স্থলে ঐ ব্যবসায়ী বিক্টোরিয়া রাজত্বের ১১ ও ১২ বর্ষীয় ২১ অধ্যায়ের ৯ ধারানুসারে দেউলিয়া নির্ণীত হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৪৫০। ৬০৫ ইং।

৭। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩৫১ ধারামতে দেউলিয়া হইবার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে ঐ আদেশের বিরুদ্ধে ৫৮৮ ধারানুযায়ী যে আপীলের বিধান আছে তাহা কেবল ডিক্রীদার উত্তমর্ণের পক্ষে খাটে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৭১৯ ইং। ৪ দফা দেখ।

৮। ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১৬৮ ইং।

৯। বিক্টোরিয়া রাজত্বের ১১ এবং ১২বর্ষীয় দেউলিয়া বিষয়ক আইনের ২১ অধ্যায়ের ৫১ ধারার প্রয়োগ। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭০ইং। এবং ঐ আইনের ২৩ ধারায় প্রয়োগ—ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৬৩৩ ইং দেখ।

দেওয়ানী আদালত।

এডমিনিষ্ট্রেশন ৪, দেখ

দেবোত্তর।

উৎসৃষ্ট সম্পত্তি ৯,১০,১২,১৫,১৬, দেখ

পক্ষসংযোজন ১০

ধর্ম্ম সম্প্রদায়।

১। ভারতবর্ষীয় কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সভ্য গণের স্বীয় ভূমি অপর ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের দেবালয়ের সমীপবর্ত্তী হইলে তাহাতে তাহারা দেবালয় সংস্থাপন করিতে স্বত্ববান, কিন্তু কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ই ঐরূপ দেবালয় সংস্থাপন করিয়া উপাসনা কার্য্য দ্বারা প্রতিবেশীগণের সমূহ বিরক্তি জন্মাইতে স্বত্ববান নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬৯৪ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১৪৩ ইং।

নক্‌সা।

প্রমাণ (দলিলী) ১৮,২০,দেখ

নকল।

প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট অভিযোক্তার অভিযোগ ডিসমিস করিলে, অভিযোক্তা ১৮৭৭ সনের ৪ আইনের ১৭০ ধারা মতে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের ও তৎগৃহীত জবানবন্দীর নকল পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১৬৬ ইং।

বন্ধক ১৪,২৩,দেখ

নরহত্যা।

১। দণ্ডবিধি আইনের ৩০০ ধারার বর্জ্জিত বিধির প্রকরণ কোন্ স্থলে প্রযোজ্য তাহা বিস্তারিত রূপে ব্যাখ্যাত হইল। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৩। ৩১ ইং।

২। এক সাপুরিয়া সাধারণের কৌতূহলার্থ বিষধর সর্প প্রদর্শন করিয়া বেড়াইত। সর্পের বিষদাঁত ফেলান হইয়াছিল না, তাহা সে জানিত। সে তাহার কৌশল ও নৈপুণ্য দেখাইবার জন্য একজন দর্শকের মস্তকে ঐ সর্প স্থাপন করে। দর্শক সর্পকে ফেলাইয়া দিবার উদ্যোগ করিলে সর্প তাহাকে দংশন করে, ও তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়। স্থির হইল যে, সাপুরিয়া দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ধারার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৬০। ৩৫১ ইং।

৩। দুই দলবদ্ধ ব্যক্তিগণ সাংঘাতিক অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর আক্রমণশীল হইলে পর এক ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট হয়। মৃত ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক ছিল, এবং কোন দল আক্রমণ সময়ে কোন প্রকার অন্যায় চাতুরি অবলম্বন করিয়াছিল না। অবস্থা পর্য্যালোচনে স্থির হইল যে,এই অপরাধ দণ্ডনীয় নরহত্যা (culpable homicide) বলিয়া পরি গণিত হইবেক কিন্তু, উহা নরহত্যা (murder) নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১৫৪ ইং।

৪। নরহত্যাপরাধের অভিযোগপত্র কি আকারে প্রস্তুত করা আবশ্যক তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২১১ ইং।

৫। জ্ঞানকৃত হত্যাভিযোগে জুরী কর্ত্তৃক বিচার হওয়ায় জুরী মীমাংশা করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি জ্ঞানকৃত হত্যার অপরাধী না হইয়া, জ্ঞান কৃত হত্যার তুল্য নহে এমত দণ্ডনীয় (culpable) নরহত্যার অপরাধী। সেসন জজ জুরীর মীমাংশায় অসম্মত হইয়াও ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৬৩ ধারা মতে হাইকোর্টে মোকদ্দমা অর্পণ করিতে বিরত হয়েন। এ অবস্থায় ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৭২ ধারানুসারে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল চলিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১৯৭। ২৭৩ ইং।

৬। দণ্ডনীয় নরহত্যার অপরাধে কয়েক ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়। মৃত ব্যক্তির প্লীহা ছিল এবং তাহার শরীরে আসামীগণ মুষ্ট্যাঘাত করাতে তাহার প্লীহা ফাটিয়া গিয়া মৃত্যু হয় বলিয়া প্রমাণে প্রকাশ পায়। স্থির হইল যে, দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ধারান্তর্গত অপরাধ সাব্যস্ত করিবার পূর্ব্বে জুরীর ইহা হৃদবোধ হওয়া আবশ্যক যে অপরাধের ঘটনা স্থলে প্লীহা রোগের প্রাবল্য থাকার বিষয় ও ঐ রোগগ্রস্থ কোন

ব্যক্তিকে আঘাত করিলে তাহার প্রাণহানির আশঙ্কা থাকার বিষয় আসামীগণ অবগত ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫৯৮। ৮১৫ ইং।

৭। যে স্থলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অপরের শরীরে আঘাত করা হয়, সে স্থলে দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ক ধারা খাটে না। ইঃ লঃ রি ৪ক ৫৬০। ৭৬৪ ইং।

৮। কেহ জ্ঞান পূর্ব্বক ঐ অপরাধ করিলে এবং তাহাতে তাহার উপস্থিত অভিপ্রায়ের অতিরিক্ত ফল জন্মিলে, ঐ ফল ঘটাইবার সম্ভাবনা থাকার কথা সে জানিত বলিয়া কতদূর নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে তাহা আদালতের দেখা কর্ত্তব্য। সে ঐ ফল জানিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে, ঐ ফল কেবল দুঃসাহসমূলক বলিয়া জ্ঞান করা যাইতে পারেনা। উহা সে জানিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট না হইতে পারিলে ও, ইচ্ছা পূর্ব্বক কৃত ঐ অপরাধের ফল শোচনীয় হওয়ার ঐ অপরাধ দুঃসাহস মূলক বলা যায় না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫৬০। ৭৬৩ ইং।

অপরাধ ১,দেখ
প্রমাণ ৭

নামজারী।

১। ১৮৭৬ সনের বঙ্গীয় ৭ আইনানুসারে নামজারী হইলে ঐ নামজারীর বৃত্তান্ত মালিকের স্বত্বাস্বত্বের প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারেনা। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৮৫৩ ইং।

২। নামজারীর বৃত্তান্ত উল্লেখে বাদী প্রমাণের ভার হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না। ঐ

৩। প্রশ্ন—দখল মূলে কোন নালীশ উপস্থিত হইলে, অথবা দখল মূলে কোন প্রতিকারের প্রার্থনা করা হইলে, ঐ নামজারীর বৃত্তান্ত নামজারীকালীন প্রকৃত দখলের গৌণ (prima facie) প্রমাণ কি না। ঐ

৪। নামজারী আইনানুযায়ী কালেক্টরের আদেশ ক্রমে কোন ব্যক্তি দখলহীন বলিয়া সাব্যস্ত হইলে পর, সে যদি দখল পাইবার দাবিতে নালীশ করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই আদৌ তাহার নালীশ সপ্রমাণ করিতে বাধ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১২৩ ইং।

প্রোকৃটিস (ফৌজদারী বিচার) ৭১,দেখ
প্রমাণের ভার ১৬
বিচারাধিকার ১১

নায়েব।

এজেণ্ট ৩,৪, দেখ
তমাদি (১৮৭৭ সনের ১৫ আইন) ১১

নাবালগ।

১। ১৮৫৮ সনের ৪০ আইনের ১৮ ধারামতে নাবালগের সম্পত্তি হস্তান্তর বা ইজারা দিবার অনুমতির প্রার্থনা হইলে আদালত আদৌ ইহাই বিচার করিতে বাধ্য যে প্রার্থিত হস্তান্তর বা ইজারা নাবালগের পক্ষে হিতকর হইবে কি না। এবং ঐ অনুমতির প্রার্থনাপত্রে অবস্থাধীন আবশ্যকীয় সমস্ত বিবরণ সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১৬১ ইং।

২। বাদিনী নাবালগ থাকা কালে তৎপক্ষে তাহার মাতা অভিভাবিকা স্বরূপে

মএর একজিকিউটারগণের অনুকূলে আদালতের অনুমতিক্রমে এক রফানামা সম্পাদন করে। বাদিনী ঐ রফা নামা পণ্ড করিবার উদ্দেশে এই হেতুবাদে নালীশ করে যে, একজিকিউটারগণ তাহাদিগের প্রবেটের দরখাস্তে যে সমস্ত বর্ণনা করিয়াছে তাহার সত্যতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বাদিনীর মাতা ঐ রফা নামার নিয়ম লিখিয়া দেয়, এবং একজিকিউটারগণ তাহাদের দরখাস্তে অনেক কথা শঠতা ক্রমে গোপন করিয়াছে। প্রমাণ দৃষ্টে প্রকাশ পায় যে একজিকিউটারগণ রফা নামা সম্পাদন কালে কোন সম্পত্তির বিষয় অজ্ঞ থাকিলেও পশ্চাৎ তদ্বিষয় তাহাদিগের জানা কর্ত্তব্য ছিল। স্থির হইল যে, যদিও একজিকিউটারগণ ঐ বিষয় অজ্ঞ থাকিয়া তঞ্চকতা দোষে অপরাধী নহে, তথাপি তাহাদিগের অজ্ঞতা মার্জ্জনীয় বলা যায় না। সুতরাং মূল বৃত্তান্ত সম্বন্ধে ভ্রম করিয়া ঐ রফা নামা সম্পাদিত হইয়াছে বিধায় আদালতের অনুমতি সত্ত্বেও উহা পণ্ড গণ্য হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৬৮৭ ইং।

৩। মূল বৃত্তান্ত সম্বন্ধে ভ্রম ঘটিয়া আদালতের সম্মতি ক্রমে রফা নামা সম্পাদিত হইলেও উহা চুক্তি বিষয়ক আইনের ২০ ধারা মতে পণ্ড হইবেক। ঐ

৪। অভিভাবক নাবালগপক্ষে যে নালীশ উপস্থিত করে তাহা নাবালগের কৃত নালীশ বলিয়া গণ্য হইবেক, সুতরাং ঐ নালীশে নাবালগের প্রতি প্রযোজ্য তমাদির নিয়ম প্রয়োগ করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১৩৭ ইং।

৫। ডিক্রীজারীতে কোন সম্পত্তি নিলাম হইলে নাবালগ ঐ সম্পত্তির স্বীয় অংশ হইতে বেদখল হওয়ায় তাহার অভিভাবক ১৮৫৯ সনের ২৬৮ ধারামতে দখল পাইবার প্রার্থনা করে। কিন্তু ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য হওয়ার পরে নাবালগের অপর অভিভাবক পূর্ব্ব প্রার্থনার এক বৎসর অতীতে দখল পাইবার নালীশ করে। স্থির হইল যে, এই নালীশ তমাদিতে বারিত নহে, কারণ নাবালগের স্বত্ব সম্বন্ধে ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের ৭ ধারার নিয়ম প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১৩৭ ইং।

১৭উঃ রিঃ ৪১৯ ইং; ৩ উঃ রিঃ ২৫ ইং, অনুসৃত হইল।

৬। নাবালগের বিরুদ্ধে কোন নালীশ উপস্থিত হইলে নাবালগ তাহাতে জয়লাভ করে। ঐ নালীশে নাবালগ জয়ী না হইলে নাবালগ কতক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইত। স্থির হইল যে, নাবালগের সম্পত্তি আদালতের নিযুক্ত রিসিবরের হস্তে থাকা কালে নাবালগের এটর্ণি ঐ নালীশের খরচ নাবালগের প্রয়োজনীয় টাকা বলিয়া নাবালগের বিরুদ্ধে নালীশ করতঃ উহা আদায় করিয়া লইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১৪০ ইং।

৭। মহম্মদীয় আইনের সীয়া শ্রেণীর মতানুসারে মাতা ব্যভিচারিণী না হইলে অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাগণের সংরক্ষণতার (custody) গ্রহণ করিতে স্বত্ববতী। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৪৩৪ ইং।

৮। এক অপ্রাপ্তবয়স্কা পিতৃহীনা হিন্দু বালিকার খুল্লতাত ১৮৬১ সনের ৯ আইন

মতে তাহার সংরক্ষণভার (custody) পাইবার উদ্দেশে ডিষ্ট্রীক্টজজের নিকট আবেদন করে এবং ঐ বালিকার মাতার সঙ্কল্পিত বিবাহ নিবারণোদ্দেশে ইঞ্জাঙ্কসনের (নিষেধাজ্ঞার) প্রার্থনা করে। ১৮৮১ সনের ৮ই মার্চ্চ জজ এক সাময়িক ইঞ্জাঙ্কসন প্রচার করেন। উক্ত আবেদনের বিচারের তারিখে প্রকাশ পায় যে ইঞ্জাঙ্কসন প্রচার হইবার পুর্ব্বে ঐ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ডিষ্ট্রীক্টজজ স্থির করেন যে, বালিকার মাতা তাহার সংরক্ষণের ভার পাইতে স্বত্ববতী হইলেও বিবাহদানে মাতা অপেক্ষা খুল্লতাতের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা। ডিষ্ট্রীক্ট জজ আরও স্থির করেন যে, ঐ বিবাহ বৈধ মতে সম্পন্ন হয় নাই। হাইকোর্ট আপীলে আপত্তি হয় যে ১৮৬১ সনের ৯ আইনানুযায়ী আবেদনের বিচারে ডিষ্ট্রীক্ট জজ বিবাহ দানের স্বত্বাস্বত্ব সম্বন্ধে বিচার করিবার অথবা ইঞ্জাঙ্কসন প্রচার করিবার অধিকারী নহেন, এবং বিবাহের প্রকৃততা বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জজ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। স্থির হইল যে, ১৮৬১ সনের ৯ আইন মতে জজের বিচারাধিকার ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২৬৩ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৩ আ ৪০৩ ইং দ্রষ্টব্য।

৯। আরও স্থির হইল যে, ইঞ্জাঙ্কসন প্রচারিত হইবে কি না এবিষয় মীমাংসা করিবার উদ্দেশে জজ বিবাহের প্রকৃততা সম্বন্ধে অনুসন্ধান [illegible]। কিন্তু জজের নিষ্পত্তি দ্বারা [illegible] বৈধতার মীমাংসা হইবেক [illegible] রিঃ ৮ক ২৬৬ ইং।

১০। ১৮৫৮ সনের ৪০ আইনের ৩ ধারামতে নাবালগের সম্পত্তির শাসন সংরক্ষণের সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করা হইলে পর সার্টিফিকেট বাহির হইবার পুর্ব্বে নাবালগের ১৮ বৎসর পুর্ণ হয়, এবং তৎকালে সে একখানা প্রমিসরি নোট লিখিয়া দেয়। স্থির হইল যে, প্রমিসরি নোটের বাবদ নালীশে ঐ সার্টিফিকেট কোন কার্য্যকারী হইবেক না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৭১৪ ইং।

নালীশের স্বত্ব।

১। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক টাকার দাবিতে নালীশ হওয়ায় স্থির হইল যে, বাদী যে সকল স্বত্বের মূল্যে দাবি করে, তৎসমুদয়ই সে দর্শাইতে বাধ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৬। ২৩ ইং।

২। বর্দ্ধিত করের জন্য বর্ত্তমান বাদীর বিরুদ্ধে বর্ত্তমান প্রতিবাদীর নালীশে হাইকোর্ট বর্দ্ধিত করের ডিক্রী দিলে, প্রিবি কৌন্সেল ১৮৭৩ সালে ঐ ডিক্রী রদ করতঃ কর বৃদ্ধি হইতে পারে না বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রিবি কৌউন্সেলের নিষ্পত্তির তারিখের পূর্ব্বে ঐ প্রতিবাদী বর্ত্তমান বাদীর বিরুদ্ধে আরো কয়েকটি ডিক্রী লাভ করে। ঐ ডিক্রী সমূহের পুনর্ব্বিচারের প্রার্থণা না করিয়া যে নির্দ্দিষ্ট কর দিতে বাদী বাধ্যছিল তাহা উসুলী বর্দ্ধিত কর হইতে বাদ দিয়া ফাজিল টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য বাদী ১৮৭৫ সালে বর্ত্তমান মোকদ্দমা উপস্থিত করে। স্থির হইল যে, বর্দ্ধিত করের ডিক্রী রদ ও বাতিল হইয়া গিয়াছে, এবং উপস্থিত মোকদ্দমা চলিতে পারে। দুই বিচারপতি নির্দ্দেশ করিলেন যে ঐ সকল ডিক্রী রদ বা বাতিল হয় নাই ও বাদী তাহার দাবিকৃত টাকা পাইতে স্বত্ববান নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২১। ৩০ ইং।

৩। ক খএর সহিত মাসিক কিস্তিতে দেনা পরিশোধের মৌখিক চুক্তি করে, ও ক্রমান্বয়ে তিন কিস্তি খেলাপ হইলে, ঐ চুক্তি মূলে প্রাপ্য সমুদয় টাকা পাওয়ার দাবি করিতে খএর অধিকার থাকে। ক কোন কিস্তি পরিশোধ না করায় প্রথম কিস্তির টাকা প্রাপ্য হওয়ার চারি বৎসর পর, যে সকল কিস্তি তমাদি দ্বারা বারিত হইয়াছিল না তাহার বাবদে প্রাপ্য টাকার দাবিতে খ কএর বিরুদ্ধে নালীশ করে। স্থির হইল যে, ক্রমান্বয়ে তিন কিস্তির টাকা বাকি পরা মাত্রই খ সমুদয় পাপ্য টাকার দাবিতে নালীশ করিতে বাধ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪৫৬। ৬১৯ ইং।

নালীশের হেতু।

১। ভিন্ন২ নালীশের হেতু সংযোগ। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৭৩৯ ইং।

২। নালীশের হেতু বিশ্লেষণ। ঐ

নিকাশ।

১। তহসিলী গোমস্তার বিরুদ্ধে শুদ্ধ নিকাশী কাগজের দাবিতে নালীশ না করিয়া নিকাশ সহ নিকাশামলে প্রাপ্য টাকার দাবিতে নালীশ করা উচিত। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৮৯ ইং।

২। মক্কেল এজেণ্টের বিরুদ্ধে শুদ্ধ নিকাশী কাগজের দাবিতে নালীশ করিলে, পরে দ্বিতীয় মোকদ্দমায় প্রতিবাদী হইতে প্রাপ্য টাকার দাবি পূর্ব্বনিষ্পত্তিজনিত বাধা দোষে বারিত হইবেক না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১৬৩ ইং।

৩। নিকাশ দাবির আরজি কি প্রণালীতে গঠিত করিতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। ঐ

৪। যুক্তি সঙ্গত (reasonable) অবস্থায় ম্যানেজার প্রতি নিকাশ তলব করা হইলে ম্যানেজার স্বীয় প্রভুর নিকট নিকাশ দিতে বাধ্য। ম্যানেজারের মৃত্যু হইলে তাহার স্থলবর্ত্তীগণ হইতে নিকাশ তলব করার নূতন স্বত্ব জন্মে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬২৭ ইং।

৫। ম্যানেজারের মৃত্যুর পর তত্ত্যক্ত ইষ্টেট সম্বন্ধে এডমিনিষ্ট্রেশন না লওয়া পর্য্যন্ত তৎস্থলবর্ত্তীগণ বিরুদ্ধে নিকাশ দাবির নালিশে তমাদির সময় গণনা করা যাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬২৭ ইং।

৬। মক্কেল (principal) এজেণ্ট বিরুদ্ধে নিকাশ দাবির নালীশ করিবার উদ্যোগী হইলে নালীশী আরজিতে বাদী উপযুক্ত নিকাশ পাইবার প্রার্থনা করিবেক। প্রতিবাদী নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নিকাশের দায়ী সাব্যস্ত হইলে আদালত তাহাকে ঐ রূপ দায়ী সাব্যস্ত করিয়া এক ইণ্টারলকিউটরি ডিক্রী প্রদান করিবেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে তাহাকে আদালতে নিকাশ দাখিল করিতে আদেশ করিবেন। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৬০ ধারা মতে ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইতে পারে। নিকাশ দাখিল হইলে পর বাদীকে উপযুক্ত (reasonable) সময় মধ্যে ঐ নিকাশ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সময় দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐ নিকাশের প্রতি বহুবিধ আপত্তি হইলে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩৯৪ ও ৩৯৫ ধারা এবং ঐ আইনের ৪র্থ তপসিলের ১৫৭ফারম নির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রণালী অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। নিকাশ গৃহীত হইলে পর আদালত দেনা পাওয়ানা (due) সাব্যস্ত করিয়া তদনুযায়ী ডিক্রী প্রদান করিবেন এবং গোমস্তার (agent) কার্য্য কালে কোন দলিলপত্রাদি তাহার হস্তে আসিয়া থাকিলে, ঐ সকল দলিল পত্র দাখিলের আদেশ করিবেন। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬৫৪ ইং।

৭। মফঃসলে এজমালী সম্পত্তির নিকাশ পত্র রাখিবার প্রণালী নির্ণীত হইল। ঐ

অংশীদারিকারবার	৬, দেখ
এজেণ্ট	৫, ৬, ৭,
জারিপেস্গি	১
তমাদি (১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় আইন)	৮ ৯
তমাদি (১৮৭৭ সনের ১৫আইন)	১১
দাবিবিশ্লেষণ	১

নিরূপণপত্র (settlement)

নিলামক্রেতা।

১। নিলাম মঞ্জুর হইলে প্রতিবাদিনীর ক্রীত অংশে ঐ নিলামের তারিখ হইতে তাহার অধিকার বর্ত্তে; সুতরাং ঐ নিলামের ও নিলাম মঞ্জুরের তারিখ মধ্যে তাহার অংশের যে রাজস্ব গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য হয় তজ্জন্য সে দায়ী। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১০৪। ১৪১ ইং। পূঃ অঃ।

২। এক তালুক ১৮৩১ সন হইতে ১৮৬৬ সন পর্য্যন্ত ১৮১২ সনের ৫ আইন মতে ক্রোক হইয়া কালেক্টরের জিম্বায় থাকে। ১৮৪৩ সনে রেস্পণ্ডেণ্টগণের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ ঐ তালুকের অর্দ্ধাংশ দখলের ডিক্রী লাভ করে। দখলের প্রার্থনা হইলে ডিক্রীকারক আদালত আমীন নিযুক্ত করেন, এবং আমীন ঐ তালুকের কতক মৌজায় ডিক্রীদারগণকে (constructive) দখল দেয়, ও আদালত পরে আমীনের কার্য্যপ্রণালী অনুমোদন করেন। ১৮৫০ সনে আপীলাণ্টগণ রেস্পণ্ডেণ্টগণের বিরুদ্ধে টাকার ডিক্রী লাভ করতঃ অন্যান্য সম্পত্তি সহ ১৮৪৩ সনের ডিক্রীতে রেস্পণ্ডেণ্টগণের যে সত্ব লভ্য ছিল তাহা ক্রয় করে। স্থির হইল যে, ঐ মৌজা সমূহে রেস্পণ্ডেণ্টগণ ডিক্রীজারীতে দখল পাওয়ায়, ১৮৪৩ সনের ডিক্রী কিঁয়ৎপরিমাণে জারী হইয়াছিল এবং আপীলাণ্টগণ ডিক্রীজারী নিলামে ঐ ডিক্রীর বাকি অংশের পরিমাণ মাত্র ক্রয় করিয়া ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ২৪৩। প্রিঃ কৌঃ।

৩। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিনং দেয়(due) না হইয়া চুক্তি মতে বা দেশীয় প্রথানুসারে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে২ দেয় হয়। সুতরাং উহার হারা হারি বিভাগ (apportionment) হইতে পারেনা। এবং রাজস্ব বাকি পরা সময়ে যে ব্যক্তি ইষ্টেটের মালিক থাকেন তিনিই রাজস্ব আদায়ের জন্য দায়ী হইবেন। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৩৮৯ ইং।

৪। যে ব্যক্তি জমিদারী ইষ্টেট ক্রয় করেন তিনিই হাল বকায়া সমস্ত রাজস্ব এবং কর আদায় করিতে বাধ্য। ঐ

৫। সুতরাং ক্রেতা তাহার ক্রয়ের পূর্ব্ব সময়ের রাজস্ব এবং করের (যাহা ক্রয়ের পরে ডিউ হইয়াছিল) দাবিতে নালীশ করিলে কোন ফল পাইবেক না। ঐ

৫ক। ১৮৭৮ সনের নবেম্বর মাসে ডিক্রীজারী নিলামে কোন সম্পত্তি বিক্রীত হইলে এক ব্যক্তি তাহা ক্রয় করে, এবং ১৮৭৯ সনের মে মাসে নিলাম মঞ্জুর হইলে নিলামক্রেতা বয়নামা প্রাপ্ত হইয়া ঐ তারিখ হইতে দখলকার থাকে। বিশৃঙ্খলতা হেতু নিলাম রহিতোদ্দেশে দায়িক দরখাস্ত করে,কিন্তু তাহা আপীল আদালতে চূড়ান্ত রূপে অগ্রাহ্য হয়। ডিক্রীজারী তমাদি হইয়াছে বলিয়া সে নিলামের পূর্ব্বে এক দরখাস্ত করে। ঐ দরখাস্ত প্রথমতঃ অগ্রাহ্য হয়,কিন্তু আপীলে উহা গৃহীত হয়। নিলাম-

ক্রেতা শেষোক্ত বৃত্তান্ত অবগত ছিল না, অথবা ঐ দরখাস্তে কোন পক্ষভুক্ত ছিলনা। নিলামের দুই বৎসর ও নিলাম মঞ্জুরের দেড় বৎসর পরে দায়িক সরাসরি বিচারে নিলাম রহিতের এবং নিলামক্রেতাকে বেদখল করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয়। স্থির হইল যে, ঐ নিলাম মঞ্জুরের পর সরাসরি বিচারে ঐরূপ নিলাম রদের আদেশ করা অসঙ্গত, এবং ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৬৫ প্রকরণ মতে ঐ দরখাস্ত তমাদিতে বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৯১ ইং।

৬। ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২১৬ ধারানুযায়ী "জীবমান (subsisting) ডিক্রী" শব্দের অর্থ। ঐ

অস্থাবর সম্পত্তি ১, দেখ

নিবাস স্বত্ব (domicile)।

উইল ৬, দেখ

নিষেধাজ্ঞা (Injunction)

১। পত্তনি তালুকস্থিত এক নীলের কারবারের মালিক ক ঐ কারবার খএর নিকট বন্ধক দিয়া পত্তনির খাজানা আদায় না করায়, ঐ তালুক ১৮১৯ আইন মতে নিলাম বিক্রয় হয়। দরপত্তনিদার গএর স্বত্ব বিনষ্ট হওয়ায় খ কএর নামে ক্ষতি পূরণের দাবিতে নালীশ করিয়া ডিক্রী লাভ করে, ঐ ডিক্রীর পরে ক বন্ধকী কারবারে তাহার বন্ধক খালাসের যে স্বত্ব ছিল তাহা খএর নিকট বিক্রয় করে। তাহাতে কারবারের সমস্ত দেনা পাওনা খএর হস্তে ন্যস্ত হয়। গ তৎপরে খকে নোটিস দিয়া আদালতের আদেশ ক্রমে কএর স্থলে তাহাকে দায়িক স্বরূপ স্থলাভিষিক্ত করে। তিন বৎসর পরে গ ডিক্রীজারীর উদ্যোগ করিলে খ ঐ আদেশ রহিত করিবার জন্য এবং গ যাহাতে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করিতে নাপারে তদুদ্দেশে বর্ত্তমান নালীশ উপস্থিত করে। স্থির হইল যে, যদিও খএর নালীশ তমাদিতে বারিত তথাপি গ স্বয়ং তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী চলিতে না পারিবার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬৪। ৮৬ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩৮০ ইং দেখ।

২। খএর ইষ্টেটের বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করা হইলে বয়ের মৃত্যুর পর তাহার দত্তক পুত্র এবং বিধবা ক ও খএর বিরুদ্ধে এক নালীশ উপস্থিত পূর্ব্বক ঐ ডিক্রীজারী কার্য্যের প্রতি আপত্তি করে, এবং কএর প্রাপ্য টাকা আদালতে দাখিল পূর্ব্বক নালীশের বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ডিক্রীজারী কার্য্য স্থগিত করিবার প্রার্থনা করে। স্থির হইল যে, ক তাহার ডিক্রীতে যে ফল পাইয়াছে তৎসম্বন্ধ বাদীগণের আরজিতে কোন স্বতন্ত্র প্রার্থনা করা না হইয়া থাকিলে ও বাদীগণ বিচারের দিবস তাহার মূল্য নির্ণয় করিতে স্বত্ববান বিধায় আদালত প্রার্থিত নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিবেন। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৪৮৫ ইং।

ইজমেণ্ট ৬, দেখ

এটর্ণিও মক্কেল ৪

কোর্টফিস্ ৫

দণ্ডবিধি আইন ৪

নূতন বিচার।

নোটিস।

১। এক অবিভক্ত হিন্দু পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ এক জোতের মালিক থাকিলে কর বৃদ্ধির নোটিস শরিক গণ মধ্যে একজনের উপর জারী হওয়াই ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৪ ধারামতে যথেষ্ট। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৩৫। ৫৯২ ইং।

২। যে স্থলে পাট্টায় এমত স্পষ্ট সর্ত্ত থাকে যে তদন্তর্গত যত ভূমি আবাদ হইয়া জরিপ হইবে সেই আবাদীভূমির পরিমাণ অনুসারে কর বৃদ্ধি হইবে, সে স্থলে ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৪ ধারানুযায়ী কোন নোটিস প্রজাগণের উপর জারী না করিয়াই ভূম্যধিকারী ঐ পাট্টা নির্দ্দিষ্টরূপ বর্দ্ধিত কর পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬৯০। ৯৪১ ইং। পুঃ অঃ।

৩। বৃদ্ধিকরের নালীশে সমুদয় শরিকগণকে পক্ষভুক্ত করা হইলেও এক শরিকের স্বতন্ত্র তহসিল থাকাবস্থায় অপর শরিকগণের সম্মতি ব্যতীত কর বৃদ্ধি করিবার বৈধ নোটিস প্রদান করিতে পারে না। গণি মাহাম্মদ বঃ মরণের (ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৯৬ ইং) ফুলবেঞ্চের নিষ্পত্তিমতে এক শরিক আপন অংশের করের স্বতন্ত্ররূপে তহসিলের বন্দোবস্ত করিতে স্বত্ববান বলিয়া আদৌ সপ্রমাণ করিবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৬ ক ১৪৯ ইং।

৪। কর বৃদ্ধির নোটিসের লিখিত কতক ভূমি নিষ্কর সাব্যস্ত হইলে ঐ নোটিস ব্যর্থ গণ্য হইতে পারে না। নিষ্কর ভূমি ব্যতীত অন্যান্য ভূমি সম্বন্ধে ঐ নোটিসই কার্য্যকারী হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক৫৪৩ ইং।

৫। যে রাইয়তের রায়তী স্বত্ব কেবল এমত ন্যায্য নোটিস দ্বারা বিলুপ্ত করা যাইতে পারে যাহার মেয়াদ বৎসরের শেষে সমাপ্ত হইবে, এই প্রকার রাইতকে উচ্ছেদ করণার্থ ভূম্যাধিকারী কর্ত্তৃক যে নালীশ হয় তাহা নোটিস জারী অভাবে ডিসমিসের যোগ্য। ইঃ লঃ রিঃ ২ ক ১০৭। ১৪৬ ইং। পুঃ অঃ।

৬। ভূমির চৌহদ্দী নির্ণীত ও পরিমাণ অনুমানিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট হারে কর অবধারিত হইয়া পুরুষানুক্রমে ভোগের স্বত্ববিশিষ্ট পাট্টা প্রদত্ত হয়। উহাতে জরিপ আমলে ভূমির প্রকৃত পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইলে সেই পরিমাণের ন্যূনাধিক্য অনুসারে প্রতিবিঘায় ঐ হারে করের ন্যূনাধিক্য হইবার সর্ত্ত থাকে। জরিপে অনুমানিত অপেক্ষা অধিক জমি প্রকাশ পাইলে তদ্ধেতু বর্দ্ধিত করের জন্য নালীশে, ঐ পাট্টার মেয়াদ নির্দ্দিষ্ট না থাকায় স্থির হইল যে, ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৪ ধারা মতে কর বৃদ্ধির নোটিস দেওয়া আবশ্যক ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২০১। ২৭১ ইং।

৭। ঐ পাট্টানির্দ্দিষ্ট বাকি করের

দাবিতে বর্ত্তমান বাদী বর্ত্তমান প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে পূর্ব্বে এক নালীশ উপস্থিত করে। প্রতিবাদী পাট্টার সর্ত্তানুসারে কর কমাইবার দাবি করাতে আদালত পাট্টার লিখিত পরিমাণের অতিরিক্ত ভূমি প্রতিবাদীর দখলে থাকা সাব্যস্তকরিয়া দাবিকৃত করের জন্য বাদীর অনুকূলে ডিক্রী দেন। স্থির হইল যে, ঐ মোকদ্দমায় ভূমির যে পরিমাণ আদালত কর্ত্তৃক সাব্যস্ত হয় তাহা ভূমির আধিক্য সম্বন্ধে প্রতিবাদীর উপর প্রবল নহে। এবং প্রবল হইলেও ঐ জরিপ প্রতিবাদীর প্রতি করবৃদ্ধির যথেষ্ট নোটিস নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২০১। ২৭১ ইং।

৮। এক জাহাজের মালিক জাহাজ কোন্ সময় মাল বোঝাই করারজন্য প্রস্তুত থাকিবে তদ্বিষয় ভাড়াকারককে জ্ঞাপনার্থ কোন নোটিস দেওয়ার কি অন্য কোন কার্য্য করার চুক্তি করিলে, যে পর্য্যন্ত ঐ মালিক ঐ ভাড়াকারককে নোটিস না দেয় বা সেই কার্য্য না করে, সে পর্য্যন্ত ঐ ভাড়াকারক আপন মাল ঐ জাহাজে দিতে বাধ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১৭৫। ২৩৭ ইং।

৯। দশ দিন মেয়াদে উচ্ছেদের নোটিস দেওয়া হইলে তাহা ন্যায্য নোটিস বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, সুতরাং উহার মূলে সন২ মেয়াদি প্রজাকে উচ্ছেদিত করার নালীশ অচল। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২৫২। ৩৩৯ ইং।

১০। কোন ব্যক্তি প্রকৃত নোটিস না পাইলে আদালত কোন্২ অবস্থাতে ঐ ব্যক্তির কনষ্ট্রাকৃটিভ নোটিস থাকা অনুমান করিবেন তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১৯৯ ইং।

১১। তৃতীয় ব্যক্তি দলিল ও দস্তাবেজাত তলব করিতে ত্রুটি করিলে তদ্বিরুদ্ধে কনষ্ট্রাকৃটিভ নোটিস থাকা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু রেজেষ্টরী আইন প্রচলিত না থাকিলে ঐরূপ নোটিস থাকা সহসা অনুমান করা যাইতে পারে না। ঐ

১২। ১৮১৮ সনের ৮ আইনের ২৪১ ধারানুযায়ী নিয়োজিত ম্যানেজার মালিকের ন্যায় কর উসুল তহসিল করিতে সক্ষম, কিন্তু তিনি করবৃদ্ধির নোটিস জারী করিতে সক্ষম নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৭১৯ ইং।

পক্ষ।

পক্ষসংযোজন।

১। ক খএর একমাত্র পুত্র উল্লেখে স্বীয় পিতার উত্তরাধিকারী সূত্রে নালীশ করে। খএর বিধবা গ, খএর ত্যজ্য সম্পত্তির লেটার্স অব এডমিনিষ্ট্রেষণ লওয়ায় কএর প্রার্থনা মতে গ ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৩২ ধারা মতে বাদীশ্রেণীভুক্ত হয়। স্থির হইল যে, কএর নালীশের হেতু না থাকায় গকে বাদীশ্রেণীভুক্ত করা উচিত ছিল না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৩৭০ ইং।

২। ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৭ ধারার ক্ষমতা প্রথম শুননির পূর্ব্বে পরিচালিত (exercised) হওয়া কর্ত্তব্য। ঐ

৩। ১৮৬০ সনের ২১ আইনের ২ধারা মতে ক একক নালীশ করিতে পারেনা। ঐ

৪। চুক্তি সম্বন্ধীয় দাবিতে প্রতিবাদী উচিত সময়ে বাদীগণকে পক্ষভুক্ত করাব প্রার্থনা করিতে স্বত্ববান। এবং তাহার আপত্তি সত্বেও বাদী অপর ব্যক্তিগণকে বাদীশ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা না করিলে আদালত প্রতিবাদীর আপত্তি সঙ্গত মনে করিয়া নালীশ ডিসমিস করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৮১৫ ইং।

৫। বাকি করের নালীশে প্রতিবাদী কহে যে বাদীর সহযোগে অপর এক ব্যক্তি ঐ কর পাইতে স্বত্ববান। স্থির হইল যে, বাদী ঐ কথা প্রতিবাদ করিলে ঐ ব্যক্তিকে বাদীশ্রেণীভুক্ত করা অসঙ্গত। এবং তাহাকে পক্ষভুক্ত করিতে হইলে তাহাকে প্রতিবাদীশ্রেণীভুক্ত করা উচিত। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১৪৮ ইং।

৬। আরো স্থির হইল যে ঐরূপ অবস্থায় ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৫৯১ ধারা মতে আপীল চলিবেক। ঐ

৭। কোন ব্যক্তি বাদীশ্রেণীভুক্ত হইতে সম্মত না হইলে তাহাকে দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ৩২ধারামতে বাদীশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি বাদীশ্রেণীভুক্ত হইতে আপত্তি করে তবে তাহাকে প্রতিবাদীশ্রেণীভুক্ত করা উচিত। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ২৪২ ইং।

৮। ক ও খএর বিরুদ্ধে এজেণ্ট স্বরূপ নিকাশ দাবির নালীশে বাদী কএর বিরুদ্ধে ১২৬৫ সন হইতে ১২৮৩ সনের এবং খএর বিরুদ্ধে ১২৮১ সন হইতে ১২৮৩ সনের নিকাশ পাইবার প্রার্থনা করে। স্থির হইল যে, এই নালীশে অনুচিত পক্ষসংযো-

জন (misjoinder) ঘটে নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬৫৪ ইং।

৯। বাদী স্বয়ং ও তাহার নিজ পরিবারস্থ অব্যক্ত মালিকগণ (undisclosed principals) পক্ষে একচুক্তি করিয়াছে বলিয়া বাদীর শরিকগণকে পক্ষভুক্ত করা আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৭৩৯ ইং।

১০। এক দেবোত্তর সম্পত্তির চারিজন সেবাইত নিযুক্ত ছিল। তন্মধ্যে তিন জনের স্থলবর্ত্তী ব্যক্তিগণ চতুর্থ সেবাইতকৃত হস্তান্তর রদের নালীশ করে, কিন্তু ঐ চতুর্থ সেবাইত ঐ নালীশে পক্ষভুক্ত থাকে না। স্থির হইল যে তাহাকে পক্ষভুক্ত করা উচিত। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৩২ ইং।

১১। মিতাক্ষরাধীন অবিভক্ত হিন্দু পরিবারস্থ একব্যক্তি অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তির নির্দ্দিষ্ট অংশের দাবিতে নালীশ করিলে সেই পরিবারস্থ সমুদয় ব্যক্তিরই ঐ মোকদ্দমায় পক্ষ শ্রেণীভুক্ত হওয়া আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১০৯। ১৪৯ ইং।

১২। মোকদ্দমার চরম ফলের দ্বারা কোন ব্যক্তির ক্ষতি বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও সেই মোকদ্দমার বিরোধীয় বিষয়ের কোন সম্পর্কে তাহার স্বত্ব বা দাবি না থাকিলে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৭৩ ধারা মতে সে পক্ষভুক্ত হইতে বাধ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৩৪১। ৪৭২ ইং।

১৩। ক্রীত বস্তুর অধিকাংশ নমুনার সঙ্গে মিলেনা বলিয়া ক্রেতা বিক্রেতার বিরুদ্ধে নালীশ করিলে, যে ব্যক্তি ঐ একই রূপ নমুনা দ্বারা ঐ মাল পূর্ব্বোক্ত বিক্রেতা গণের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল ঐ বিক্রেতা এই বলিয়া ঐ ব্যক্তিকে প্রতিবাদীশ্রেণীভুক্ত করণার্থ দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ৩২ ধারা মতে প্রার্থনা করে যে, তাহাদের ও বাদীর মধ্যে যে তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, ঐ ব্যাক্তির সঙ্গে ও তাহাদের সেই তর্ক উপস্থিত। স্থির হইল যে, এই মোকদ্দমার প্রতিবাদী গণের নিকটে বিক্রেতাকে পক্ষ করা বাদীর পক্ষে উচিত নহে। ইঃ লঃ রি ৪ক ২৬৩।৩৪৫ ইং।

১৪। পিতার মৃত্যুর পরে পুত্রগণ মধ্যে পরস্পর ধন বিভাগের মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়া কালে ঐ পুত্র গণের স্বস্ব মাতা বর্ত্তমান থাকিলে, তাহাদিগকে ঐ মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত করা আবশ্যক,কারণ তাহারা তাহাদের পুত্রগণের সহিত ভাগ পাইতে স্বত্ববতী। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫৫৫। ৭৫৬ ইং।

১৫। বাদীগণ ও প্রতিবাদীগণের এজেণ্ট মধ্যে যে চুক্তি হয় বাদীগণ ঐ চুক্তি মূলে প্রতিবাদীগণ বিরুদ্ধে নালীশ উপস্থিত করায় প্রতিবাদীগণ বাদীর কথিত এজেন্সি অস্বীকার পূর্ব্বক আপত্তি করে যে বাদী ও তাহাদিগের মধ্যে কোন চুক্তি ছিল না। বাদীগণ বিচারের পূর্ব্বে দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ২৮ ও ৩২ ধারামতে আরজি সংশোধন পূর্ব্বক কথিত এজেণ্টকে প্রতিবাদীশ্রেণী ভুক্ত করিয়া তাহার ও মূল প্রতিবাদীগণ বিরুদ্ধে বিকল্পে প্রতিকারের প্রার্থনা করে। স্থির হইল যে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৮ ধারা মতে বাদীগণের প্রার্থনা শ্রবণ যোগ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১৭০ ইং।

অধীন তালুক ৪,৫,দেখ

কর বৃদ্ধি ৫,৬,১২

পত্তনি তালুক।

১। পত্তনি তালুকের কর বাকি পরায় তজ্জন্য নিলাম ইস্তাহার জারী হইলে রসিদ দৃষ্টে দেখা যায় যে ১৫ই বৈশাখ ইস্তাহার জারী হইয়াছিল। ১৮১৯ সনের ৮ আই নের ৮ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের বিধান মতে 'ঐ তারিখের পুর্ব্ববর্ত্তী' কোন সময়ে জারী হওয়া প্রকাশ পায় না। স্থির হইল যে, বাদিনীর কোন ক্ষতি হওয়া প্রমাণা ভাবে উহা নিলাম রদের যথেষ্ট কারণ নহে। ই: ল: রি: ১ক ১২৬। ১৭৫ ইং।

২। পত্তনিদার বেদখল থাকা কালে দরপত্তনি সৃজন করিলে দরপত্তনিদার বেদখলকারী তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে দখল পাওয়ার নালীশ করিতে সক্ষম। ই: ল: রি: ১ক ২১৮। ২৯৭ ইং।

৩। ১৮১৯ সনের ৮ আইন অনুযায়ী পত্তনি তালুকের নিলামী ইস্তাহার মহালের কিয়দ্দূরে বাকিদার পত্তনিদারের বাটীতে তাহার নিজের উপর জারী হয়। স্থির হইল যে, পত্তনিদার ব্যতীত তাহার অধীন প্রজাগণকে ও সংবাদ দেওয়া, এবং ক্রয়েচ্ছুগণের জ্ঞাপনার্থ সরেজমিনে নিলামের ঘোষণা দেওয়াও আইনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ বিধান সম্যক রূপে প্রতিপালিত হওয়ার ত্রুটি হইয়া থাকিলেও ঐ বিধানের ব্যতিক্রম জন্য কোন ক্ষতিগ্রস্ততার উল্লেখাভাবে ঐ ত্রুটি নিলাম রদের 'যথেষ্ট হেতু' নহে। ই: ল: রি: ১ক ২৬৬। ৩৫৯ ইং।

৪। ১৮১৯ সনের ৮ আইনের ৬ ধারা মতে দেওয়ানী আদালত যে আদেশ করেন তদ্বিরুদ্ধে আপীল চলে না। ই: ল: রি: ১ক ২৮৩। ৩৮৩ ইং।

৫। ১৮১৯ সনের ৮ আইনের ৮ ধারার ২ প্রকরণে নিলামের ইস্তাহার জারীর প্রমাণ দেওয়ার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা উপদেশসূচক মাত্র হইলেও ঐ প্রকরণের আদেশসমূহ নিলাম সিদ্ধ হওনার্থ উহা নিতান্ত আবশ্যক। ই: ল: রি: ৪ক ৩০। ৪১ ইং।

৬। ১৮৬৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে পত্তনিদার প্রতিবাদী গণের নিকট তালুক দরপত্তনি করিয়া দেয়। ঐ পত্তনিদার পরে বাদীগণের নিকট পত্তনি তালুক বন্ধক রাখে এবং বাদীগণ ১৮৭৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ঐ বন্ধকের মূলে ডিক্রী লাভ করে। ১৮৭৬ সনের ১৭ই নবেম্বর ঐ তালুক বাকি খাজানার জন্য নিলাম হয় এবং খাজানা ও অন্যান্য খরচ বাদে কালেক্টরের হাতে কতক টাকা ফাজিল থাকে, এবং বাদীগণ ১৮৭৬ সনের ৯ই ডিসেম্বর পূর্ব্বোক্ত ডিক্রী জারী করিয়া ঐ টাকা ক্রোক করে। ১৮৭৭ সনের ১২ জানুয়ারি প্রতিবাদীগণ ১৮১৯

সনের ৮ আইনের ১৭ ধারার ৫ প্রকরণ মতে পত্তনিদার বিরুদ্ধে দরপত্তনির ক্ষতিপূরণের দাবিতে নালীশ করতঃ ডিক্রী লাভ করে, এবং আদালত ঐ ডিক্রীর টাকা পূর্ব্বোক্ত নিলাম ফাজিলী টাকা হইতে পরিশোধিত হইবার আদেশ করেন। কালেক্টর বাদীর ক্রোক থাকা সত্বেও নিলাম ফাজিলী টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা লইতে অনুমতি করেন। বাদী প্রতিবাদীর ডিক্রীপ্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের টাকা উদ্ধার করিবার উদ্দেশে এই হেতুতে নালীশ করে যে, তাহার ক্রোক প্রতিবাদীর নালীশের পূর্ব্বেই হইয়াছিল। স্থির হইল যে, বাদীর ক্রোক সত্বেও প্রতিবাদীর ডিক্রীর টাকা পূর্ব্ব নিলাম ফাজিলী টাকা হইতে পরিশোধ হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১৭৩ ইং।

৭। পত্তনি বন্দোবস্তের সময় জমিদার ও পত্তনিদারের মধ্যে এই একরার থাকে যে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক কোন সময়ে রাজস্ব বর্দ্ধিত হইলে, সেই বর্দ্ধিত রাজস্বও, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভবিষ্যত কোন "অগোবার" সংস্থাপিত হইলে, তাহা পত্তনিদার দিবেক এবং জমিদার স্বয়ং ইনকম্ টেক্স দিবেক। পত্তনিদার বিরুদ্ধে বাকি করের জন্য নালীশ হওয়ায় সে ঐ চুক্তি সূত্রে এই দাবি করে যে ইন্‌কম্ টেক্স রদ হওয়ার পরে রোড়সেস আইন অনুসারে সে যে টাকা দিয়াছে তাহা আয়ের উপর টেক্স স্বরূপে দাবিকৃত কর হইতে বাদ যাইবেক। স্থির হইল যে, পথকর আয়ের উপর টেক্স বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪২৪। ৫৭৬ ইং।

৮। পথকর বিষয়ক আইনের চুক্তি বজায় রাখার কোন বিধান না থাকিলেও ঐ আইন আনুযায়ী আদায়ের প্রণালী ভবিষ্যত চুক্তি দ্বারা ব্যতিক্রম করা না যাইতে পারে এমত নহে। ঐ আইন জারী হওয়ার পূর্ব্বের চুক্তিও ঐ আইন দ্বারা রদ বা বিলুপ্ত হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪২৩। ৫৭৬ ইং।

৯। প্রতিবাদীগণ ১৮১৯ সালের ৮আইনের বাকি খাজানার জন্য নিলামে এক পত্তনি তালুক ক্রয় করার পরে সেই তালুকের পূর্ব্ব দরপত্তনিদার বাদীগণকে উহার দরপত্তনি পাট্টা দিয়া ১১৯৯৲ টাকা সেলামি লয়। পাঁচ বৎসর পরে ঐ নিলাম রদ হওয়ায় ঐ সেলামি ফেরত পাওয়ার জন্য বাদীগণ নালীশ করে। স্থির হইল যে, বাদীগণ বেদখল না হইয়া পূর্ব্ব পত্তনিদারের অধীন দরপত্তনিদার স্বরূপে তাহাদের পূর্ব্ব পদ মাত্র পাইয়া থাকিলেও তাহাদের পূর্ব্ব সেলামি প্রতিবাদীগণ হইতে ফেরত পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫৭১। ৭৭৮ ইং।

১০। ১৮৬৫ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৬ ধারা মতে, পত্তনি তালুকের নিলাম হইলে, তদন্তর্গত পেটাও জোত সমস্ত, নিলাম ক্রেতার ইচ্ছাধীন পণ্ড হওয়ার যোগ্য না হইয়া আপনা হইতেই পণ্ড। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬৩০। ৮৬০ ইং।

১১। ১৮১৯ সনের ৮আইনের ১৩ ধারামতে নিলাম নিবারণার্থ আদালতে বাকি পরা টাকা দাখিল করার যে বিধান আছে, তদনুসারে আদালতে টাকা দাখিল না করিয়া

জমিদারের সরকারে ঐ টাকা দাখিল করিলেই ঐ ধারার বিধান প্রতিপালিত হইবে। এস্থলে "আদালত" শব্দের বিস্তার ব্যাখ্যা করিতে হইবে, কারণ ঐ নিলামের সহিত আদালতের কোন সংশ্রব নাই, কালেক্টরের তত্ত্ববিধানেই ঐ নিলাম হইয়া থাকে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৯৫৪ ইং।

পত্তনিদার।

পথকর ও পাব্লিক কর।

পথের স্বত্ব।

১। মূল মালিক পথের ব্যবহার নিবারণার্থ এমত স্থায়ী অবরোধ জন্মায় যদ্দারা ঐ পথের ব্যবহার অসাধ্য হয়। এমতাবস্থায়, অবরোধ বর্ত্তমান থাকা কালে, ঐ পথ ১৮৭১ সনের ৯ আইনের ২৭ ধারানুযায়ী "প্রকাশ্য রূপে ভোগ" করা হইয়াছিল বলা যাইতে পারেনা। সুতরাং ঐ ধারার মর্ম্মানুযায়ী বিরতি না ঘটিয়া থাকিলেও, ঐ আইন অনুসারে কোন পথের স্বত্ব হয় নাই। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ৩১২। ৪২২ ইং।

২। পথের মালিক পথের এক সীমাতে অবরোধ স্থাপন করায় রাত্রিতে সাধারণের যাতায়াতের ব্যাঘাত জন্মে। ডিপুটী কমিসনর মাজিষ্ট্রেট হইতে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫৩২ ধারা মতে এই মর্ম্মের এক হুকুম বাহির করেন যে পথের মালিক দেওয়ানী আদালতে স্বীয় দখল সাব্যস্ত না করা পর্য্যন্ত সাধারণের স্বত্ব নষ্ট করিয়া ঐ পথে স্বীয় দখল স্থাপন করিতে পারিবেনা। স্থির হইল যে, রাত্রিকালে ঐ পথে সাধারণের যাতায়াতের কোন প্রমাণ না থাকায় ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫৩২ ধারানুযায়ী কোন বিরোধ ছিল না, সুতরাং মাজিষ্ট্রেটের আদেশ অসঙ্গত। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ১৪৫। ১৯৪ ইং।

৩। সাধারণের স্বত্ব থাকা কালে ঐ স্বত্বের বিঘ্ন জন্মিলেই মাজিষ্ট্রেট ফৌজারী কার্য্যবিধির আইনের ৫৩২ ধারানুযায়ী আদেশ করিতে পারেন। ঐ ধারামতে তিনি কোন স্বত্ব নিরূপক আদেশ করিতে পারেন না। ঐ

৪। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫২১ ধারা মতে সর্ব্বসাধারণের পথ হইতে অবরোধ উঠাইয়া লইবার আদেশ প্রচার করিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য যে তিনি ঐ আইনের ৫৩২ ধারা মতে ঐ পথ সাধারণের ব্যবহারের বলিয়া সাব্যস্ত করেন। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬৫১। ৮৭৫ ইং।

৫। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫২৩ ধারানুযায়ী নিযুক্ত জুরীগণের স্বত্বাস্বত্বের বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। মাজিষ্ট্রেট ৫২১ ধারা মতে যে আদেশ প্রদান করেন, তাহা যুক্তিসিদ্ধ ও সঙ্গত কি না ইহাই তাহাদিগের একমাত্র বিচার্য্য।

আরও স্থির হইল যে মাজিষ্ট্রেট যখন আইনের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া ৫২১ ধারামতে অবরোধ উঠাইয়া দিবার আদেশ করেন, এবং পথ সাধারণের কিনা ইহা নিষ্পত্তি না করিয়া পরে ঐ আদেশ জুরীগণের বিবেচনার জন্য অর্পণ করেন, তৎকালে তিনি ৫২১ ধারার প্রণালী রহিত পূর্ব্বক ৫৩২ ধারার প্রণালী অবলম্বন করিবেন। ঐ

৬। বিরোধীয় ভূমিতে সর্ব্বসাধারণের স্বত্ব না থাকিলেও, দেওয়ানী আদালত তদ্ধেতু ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ৫২১ ধারানুযায়ী আদেশ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাতিরিক্ত বলিয়া তাহা রহিত করিতে পারেন না। ঐ ধারানুযায়ী আদেশ হইয়া থাকিলেও দেওয়ানী আদালত পক্ষাপক্ষের স্বত্বের নির্ণয় করিতে যাইয়া বিরোধীয় ভূমিতে সর্ব্বসাধারণের কি ব্যক্তিবিশেষের স্বত্ব তদ্বিষয়ে বিচার করিতে সমর্থ। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ২৯১ ইং।

৭। বিচারপতি ফিল্ড—১৮৭২ সনের ১০ আইনের ৫২১ ধারামতে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিতে সর্ব্বসাধারণের পথের স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট হইলে ঐ ব্যক্তি ৫২৩ ধারা মতে ঐ আদেশের ন্যায্যতার বিচারার্থ জুরী নিয়োগের প্রার্থনা করিয়া পরে দেওয়ানী আদালতে ঐ ভূমির স্বীয় স্বত্ব সংস্থাপন করিতে বাধ্য নহে। ঐ

ইজমেণ্ট ৩,৪,৭,৮,৯,১০, দেখ
পূর্ব্বনিষ্পত্তিজনিত বাধা ১,৪,

পরদানিশিন স্ত্রী।

১। পরদানিশিন স্ত্রী কর্তৃক স্বীয় সম্পত্তির যে বিলি ব্যবস্থা হয় তৎসম্বন্ধে আদালতের ইহা হৃদ্বোধ হওয়া আবশ্যক যে তাঁহাকে সেই বিলী ব্যবস্থার মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তিনি কার্য্যের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; বিশেষতঃ, যখন ঐ পরদানিশিন স্ত্রী আইন ব্যবসায়ী ব্যক্তির সাহায্য বিনা উপযুক্ত মূল্য অথবা প্রবৃত্তি ব্যতীত অজ্ঞাত ভাষায় লিখিত এ প্রকার এক দলিল স্বাক্ষর করেন যাহাতে তাঁহাকে সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২২৯। ৩২৪ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

২। উপযুক্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি কোন দলিল স্বাক্ষর করিলে অনুমান হয় যে সে যে দলিলে আপন নাম স্বাক্ষর করে তাহা সে বুঝিয়াছিল, কিন্তু পরদানিশিন স্ত্রী আইন ব্যবসায়ী ব্যক্তির সাহায্য বিনা কার্য্য করিলে তাহার সম্বন্ধে সেই অনুমানের উদ্ভব হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ ক ২৩৯। ৩২৪ ইং।

৩। পরদানিশিন স্ত্রীকে ফৌজদারী মোকদ্দমায় সাক্ষী স্বরূপ সমন করা হইলে তিনি স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওয়ার দায় হইতে মুক্ত পাইতে পারেন, এবং কমিসন দ্বারা তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করাইবার অধিকার আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ১৪। ২০ ইং।

৪। পরদানিশিন স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করিতে হইলে আদালতের কর্ম্মচারীর প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হওয়া আবশ্যক নহে। ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৩৩৬ ধারার বিধান মতে উক্ত কর্ম্ম-

চারী বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিলে গ্রেপ্তার করার জন্য সে অন্তঃপুরের সকল প্রকোষ্ঠেই দ্বারোদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক প্রবেশ করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১৯ ইং।

বেঃ লঃ রিঃ (পূঃ অঃ) ৩১, বর্দ্ধমানের মহারাণী বঃ শ্রীমতি বরদা সুন্দরী, ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫৮৩ ইং, রাজ চন্দ্র রায় বঃ শ্যামা সুন্দরী দেবী, দ্রষ্টব্য।

৫। কোন পরদানিশিন স্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত মোক্তার নামার মূলে তাহাকে দায়ী করিতে হইলে ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক যে ঐ মোক্তার নামা তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইলে সে উহা বুঝিতে পারিয়াছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ২৪৫ ইং। প্রিঃকৌঃ।

৬। এক পরদানিশিন স্ত্রী আপন পতিকে সাধারণ মোক্তার নিযুক্ত করিয়া মোক্তার নামায় এই সর্ত্ত লিখিয়া দেয় যে "উক্ত মোক্তার কর্ত্তৃক ঋণ দান, ঋণ গ্রহণ, অথবা আমার পক্ষে সাফ বিক্রয় কবালা সম্পাদন বা গ্রহণ ইত্যাদি যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবেন, তাহা আমার স্বকৃতের ন্যায় গৃহীত হইবেক। উক্ত পরদানিশিন স্ত্রীর পতি তাহার মোক্তার স্বরূপ এক হিসাব দস্তখত করায় ঐ হিসাবের লিখিত টাকা তাহার নিজ কার্য্যে গৃহীত হইয়াছে কিনা ইহা প্রমাণ না করিয়া কেবল ঐ দস্তখতের মূলে ঐ স্ত্রীকে দায়িনী করিতে চেষ্টা করা হয়। স্থির হইল যে, উক্ত পরদানিশিন স্ত্রীর পক্ষে তাহার মোক্তার টাকা ঋণ গ্রহণ সম্বন্ধে যে কোন সর্ত্তই কেন পাইয়া না থাকুক, সে ঐ মোক্তার নামার মূলে ঐ রূপ হিসাব দস্তখত করিতে সক্ষম নহে। ঐ

৭। বহুবিধ কার্য্য সম্পাদন দ্বারা মোক্তারের ঐ রূপ হিসাব দস্তখত করার ক্ষমতা থাকা অনুমিত হয় না, সুতরাং স্পষ্ট ক্ষমতা থাকার প্রমাণ না থাকিলে মোক্তারের বর্ণনামতে মক্কেল দায়ী হইবেক না। এস্থলে হিসাবানুযায়ী টাকা যে প্রকৃত প্রস্তাবে কর্জ্জ দেওয় হইয়াছিল তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল না। ঐ

কমিশন ১, দেখ

পরস্পরহিত সাধিনীসভা।

১। সভ্যগণের অধিকাংশের মতানুসারেই সমাজের নিয়মাবলী গঠিত হইবেক, এবং ঐ নিয়ম সকলেরই প্রতিপালনীয়। সকল সভ্যকে সমান অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ সভ্য সাধারণের তুল্য হিতোদ্দেশেই সমাজ গঠিত হইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

পলায়ন।

দণ্ডবিধি আইন ১২, দেখ

পাট্টা।

১। শরিক গণের মধ্যে এক কি একাধিক ব্যক্তিকে পৃথক রূপে কর প্রদত্ত হইলেও ঘটনা দৃষ্টে মূল পাট্টা রহিত এবং সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়া লওয়া উচিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৭০। ৯৬ ইং। পূঃ অঃ।

২। কয়লা খনন, গুদাম ও বাগান নির্ম্মাণ, রাস্তা প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে এক মৌজার মালিক ঐ মৌজার কতক জমি, সমীপবর্ত্তী কয়লা খনির মালিককে মকররী পাট্টা করিয়া দেয়।

উপরোক্ত সর্ত্ত ব্যতীত ঐ পাট্টার আরো এই সর্ত্তছিল যে খনির মালিকের আবশ্যক মতে সে পাট্টার অতিরিক্ত জমি রাখিলে পাট্টাদার তাহার সহিত উচিত মূল্যে ঐ জমির বন্দোবস্ত করিবেক। পাট্টাগৃহীতা কয়েক বৎসর দখল করিয়া পাট্টার সর্ত্ত বাদীগণের নিকট বিক্রয় করে। বাদীগণ সমস্ত অতিরিক্ত জমির দখল লইয়া পাট্টা-গৃহীতা হইতে তাহার পাট্টা চাহে এবং স্বয়ং লাভ করিবার আশায় উহা তৃতীয় ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিবার চুক্তি করে। প্রতি-বাদীগণ পাট্টা দিতে অসম্মত হওয়ায় বাদী পূর্ব্ব পাট্টার চুক্তি সম্পাদন করাইবার নালীশ করে। স্থির হইল যে, বাদী যদি পাট্টার লিখিত প্রয়োজন সাধনের জন্য অতিরিক্ত জমি চাহিত তাহা হইলে পাট্টা-দাতা ঐ অতিরিক্ত জমি বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বাধ্য ছিল। বাদীগণ ঐ ভূমি বিক্রয় করিয়া লাভের আশয়ে উহা গ্রহণেচ্ছু হইলে,প্রতিবাদীগণ উচিত মূল্যে বন্দোবস্ত দিতে বাধ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬৯২। ৯৩২ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

ইজারা ১,দেখ

উচ্ছেদ ৬,১১

কবুলীয়ত ২,৩

তমাদি (১৮৭৯সনের ৯আইন) ৩৫

মকররী ইজারা ১,২,৪,৫,৭

রেজেষ্টরী (১৮৭৭সনের ৩আইন) ৩

পাপর (যোত্রহীন)।

১। কোন মোকদ্দমা সাধারণ প্রণা-লীতে উপস্থিত হইলে, পরে বাদীগণকে পাপর সূত্রে তাহা চালাইতে দেওয়ার ক্ষমতা, পাপর সূত্রে মোকদ্দমা প্রথম উপ-স্থিত করিতে দেওয়ার ক্ষমতার অন্তর্গত। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৯৫। ১৭০ ইং।

২। আবেদনকারীর নালীশ তমা-দিতে বারিত হইয়াছে বিধায় নিম্ন আদা-লত পাপরের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। হাইকোর্ট আবেদন করিতে আদেশ করেন। সবজজ রায় প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে বাচ-নিক রূপে আবেদন কারীর দ্বিতীয় আবে-দন অগ্রাহ্য করেন। রায় প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে আবেদনকারী উচিত কোর্টফি প্রদান করিতে চাহে ও তাহার আবেদন আরজি স্বরূপ গণনা করিবার প্রার্থনা করে। আদালত তাহার এই প্রার্থনা ও অগ্রাহ্য করেন এবং এই বৃত্তান্ত রায়ে বিবৃত থাকে। স্থির হইল যে, অবস্থা পর্য্যালোচনায় হাই-কোর্ট,১৮৭৭ সনের ১০আইনের ৬২২ ধারা-নুসারে, এতদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পা-রেন না। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ৬০৩।৮০৭ ইং।

৩। যদিও দেওয়ানী কার্য্যবিধি আই-নের ২৬ অধ্যায়ে পাপর সূত্রে নালীশ করিবার মাত্র বিধান আছে,তথাপি আদা-লত প্রতিবাদীকে পাপর সূত্রে তৎপ্রতি আপত্তি করিবার আদেশ করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬১২। ৮২০ ইং।

তমাদি (১৮৭৯ সনের ৯ আইন) ১৯,দেখ

পালা।

তমাদি (১৮৭৭সনের ১৫আইন). ৪৩, দেখ

পুনঃপ্রেরণ (ওয়াপস)।

১। প্রমাণ পর্য্যালোচন করনে নিম্ন আদালত সমস্ত অসম্মত হওয়ায় সেই প্রমাণ গৃহীত ও বিবেচিত হওনার্থ মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরিত হইল। ইঃ লঃ রিঃ ৪১৬।৬৪৫ ইং। প্রিঃ কৌঃ। পিঃ সিঃ আর ৪১৪।

পুনর্ব্বিচার।

১। মোকদ্দমা প্রথম শ্রবণের সময় যে নজির বিচারপতিকে প্রদর্শন করান যায় নাই, আইন সম্বন্ধে তাহার অভি প্রায়ের বিপরীত ভাব সেই নজিরে ব্যক্ত আছে বলিয়া, তাহা উপস্থিত করা পুনর্ব্বিচারের যথেষ্ট হেতু নহে। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১৩৩। ১৮৪ ইং।

২। মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী জজ যে নিষ্পত্তি করেন পরবর্ত্তী জজ ঐ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে ভিন্নমতাবলম্বী হইলে, সেই হেতু তিনি পুনর্ব্বিচারাদেশ করিতে পারেন না। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১৪৩। ১৭৭ইং।

৩। কি কি হেতু বাদে ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ৩৭৬ ও ৩৭৮ ধারা মতে পুনর্ব্বিচার সঙ্গত। ঐ

৪। ১৮৭৪ সনের ২ আইনের ৬৩ধারা মতে যে আদেশ হয়, ১৮৭৭সনের ১০আইনের ৬২৩ ধারা মতে তাহার পুনর্ব্বিচার হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৫১। ৩৪০ ইং।

৫। পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনাপত্রে, মূল আদেশ আইনতঃ ভ্রম থাকার অথবা নূতন প্রমাণ পাওয়ার কোন স্পষ্ট প্রসঙ্গ না থাকিলেও, আদালত ঐ প্রার্থনাপত্র গ্রহণ করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৯৭। ১৩১ ইং।

৬। স্থির হইল যে, পুনঃশ্রবণের হুকুম চূড়ান্ত হইবে বলিয়া ১১৯ধারায় যে বিধান আছে তাহা কেবল এই অর্থে চূড়ান্ত যে তদ্বিরুদ্ধে আপীল চলেনা। পুনঃ শ্রবণের হুকুম ঐ ধারা নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ অতীতে হওয়ায়, ক্ষমতা ভাবে হইয়াছে বিধায় উহা রদের যোগ্য, এই আপত্তি ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীলে বাদী উত্থাপন করিতে বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৮৪। ১১৪ ইং

৬। ছোট আদালত দেওয়ানী কার্য্যবিধিআইনের ২৩ধারানুসারে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬৯৯ ইং।

৭। বাদী প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বন্ধকী খত মূলে টাকার ডিক্রী পায়। অপর এক ব্যক্তি উক্ত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী ক্রমে বাদীর বন্ধকী খতের লিখিত সম্পত্তি নিলাম করিয়া সে স্বয়ং ঐ সম্পত্তি ক্রয় করে। বাদী তৎপর তাহার স্বীয় ডিক্রী-জারীক্রমে ঐ সম্পত্তি পুনর্ব্বার নিলাম করিয়া স্বয়ং ক্রয় করে, এবং তৃতীয় ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি বাদীর বন্ধক সূত্রে ভোগ করিতেছে নির্দ্দেশ করাইবার জন্য বাদী প্রতিবাদী ও ঐ তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক

নালীশ করে। সবজজ ঐ নালীশ ডিক্রী দেন, কিন্তু আপীলে হাইকোর্ট এই হেতুতে উহা ডিসমিস করেন,যে বাদী মাত্র টাকার ডিক্রী প্রার্থনায় নালীশ করিয়া তৃতীয় ব্যক্তির প্রতিকূলে তাহার বন্ধকের স্বত্ব প্রবল করিতে অশক্ত ছিল। বাদী সেই হেতু পূর্ব্বে প্রতিবাদীগণ বিরুদ্ধে বন্ধকী সম্পত্তির দখলের দাবিতে দ্বিতীয় নালীশ উপস্থিত করে। তাহাতে ফুলবেঞ্চ এই নিষ্পত্তি করেন যে বাদী দখলের নালীশ আনিতে স্বত্ববান নহে, কিন্তু ফুলবেঞ্চ এই মত প্রকাশ করেন যে বাদী বন্ধকী স্বত্ব সম্বন্ধে নালীশ করিতে পারে, এবং সে পূর্ব্ব নালীশের বিচারের জন্য পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিতে সক্ষম। বাদী পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করায় স্থির হইল যে, তাহার প্রার্থনা শ্রবণযোগ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ৭০০ ইং।

পুনঃশ্রবণ।

পুলীশ।

১। বিদায়ান্তে পুলীশ কনেষ্টবল কার্য্যে হাজির হইতে বিরত থাকিলে ১৮৬১ সনের ৫ আইনের ২৯ ধারানুযায়ী কোন অপরাধ হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৬২৫ ইং।

পূর্ব্বদণ্ডাদেশ।

পূর্ব্বনিষ্পত্তিজনিত বাধা।

১। প্রজার দখলস্থিত কতক ভূমিতে স্বত্ব সংস্থাপনার্থ বাদীগণ প্রতিবাদী গণের বিরুদ্ধে নালীশ উপস্থিত করে। প্রতিবাদীগণের মধ্যে এক ব্যক্তি ঐ প্রজার বিরুদ্ধে করের দাবিতে পূর্ব্বে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করায়, বর্ত্তমান বাদীগণের মধ্যে এক ব্যক্তি সমুদয় বাদীগণের প্রতিনিধি স্বরূপে ঐ মোকদ্দমায় প্রতিবাদী হইয়া এই হেতুতে মোজাহেম দেয় যে সে ঐ কর পাইতে স্বত্ববান ; কিন্তু সে আপন দাবি সংস্থাপনে অকৃতকার্য্য হয়। স্থির হইল যে, বর্ত্তমান মোকদ্দমায় বাদীগণ ঐ পূর্ব্ব মোকদ্দমার নিষ্পত্তি দ্বারা বারিত হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১১০। ১৪৫ ইং।

২। ১৮৭৪ সালের ২ আইনের ৬৩ ধারানুযায়ী আবেদনপত্র ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ১৩ ধারার মর্ম্মান্তর্গত 'মোকদ্দমা' গণ্য হইবেক. সুতরাং ঐ ৬৩ ধারা মতে, অথবা ১৮৬৭ সালের ২৪ আইনের ৬০ ধারা মতে, একই বিষয়ক প্রার্থনা পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হইলে ঐ আবেদন পত্র বারিত হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২০১। ৩৪০ ইং।

৩। ১৮১৪ সালের ১৯ আইন মতে

বাটোয়ারা হইয়া যে ভূমি কএর ভাগে পড়ে তাহার দখলের স্বত্ব সংস্থাপনার্থ ক খএর বিরুদ্ধে নালীশ করে। ঐ ভূমির কিয়দংশের বাকি করের দাবিতে এক প্রজার বিরুদ্ধে খ, ঐ বাটোয়ারার পরে, যে মোকদ্দমা ইতিপূর্ব্বে উপস্থিত করে, তাহাতে ক ঐ কর পাওয়ার স্বত্ববান বলিয়া মোজাহেম দিয়া প্রতিবাদীশ্রেণীভুক্ত হয়। কিন্তু সে আপন দাবি সপ্রমাণ করিতে অসমর্থ হয়। স্থির হইল যে বর্ত্তমান মোকদ্দমা পূর্ব্বনিষ্পত্তি বাধা দ্বারা বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫২১। ১৭৫ ইং।

৪। বাদী প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে নির্দ্দিষ্ট হারে বাকি করের দাবিতে নালীশ করে। প্রতিবাদী জবাব দেয় যে সে বাদীর জমি ২০বৎসরাধিক কাল একরূপ করদিয়া ভোগ করিয়াছে এবং প্রতিবাদীর জবাব গ্রাহ্য হয়। বাদী তদনন্তর প্রতিবাদীকে করবৃদ্ধির নোটিস দিয়া প্রতিবাদীর বর্ণিত হারে দুই সনের, এবং বর্দ্ধিত হারে এক সনের, করের দাবিতে নালীশ করিলে, প্রতিবাদী এই মোকদ্দমায় পূর্ব্ববৎ জবাব দেয়। স্থির হইল যে, পূর্ব্ব নিষ্পত্তি দ্বারা এই মোকদ্দমা বারিত হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫৮৩। ১৭৯ ইং।

৫। ভূমি দখল পাইবার নালীশে নিম্ন আদালত সমূহ অধিকার এবং দখল উভয় সম্বন্ধেই বিচার পূর্ব্বক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। কিন্তু হাইকোর্ট খাস আপীলে মাত্র দখল সম্বন্ধে বিচার করিয়া আপীল ডিসমিস করেন। ঐ পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার প্রতিবাদী পরে ঐ ভূমি দখলের নালীশ করায় স্থির হইল যে, ঐ উভয় পক্ষ অধিকার (title) সম্বন্ধীয় প্রশ্ন বিষয়ে তর্ক করিতে সক্ষম, এবং ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ১৩ ধারা নির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত আদালত কর্ত্তৃক চূড়ান্ত রূপে ঐ প্রশ্ন মীমাংসিত হয় নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩৮০ ইং।

৬। ক বাকি করের দাবিতে খএর বিরুদ্ধে নালীশ করে। খ দাবিকৃত করের সংখ্যা স্বীকার করিয়া এই আপত্তি করে যে আরজির বর্ণিত পরিমান অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ভূমির জন্য ঐ কর দেয়। এই সম্বন্ধে ইষু হয় ও মোকদ্দমা খএর প্রতিকূলে নিষ্পন্ন হয়। এই মোকদ্দমায় স্বীকৃত রূপে যে টাকা প্রদত্ত হয়, তত্তুল্য সংখ্যক টাকা কএর অধীনে খএর ভোগকৃত সমুদয় ভূমির কর বলিয়া নির্দ্দেশ করাইবার জন্য খ পরে নালীশ উপস্থিত করায় স্থির হইল যে, খএর এই নালীশ পূর্ব্বনিষ্পন্ন বলিয়া বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫০৩। ৬৮৬ ইং।

৭। এক মোকদ্দমায় মিতাক্ষরাধীন একজন হিন্দু বিধবা ক বাদিনী ও অপরাপর প্রতিবাদীগণ সহ খ একজন প্রতিবাদী ছিল। ঐ মোকদ্দমায় ক স্বীয় মৃত পুত্রের মাতা ও দায়াধিকারিণী স্বরূপে স্বত্ববতী বলিয়া কোনভূমি দখলের দাবি করতঃ ডিক্রী পায়। পরে খ কএর বিরুদ্ধে এই উক্তিতে নালীশ করে যে, কএর পুত্রের মৃত্যুর পরে কএর পরিবর্ত্তে খ কুলাচার মতে ঐ ভূমিতে স্বত্ববান, কারণ ঐ কুলাচার মতে স্ত্রী দায়াদগণ বর্জ্জিত হয়, এবং পুরুষ দায়াদগণ মধ্যে খএরই স্বত্ব অগ্রগণ্য। এবং খ এই নালীশ দ্বারা কএর নিকট হইতে, অথবা কএর মৃত্যুর পর খ মর্ত্ত-

মান থাকিলে, খই অগ্রগণ্য দায়াদ স্বরূপে, ঐ ভূমির দখল পাওয়ার দাবি করে; সে আরো দাবি করে যে কএর কৃত হস্তান্তর কেবল তাহার জীবন পর্য্যন্ত সিদ্ধ থাকিবে। স্থির হইল যে, ক স্বীয় পুত্রের দায়াধিকারিণী স্বরূপে ঐ ভূমিতে স্বত্ববতী বলিয়া পূর্ব্ব মোকদ্দমায় যে নিষ্পত্তি হইয়াছে, তদ্দ্বারা বর্ত্তমান দাবি বারিত, কিন্তু বর্ত্তমান মোকদ্দমায় বাদী ইহা প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কুলাচার প্রদর্শনে পূর্ব্ব মোকদ্দমার নিষ্পত্তি দ্বারা বারিত নহে যে, খ কএর মৃত্যুর পর বর্ত্তমান থাকিলে সে কএর উত্তরাধিকারী হইবে; এবং সে খ কএর উত্তরাধিকারী বলিয়া উক্ত বিক্রয়পত্র সম্বন্ধে নির্দ্দেশ সূচক ডিক্রী লাভে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১৪১। ১৯০ ইং।

৮। ক ১৮৫৯ সনের ১০ আইন মতে ত্রিপুরার ডিপুটী কালেক্টরের আদালতে খএর বিরুদ্ধে করের নালীশ করিলে, গ তাহাতে এই বলিয়া মোজাহেম দেয় যে, নালীশী করের ভূমিতে তাহার স্বত্ব। গএর আপত্তি মতে কএর নালীশ ডিসমিস হয়। ঐ ভূমিতে গএর স্বত্ব নাই হেতুতে আপীলে ডিষ্ট্রীক্ট জজ ঐ নিষ্পত্তি রহিত করেন। গ পরে ক ও খএর বিরুদ্ধে উক্ত ভূমির বাবদ নালীশ করায় স্থির হইল যে, ডিষ্ট্রীক্ট জজের পূর্ব্ব ডিক্রী দ্বারা গ বর্ত্তমান নালীশে বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৪৭০ ইং।

৯। কোন হিন্দু বিধবা এজমালী সম্পত্তিতে স্বামীর অংশের দখল পাওয়ার দাবিতে নালীশ করায় তাহার পক্ষের এক সাক্ষীর আংশিক জবানবন্দী গৃহীত হইবার পরেই সে প্রতিবাদীকে সাক্ষী মান্য করে, এবং প্রতিবাদী উপস্থিত না হওয়ায় বাদীর নালীশ ডিক্রী হয়। বিধবার মৃত্যুর পর তাহার কন্যা স্বীয় নাবালগ পুত্রদ্বয়কে তাহাদের মাতামহের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া তাহাদের পক্ষে ঐ প্রতিবাদীর নামেই ঐ অংশের দাবিতে নালীশ করে। স্থির হইল যে,স্বত্বের বিচারান্তে পূর্ব্ব ডিক্রী হইয়াছিল বলিয়া যে পর্য্যন্ত প্রদর্শিত না হয় (যাহাতে ভাবী দায়াদ আবদ্ধ হয়), সে পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমা পূর্ব্বনিষ্পন্ন বলিয়া ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ২ ধারা মতে বারিত হইতে পারে না। প্রতিবাদী সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত না হওয়ায় বাদিনীকে ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ১৭০ ধারা মতে ডিক্রী দেওয়া সঙ্গত হইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১৬০। ২২২ ইং।

১০। খ নামক এক ব্যক্তি কএর দত্তক পুত্র ও উত্তরাধিকারী উল্লেখে কএর বিধবা প্রদত্ত কয়েকখানা পত্তনি পাট্টা রদ করিবার উদ্দেশ্যে পাট্টাগৃহীতৃগণ নামে নালীশ করে। খ বৈধ রূপে গৃহীত দত্তক নহে বলিয়া পাট্টাগৃহীতৃগণ উত্তরদায়ক হওয়ায় এই বিষয়ে এক ইষু হয়, এবং কএর ভাবী দায়াদস্বরূপ দাবিদার গকে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৭৩ধারামতে প্রতিবাদী শ্রেণীভুক্ত করা হয়; এবং এই মোকদ্দমায় এই নিষ্পত্তি হয় যে, খ কএর বৈধরূপে গৃহীত দত্তক পুত্রই বটে। স্থির হইল যে, দত্তক রদের জন্য খএর বিরুদ্ধে গএর দ্বিতীয় নালীশ চলিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১০৪। ১৪৪ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

১১। জমিদার বাকি করের দাবিতে পত্তনিদার নামে নালীশ উত্থাপন করায় পত্তনিদার এই বলিয়া উত্তরদায়ক হয় যে, সে যে সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদিত হইয়াছে তাহার বার্ষিক আয় ১৫৫৲ টাকা হওয়ায় সে ঐ টাকা তাহার দেয় কর হইতে বাদ পাইতে পারে। ঐ মোকদ্দমায় পত্তনিদারের প্রাপ্য মিনাহ ৪২৲ টাকা চূড়ান্তরূপে স্থির হয়। পরে পত্তনিদার তাহার কথিত ১৫৫৲ টাকা মিনাহ পাওয়ার জন্য জমিদার নামে অভিযোগ উপস্থিত করায় নিষ্পত্তি হইল যে, দ্বিতীয় মোকদ্দমা পূর্ব্বনিষ্পত্তিজনিত বাধাতে বাধিত। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১৪৬। ২০২ ইং।

১২। বাদিনীর পতি স্বীয় কন্যাকে (প্রতিবাদীর সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হওয়ার পর) স্ত্রীধন স্বরূপে দানপত্র দ্বারা কতক সম্পত্তি অর্পণ করে। ঐ কন্যার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে বাদিনী, ঐ দানপত্র কৃত্রিম বিধায় আপন স্বামীর উত্তরাধিকারিণী স্বরূপ ঐ সম্পত্তির দাবিতে নালীশ উপস্থিত করে। তাহাতে দানপত্র অকৃত্রিম বলিয়া সাব্যস্ত হওয়ায় বাদিনীর নালীশ ডিসমিস হয়। বাদিনী আপন কন্যার দায়াধিকারিণী বলিয়া সেই সম্পত্তির দাবিতে পরে নালীশ উপস্থিত করায় পূর্ণাধিবেশনে স্থির হইল যে, দ্বিতীয় নালীশ বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১১১। ১৫২ ইং।

১৩। ডিক্রীদার ডিক্রীজারীর জন্য প্রকৃত ভাবে যে দরখাস্ত করে তাহা আইন-নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ অতীতে দাখিল হওয়ায় আদালত কর্ত্তৃক ঐ দরখাস্ত সম্বন্ধে নামঞ্জুরের আদেশ প্রচারিত হইলে, সেই আদেশ পূর্ব্বনিষ্পত্তিজনিত বাধার নিয়মান্তর্গত, অথবা ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ২ ধারার অন্তর্গত, নিষ্পত্তি নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩৩। ৪৭ ইং।

১৪। কএর ভূমিতে খএর পথের স্বত্ব নাই বলিয়া নির্দ্দেশ করাইবার জন্য ক খএর বিরুদ্ধে নালীশ উপস্থিত করায় নালীশ ডিসমিস হয়, এবং খ তাহার পথের স্বত্ব সংস্থাপক ডিক্রী পায়। এই নালীশ উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে ক গএর নিকট ঐ ভূমি বন্ধক দিয়াছিল, কিন্তু ঐ নালীশে গ পক্ষভুক্ত ছিল না এবং সে যে তাহার বৃত্তান্ত অবগত ছিল এমত নিদর্শন পাওয়া যায় না। ঐ নালীশের পর গ তাহার বন্ধক সূত্রে ডিক্রী পাইয়া ঐ ভূমি নিলাম বিক্রয় করিয়া নিজেই তাহা ক্রয় ; ঐ ভূমিতে খএর কোন স্বত্ব নাই বলিয়া নির্দ্দেশ করাইবার জন্য খএর বিরুদ্ধে গ নালীশ করায় স্থির হইল যে, গএর নালীশ পূর্ব্ব মোকদ্দমার নিষ্পত্তি দ্বারা বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫০৭। ৬৯২ ইং।

১৫। বাদী কতক ভূমি হইতে প্রতিবাদীদিগের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ কর্ত্তৃক উচ্ছেদিত হওয়ায় ঐ ভূমিতে তাহার মৌরুসী মকররি স্বত্ব নির্দ্দেশার্থ নালীশ করে। ইতিপূর্ব্বে ঐ হেতুর অপর এক নালীশ তমাদি দোষে ডিসমিস হইয়াছিল। স্থির হইল যে, বর্ত্তমান নালীশে পূর্ব্ব নিষ্পত্তি জনিত বাধা দোষ বর্ত্তেনা, কারণ পূর্ব্ব নালীশ মেয়াদ অতীতে উপস্থিত হওয়ায় যে আদালতে উহা উপস্থিত হইয়াছিল সেই আদালত বর্ত্তমান

নালীশের বিচার করিতে সক্ষম ছিলেন না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ১৮৩। ২৪৬ ইং।

১৬। আরও স্থির হইল যে বাদী তাহার আরজিতে জোতস্বত্ব বহালের প্রার্থনা না করা সত্বেও তাহাকে জোত দখলের ডিক্রী দেওয়া অসঙ্গত। ঐ

১৭। ন্যূন মূল্যের দাবিতে প্রথমতঃ মুন্সেফি আদালতে যে নালীশ উপস্থিত হয়, তাহাতে স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন মীমাংসিত হইবার পর, অধিকতর মূল্যের দাবিতে সবজজ আদালতে ঐ প্রশ্ন পুনরুত্থাপনপূর্ব্বক দ্বিতীয় নালীশ হইলে, ঐ প্রশ্নের মীমাংসা প্রথম নিষ্পত্তি দ্বারা বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬২০। ৮৩২ ইং।

১৮। পূর্ব্ব নিষ্পত্তি জনিত বাধার আলোচনা করিতে হইলে আপীল আদালতের অধিকার পর্য্যালোচনা না করিয়া আদৌ যে আদালতে নালীশ উপস্থিত হইয়াছিল সেই আদালতের বিচারাধিকার ছিল কি না তাহাই দ্রষ্টব্য। ঐ

১৯। ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ১৩ ধারার দ্বিতীয় ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে প্রতিবাদী পূর্ব্ব মোকদ্দমায় যে আপত্তি করিতে পারিত, বা যাহা করা তাহার উচিত ছিল, তাহা না করায় সে দ্বিতীয় নালীশে উহা পুনরুত্থাপন করিতে পারিবেক না। আইন-ঘটিত আপত্তি না হইয়া থাকিলে তাহাতে কোন বাধা জন্মে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬৮৬। ৯২৩ ইং।

২০। বাদী কতকভূমি (ক) খণ্ড ভূমির অন্তর্গত বলিয়া উহা দখলের দাবি করে। বাদী আরো বলে যে ঐ খণ্ড ভূমি তাহার জমিদার হইতে পত্তনি প্রাপ্ত এক মৌজার অন্তর্গত। বাদীর নালীশ এই হেতুতে ডিস-মিস হয় যে যদিও (ক) খণ্ড ভূমি বাদীর মৌজার অংশ বলিয়া পরিচিত, তথাপি উহা নিকটবর্ত্তী আর এক মৌজার পত্তনিভুক্ত হইয়াছে। বাদীর পত্তনির পূর্ব্বে জমিদার প্রতিবাদীগণকে ঐ পত্তনি দিয়াছিল। বাদী পূর্ব্বাধিকার (title) উল্লেখে (ক) অন্ত-র্গত অন্য এক খণ্ড ভূমির দাবিতে নালীশ করে। স্থির হইল যে দ্বিতীয় নালীশ বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭১৫ ইং; ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৪৫ ইং। ২কঃ লঃ রিঃ ৩৩, দেখ।

২১। ক ১৮৭২ সনে বন্ধকীখত মূলে এক হিন্দু বিধবার বিরুদ্ধে নালীশ উপস্থিত করিলে, মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ঐ বিধবার মৃত্যু হয়। ক ঐ বিধবার স্থলবর্ত্তী খএর বিরুদ্ধে নালীশ পুনর্জীবিত করিবার জন্য প্রার্থনা করে। খ স্থলবর্ত্তী না বলিয়া উত্তর দেয়, কিন্তু জজ সেই প্রশ্ন মীমাংসা না করিয়া খকে পক্ষভুক্ত করিয়া বন্ধকী সম্পত্তি নিলামের ডিক্রী দেন। ঐ বন্ধক ও ডিক্রীর দায়ে বিধবার জীবন স্বত্ব মাত্র আবদ্ধ ছিল বলিয়া খ পরে এক নালীশ উপস্থিত করে। স্থির হইল যে, ঐ নালীশ পূর্ব্ব নিষ্পত্তি জনিত বাধা দোষে অথবা ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৪৪ ধারা মতে বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭৭৭ ইং।

২২। একতরফা ডিক্রী ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ১৩ ধারার ৪ র্থ ব্যাখ্যানুসারে চূড়ান্ত গণ্য হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ২৩ ইং।

২৩। প্রজা জমিদার বিরুদ্ধে ভূমি

জরিপ ও বার্ষিক জমা সাব্যস্তের প্রার্থনায় আদালতে নালীশ উপস্থিত করে। ঐ নালীশে দেখাযায় যে, জমিদার ঐ প্রজাগণ বিরুদ্ধে পূর্ব্বে যে খাজানার নালীশ করিয়াছিল তাহাতে প্রজাগণ জমিদারের উল্লিখিত খাজানা ও জমির পরিমাণ অধিক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আপত্তি করে। কিন্তু আদালত নিষ্পত্তি করেন যে প্রজাগণ তাহাদের স্বাক্ষরিত এক জমাবন্ধী কাগজ দ্বারা বাধ্য, এবং তদনুসারে প্রজাগণের আপত্তি অগ্রাহ্য করেন। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ২১৪ ইং।

২৩। পূর্ব্ব মোকদ্দমা যে আদালতে নিষ্পন্ন হইয়াছিল সেই আদালতের বিচাধিকার না থাকিলেও ১৮৭৭সনের ১০আইনের ১৩ ধারামতে ঐমোকদ্দমার রায় দ্বিতীয় মোকদ্দমায় ক্ষমতাবিশিষ্ট আদালতের রায় বলিয়া বাধার প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবেক; বিশেষতঃ,যে স্থলে ঐ পূর্ব্ব মোকদ্দমায় সবজজ আদালতের বিচারাধিকার থাকা সত্বেও উহা আদৌ তথায় উপস্থিত না হইয়া পরে আপীলে উপস্থিত হয় ও অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তি স্থিরতর থাকে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৪০৬ ইং।

২৫। বাকি করের মোকদ্দমায়ও ১৮৭৭ সনের ১০আইনের ১৩ধারার নিয়ম প্রযোজ্য ঐ।

২৬। সমস্ত প্রমাণ গ্রহণের পূর্ব্বে বাধার আপত্তি না করিলে মোকদ্দমার খরচ দেওয়া যাইতে পারে না। ঐ

২৭। ১৮৭৯ সনের ৩০ ডিসেম্বর র ড-এর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী করিয়া ১৮৭১ সনের ৪ঠা জানুয়ারি (ম) (প) সম্পত্তি ক্রোক করে। ড পুনর্বিচারের প্রার্থনা করায় ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। এবং ১৮৭১ সনের ৩০ ডিসেম্বর ডএর বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার ডিক্রী হয়। এবং ঐ ডিক্রীজারীতে পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তি ১৮৭২ সনের ৯ই আগষ্ট তারিখে ক্রোক হইয়া ১৮৭৪ সনের ১লা আগষ্ট নিলাম হইলে র উহা ক্রয় করে। ১৮৭১ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারি গএর বরাবরে এক সোলে নামা ও বন্ধকীখত লিখিয়া দিয়া ড ঐ সম্পত্তি ঋণের দায়ে আবদ্ধ রাখে। ড টাকা আদায় না করায়, গ ১৮৭১ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারি সোলে নামার সর্ত্তমতে ড এর বিরুদ্ধে এক ডিক্রী জারী করে। অতঃপর ড গএর নিকট ঐ সম্পত্তি পুনর্ব্বার বন্ধক দেয়। গ বাদীর নিকট তাহার ডিক্রীর এবং বন্ধকের স্বত্ব বিক্রয় করায় বাদী (ম), (প) সম্পত্তি ক্রোক করে। ঐ ডিক্রীজারীতে র তাহার নিলাম ক্রয়ের স্বত্ব উল্লেখে দাবিদারি দেওয়ায় (ম) (প) সম্পত্তি ১৮৭৬সনের ৪ঠা মার্চ্চ ক্রোক হইতে মুক্ত পায়। বাদীগণ ১৮৭২ সনের ৮ই মার্চ্চ ড হইতে এক বন্ধক গ্রহণ পূর্ব্বক ১৮৭৪ সনের ২৮শে সেপ্টেম্বর এক ডিক্রী পাইয়া ঐ ডিক্রীজারীতে (ম) (প) সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছিল! কিন্তু র ১৮৭১ সনের ১লা অক্টোবরের ক্রয়ের স্বত্বে উহা দায়ী করায়,১৮৭৫ সনের ১০ই এপ্রিল ঐ সম্পত্তি ক্রোক মুক্ত হওয়ার আদেশ হয়। ঐ আদেশ রহিতের নালীশে (ম) (প) সম্পত্তি ১৮৭২সনের বন্ধকের অন্তর্গত থাকা প্রমাণিত না হওয়ায় বাদীগণ অকৃতকার্য্য হয়। পরে র ও ডএর বিরুদ্ধে ১৮৭৬ সনের ৪ঠা মা-

র্চ্চের আদেশ রহিত এবং (ম) (প) সম্পত্তি ১৮৭১ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারি ডিক্রীর দায়া বন্ধ সাব্যস্ত করিবার উদ্দেশে নালীশ উপস্থিত হওয়ায় স্থির হইল যে, এই নালীশ ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ২ ও ৭ ধারামতে বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৫৫৯ ইং।

২৮। আরো স্থির হইল যে ব ১৮৭৪ সনের আগষ্ট মাসে যে ক্রয় করে তাহা গ-এর (১৮৭১ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারির) বন্ধকের দায়া বদ্ধ। ঐ

২৯। দুই শরিক এজমালীতে কোন স্বত্ব উপভোগ করিয়া থাকিলে ঐ স্বত্ব সম্বন্ধে এক শরিকের বিরুদ্ধে যে কোন নিষ্পত্তি হয়, তাহা ১৮৭৭ সনেব ১০ আইনেব ১৩ ধারাব ৫ম ব্যাখ্যা মতে অপব শবিকেব বিরুদ্ধে ফলদায়ক হইতে পাবে না। ১৮৫৯ সালের ৮ আইন সম্বন্ধে ঐ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ বিঃ ৬ক ৩১ ইং।

৩০। যে স্থলে ভিন্ন২ ব্যক্তি এক সাধারণ অধিকার ভোগজনিত বা অন্য কোন স্বত্বের দাবি করে, সে স্থলে ১৮৭৭ সনেব ১০আইনের ১৩ধারার৫ম ব্যাখা প্রযোজ্য ; যথা, এক গ্রামবাসী ব্যক্তিগণ যে স্থলে এক নির্দ্দিষ্ট জমিতে গোরু চরাইবার প্রথা আছে বলিয়া তথায় গোরু চড়াইবার স্বত্ব দাবি করে, অথবা ঐ রূপ এক কূপ বা নির্ঝরিণী হইতে জল আনয়ন করিবার স্বত্ব দাবি করে। এতদ্ব্যতীত দুই ব্যক্তি দুই ভিন্ন২ স্বত্বে ভোগ জনিত স্বত্বের দাবি করিলে তাহাদিগের সম্বন্ধে ঐ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৪৯ ইং।

৩১। বাদী কোন সম্পত্তির দাবি করিলে অন্য দুই ব্যক্তি উহার কিয়দংশ দাবি করে, কিন্তু বিচারের সময় তাহারা তাহাদের দাবি ত্যাগ করায় বাদীর দাবি ডিক্রী হয়। পূর্ব্ব প্রতিবাদী তদ্বিরুদ্ধে আপীল করায় কৃতকার্য্য হয়। স্থির হইল যে, পুর্ব্বোল্লিখিত দুই ব্যক্তি ঐ প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ঐ সম্পত্তির দাবিতে কোন নূতন নালীশ করিতে পারে না, কারণ ঐ ডিক্রী তাহাদেব ও প্রতিবাদীগণ মধ্যে চূড়ান্ত-গণ্য করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৯১ ইং।

৩২। ডিক্রী জারীর প্রার্থনা নামঞ্জুরের আদেশ হইলে তাহাতে ১৮৭৭ সনেব ১০ আইনেব ১৩ ধারাব লিখিত বাধাব নিয়ম প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ বিঃ ৬ক ২০৩ ইং।

৩৩। ন পএর বিরুদ্ধে কর বৃদ্ধির দাবিতে নালীশ করে। প নোটিস জারী হয়নাই, এবং তাহাব জমা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেব সময় হইতে অপরিবর্ত্তির হারে চলিতেছে বিধায় উহা বৃদ্ধি হইতে পাবেনা বলিয়া আপত্তি করে, নোটিস জারীব প্রমাণাভাবে নালীশ ডিসমিস হয়। কিন্তু মুন্‌সেফ কর বৃদ্ধি হইতে পারে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। ডিক্রীতে মাত্র ডিসমিসের আদেশ লিখিত হইয়াছিল, কর বর্দ্ধিত হইতে পারে বলিয়া রায়েতে যে অভিমত ব্যক্ত হয় তাহা ডিক্রীতে সনিবিষ্ট হইয়াছিল না। পরে ন পএর বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার ঐ জোতের কর বৃদ্ধির নালীশ করায় স্থির হইল যে,প পূর্ব্ববৎ কর বৃদ্ধি হইতে পারে না বলিয়া কোন আপত্তি করিতে সক্ষম নহে। ইঃ লঃ রিঃ

৬ক ১১৯ ইং। ১২ বেঃ ল, রিঃ ৩০৪; ২০ উঃ রিঃ ৩৭৭ ইং; ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১৪৪; ২৫ উঃ রি ১ ইং, দ্রষ্টব্য।

৩৪। ক এক জমিদারির কথক অংশীদার ছিল। ঐ জমিদারির পত্তনি বন্দোবস্ত হইলে ক ঐ পত্তনির ।০ আনা অংশের মালিক হয়। ১৮৭৩ সন হইতে ১৮৭৫ সনের বাকি খাজানার দাবিতে পত্তনির শরিকগণের বিরুদ্ধে ক ১৮৭৭সনে আপন অংশের খাজানা বাদ দিয়া নালীশ করে। মোকদ্দমার বিচারের পূর্ব্বে খ তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া আপত্তি করে যে,সে ঐ পত্তনির ছয়আনার মালিক। তাহাতে খকে প্রতিবাদীশ্রেণী ভুক্ত করা হয়। ক তৎপরে জানিল যে তাহার পত্তনির শরিকগণ আবং অংশ গএর নিকট বিক্রয় করিয়াছে। ক তৎপরে গকে পক্ষভুক্ত করার জন্য প্রার্থনা করে এবং পশ্চাৎ মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার অনুমতি চাহে। উভয় প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে বাকি খাজানার ডিক্রী হয়। ক ঐ ডিক্রী প্রবল করিতে চাহেনা বলিয়া গএর এবং পূর্ব্ব মোকদ্দমার প্রতিবাদীগণ বিরুদ্ধে, গএর হিস্যামত তাহা হইতে ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ সনের বাকি খাজানা পাইবার দাবিতে বর্ত্তমান নালীশ করে। স্থির হইল যে,খ এবং অপরাপর প্রতিবাদীগণের পরস্পরসম্বন্ধ একযোগে এবং স্বতন্ত্ররূপে চুক্তির দায়ে আবদ্ধীয়ব্যক্তিগণের সম্বন্ধের ন্যায়। এজমালী এবং স্বতন্ত্র অঙ্গীকারকগণের একের বিরুদ্ধে ডিক্রী পরিশোধিত না হইলে অপরের বিরুদ্ধে নালীশ যেমত বারিত নহে, সেইরূপ ১৮৭৭ সনের নালীশ দ্বারা বর্ত্তমান নালীশ বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ ক ২১৬। ২১১ ইং।

৩৫। কর বৃদ্ধির নালীশে মুন্সেফ নিষ্পত্তি করেন যে, আইনানুযায়ী নোটিস জারী হইয়াছে, কিন্তু কর বৃদ্ধি হইতে পারে না। আপীলে ডিষ্ট্রীক্ট জজ নির্ণয় করেন যে আইন মতে নোটিস জারী হয় নাই ও বাদীর নালীশ ডিস্‌মিস্‌ করেন, কিন্তু কর বৃদ্ধি হইতে পারে কিনা এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা করেন না। পূর্ব্ববাদী ও প্রতিবাদী মধ্যে পরে আবার কর বৃদ্ধির নালীশ হওয়ায় মুন্সেফ এই বিচার করেন যে কর বৃদ্ধির হেতু দেখা যায় না ও বাদীর নালীশ ডিস্‌মিস্‌ হইবেক। আপীলে জজ এই বিষয়ে মুন্সেফের সহিত একমত প্রকাশ করিয়া আরো কহেন যে কর বৃদ্ধি হইতে পারে না বলিয়া পূর্ব্ব নালীশে মুন্সেফ যে নিষ্পত্তি করেন তদৃষ্টে বর্ত্তমান নালীশ বারিত। স্থির হইল যে, আপীল আদালত কোন কারণ বশতঃ নিম্নাদালতের কোন সিদ্ধান্তের মীমাংসা না করিলে সেই প্রশ্ন বিষয়ে নালীশ চলিতে পারে এবং তাহাতে পূর্ব্বনিষ্পত্তিজনিত বাধা দোষ ঘটে না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৬৩১ ইং।

তমাদি (১৮৬৯সনের বঙ্গীয় ৮আইন) ৫,দেখ

তমাদি (১৮৭৭ সনের ১৫আইন) ৪৬

নিকাশ ২

প্রমাণ (দলিলী) ১৪

প্রেকৃটিস (ডিক্রীজারী) ৩

শালিশ ১০

সর্ব্বসাধারণের কার্য্যার্থ ভূমি গ্রহণ ৯

পেন্‌সেন্‌ একট।

পেন্‌সেন্‌ একটের ৪ ও ৬ ধারার প্রয়োগ। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৪২২ ইং।

প্রজা।

১। করকা প্রজার জমাই স্বত্ব জোত স্বত্বাধিকারী প্রজার সম্মতি ব্যতীত হস্তান্তর হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ৯৯। ১৩৫ ইং।

২। ইস্তীমুরারী জোতের জমি পয়স্তিতে বৃদ্ধিহইলে জোতদার বৃদ্ধিজমির দরুণ ১৮২৫ সনের ১১ আইনের ৪ ধারার প্রথম প্রকরণের নিয়মানুসারে অতিরিক্ত করদিতে বাধ্য। কিন্তু অতিরিক্ত কর দাবি করিবার পূর্ব্বে ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৪ ধারা মতে জোতদারের উপর করবৃদ্ধির নোটিস জারীকরা কর্ত্তব্য। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬১৫। ৮২৩।

৩। প্রজা রোড্‌সেস ও পাব্লিক ওয়ার্কসেস আদায়ে ত্রুটি করিলে ক্ষতিপূরণের দায়ী হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২৯০ ইং।

জোতস্বত্ব ১,২,৫,দেখ

প্রজা ও ভূম্যধিকারী।

১। জোত স্বত্ববান প্রজা জোত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ৫ বৎসর কাল কর দিতে ত্রুটি করিলে, ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮আইনের ২২ ধারামতে ভূম্যধিকারী নালীশ না করিয়া অপর এক প্রজার নিকট ঐ জোত পত্তন করিতে না পারে এমত নহে। ঐ আইনের ৬ ধারা দৃষ্টে দেখা যায় যে প্রজা 'যে পর্য্যন্ত কর আদায় করিবেক, সে পর্য্যন্ত সে জোত দখল করিতে স্বত্ববান, এবং জোত পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর আদায়ে ত্রুটি করিলে সে তাহার পূর্ব্ব স্বত্ব প্রবল করিতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৬১২ ইং।

২। কলিকাতা বাসী হিন্দুদ্বয় মধ্যে প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধ থাকিলে তাহাদিগের স্বত্ব হিন্দু শাস্ত্রানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫১৫। ৬৮৮ ইং।

৩। ভূম্যধিকারী প্রজার বিরুদ্ধে ১২৮৩ (১৮৭৬) সনের কিয়দংশের বাকি করের দাবিতে নালীশ করিলে, প্রতিবাদী উসুলের আপত্তি করিয়া বাদীর গোমস্তাকে তাহার পক্ষে সাক্ষী মান্য করে। যে সময়ের বাকি করের দাবি করা হইয়াছে সে সময়ে প্রতিবাদীর অধীনস্থ প্রজা হইতে কতক টাকা পাওয়ার বিষয় ঐ গোমস্তা স্বীকার করে, কিন্তু সে শপথ করিয়া কহে যে পূর্ব্ব ২ সনের বাকি কর বাবত ঐ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। নিম্ন আপীল আদালত মুন্সেফের ডিক্রী রদ পূর্ব্বক ঐ স্বীকৃত টাকা প্রতিবাদীর হিসাবে উসুল দেন। স্থির হইল যে নিম্ন আপীল আদালতের ডিক্রী অসঙ্গত, প্রতিবাদী উসুলের আপত্তি করায় তাহার ইহা সপ্রমাণ করা উচিত ছিল যে, ১২৮৩ সনের বাবদ ঐ স্বীকৃত টাকা দেওয়া হইয়াছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৫৮২ ইং।

৪। ভূম্যধিকারী গোমস্তার দত্ত দাখিলাসম্বন্ধে কর সংক্রান্ত আইনের ১২ ধারা প্রযোজ্য। তৃতীয় ব্যক্তি গণকে যে দাখিলা দেওয়া হয় তৎসম্বন্ধে উহা প্রযোজ্য নহে। ঐ

৫। 'অধীন জোত' শব্দে রাইয়ত ও জমিদারের মধ্যবর্ত্তী জোতই যে কেবল বুঝাইবে এমত নহে। দলিল ক্রমে বা প্রদেশীয় প্রথানুসারে যেসকল জোত হস্তান্তরযোগ্য, তাহা সমস্তই ঐ সংজ্ঞাভুক্ত। সুতরাং জমিদার হস্তান্তরযোগ্য জোত, স্বত্বের অধিকারী রাইয়তের বিরুদ্ধে বাকি করের ডিক্রী করিলে, তিনি ঐ রাইয়তকে উচ্ছেদ করিতে স্বত্ববান নহেন। ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮আইনের ৫৯ধারামতে জমিদার প্রজার জোত নিলাম করাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৬৭৫ ইং।

৬। প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধ থাকা একবার সপ্রমাণ হইয়া থাকিলে, অনেক বৎসর পর্য্যন্ত কর আনাদায় রহিলেও তদ্দ্বারা এমত যথেষ্ট প্রমাণ হয় না যে ঐ সম্বন্ধের নিবৃত্তি হইয়াছে। কোন নিশ্চিত প্রমাণ দ্বারা ঐ কথা সপ্রমাণ করিতে প্রজা বাধ্য, এবং যে স্থলে প্রজা এখনও ঐ বিরোধীয় ভূমির দখলকার থাকার কথা স্পষ্ট রূপে অস্বীকার করে না, সে স্থলে ঐরূপ সপ্রমাণ করিতে সে আরো বিশেষ রূপে বাধ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২৩৪। ৩১৪ ইং।

৭। ভূম্যধিকারী প্রজার বিরুদ্ধে করের ডিক্রী পাইলে, সেই ডিক্রীর অন্তর্গত জোত জমি ঐ প্রজার হস্ত হইতে অন্যের হস্তগত হইলেও উহা সেই ডিক্রীজারীতে নিলাম হইতে পারে। এইরূপ স্থলে, ঐ জোত নিলাম করাই ঐভূম্যধিকারী প্রতিকারের একমাত্র উপায়। কোন প্রজার জোত দখলের স্বত্ব বর্ত্তিবার পূর্ব্বে যে কর দেয় হয়, ভূম্যধিকারী তজ্জন্য ঐ প্রজার নিজকে দায়ী করিতে পারে না। জোতের নিলাম বা ক্রোক দ্বারা কর আদায় করিয়া লইবার যে সকল উপায় বঙ্গীয় ৮ আইন মতে আছে তাহা বস্তু সম্বন্ধীয়। এক প্রজার নিজের দায়িত্ব অপর প্রজাতে হস্তান্তরিত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২৫৭। ৩৪৬ ইং।

প্রতারণা।

প্রতিকার।

প্রতিভূ।

১। উত্তমর্ণ মূল ঋণী হইতে অগ্রিম সুদ লইলেই ঐ ঋণীকে সময় দেওয়া হয়, সুতরাং প্রতিভূ ঐরূপ সুদ লওয়ার বিষয় না জানিয়া ও তাহাতে সম্মতি না দিয়া থা-

দিগে অব্যাহতি পায়। অগ্রিম সুদ গ্রহণে মুল ঋণীকে সময় দেওয়ার ন্যায় ফল এস্থলে হয় কিনা এই প্রশ্ন আইন ও বৃত্তান্ত উভয় ঘটিত। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৯৭। ১৩২ ইং।

২। এক লিমিটেড্ কোম্পানির ডিরেক্টরদ্বয় বাদীগণের নিকট প্রত্যেকে স্বতন্ত্র রূপে কতক টাকার জন্য দায়ী ছিল, এবং একে অপরের জন্য কতক পরিমাণে প্রতিভূ স্বরূপ দায়ী ছিল। ঐ ডিরেক্টর দ্বয়ের একজনের মৃত্যু হওয়ায় তাহার একজিকিউট্রিক্সের বিরুদ্ধে নালীশ হওয়ায় স্থির হইল যে, বাদীগণের হস্তগত টাকা প্রথমতঃ ঐ প্রতিভূর অন্তর্গত ঋণ পরিশোধে প্রয়োগ করা বাদীগণের কর্ত্তব্য ছিল। বাদীগণ তাহা না করায় প্রতিভূ অব্যাহতি পাইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪১৩। ৫৬০ ইং।

প্রতিবাদী।

প্রবৃত্তি।

প্রবেট।

প্রথা।

১। নীল কুঠির কোন দেনা সম্বন্ধে ঐ কুঠির বা তদ্উৎপন্ন দ্রব্যের উপরে প্রথা মতে কোন দাবি বর্ত্তে না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৭২। ২৩১ ইং।

২। মুসলমান পরিবার হিন্দুর আচার অবলম্বনেচ্ছু হইলে যথেচ্ছ পরিবর্ত্তনাধীন ঐ সকল আচার অবলম্বন করিতে পারে। অবিভক্ত হিন্দু পরিবার সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম ও অনুমান খাটে বলিয়া হাইকোর্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসমুদায় অবিভক্ত মুসলমান পরিবার সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে কোন বিচারক বাধ্য নহেন। ঐ সকল নিয়ম ও অনুমান কতদূর প্রয়োগ করা যাইতে পারে আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫১২। ৬৯৪ ইং।

প্রভু ও ভৃত্য।

১। এক ব্যক্তি আসামে চা বাগিচার আসিষ্টাণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়া অন্যায় রূপে চাকরি হইতে বরখাস্ত হইয়াছে বলিয়া ক্ষতিপূরণের দাবিতে কলিকাতার ছোট আদালতে নালীশ উপস্থিত করে। বাদী চা বাগিচার কোম্পানির সহিত নির্দ্দিষ্ট একরারে আবদ্ধ হয়। ঐ একরারে বাদী সত্য ও ন্যায্য হিসাব দাখিল করিবে বলিয়া সর্ত্ত করায় তাহা দাখিল করণে অযোগ্যতা সপ্রমাণিত হইলে এই নালীশের সমুচিত উত্তর হইবেক, সুতরাং প্রতিবাদীগণকে বাদীর অযোগ্যতার প্রমাণ উপস্থিত করিতে দেওয়া উচিত ছিল। "সত্য এবং ন্যায্য হিসাব" বলিতে মনিব সম্বন্ধে সদাচরণ বুঝায় না। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২৫। ৩৩ ইং।

২। ঐ মোকদ্দমায় আরো স্থির হইল যে, কর্ম্মচ্যুত করিবার হেতু সমূহ স্পষ্ট রূপে বর্ণিত থাকিলেই যে, অযোগ্যতা হেতু বাদীকে কর্ম্মচ্যুত করিতে প্রতিবাদী গণের অধিকার আছে এমত নহে। ঐ

চুক্তি ১, দেখ
চুরি ৩

প্রমাণ।

১। লিখিত চুক্তির অতিরিক্ত কোন সমসাময়িক বাচনিক একরার থাকা বিষয়ে কোন প্রমাণ গ্রাহ্য হইতে পারেনা। ঐ লিখিত চুক্তি ব্যতিক্রম করিবার আশয়ে ঐ বাচনিক একরারের পোষকতায় যদি পক্ষগণের কার্য্যকলাপ ও আচরণ প্রদর্শিত হয়, তবে তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২২২। ৩০০ ইং।

২। যে স্থলে বিবাহ অপরাধের একাঙ্গ স্বরূপ সে স্থলে, প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৫০ ধারা মতে, বিবাহের বৃত্তান্ত নিশ্চিত রূপে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৪২১। ৫৬৬ ইং। পূঃ অঃ।

৩। বাদীগণ লিখিত চুক্তি সম্পাদনের দাবিতে নালীশ করে। প্রতিবাদীগণ "নির্দ্দিষ্ট নিয়মে" কতক সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অঙ্গীকার করিয়াছিল বলিয়া চুক্তি-পত্রে উল্লিখিত হয়। প্রতিবাদীগণ বর্ণনা করে যে ঐ লিখিত চুক্তি পত্রে পক্ষাপক্ষের সমস্ত অঙ্গীকার সন্নিবিষ্ট হয় নাই, এবং তাহাদের আপত্তির পোষকতায় বাচনিক (parol) প্রমাণ দিতে চাহে। বিঃ উল্সনের নিষ্পত্তি রহিত পূর্ব্বক স্থির হইল যে, "নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অঙ্গীকার" সম্বন্ধে বাচনিক (parol) প্রমাণ গৃহীত হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৩২৮ ইং।

৪। প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৯২ ধারার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা—লিখিত চুক্তি হওয়া কালে পক্ষগণ মধ্যে যদি এই মর্ম্মে কোন বাচনিক চুক্তি হইয়া থাকে যে, ঐ লিখিত চুক্তি সম্পাদনের পূর্ব্বে কোন নিয়ম প্রতি-পালিত না হইলে উহা প্রবল হইবেক না, তাহা হইলে বাচনিক চুক্তির বিবরণ বাচনিক (parol) প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণিত হইতে পারে। কিন্তু ঐ লিখিত চুক্তি বলবৎ বা তদনুযায়ী কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকিলে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম খাটিবেক না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৪৩৩ ইং।

৫। এক ব্যক্তি ক এবং কোম্পানি হইতে ১৮৭৬ সনে উৎকোচ গ্রহণাপরাধে অভিযুক্ত হয়। স্থির হইল যে, ঐ কোম্পানি হইতে ১৮৭৭ ও ১৮৭৮ সনে ঐ ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকিলে সেই বৃত্তান্ত, প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৫ ও ১৩ ধারা মতে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৬৫৫ ইং।

৬। বিঃ গার্থ ও মিক্‌লিনের মতে ঐ বৃত্তান্ত ১৪ ধারা মতেও প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবেক না। প্রমাণ বিষয়ক আইনের ১৪ ধারার প্রয়োগ। ঐ

৭। গুরুতর আঘাতের অভিযোগে আহত ব্যক্তি ও অপর একজন মাজিষ্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী দেয়; এবং বন্দী সেসনের বিচারার্থ সমর্পিত হয়। আহত ব্যক্তি পরে আঘাতের দরুণ লোকান্তরিত হয়। সেসনের বিচারে পূর্ব্বাভিযোগের সহিত নর হত্যাপরাধের অভিযোগ সংযুক্ত হয়। মৃত ব্যক্তির জবানবন্দী সেসনের বিচারে গৃহীত হইয়া পঠিত হওয়ায় স্থির হইল যে, প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৩২ ধারায় প্রথম প্রকরণ বা ৩৩ ধারা মতে, ঐ প্রমাণ গৃহীত হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৪২ ইং।

৮। ঐ সেসনের বিচারে দেখা যায় অপর সাক্ষী ও পলায়ন করিয়াছে এবং তাহার প্রতি সমন জারী করা সম্ভব পর হয় নাই। স্থির হইল যে, ৩৩ ধারা মতে ঐ ব্যক্তির জবানবন্দী গৃহীত হইয়া পঠিত হইতে পারে। ঐ

৯। একাপরাধের সহযোগী কয়েক ব্যক্তি দণ্ডবিধি আইনের ১৪৮,৩০২, ৩২৪, ৩২৬, ও ১৪৯ ধারা মতে অভিযুক্ত হইলে, সেসন জজ অপরাপর অপরাধীর অসাক্ষাতে প্রত্যেক অপরাধীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন, এবং সহযোগী বন্দীগণের কথায় নির্ভর করিয়া অপরাপর বন্দীগণের প্রতি দণ্ডাদেশ করেন। স্থির হইল যে, এইরূপ অসাক্ষাতে গৃহীত প্রমাণ গ্রহণ যোগ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬৫ ইং।

আপীল	২৬, দেখ
কর বৃদ্ধি	১৪
চর	৫
জুয়াখেলা	৩
নামজারী	১,৩
পুনর্ব্বিচার	৫
পুনঃপ্রেরণ	১

প্রমাণ (অনুমান)।

১। ভূমির স্বত্ব লইয়া বিবাদ হইলে তাহাতে বসত বা চাষ অথবা তৎসম্বন্ধে কোন ব্যক্তি কর্তৃক মালিকের কার্য্য করার প্রমাণ না থাকা স্থলে, তমাদির প্রশ্নের মীমাংসার্থ দখলের যৎসামান্য প্রমাণের উপর, এবং কথন২ সনন্দ বা পাট্টার ন্যায় স্বত্বের প্রমাণ সহ সংলগ্ন ভূমির দখলের উপর, নির্ভর করিতে হয়। এবং এরূপ স্থলে আদলতের এই অনুমান করা সঙ্গত যে, যে ব্যক্তির স্বত্ব আছে তাহার দখলও আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫৬৭। ১৬৮ ইং।

২। কিন্তু যে স্থলে ভূমি দখলকৃত হইয়া থাকে,সেস্থলে তমাদি নির্ণয়ার্থ স্বত্বের প্রশ্ন হইতে পৃথক ভাবে দখলের প্রশ্নের বিচার

করা সাধরণতঃ কর্ত্তব্য, কারণ,এক ব্যক্তির স্বত্ব থাকিলেও, আর এক ব্যক্তির ১২বৎসর দখল দ্বারা সেই স্বত্ব বারিত হইয়া থাকিতে পারে। ঐ

৩। ১৮৭৪ সনের ২ আইনের ৬৩ ধারা মতে কি অনুমান হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৫১। ৩৪০ ইং।

৪। অযোধ্যায় জাতিবিশেষ মধ্যে উত্তরাধিকারের বিশেষ প্রথা থাকিলে, প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৩৫ ধারা মতে ঐ প্রথা প্রমাণিত হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫৫৬। ৭৫৪ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৫। ত্রিশ বৎসরাধিক পুরাতন দলিল আদালতের নথি হইতে পাওয়া যাইলে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন অনুমানই হইতে পারে না। ঐ দলিল আদালতের বিচারাধীন কোন প্রশ্নের মীমাংসার্থ যে, আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল, তাহা প্রমাণ করা আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬৮৩। ৯১৮ ইং।

৬। ত্রিশ বৎসরাধিক কালের পুরাতন দলিল উচিত সন্ধান হইতে আনীত হইলেই আদালত উহা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন। উহা অধিকারের (title) প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আদালত ইহা দেখিবেন যে,ঐ দলিলে যে ব্যক্তির স্বাক্ষর অঙ্কিত আছে সে ঐ দলিল সম্পাদন করিতে স্বত্ববান ছিল কি না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ২০৯ ইং।

প্রমাণ (দলিলী)

১। দলিলের লিখিত একরারের বিরুদ্ধে বাচনিক একরার, প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৯২ ধারা মতে, প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৪৩। ৫৮ ইং।

২। জারী করার মেয়াদ অতীত হইলেও একতরফা ডিক্রী প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৮২। ৩৮৩ ইং।

৩। পাট্টা ৩০ বৎসরের অধিক কালের হওয়াতে কেবল এই অনুমান হয় যে, ঐ পাট্টার নিম্নস্থ স্বাক্ষর কএর হস্তাক্ষরে হইয়াছিল, এবং ঐ পাট্টা ক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪০৯। ৫৫৭ইং।

৪। কর বৃদ্ধির নালীশে প্রতিবাদীগণ ১৮৩২ সনের ৯ই অক্টোবরের এক মকররী পাট্টার প্রতি নির্ভর করতঃ দাবির প্রতি আপত্তি করে। যে ভূমির কর বৃদ্ধি করার নালীশ হয়, ঐ ভূমির তদানীন্তন মালিকগণের মধ্যে একজনের মোহর ঐ পাট্টায় যুক্ত হয়। এবং সমুদয় মালিকগণ মধ্যে ক কর্ত্তৃক উহা স্বাক্ষরিত থাকা দৃষ্ট হয়। স্থির হইল যে, যে মালিকগণ উহাতে আপনাদের মোহরযুক্ত করে নাই, তাহাদের পক্ষে স্বাক্ষর করিবার বিশেষ অথবা সাধারণ ক্ষমতা ককে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া সপ্রমাণ না হইলে, তাহারা বা তাহাদেব স্থলবর্ত্তীগণ ঐ পাট্টায় আবদ্ধ হইতে পাবে না, এবং ঐরূপ প্রমাণ অভাবে ঐ পাট্টা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪০৯। ৫৫৭ ইং।

৫। অনুপযুক্ত ষ্টাম্পে লিখিত দলিল একবার আদালত কর্ত্তৃক প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইলে, তাহা গ্রাহ্য কি না তদ্বিষয়ে আপীল হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫৮২। ৭৮৭ ইং।

৬। ডিপুটি কালেক্টর ১৮২২ সনের ৭ আইন অনুসারে ভূমির বন্দোবস্ত করিবার সময়ে যে জমাবন্দী প্রস্তুত করেন, তাহা প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৭৪ ধারার মর্ম্মানুযায়ী সাধারণ স্বার্থের দলিল। এমত সপ্রমাণ করা আবশ্যক নহে যে, ঐ দলিলের নিয়ম দ্বারা যে প্রজাব ক্ষতি হয় সে ঐ দলিল প্রস্তুত কালে তদ্‌বর্ণিত সর্ত্ত সমস্তে সম্মতি দিয়াছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫৭। ৭৯ ইং।

৭। সবলভাবে মূল্য প্রদানে কোন ব্যক্তি সম্পত্তি ক্রয় করিলে যদি অপর ব্যক্তি উহাতে বন্ধকের স্বত্বে দাবি করে, এবং প্রতিবাদী ঐ বন্ধকের প্রকৃততা সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে, তাহা হইলে বন্ধকের সরলভাব ও বন্ধকী দলিল সম্পাদন প্রমাণ করাব ভার বাদীর শিরেই বর্ত্তিবে। এবং প্রতিবাদী তঞ্চকতার কোন বিশেষ প্রমাণ না দিলেও, আদালত দলিলের সবলভাব সম্বন্ধে বাদীর মানিত সাক্ষীর প্রমাণ অবিশ্বাস করিয়া বাদীর নালীশ ডিসমিস করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ২৬৮ ইং।

৮। দলিলেব উক্তি দলিলকর্ত্তার বিরুদ্ধে অবস্থাভেদে চূড়ান্ত প্রমাণ বা সাধারণ প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তিব বিরুদ্ধে অন্যান্য প্রকার উক্তি হইতে গুরুতর প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ২৬৮ ইং।

৯। দখলের নালীশে বাদীর পক্ষে মাত্র এক থাকের নক্সা দাখিল ছিল, এবং উহাতে বাদী ও প্রতিবাদীর পূর্ব্ববর্ত্তীগণের দস্তখত ছিল। ঐ নক্সা দৃষ্টে দেখা যায় যে, ঐ ভূমিতে বাদীর পূর্ব্ববর্ত্তীর দখল

ছিল। স্থির হইল যে, এই মাত্র প্রমাণে বাদী ডিক্রী পাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ১৫৮। ২১২ ইং।

১০। ১৮১৯ সনের ৮ আইনের ১৫ ধারার প্রথম প্রকরণ মতে যে উসুলের (payment) সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, তাহা রেজেষ্টরীকৃত না হইলেও প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৫ ক ১৬৮। ২২৬ ইং।

১১। ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৩১৬ ধারা মতে যে বয়নামা দেওয়া হয়, তাহা ঐরূপ রেজীষ্টরীকৃত না হইলে প্রামাণ্য কি না? ঐ।

১২। ত্রিশ বৎসরাধিক পুরাতন দলিল খোয়ানী যায়, এবং ঐ দলিল সম্পাদন বিষয়ে কোন প্রমাণ উপস্থিত হয় না। স্থির হইল যে, ঐ দলিল উচিত সন্ধানে (proper custody) থাকা প্রমাণিত হইলে, তল্লিখিত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার গৌণ (secondary) প্রমাণ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬৫৯। ৮৮৬ ইং।

১৩। প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৬৫ধারার গ প্রকরণ এবং ঐ আইনের ৯০ ধারা দ্রষ্টব্য।

১৪। প্রথম ও দ্বিতীয় মোকদ্দমায় একই ব্যক্তিগণ বা তাহাদের স্থলবর্ত্তীগণ পক্ষভুক্ত না থাকিলে, প্রথম মোকদ্দমার রায় দ্বিতীয় মোকদ্দমায় প্রমাণ স্বরূপ বা বাধা স্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক না। কিন্তু সাধারণ স্বত্বনির্দ্দেশক (in rem) ঐরূপরায় সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১৭১ ইং।

১৫। ক ও খএর মধ্যে এক মোকদ্দমায় এই প্রশ্ন হয় যে, গ ও ঘএর মধ্যে চএর উত্তরাধিকারী কে? গ চএর উত্তরাধিকারী হইলে ক জয়ী হইতে পারিত, নচেৎ পারিত না। ক ও মএর মধ্যে পূর্ব্বে এক মোকদ্দমা হইয়া ঐ প্রশ্ন উত্থিত হওয়ায় উহা কএর বিরুদ্ধে মীমাংসিত হয়, এবং ঐ পূর্ব্ব মোকদ্দমার রায় নিম্ন আদালতে কএর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়। স্থির হইল যে, (বিঃ মিত্রের অসম্মতি মতে) প্রমাণ বিষয়ক আইনের ১১ বা ১৩ ধারা মতে অথবা অন্য কোন ধারা মতে, ঐ রায় প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১৭১ ইং।

১৬। ক দায়িকের নামে এক তমঃসুকের মূলে নালীশ করে। ঐ নালীশে দায়িকের স্বাক্ষর প্রকৃত বলিয়া সাব্যস্ত না হওয়ায় আদালত কএর বিরুদ্ধে জালের অভিযোগ উপস্থিত করিবার আদেশ করেন। ক ঐ অভিযোগে জুরীর বিচারে আনীত হওয়ায় দেওয়ানী আদালতের রায় প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হয়, এবং সেসন জজ জুরীর প্রতি উপদেশে উহার উপর আপন মন্তব্য প্রকাশ করেন। স্থির হইল যে, দেওয়ানী আদালতের রায় অবৈধরূপে প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ ক ২৪৭ ইং।

১৭। বিচার কার্য্যে ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ১৮২ ও ১৮৩ধারার নিয়ম প্রতিপালিত না হইলে মিথ্যা জবানবন্দী দেওয়ার অপরাধের বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তির জবানবন্দী প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবেক না। এবং

প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৯১ ধারা অনুসারে ঐ জবানবন্দীর অন্যতর প্রমাণ গ্রাহ্য হইবেক না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭৬২ ইং।

১৮। গবর্ণমেণ্ট খাস মহালের দখলকারি থাকা কালে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী-কর্ত্তৃক যে নক্‌সা প্রস্তুত হয়, তাহা প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৮৩ ধারার মর্ম্মানুযায়ী গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাধীন লিখিত নক্সা নহে, সুতরাং তাহার নির্দ্দোষতা অনুমান করা যাইতে পারে না। কিন্তু উহা ১৩ ধারা মতে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণীয় সন্দেহ নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২১২। ২৮৭ ইং

১৯। এক বাদী ভিন্ন২ প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে যে ভিন্ন২ নালীশ উপস্থিত করে, তাহার আরজিসহ সমস্ত নথি অগ্নিদাহে বিনষ্ট হয়। পরে নকল আরজি দাখিল পূর্ব্বক বাদী পুনর্ব্বার তাহার নালীশ রুজু করে। তমঃসুকের লিখিত বৃত্তান্তের প্রমাণ বাদীর গোমস্তার প্রস্তুতি এক রেজেষ্টরী বহিমাত্র ছিল। তাহাতে খতদাতার নাম, খতের টাকার পরিমাণ ও খতের লিখিত সাক্ষীর নাম ইত্যাদি প্রকাশ ছিল। এবং বাদীর আরজি তদৃষ্টেই লিখিত হইয়াছিল। বাদী পুনর্ব্বার নালীশ রুজু করিতে ঐ রেজেষ্টরী বহি দৃষ্টে আরজি প্রস্তুত করে। স্থির হইল যে,ঐরেজেষ্টরী বহি তমঃসুকের গৌণপ্রমাণ (secondary evidence) স্বরূপ গ্রহণীয় নহে, কিন্তু প্রমাণ বিষয়ক আইনের ১৫৯ ধারা মতে সাক্ষী উহা তাহার স্মরণার্থ ব্যবহার করিতে পারে। দলিলের লিখিত উক্তি প্রকৃত অবস্থার প্রমাণ নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ২৭০। ৩৬৩ ইং।

২০। গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যানুসারে যে সমস্ত নক্‌সা প্রস্তুত হয়, তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৮৩ ধারা মতে যে অনুমান হয়, তাহা, ঐ নক্‌সা বোর্ডের আদেশমতে এবং গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় ম্যাপ দ্বারা বহিত হইলে, কোন প্রকারেই পরিবর্ত্তিত হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ ক ৬১৩। ৮২২ ইং।

২১। প্রজা বাচনিক একরার মতে কতক জমির জোত দখল করিতে থাকে। পরে প্রজার জমি ও জমার পরিমাণ ভূম্যাধিকারীর প্রস্তুতি হিসাবে লিখিত হওয়ায় প্রজা তাহা স্বাক্ষর করে। প্রজার বিরুদ্ধে বাকি করের নালীশ হইলে, প্রজা জমি ও জমার পরিমাণ সম্বন্ধে আপত্তি করায় স্থির হইল যে,ঐ হিসাব স্বাক্ষর হওয়াতে উহাকে কবুলীয়ত বা কবুলীয়তের একরার স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারেনা; কিন্তু ষ্টাম্প ও রেজেষ্টরীহীন হইলেও, উহা স্বীকারপত্র স্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে; সুতরাং উহা প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬৪৩। ৮৬৪ ইং।

২২। দলিল আদালতে আনীত না হইয়া থাকিলে, তল্লিখিত বিবরণের গৌণ (secondary) প্রমাণ গৃহীত হইবার পূর্ব্বে মূল দলিলের অনুপস্থিতির কারণ দর্শান একান্ত কর্ত্তব্য। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১২০ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

২৩। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রস্তুত না হইলে,গবর্ণমেণ্টের জরিপী চিঠার নকল বা চুম্বকসংগ্রহ প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৭৪ ধারানুযায়ী "সাধারণ দলিল"

বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৭৬ ইং।

২৪। নিম্ন আদালতে কোন দলিল নিরাপত্তিক্রমে গৃহীত ও পঠিত হইয়া থাকিলে, আপীল আদালত কোন বাধা হেতুতে (technical ground) উহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইতে পারেন না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৬৬৬ ইং।

২৫। বাদী এই বর্ণনা করে যে, এক হাজার টাকা পরিশোধের অঙ্গীকারে সে খএর বরাবরে এক তমঃসুক লিখিয়া দেয়, এবং খএর বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীতে সে ডিক্রীজারী নিলামে খএর তমঃসুকের স্বত্ব ক্রয় করে। বাদী এক্ষণ খকে পক্ষভুক্ত করিয়া কএর বিরুদ্ধে ঐ তমঃসুকের প্রাপ্য টাকার দাবিতে নালীশ করে। বিচারের সময় ক ঐ তমঃসুক সম্পাদন করা অস্বীকার করে এবং, বাদী ঐ তমঃসুক দাখিল জন্য খএর প্রতি নোটিস জারী পূর্ব্বক উহা আদালতে উপস্থিত করিতে না পারিয়া উহার গৌণ প্রমাণ দিতে উদ্যত হয়। খকে সাক্ষী মানিত করিয়া জবানবন্দী করান হয় না, অথবা ঐ তমঃসুক হৃত বা নষ্ট হওয়া বিষয়ে কোন প্রমাণ উপস্থিত হয় না। স্থির হইল যে, গৌণ প্রমাণ গৃহীত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৯৮ ইং।

২৬। আসামীর সমক্ষে মৃত ব্যক্তির মমুর্ষু বাক্য গৃহীত হওয়া অবশ্যক। তাহা না হইলে,কোন লিখিত কথা দ্বারা ঐ মমুর্ষু-বাক্য প্রমাণিত হইতে পারে না। কোন ব্যক্তি ঐ মমুর্ষু বাক্য শ্রবণ করিয়া থাকিলে তাহার জবানবন্দী গ্রহণে তাহা প্রমাণিত হইতে পারে, এবং সাক্ষী আপন স্মৃতি-শক্তির সাহায্যার্থ ঐ লিখিত কথা ব্যবহার করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২১১ ইং।

২৭। বাদী বিক্রীত মালের মূল্যের দাবিতে নালীশ করিয়া স্বীয় জবানবন্দী দ্বারা বিক্রয় প্রমাণ করে, এবং প্রতি-বাদীর লিখিত এক স্বীকারপত্র প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করে। তদ্দৃষ্টে দেখা যায় যে প্রতিবাদী ঐ মাল পাইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে। ঐ স্বীকারপত্র ষ্টাম্পযুক্ত না হওয়ায় উহা প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হয় না, এবং বাদীর নালীশ ডিসমিস হয়। স্থির হইল যে,বাচনিক প্রমাণ দ্বারা বাদীকে মাল গ্রহণ ও তাহার মূল্য সপ্রমাণ করিতে দেওয়া উচিত ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২৮২ ইং।

প্রমাণের ভার।

১। ১৮৭২ সালের ১ আইন জারীর পরে মফঃস্বলের যাবতীয় ফৌজদারী মোক-

অন্যায়ই আরোপিত অপরাধ দণ্ডবিধি আইনেরকোন অংশের অন্তর্গত,অথবা অপরাধের লক্ষণ নির্দ্দেশক কোন আইনের অন্তর্গত। অপরাধ সাধারণ বা বিশেষ বর্জ্জিত কথাব দণ্ডবিধির অন্তর্গত করিবার কোন অবস্থা থাকিলে, তাহা অভিযুক্ত ব্যক্তিরই সপ্রমাণ করা কর্ত্তব্য ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৯০। ১২৪ ইং।

২। প্রতিবাদী তাহার প্রাপ্য আদায়েব জন্য কোন সম্পত্তির উপর অধিকাব আছে বলিয়া জবাব দিতে চাহিলে, তাহার ইহা সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত থাকা আবশ্যক যে, যে সম্পত্তির উপরে সে দাবি করে, নালীশ উপস্থিত হওয়ায় কালে তাহার প্রাপ্য টাকা পাইলে সে ঐ সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সে ঐ সম্পত্তিতে বাদীর স্বত্ব অস্বীকার করিলে, ও সেই স্বত্বের প্রতিবাদ করিলে, জবাব স্বরূপ ঐ অধিকার দর্শাইতে সক্ষম নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২৪০। ৩২২ ইং।

৩। বাদী বেদখল হওয়া উল্লেখে কতক ভূমি দখলের দাবিতে নালীশ করে। প্রতিবাদীগণ দখলকার থাকিয়া বর্ণনা করে যে, বাদী প্রতিবাদী গণের বিনামিতে ঐ ভূমি নিলাম খরিদ করে। স্থির হইল যে, বিরোধীয় ভূমিতে বাদীর অধিকার সপ্রমাণ করার ভার আদৌ (prima facie) বাদীর শিরেই বর্ত্তে। ইং লঃ রিঃ ৮ক ৭৫৯ ইং।

৪। কর বৃদ্ধির নালীশে প্রজা তাহার জোতের কতকজমি নিষ্কর বলিয়া আপত্তি করিলে,ঐ জমি নিষ্কর থাকা বিষয় আদৌ প্রমাণ করিবার ভার প্রজার শিরেই। পরে ঐ প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থিত করিবার ভার ভূম্যধিকারীর শিরে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৫৪৩ ইং।

৫। বাদী নএর খুল্লতাত পৌত্র বলিয়া উত্তরাধিকারী সূত্রে নএর সম্পত্তি দাবি করে। প্রমাণে প্রকাশ পায় যে, নএর পিতার দুই সহোদরভ্রাতা ছিল,কিন্তু ঐ তিন ভ্রাতার পিতা কে তাহা আবজিতে কিংবা প্রমাণে প্রকাশ পায় না। স্থির হইল যে, কোন সাধারণ পূর্ব্ব পুরুষ হইতে বাদীর অধিকার জন্মিয়াছে ইহা বাদীরই প্রমাণ করা কর্ত্তব্য। সুতরাং ঐ প্রমাণাভাবে বাদীর দাবি ডিসমিস হইবেক। ইঃ লঃ রি ৬ক ৬২৬ ইং।

৬। বাদীর জমিদারিতে অন্যান্য জমি সহ কয়েক খণ্ড জমি প্রতিবাদীগণের নিষ্কর ভোগ স্বীকার্য্য হইলে, কোন্২ জমি নিষ্কর আদৌ (prima facie) তাহা প্রমাণ করার ভার প্রতিবাদীর শিরে। প্রতিবাদী কিছু প্রমাণ না দিলে, বাদীর কোন জমি মাল জমি কি না তাহা সে প্রমাণ করিতে বাধ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৬৬৬ ইং।

৭। বাদীর পূর্ব্ব পুরুষ ১৮৫৪ সনের মার্চ্চ মাসে প্রতিবাদীর পূর্ব্ব পুরুষ খএর বরাবরে এক মৌজার জায়গির সনদ লিখিয়া দেয়। ১৮৭২ সনে খএর মৃত্যু হয়, ও বাদী তৎপরে এই উক্তিতে উক্ত মৌজা দখলের দাবিতে নালীশ করে যে, থকে মাত্র চাকারান জায়গির দেওয়া হইয়াছিল। বাদী খএর লিখিত একখানা কবুলীয়ত দাখিল করে,তাহাতে বাদীর উক্তির প্রতিপোষকতা হয়। প্রতিবাদী উক্ত জায়গির

"আওলাদাদ" কহে,কিন্তু উক্ত সনদ দর্শাইতে অথবা উহা না দর্শাইবার কারণ প্রদর্শন করিতে অক্ষম হয়। স্থির হইল যে, বাদী ডিক্রী পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৩৭৫ ইং।

৮। চাষযোগ্য জমির দখল পাইবার নালীশে প্রতিবাদী স্বীয় বিরুদ্ধ দখল উল্লেখ আপত্তি করিলে, বাদীর নালীশ যে তমাদিতে বারিত হয় নাই তাহা দর্শাইবার ভার সাধারণ অবস্থায় বাদীর উপরই বর্ত্তে। প্রতিবাদী আদৌ তাহার বিরুদ্ধ দখল সপ্রমাণ করিতে বাধ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৭। ৩৬ ইং।

৯। জঙ্গলা পতিত বা অনাবাদী জমি দখলের নালীশে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের অন্যথা হইবে, এবং প্রতিবাদী ১২ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ তাহার বিরুদ্ধ দখল সপ্রমাণ করিতে বাধ্য। ঐ

১০। চর অথবা নালীশের সময়ে চাষযোগ্য অন্য কোন ভূমি,যাহা পূর্ব্বে জঙ্গলা বা চাষযোগ্য ছিল না, তাহার দখল পাইবার নালীশেও প্রমাণের ভার বাদীর উপরে, কিন্তু বাদী যদি সপ্রমাণ করিতে পারে যে নালীশের ১২ বৎসরের অব্যবহিত পূর্ব্বে চর উঠিয়াছিল, অথবা ভূমি চাষযোগ্য হইয়াছিল, তাহা হইলে প্রমাণের ভার প্রতিবাদীর শিরে বর্ত্তে। প্রতিবাদী নালীশের ১২ বৎসর পূর্ব্বে আপন বিরুদ্ধ দখল সপ্রমাণ করিতে বাধ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৭। ৩৬ ইং।

১১। ১৮৫৮ সনের ৪০ আইন মতে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত অভিভাবক ঐ আইনের ১৮ ধারামতে আদালতের অনুমতি ক্রমে নাবালগের সম্পত্তি বিক্রয় করিলে, ক্রেতা বিক্রয়ের ঔচিত্য সম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তির অতিরিক্ত কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে বাধ্য নহে। বাদী যখন তঞ্চকতা ও অবৈধতা উল্লেখে ১৮ ধারানুযায়ী বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে চাহে, তখন তাহার আদৌ তঞ্চকতা ও অবৈধতা সপ্রমাণ করা কর্ত্তব্য, এবং তাহার ইহাও দর্শান কর্ত্তব্য যে, যে ঋণের জন্য সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছে, তজ্জন্য নাবালগ দায়ী ছিল না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ কঃ ২৭০। ৩৬৩ ইং।

১২। বিঃ প্রিন্সেপ—অজ্ঞাতসার ব্যক্তি ঐ ধারানুযায়ী বিক্রয়ে ক্রয় করিলে আদালত তঞ্চকতামূলক অবস্থা ভিন্ন সর্ব্বাবস্থায়ই তাহাকে রক্ষা করিবেন। ঐরূপ সর্ব্বাবস্থায়ই বাদীর শিরে প্রমাণের ভার ন্যস্ত, কিন্তু মহাজন ক্রেতা হইলে স্বতন্ত্র কথা। তখন বাদী আদৌ কিছু প্রমাণ দর্শাইলে প্রতিবাদীর উপর প্রমাণের ভার ন্যস্ত হইবেক। ইঃ লঃ বিঃ ৫ক ২৭০। ৩৬৩ ইং।

১৩। বিরোধীয় ভূমি মালভূমি বলিয়া সপ্রমাণ করার ভার বাদীর উপর বর্ত্তিবার নিয়ম, পত্তনি নিলাম ক্রেতার স্থলাভিষিক্ত বাদীর সম্পর্কেও খাটে। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২৭৯। ৩৭৮ ইং।

১৪। হিন্দুপরিবার সাধারণতঃ একত্রে বাস, অথবা সমগ্র সম্পত্তি অবিভক্ত রূপে ভোগ করিলে,এই অনুমান হয় যে, ঐ পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির দখলে যাহা কিছু থাকে তৎসমুদয়ই অবিভক্ত সম্পত্তির অন্তর্গত। যে ব্যক্তি স্বতন্ত্র সম্পত্তি থাকার

কথা বলে, তাহার উপর তদ্বিপরিত অবস্থা সপ্রমাণ করার ভার বর্ত্তে। কিন্তু যেস্থলে, পারিবারিক সম্পত্তির বিভাগ হয় এবং পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ পৃথক২ বাস করিতে থাকে, সেস্থলে এই অনুমানের উদ্ভব হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৩৩। ৩১৫ ইং। প্রিঃ কোঃ।

১৫। বাদী ১৮৬২ সালে কএর বিরুদ্ধে বিরোধীয় জমিসম্বন্ধে এই হেতুবাদে বাজেয়াপ্তির নালীশ উপস্থিত করে যে, ক তাহা অসিদ্ধ লাখেরাজ স্বত্বে ভোগ করে, এবং তাহাতে বাদী ডিক্রী পায়। কয়েক বৎসর পরে বাদী কএর স্বত্বে স্বত্বাধিকারিণী খএর বিরুদ্ধে কর নিরূপণের দাবিতে বর্ত্তমান নালীশ উপস্থিত করে। খ এই জবাব দেয় যে,ক যে লাখেরাজের সনন্দসূত্রে দাবি করে, তাহা ১৭৯০ সালের পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং বিচাবাধিকাবের বাধা আছে। স্থির হইল যে,খ এই জবাব সপ্রমাণ করিবে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩৬৯। ৫০১ ইং।

প্রমাণ (বাধা)।

১। ক খএর কন্যা গ হইতে এই হেতুবাদে কোন সম্পত্তি পাওয়ায় দাবি করেযে, খএর মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি তাহার দায়াদ স্বরূপে ঘএর প্রতি বর্ত্তে, এবং সে ঘএর দায়াদ প্রদত্ত এক কটকবালা দর্শায়। তাহাতে এই বিবরণ লিখিত ছিল যে খ নিঃসন্তান লোকান্তরিত হওয়ায় ঐ সম্পত্তি ঘএর প্রতি বর্ত্তে। স্থির হইল যে, ঐ কটকবালার বিবরণ দ্বারা ক ইহা প্রমাণ করিতে বারিত নহে যে,এক পুত্র বর্ত্তমানে খ এর মৃত্যু হইয়াছে, এবং ঘ ঐ পুত্রের দায়াদ স্বরূপ ঐ সম্পত্তিতে স্বত্ববান হইলে পর ঘএর দায়াদ ঐ সম্পত্তির স্বত্ব অপরকে অর্পণ করিতে ক্ষমবান ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২৯৪। ৩৯৭ ইং।

২। বিশেষ প্রমাণ সম্বন্ধে যেমন বাধার নিয়ম খাটে, বিশেষ কার্য্য, আপত্তি ও তর্ক সম্বন্ধেও উহা সেইরূপ খাটে। ইংলণ্ডীয় ব্যব-

হারশাস্ত্র মতে বিবিধ প্রকার প্রমাণের বাধা হইতে পারে। প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৮ম অধ্যায়ে যে সমস্ত বাধার নিয়ম লিখিত হইয়াছে,তদতিরিক্ত অনেক নিয়ম আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫০০। ৬৬৯ ইং।

৩। প্রতিবাদী আপন জবাব সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তন করিয়া আপীলআদালতে তদ্ বিরুদ্ধ জবাব দানে সক্ষম নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৫৫ ইং।

৪। উচ্ছেদের নালীশে প্রতিবাদীগণ বাদীর স্বত্ব অধিকার (title) অস্বীকার করিলে,উচ্ছেদ হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশে জোতস্বত্ব উল্লেখে আপত্তি করিতে পারে না। ঐ

৫। ব্যবহার দৃষ্ট বাধার অনুমান সম্বন্ধে ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭১৪ ইং দেখ।

৬। ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষীয় আদালতের ডিক্রীর মূলে বিদেশীয় আদালতের ডিক্রী হইলে, পূর্ব্ব ডিক্রীজারী সম্বন্ধে কোন বাধা হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৮২ ইং।

৭। প্রমাণ বিষয়ক আইনের ১১৫ ধারার লিখিত বাধা আইনঘটিত বা বৃত্তান্তঘটিত প্রত্যয় সম্বন্ধে খাটে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৫৯৪ ইং।

পূর্ব্বনিষ্পত্তিজনিত বাধা ২৩,২৬,দেখ

ষ্টাম্প ৬

হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র (অবিভক্ত পরিবার ২৫

প্রমাণ (স্বীকার উক্তি)

১। আসামী পুলীশ কর্ম্মচারীর নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া পুলীশের ডিপুটী কমিশনরের সাক্ষাতে আনীত হইয়া পূর্ব্বের একরার এবং আপন স্বাক্ষর স্বীকার করে। স্থির হইল যে, প্রমাণ বিষয়ক আইনের ২৫ ধারা মতে এরূপ অপরাধস্বীকার প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১৫০। ২০৭ ইং।

২। ঐ ধারামতে ' পুলীশ কর্ম্মচারী ' বাক্যের সঙ্গত ব্যাখ্যা কি? ঐ

৩। যে কর্ম্মচারী মোকদ্দমার বিচার করেন,তাঁহার সমক্ষে বিচারকালে আসামী যে একরার বা অপরাধ স্বীকার করে, তাহার লিপি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৪৬ ধারানুসারে স্বাক্ষর দ্বারা প্রমাণীকৃত হওয়ার আবশ্যক রাখে না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫৫৮। ৭৫৬ ইং।

৪। প্রমাণবিষয়ক আইনের ৩০ধারা মতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজের বা তৎসহিত অভিযুক্ত অন্য ব্যক্তির উপকার বা অপকার মূলক যে স্বীকার উক্তি করে, তাহা প্রমাণিত হইলে তাহাদের উভয়ের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য, কিন্তু ঐ অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ প্রমাণ অপ্রতিপোষিত থাকিলে, তন্মূলে ঐ ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩৫৬। ৪৮৩ ইং। পুঃ অঃ।

৫। স্বীকার উক্তির উপর কতদূর গুরুত্ব স্থাপন করা উচিত তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। ঐ

৬। প্রতিপোষক প্রমাণ কি প্রকার হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে বিঃ জ্যাকসনের মত। ঐ ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১২২ ধারা মতে আসামীর অপরাধস্বীকার ঐ কার্য্যবিধি আইনের ৩৪৬ ধারা নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে

গৃহীত না হওয়ায় স্থির হইল যে, ঐ ত্রুটি সংশোধনার্থ অপরাধস্বীকারের লিপিকারক কর্ম্মচারীর সাক্ষ্য গ্রহণে ঐ স্বীকার উক্তি বাস্তবিক প্রমাণিত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫১১। ৬৯৬ ইং।

৭। সেসন আদালতে বিচারার্থ সমর্পণ করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে যদি আসামীর কোন স্বীকার উক্তি লিখিয়া লয়েন, তাহা হইলে ঐ স্বীকার উক্তি ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ১৯৩ ধারানুযায়ী জবানবন্দী স্বরূপ মাত্র গণ্য হইবেক। পুলীশ তদন্ত শেষ হইবার পূর্ব্বে আসামী আনীত হইলেও ঐ জবানবন্দী স্বীকার উক্তি স্বরূপ গণ্য হইতে পারে না। এইরূপ স্বীকার উক্তি সম্বন্ধে ৩৪৬ ধারার বিধান খাটে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৭০৮। ৯৫৪ ইং।

৮। সেসনের বিচারার্থ অর্পণকারী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেট যে স্বীকার উক্তি লিখিয়া লয়েন, ১২২ ধারা তৎসম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ঐ

৯। সেসনে অর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের নিকট অসামী বিচারার্থ অনীত হইবার পূর্ব্বে অন্য মাজিষ্ট্রেট তদন্ত করিতে যাইয়া আসামীর স্বীকার উক্তি গ্রহণ করিলে, উহা ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ১২২ ও ৩৪৬ ধারা মতে গৃহীত হওয়া উচিত। ঐ ধারার নিয়ম প্রতিপালিত না হইলে ঐ স্বীকার উক্তি যেরীতি মত বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সেসন আদালত তদন্তকারী মাজিষ্ট্রের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারেন। অর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্তকারী মাজিষ্ট্রেটের কোন জবানবন্দী সেসন আদালতে প্রেরণ করা যথেষ্ট নহে। অবস্থা বিশেষে, সেসন জজ ঐ জবানবন্দী পাইয়াই, বিরত থাকিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৭১১। ৯৫৮ ইং।

১০। এক বন্দী অন্যান্যের সহিত অবৈধ জনতা করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া অর্পণকারী মাজিষ্ট্রেট সমক্ষে তাহার সঙ্গীগণ ও অপর এক ব্যক্তিকে অপরাধী করিয়া এক উক্তি করে। পরে সে পূর্ব্ব উক্তি অস্বীকার করিয়া আর এক উক্তি করে, এবং উহাতে সে আপনাকে নিরপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা পায়। স্থির হইল যে, প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৩০ ধারা মতে শেষের উক্তি অপর বন্দীগণ বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ২১৯ ইং।

১১। বন্দী গ্রেপ্তার হইবার পূর্ব্বে পুলীশ কর্ম্মচারীর সমক্ষে যে স্বীকারোক্তি (admission) করে, তাহা প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৫৩০ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

১২। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৪৬ ধারা মতে আসামীর স্বীকার উক্তি প্রশ্নোত্তরের আকারে লিখিত না হইয়া বর্ণনার (narrative) আকারে লিখিত হয়। এই ভ্রমসঙ্কুলন প্রণালী অবলম্বনে আসামীর কোন ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। স্থির হইল যে, আসামীর স্বীকার উক্তি প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবার কোন বাধা দেখা যায় না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৬১৬ ইং। ৬১৮ ইং, পূঃ অঃ।

ডিক্রীজারি নীলাম ৩, দেখ

প্রমিসরি নোট।

১। প্রমিসরি নোটের টাকা কিস্তি মতে দেওয়ার কথা থাকে,এবং আরো এই সর্ত্ত থাকে যে, প্রথম কিস্তির টাকা পরিশোধের ক্রটি হইলে সমুদয় টাকা প্রাপ্য হইবেক। স্থির হইল যে, প্রথম কিস্তি খিলাপে সমুদায় টাকা পাওয়ার জন্য নালীশ, ১৮৬৬ সালের ৫ আইন মতে, উপস্থিত করা যাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ৯৪। ১৩০ ইং।

২। প্রমিসরি নোটের লিখিত টাকা সমস্ত আদান প্রদান না হইয়া মহাজনের পূর্ব্বের প্রাপ্য বাবদ, বা ঐ নোটের লিখিত টাকার অগ্রিম সুদ বাবদ কতক টাকা কাটিয়া রাখা হয়। -'অথচ দায়িক নগদ হস্তে বুঝিয়া পাইয়া' সমুদয় টাকার জন্য ঐ নোট লিখিয়া দেয়। স্থির হইল যে, এইরূপ কার্য্যের ভাব দৃষ্টে বোধ হয় যে প্রবৃত্তির অর্থাৎ মূল্যের মিথ্যা বর্ণনা আছে, কারণ, প্রকৃত মূল্যের সংখ্যা কেবল ২৭৫৲ টাকা মাত্র, এবং প্রতিবাদী এই কার্য্যের প্রকৃত ভাব বুঝিতে না পারিয়া অপরিমিত সুদের হার দেওয়ার অঙ্গীকার করায় এই কার্য্য একুইটি আদালতে প্রবল হওয়ার যোগ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১৪৬। ২০২ ইং।

৩। কয়েক ব্যক্তির লিখিত এজমালী প্রমিসরি নোটের মূলে নালীশ হইয়া তাহাদের মধ্যে একের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে, পরে অবশিষ্ট ব্যক্তি গণের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় নালীশ চলিতে পারে না। এরূপ স্থলে,চুক্তি বিষয়ক আইনের ৪৩ ধারানুযায়ী অবিভক্ত অথবা পৃথক দায়িত্ব জন্মে না। ঐ ধারার ব্যাখ্যা। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৬০। ৩৫৩ ইং।

৪। গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট চুরি হইলে গ উহা চোর হইতে ক্রয় করে। গ খ-এর নিকট উহা বিক্রয় করে। ঐ নোটে চোরের স্বাক্ষর ছিল, এবং তৎপূর্ব্বে আরো দুই ব্যক্তির স্বাক্ষর উহাতে দৃষ্ট হয়। এই চুরির নোটের স্বত্ব সম্বন্ধে বিচার। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৪৮৭। ৬৫৪ ইং।

৫। দ্রব্যাদি বিক্রয়ের মূল্যের টাকার, অথবা কর্জ্জ টাকার,অথবা অন্য কোন প্রকারের দাবিতে নালীশের হেতু একবার সম্পূর্ণ রূপে জন্মিয়া থাকিলে, দায়িক পরে যদি ঐ টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের অঙ্গীকারে কোন প্রমিসরি নোট বা বিল লিখিয়া দেয়, এবং ডিউর তারিখে উহা অনাদায় রহে, তাহা হইলে মহাজন মূল টাকার দাবিতে নালীশ করিতে পারে। কিন্তু ঐ নোট কোন প্রকার হৃত বা হস্তান্তরিত হইবার দরুণ যদি দায়িক তৃতীয় ব্যক্তির নিকট তজ্জন্য দায়ী হয়, তাহা হইলে ঐ মালের দাবিতে নালীশ চলিবেক না। ইঃ লঃ ৭ক ২৫৬ ইং।

৬। কিন্তু যে স্থলে, ঐ নোটই মূল নালীশের হেতু গণ্য হয়, যথা, যে স্থলে ক খএর নিকট টাকা আমানত রাখায় খ ৬ মাস মধ্যে ঐ নোট সুদ সহ পরিশোধের অঙ্গীকার করে, সে স্থলে ঐ নোটের দাবি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার টাকার দাবিতে কোন নালীশের হেতু জন্মেনা; কারণ, ঐ নোটের লিখিত সর্ত্ত ভিন্ন অন্য কোন সর্ত্তে ঐ টাকা আমানত করা হইয়াছিল

না। এস্থলে, পক্ষাপক্ষগণ মধ্যে ঐ নোট ভিন্ন অন্য চুক্তি নাই, এবং উপযুক্ত ষ্টাম্প অভাবে বা অন্য কোন কারণে যদি ঐ নোট প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত না হয়, তাহা হইলে মহাজন তাহার টাকা হারাইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ২৫৬ ইং।

তমাদি ৫,দেখ
তমাদি (১৮৫৯ সনের ১৪ আইন) ৭
নাবালগ ১০
ষ্টাম্প ৬,২১,

প্রশ্ন (Jnterrogatory)।

১। দেওয়ানী কার্য্যবিধিআইনের ১২১ ধারা মতে প্রশ্ন করিতে হইলে, (১) আদালতের অনুমতি লওয়া এবং (২) আদালত দ্বারা ঐ প্রশ্ন বিপক্ষের প্রতি জারী করিয়া লওয়া-আবশ্যক। ঐ ধারা মতে আদালতের এই মাত্র দেখা কর্ত্তব্য যে, আবেদনকারী বিপক্ষকে প্রশ্ন করিবার অনুমতি পাইতে পারে কিনা? কিন্তু কি কি প্রশ্ন অপর পক্ষ উত্তর করিতে বাধ্য তদ্বিষয়ে আদালত কোন নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। ইঃ লঃ ৫ক ৫২৮। ৭০৭ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

২। প্রশ্ন করিবার অনুমতি একতরফা মতে দেওয়া হইলে, বিপক্ষের আপত্তি মতে উহা অন্যায় হইয়া থাকিলে, রহিত হইবেক। ঐ

৩। প্রশ্ন করিবার অনুমতি বিধিসঙ্গত হইলে, অপর পক্ষ ঐ প্রশ্নের প্রতি আপত্তি করিয়া, উহার উত্তর দানে অসম্মত হইতে পারে। ইহাতে কোন অনিষ্ট হইলে তাহারই হইবেক। এফিডেবিড দ্বারা আপত্তি জানাইয়া ঐ প্রশ্ন উত্তর করিতে বিরত থাকাই তাহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপায়। ঐ

৪। আদালত সর্ব্বদাই কুৎসাজনক প্রশ্ন নিবারণ করিতে পারেন। ঐ

প্রেকটিস (মোকদ্দমা) ৫,দেখ

প্রাপ্তব্যবহার।

১। মোকদ্দমা উপলক্ষে আদালত কর্ত্তৃক অভিভাবক নিয়োজিত হইলেই, পক্ষভুক্ত নাবালগ ১৮৭৫ সালের ৯ আইনের ৩ ধারার অধীন হয়। এবং ঐ নাবালীগীসম্পত্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ২১ বৎসর প্রাপ্তব্যবহার হওয়ার কাল গণ্য হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২৮৭। ৩৮৮ ইং।

হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র দেখ

প্রিবিকৌন্সিল।

আপীল ২১,২৫, দেখ

প্রেকৃটিস (ক্রোক)।

১। ডিক্রীর পরে ক্রোক হইলেই যে তদ্দ্বারা অগ্রিম ক্রোক পরিত্যক্ত হয় এমত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১২৯ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

২। ডিক্রী পরিশোধার্থ খোস খরিদ মতে যে অধিকার লব্ধহয় তাহা, ডিক্রীজারী নিলাম-খরিদ-প্রাপ্ত অধিকার হইতে বিভিন্ন। খরিদ্দার খোস খরিদে বিক্রেতা হইতেই অধিকার লাভ করে, সুতরাং তাহা হইতে কোন শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করেনা। কিন্তু ডিক্রীজারী নিলামের খরিদ্দার দায়িকের স্বত্ব লভ্য ও সম্পর্ক মাত্র লাভ করিলেও, সে আইনের নিয়মানুরোধে তাহার বিরুদ্ধে অধিকার লাভ করে,এবং ক্রোকের পরস্থিত

হস্তান্তর ও বন্ধকাদি রহিতে ঐ খরিদমূলে তাহার অধিকার জন্মে। ইঃ লঃ রি ৭ক ১০৭ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৩। ১৮৫৮ সনে রেস্পণ্ডেণ্ট খএর বিরুদ্ধে ডিক্রী লাভ করিয়া ১৮৬৩ সনে ডিক্রী জারী পূর্ব্বক আপীলাণ্টগণ বিরুদ্ধে খএর এক ওয়াশীলাতের ডিক্রী ক্রোক করে। ১৮৬৫ সনের যে মাসে ডিক্রী নিলাম হওয়ার আদেশ হয়। কিন্তু ঐ ডিক্রী নিলাম বিক্রয় না করাইয়া রেস্প-ণ্ডেণ্ট, তাহা খ হইতে খোস খরিদ করে। ইতি মধ্যে, ১৮৬৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে খ ও আপীলাণ্টগণ পরস্পরের সম্মতি মতে ওয়াশীলাতের ডিক্রী দ্বারা খ ও আপীলাণ্ট গণের পূর্ব্ববর্ত্তী অধিক টাকার ডিক্রী পরি-শোধ করিবার কথা স্থির হওয়ায় খ ও আপীলাণ্টগণ মধ্যে তদনুযায়ী আদালতের এক আদেশ প্রচার হয়। স্থির হইল যে, ১৮৬৬ সনের বিক্রয় খোস খরিদ বিধায়, ১৮৬০ সনে খএর যে অধিকার ছিল, রেস্প ণ্ডেণ্ট মাত্র তাহা প্রাপ্ত হইবেক। সুতরাং, তাহার অধিকার ১৮৬৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসের আদেশের শাসনাধীন। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১০৭ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৪। দায়িকের সম্পত্তি অফিসিএল এসা-ইনীর হস্তে সমর্পিত হইলে ঐ সম্পত্তির অগ্রিম ক্রোক অফিসিএল এসাইনীর বিরুদ্ধে ফল-দায়ক হইবেক না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ২১১ ইং। ৫ বেঃ লঃ রিঃ ৬৯১ ইং, প্রভেদ প্রদ-র্শিত হইল।

৫। মুন্সেফী আদালতের ডিক্রীজারীতে বাদিনী তাহার দায়িকের নামে ছোট আদা-লতের আমানতী টাকা ক্রোক করে। প্রতিবাদী তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করায় ঐ টাকা আদালতের হস্তে আসিয়াছিল। বাদিনী পরে মুন্সেফ আদা-লত হইতে ঐ টাকা পাইবার আদেশ প্রাপ্ত হয়, এবং ঐ আদেশ ছোট আদালতের জজের নিকট জ্ঞাপন করা হয়। পূর্ব্বোক্ত দায়িকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর এক ডিক্রী থা-কায়, সে তৎপরে ঐ টাকা ক্রোক করে। দে-ওয়ানী কার্য্যবিধিআইনের ২৭২ ধারানুসারে ছোট আদালতের জজ তৎপর বাদী ও প্রতি-বাদীর পরস্পরঅগ্রবর্ত্তি স্বত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহাদের উভয়কে হারাহারি মতে টাকা বণ্টক করিয়া দেন। পূর্ব্বোক্ত অবস্থা-ধীন প্রতিবাদী যে টাকা প্রাপ্ত হয় তাহার দাবিতে বাদী প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে নালীশ করায় স্থির হইল যে, পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৯৫ ধারা প্রযোজ্য নহে ; কারণ, বাদী ছোট আদালতের জজের সম্মুখে ডিক্রী-জারীর জন্য প্রার্থী হইয়াছিল, এবং জারী করণার্থ ঐ ডিক্রী ছোট আদালতে প্রেরিত হইয়াছিল না। ক্রোকী টাকা যে আদালতের হস্তে থাকে, সেই আদা-লতই অগ্রবর্ত্তি স্বত্ব (priority) সম্ব-ন্ধীয় বিচার করিবেন, ইহাই ২৭২ ধারার প্রভাইসার (proviso) মর্ম্ম। ইঃ লঃ রি ৭ ক ৫৫৩ ইং।

৬। আরো স্থির হইল যে, মুন্সেফ বাদীকে টাকা দেওয়ার যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার পূর্ব্বে ছোট আদালতের জজ ২৭২ ধারানুযায়ী প্রশ্নের বিচার করিতে সক্ষম

হইবেন। কিন্তু প্রতিবাদীর ক্রোকের পূর্ব্বে ঐ আদেশ প্রদত্ত হওয়ায়, বাদীর ক্রোকী টাকাতে দায়িকের ক্রোকের উপযোগী কোন স্বত্ব ছিল না। সুতরাং, ছোট আদালতের জজ হারাহারি রূপে টাকা প্রদানের যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৫৫৩ ইং।

প্রশ্ন—দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৭২ ধারানুযায়ী আদেশ চূড়ান্ত কিনা? ঐ

৭। দায়িকের প্রার্থনা মতে আদালত ক্রোকী সম্পত্তির ক্রোক বহালিতে নিলাম স্থগিত রাখাকালে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত নথর খারিজ করিলে, তদ্বারা ডিক্রীদারের স্বত্বের হানি হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ৫১। প্রিঃ কৌঃ।

৮। হাইকোর্টের রিসিবারের হস্তস্থিত সম্পত্তি মফঃসলে ক্রোক হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২৯৮। ৪০৩ ইং।

৯। নিঃসম্পর্কিতব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রজার ফসল অন্যায় রূপে ক্রোক করা হইলে, সেই অন্যায় ক্রোক রদ করিবার জন্য নালীশ করিতে ভূম্যধিকারীর অধিকার আছে। যে স্থলে ভাগজোতের ভূমি প্রজার নিকট পত্তন হয়, এবং প্রজাগণ ফসল কাটিয়া ভূম্যধিকারীর চকে ঐ ফসল সংগ্রহ করিতে চুক্তি দ্বারা বাধ্য থাকে, এবং পশ্চাৎ সেই স্থানে শস্যের বিভাগ হওয়ার সর্ত্ত থাকে, সে স্থলে বিভাগ না হওয়া পর্য্যন্ত ভূম্যধিকারীর ঐ ফসলের উপর আধিপত্য থাকে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬৫২। ৮৯০ ইং।

প্রেক্‌টিস(ডিক্রীজারী)।

১। ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪৩ ধারা মতে আদালত ডিক্রীজারী কালে বিচারাদিষ্ট দায়িকের (judgment debtor) কারবার চালান জন্য ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে, এবং ঐ কারবারের জন্য টাকা কর্জ্জ করিবার ক্ষমতা ঐ ম্যানেজারকে অর্পণ করিতে, সক্ষম নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৪১। ৫৮ ইং।

২। কিন্তু অবস্থা বিশেষে, ম্যানেজার মোকদ্দমার পক্ষগণ বিরুদ্ধে আদালতের অনুমোদিত খরচা বাদ করিবার অধিকারী, কারণ পক্ষগণ জানিয়া শুনিয়া ম্যানেজারের শাসনাধীন হইয়াছিল। ঐ

৩। ডিক্রীজারীকারক আদালত কর্ত্তৃক ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ধারা মতে যেসকল তর্কের নিষ্পত্তি হইতে পারে, তাহা মূল মোকদ্দমার পক্ষগণ মধ্যে এবং ডিক্রীজারী কার্য্য সম্বন্ধে হওয়া আবশ্যক। যে কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার পক্ষ না থাকিয়া ডিক্রীজারীর জন্য দরখাস্ত করে, তাহাকে আদালত ডিক্রীজারীর বিচারে বৈধ পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, ঐ নিষ্পত্তি ক্ষমতাভাবে হওয়ায়, ঐ দরখাস্তকারীর জারজত্ব সাব্যস্তের দাবেদা নালীশ ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২ ধারামতে বারিত হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ২ ক ২৩৭। ৩২৭ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৪। ডিক্রীর পূর্ব্বে যে সমস্ত কার্য্য হয়, তাহার সহিত মাত্র ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ১০২ ও ১০৩ ধারার সম্বন্ধ আছে। ডিক্রীজারী সংক্রান্ত কোন কার্য্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। ঐ

৫। ১৮৫৯ সনের ৮আইনের৩৬৪ ধারামতে ঐ আইনের ২০৮ ধারানুযায়ী নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল চলে না। অতএব আপীলের আদেশ রদের নালীশ সম্ভবতঃ চলিতে পারে। ঐ

৬। ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২০৮ ধারা কোন স্থলে প্রযোজ্য। ঐ

৭। হাইকোর্টের রিসিবার প্রতি সম্পত্তি নিলাম করিবার আদেশ। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২৯৮। ৪০৩ ইং।

৮। ডিক্রীজারীতে আদালতে হইতে দায়িকের প্রতি যে নোটিস প্রচার হয়,তাহা ১৮৭১ সনের ৯ আইনের ২য় তপসিলের ১৫৭ প্রকরণানুযায়ী ডিক্রী প্রবল করণের যথেষ্ট পরওয়ানা নহে। ঐ প্রকরণানুযায়ী পরওয়ানায় দায়িকের শরীর আবদ্ধ ক্রমে, বা সম্পত্তি ক্রোক দ্বারা প্রকৃত পরওয়ানা জারী বুঝায়। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৯১। ১২৩ ইং।

৯। যে স্থলে বন্ধক সূত্রে ডিক্রী হইয়া ডিক্রীতে ব্যক্ত হয় যে, ঐ বন্ধকের দেনা পরিশোধার্থ কোন নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি নিলাম হইবে, সে স্থলে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪৩ ধারা খাটে না। অতএব এরূপ স্থলে ঐ ধারামতে সরবরাহকার নিযুক্ত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৪৮। ৩৩৫ ইং

১০। বিনামিতে এক ডিক্রী ক্রীত হইলে, প্রকৃত ক্রেতা বলিয়া যে ব্যক্তি পক্ষ স্বরূপে নথিভুক্ত না হইয়া ঐ ডিক্রী জারী করণার্থ ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২০৮ ধারা মতে দরখাস্ত ক্রমে যে প্রার্থনা করে তাহা অগ্রাহ্য হয়, এবং ঐ ডিক্রীর প্রকৃত ক্রেতা কে তদ্বিষয়ে বিরোধ থাকে। স্থির হইল যে,প্রার্থী ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারার মর্ম্মমতে মোকদ্দমার পক্ষ নহে। এবং যে আদেশ ক্রমে তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়, তদ্বিরুদ্ধে আপীল করিতে তাহার অধিকার নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৭৪। ৩৭১ ইং।

১১। কালেক্টর সাহেব নিকট ক ও খএর প্রাপ্য মালিকানা মধ্যে ডিক্রীদার গ কএর অংশ ডিক্রীজারী ক্রমে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৩৭ ধারা মতে, ১৮৭৩ সালের ২৩সেপ্টেম্বর তারিখে ক্রোক করে। ঐ ক্রোকের পর ক ও খ আপানাদের স্বত্ব বাদিনীর নিকট বন্ধক দেয়। ক খ ও গএর বিরুদ্ধে বাদিনী নালীশ করায় নিষ্পত্তি হইল যে, চিরকাল টাকা পাওয়ার স্বত্বে ২৩৭ ধারানুযায়ী ক্রোক হইতে পারে না, অতএব ক্রোক অসিদ্ধ। ক্রোককারী উত্তমর্ণের ২৩৫ কি ২৩৬ ধারার প্রণালী অবলম্বন করা উচিল ছিল। ইহার প্রত্যেক স্থলে প্রতিবাদী এই নোটিস পাইতে স্বত্ববান যে, সে আপন স্বত্ব হস্তান্তর করিতে পারিবে না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩০৪। ৪১৪ ইং।

১২। ১৮৭৭ সালের ১০ আইন প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে ডিক্রীজারীর যে সমস্ত কার্য্য উপস্থিত হয়, তাহা ১৮৬৮ সালের

১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মান্তর্গত। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪৮৯। ৬৬২ ইং, ফুল বেঞ্চ।

১৩। কোন দায়িকের বিরুদ্ধে ডিক্রী হওয়ার পর, সে উইল সম্পাদন না করিয়া লোকান্তরিত হইলে (তাহার ইষ্টেটের শাসন সংরক্ষণের অনুমতি পত্র প্রদত্ত হওয়ার পূর্ব্বে) তাহার বিধি মত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে, তাহা অনুসন্ধান না করিয়া, তাহার সন্তানগণ মধ্যে এক জনের বিরুদ্ধে ঐ ডিক্রীজারী চালাইবার আদেশ হয়। স্থির হইল যে, যদিচ এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল হয় নাই, তথাপি উহা ভ্রমাত্মক এবং পক্ষগণের স্বার্থের হানিজনক বিধায়, রাজকীয় সনন্দের ১৫ দফামতে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫২৩। ৭০৮ ইং।

১৪। ডিক্রীজারী নিলাম বিক্রীত স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতাকে দখল প্রদান কালে, প্রতিবাদী ভিন্ন কোন ব্যক্তি বেদখল হওয়ার উক্তিতে নালীশ করিলে, তদ্বিষয় তদন্ত করিতে ঐ ডিক্রীজারীকারক আদালতের ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ২৬৯ ধারানুযায়ী যে ক্ষমতা ছিল, ১৮৭৭ সালের ১০ আইন মতে তদ্রূপ কোন বিধান নাই; অতএব ঐরূপ দখলবঞ্চিত ব্যক্তির আবেদা নালীশ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ইঃ লঃ ৩ক ৫৩৯। ৭২৯ ইং।

১৫। ক টাকার এক ডিক্রী এবং তালুকের করের এক ডিক্রী পাইয়া, সেই তালুকে ঋণীর যে স্বত্ব সম্পর্ক ছিল, তাহা ঐ টাকার ডিক্রীজারীতে নিলাম করে, এবং পরে ঐ করের ডিক্রীজারীতে সেই তালুকই পুনরায় নিলাম করে। এই দ্বিতীয় নিলামে যাহা কিছু বিক্রেয় ছিল তাহা খ ক্রয় করে। ঐ নিলামের পর ঐ তালুকের যে কর প্রাপ্য হয় তাহার দাবিতে ক, খএর বিরুদ্ধে নালীশ করিয়া ডিক্রীপায়, এবং ডিক্রীজারীতে পুনবায় ক্রোক করে। তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যবর্ত্তিতায় ঐ তালুক ক্রোক মুক্ত হওয়ায় খএর অন্য স্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী করার জন্য খ দরখাস্ত করিলে স্থির হইল যে, ঐ তালুক ক্রোক হইতে মুক্ত হওয়ায় ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৬১ ধারা দৃষ্টে খএর অন্য স্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী করিতে ক স্বত্ববান নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫২৭। ৭১২ ইং।

১৬। যে আদালতে জারীর জন্য কোন ডিক্রী প্রেরিত হয়, সেই আদালত কেবল জারীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম। ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ২৮৫ ও ২৮৬ ধারা মতে ঐ ডিক্রী অন্য এক আদালতে জারীর জন্য সার্টিফিকেট দিতে সেই আদালত সক্ষম নহে। ডিক্রী জারীর জন্য যে আদালতে উচিত মতে সার্টিফিকেট প্রেরিত হয়, সেই আদালত ঐ ডিক্রীজারীর মোকদ্দমা খারিজ করিলে পরে, অন্য আদালতে জারীর জন্য ঐ ডিক্রী প্রেরণ করিতে হইলে, যে আদালতে আদৌ ডিক্রী প্রচারিত হইয়াছিল, সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩১৬। ৫১২ ইং।

১৭। পূজার দালান ও তৎসংক্রান্ত উঠান সমেত আনুষঙ্গিক বস্তু সহ এক পারিবারিক আবাস বাটীর বিভাগের ডিক্রী

হয়। ডিক্রীজারীতে সিবিল কোর্ট আমীন তিন শরিকের মধ্যে দুই জনের অনুরোধে ও সম্মতি ক্রমে পূজার দালান ও উঠান বিভাগ করেন না। তৃতীয় শরিক তাহাতে আপত্তি করে। নিম্ন আদালত আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া উক্ত সম্পত্তি অবিভক্ত থাকিবার আদেশ করেন। স্থির হইল যে, যে শরিক ঐ সম্পত্তি অবিভক্ত রাখিবার ইচ্ছা করে, তাহাকে তদ্রূপ রাখিবার সুযোগ প্রদান না করিয়া আদালত ঐ সম্পত্তির বিভাগ করিবাব হুকুম দিতে ইচ্ছুক নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩৭৮৭৫১৪ ইং।

১৮। কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত বা অনির্দ্দিষ্ট রূপে ডিক্রীজারীব নিলাম স্থগিত থাকিলে, ও সমুদয় পক্ষের মধ্যে কোন স্পষ্ট বন্দোবস্ত না হইলে, যে তাবিখ পর্য্যন্ত নিলাম স্থগিত থাকে, তাহার সংবাদ প্রদানার্থ নূতন ইস্তাহার দেওয়া আবশ্যক। নূতন ইস্তাহার দেওয়া না হইলে এই অনুমান হইতে পাবে যে, নিলাম ডাকিবার লোকাভাবে কেবল সেই কাবণে দায়িকেব ক্ষতি হইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৬৯৯। ৫১২ ইং।

১৯। ডিক্রীজারীতে দায়িকের সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট তারিখে নিলাম হইবাব ইস্তাহাব জারী হয়। পবে ইস্তাহাবের লিখিত সম্পত্তির কিয়দংশ অপব এক ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, নূতন ইস্তাহাবজারী না হইয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট তাবিখেই সম্পত্তি নিলাম হয়। স্থির হইল যে, পুনরায় ইস্তাহাব জারী না হওয়ায় গুরুতর বিশৃঙ্খলতা হইয়াছে, এবং সেই ইস্তাহার নিলামের ৩০ দিন পূর্ব্বে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক ছিল। ইং লঃ রিঃ ৩ক ৪০০। ৫৪৪ ইং।

২০। পক্ষগণের চুক্তি জনিত স্বত্বের পরিবর্ত্তন বা সঙ্কোচন করা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৭০ ও ২৭১ ধারার অভিপ্রায় নহে। যে সকল প্রতিযোগী ডিক্রীদার একই অবস্থায় আদালতে উপস্থিত থাকে, এবং যাহাদের সম্বন্ধে ডিক্রী জারীতে নিলামকৃত সম্পত্তির মূল্য বণ্টনের প্রণালী প্রকারান্তরে নির্ণয়েব কোন নিয়ম না থাকে, মাত্র তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ মীমাংসা করাই ঐ দুই ধারার অভিপ্রায়। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২১। ২৯ ইং।

২১। ক নামক দায়িক ডিক্রীজারীতে গ্রেপ্তার হইয়া আপন মুক্তির জন্য ১৮৫৯ সালের ৮ আইনেব ২৭৩ ধারা মতে ১৮৭৩ সালে দরখাস্ত করে। ক প্রতি মাসে ডিক্রীদারের অনুকূলে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক টাকা আদালতে দাখিল করিবার সর্ত্তে সম্মত হওয়ায় মুক্তি পায়, এবং ডিক্রীজারী মোকদ্দমা নথর খারিজ হয়। ১৮৭৬ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ক উক্ত সর্ত্তমতে আদালতে টাকা দাখিল করে। তৎপর টাকা দেওয়া স্থগিত করে। ১৮৭৭ সালের জুন মাসে ককে পুনরায় ধৃত কবিবাব ওয়ারেণ্ট জারীর প্রার্থনা হওয়ায় স্থির হইল যে, ১৮৭৩ সালে আদালত কর্ত্তৃক যে বন্দোবস্ত করা হয়, ডিক্রীদার তাহা প্রবল করিবার চেষ্টা না পাইয়া মূল ডিক্রীজারী করিবার চেষ্টা পাওয়ায়, ঐ প্রার্থনা তমাদি দ্বারা বারিত, কারণ ঐ ডিক্রীজারী করিবার শেষ দরখাস্তের তারিখ হইতে তিন বৎসর অতীত হওয়ার পর ঐ

প্রার্থনা হইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ৬৪২। ৮৭৭ ইং।

২২। ডিক্রীজারী নম্বর খারিজের আদেশ অবস্থা বিশেষে ভিন্ন২রূপে বাখ্যাত হইতে পারে। নম্বর খারিজ হইলে ডিক্রীজারী মোকদ্দমা পরিত্যাগের অভিপ্রায় থাকা চূড়ান্ত প্রমাণ হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬৪২। ৮৭৭ ইং।

২৩। কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারী না হইয়া এমত ভাবে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের মর্ম্মানুযায়ী স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে, যাহাতে ডিক্রীর উদ্দেশ্য সাধনে ফলদায়ক হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১০৪। ১৪২ ইং। পূঃ অঃ।

২৪। খ, গ, ঘ ও চ এই—চারি ব্যক্তি এক মোকদ্দমায় প্রতিবাদী শ্রেণীভুক্ত হয়। প্রত্যেকে ভিন্ন২ সোলেনামা দাখিল পূর্ব্বক তাহাদের আপনাপন দেনা স্বীকার করে, এবং প্রত্যেকে কিস্তিবন্দীক্রমে মোট দেনার চতুর্থাংশ সুদ সমেত পরিশোধ করার অঙ্গীকার করে,ও আরো প্রতিশ্রুত হয় যে,অপর প্রতিবাদীত্রয় তাহাদের দেনা পরিশোধে ত্রুটি করিলে এবং তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি নিলাম দ্বারা তাহাদের সমুদয় দেনা আদায় না হইলে,তাহারা প্রত্যেকে উহার বাকি টাকা পূরণ করিয়া দিবে। আদালত ঐ সকল সোলেনামার সর্ত্তমতে দ্বিতীয় ডিক্রী প্রদান করেন। ঘ ও চ আপনা২ চতুর্থাংশ পরিশোধ করে। খ ও গ তাহাদের দেনা পরিশোধ না করায় তাহাদের দেনার বাবতে ঘ ও চএর বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করার জন্য ক প্রার্থনা করায় স্থির হইল যে, গএর সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষিত হওয়ার প্রমাণাভাবে কএর প্রার্থনা গ্রাহ্য হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২৪৬। ৩৩১ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

২৫ ডিক্রীজারী নিবারণাদেশের প্রার্থী যে আদালতে প্রার্থনা করে, সেই আদালতের তুল্য ক্ষমতা বিশিষ্ট অপর আদালত কর্ত্তৃক ঐ ডিক্রী প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, ঐ ডিক্রী মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্য দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ রূপে অবৈধ বলিয়া, ডিক্রীর অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ডিক্রী জারী করণ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা, ১৮৭৭ সালের ১ আইন জারীর পূর্ব্বে, বিধিমত হইতে পারিত না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২৮১। ৩৮০ ইং।

২৬। এতদ্বিষয়ে ইংলণ্ডীয় চেনসারি কোর্টের সহিত ভারতবর্ষীয় আদালত সমূহের বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। ঐ

২৭। ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২০১ ধারা মতে দায়িকের শরীর অথবা সম্পত্তির উপরে ডিক্রী প্রবল করা ডিক্রীদারের স্বেচ্ছাধীন। ডিক্রী একতরফা হওয়াতে এতদ্ বিষয়ে কোন প্রভেদ হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪২৯। ৫৮৩ ইং।

২৮। মোক্তার কর্ত্তৃক এক ডিক্রীজারীর দরখাস্ত দাখিল হয়। মাত্র একজন ডিক্রীদার ঐ দরখাস্তে আপন নাম স্বাক্ষর করে। তদ্‌ভিন্ন অপর ডিক্রীদারগণের নাম ঐ মোক্তার স্বয়ং লিখিয়া দেয়। স্থির হইল যে, ঐ দরখাস্ত অশুদ্ধ। কিন্তু এক ডিক্রীদার স্বয়ং ঐ দরখাস্ত করায় উহা আদালত কর্ত্তৃক

গৃহীত হইয়া থাকিলে, উহা সমুদায় ডিক্রী-দারগণের পক্ষে গণ্য হইয়া তমাদি নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৩৫। ৬০৫ ইং।

২৯। ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৯৭ ধারার উল্লিখিত "ডিক্রী জারী করিবার" বাক্যে কেবল বিরোধীয় ভূমি সম্বন্ধীয় ডিক্রী জারী বুঝায়। যাহা তখনও ডিক্রীর আকার ধারণ করে নাই তাহার জারী বুঝায় না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৬১। ৬২৯ ইং।

৩০। যৎকালীন মোকদ্দমার পক্ষাপক্ষগণ পরস্পর একবার করিয়া নিয়ম স্থাপন করতঃ আদালত সমীপে তাহা স্থাপন করে, এবং আদালত তাহা মঞ্জুর পূর্ব্বক তদনুযায়ী আদেশ প্রচার করেন ও পক্ষাপক্ষগণ সেই মত কার্য্য করে, তৎকালীন কোন পক্ষই ঐ নিয়মের অন্যথাচরণ করিতে পারে না; কারণ,তাহারা ঐ নিয়মের বিপরীত আপত্তি করিতে সর্ব্বথা বাধিত। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২০। ২৮ ইং।

৩১। ক, খ ও গএর বিরুদ্ধে এক ডিক্রী লাভ করে, তাহাতে খ দায়িক ছিল। ক খএর কতক সম্পত্তি নিলাম করাইয়া তাহার ডিক্রীর কতক প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিয়া লয়। পরে খএর অপর মহাজন ঘ (যে কএর নিলাম কৃত সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া ছিল) খ এবং কএর বিরুদ্ধে কএর গৃহীত টাকা ওয়াপস পাইবার দাবিতে এক নালীশ করে। এই নালীশে গকে পক্ষ ভুক্ত করা হইয়াছিল না। ক আংশিক টাকা দেওয়ার অঙ্গীকারে এই মোকদ্দমা রফা করে। ক, গএর স্থলবর্ত্তীগণ বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বার ডিক্রীজারী করায়, স্থির হইল যে,ক যে আংশিক টাকা পাইয়া রফা করিয়াছিল তাহা তাহার প্রতি বলবৎ থাকায় তাহার ডিক্রীর টাকার জন্য দ্বিতীয় নম্বর জারী হইতে পারেনা, এতদ্ব্যতীত ক ও ঘএর মধ্যে যে আপোষে রফা হইয়াছিল তাহাতে খ পক্ষভুক্ত না থাকিলে, তাহার উপর বলবৎ হইতে পারে না ও গএর স্থলবর্ত্তীগণ বিরুদ্ধেও ইহা কোন প্রকার বলবৎ হইতে পারে না, কারণ তাহারা ঐ মোকদ্দমার পক্ষভুক্ত ছিল না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৯৬। ১২৮ ইং।

৩২। ডিক্রীজারীতে দায়িক যদি তাহার সম্পত্তির কিয়দংশ নিলাম বিক্রয় হইবার প্রার্থনা করে, তদ্দ্বারা তাহার পক্ষে এমন "সম্মতি" বুঝা যাইবেক না যে,১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৯০ ধারা মতে নিলামের তারিখের ৩০ দিবস পূর্ব্বে নিলামের ইস্তাহার জারী হওয়ার যে বিধান আছে তাহা নিষ্প্রয়োজন। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক, ১৯৩। ২৫৯ ইং।

৩৩। ক্রমাগত কয়েক বার নিলাম স্থগিত রহিলে, শেষ বার দায়িকের পক্ষে প্রার্থনা না হওয়া সত্ত্বেও আদালত নিজ হইতে (হয়ত দায়িকের উপকারার্থ) যদি নিলাম স্থগিত রাখেন, তাহা হইলে নিলামের ত্রিশ দিবস পূর্ব্বে ইস্তাহার জারী হওয়ার যে বিধি আছে তদনুযায়ী কার্য্য হওয়া একান্ত আবশ্যক। ঐ

৩৪। ডিক্রীদার দায়িকের সম্পত্তি নিলাম ক্রয়েচ্ছুক হইলে, ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৯৪ ধারা মতে আদালতের

অনুমতি লইতে বাধ্য। অনুমতি না লইয়া ক্রয় করিলে, এবিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত না হইলেও তাহার ক্রয় অসিদ্ধ হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২২৮। ৩০৮ ইং।

৩৫। কোন ব্যক্তি নিলাম ক্রয়েচ্ছুক হইয়া নিলামীর সম্পত্তির ক্রেতা গণকে বিমুখ করিবার মানসে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যত্যয় জনক ভাষা ব্যবহার করিলে, ৩১১ ধারার বিধান মতে তাহা গুরুতর অনিয়ম (matterial irregularity) বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২২। ৩০৮ ইং।

৩৬। যুগপৎ দুই কিংবা বহু জিলাতে ডিক্রীজারী কার্য্য চলিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৬৮৭ ইং। ১০ বেঃ লঃ রিঃ ২১৪ দেখ।

৩৭। ডিক্রী জারীর জন্য ডিক্রী অন্য আদালতে প্রেরিত হইলে, কিন্তু ডিক্রীদার প্রকৃত প্রস্তাবে জারীর জন্য প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে দায়িক ডিক্রীদারকে আদালতের অজ্ঞাতসারে টাকা দেয়। ডিক্রীদার পশ্চাৎ সম্পূর্ণ টাকার জন্য জারীর প্রার্থনা করিলে, দায়িক ঐ টাকা ডিক্রীতে উসুল দেওয়াইবার জন্য ডিক্রীজারীকারক আদালতে ডিক্রীদার প্রতি উচিত আদেশ করিবার প্রর্থনা করিতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৩৩১। ৪৪৮ ইং।

৩৮। এক আদালতের ডিক্রী অন্য আদালতে জারীর জন্য প্রেরিত হইলে, দ্বিতীয় আদালত প্রথম আদালতের আদেশ ন্যায্য কি অন্যায্য তাহা বিচার করিতে পারেন না। দ্বিতীয় আদালতে জারীর বিরুদ্ধে আপত্তি বলবৎ গণ্য হইলে আদালত দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৩৯ ধারার প্রণালী অবলম্বন করিবেন। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫৪৯। ৭৩৬ ইং।

৩৯। ডিক্রীর পরে এবং ডিক্রীজারীর দরখাস্তের পূর্ব্বে দায়িকের মৃত্যু হইলে, আদালত ক্রোক ও নিলামের আদেশ করিবার পূর্ব্বে, ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৪৮ ধারামতে দায়িকের স্থলবর্ত্তীর প্রতি নোটিস জারী করিবেন, নচেৎ সমস্ত কার্য্য প্রণালী পণ্ড হইবেক; এবং দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের কোন ধারাতে আদালতের স্পষ্ট ক্ষমতা নাথাকিলেও প্রত্যেক আদালত ঐরূপ কার্য্য প্রণালী অবৈধ বিধায় রহিত করিতে পারেন, কিন্তু আদালত ইহাও দেখিবেন যে তদ্দ্বারা তৃতীয় ব্যক্তি গণের স্বত্ব কোন প্রকারে অতিক্রান্ত না হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১০৩ ইং।

৪০। দায়িক বর্ত্তমানে ডিক্রীজারীর কার্য্য হইয়া দায়িকের সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ না হইলে, দায়িকের মৃত্যুর পরে দায়িকের স্থলাভিষিক্ত সম্বন্ধে ২৪৮ ধারার বিধান খাটিবেক। ঐ

৪১। ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৩০ ধারার যে দফাতে দ্বিতীয় ডিক্রীজারীর দরখাস্ত সম্বন্ধে যে নিষেধ বিধি আছে তাহা, পূর্ব্ব দরখাস্ত, ঐ ধারানুযায়ী হইলে, কেবল তৎসম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কিন্তু পূর্ব্ব দরখাস্ত ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ২১৬ ধারা মতে হইলে, তৎসম্বন্ধে উহা প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৫০৪ ইং।

৪২। ডিক্রীর পর আদালত বিচারাধিকারবর্জ্জিত হইলেও, ঐ আদালতে ঐ

ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করা যাইতে পারে, অথবা ঐ ডিক্রী জারী করিবার কালে যে আদালতে ঐ ডিক্রী সম্বন্ধীয় নালীশ উপস্থিত করা যাইতে পারিত, সেই আদালতেও ঐ ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৬১৩ ইং।

৪৩। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৬৪৯ ধারান্তর্গত "ডিক্রীকারক আদালত" শব্দে কোন২ আদালত বুঝাইবে। ঐ

৪৪। বিঃ ফিলড। এক আদালতের স্থানীয় এলাকা অথবা নিয়ত আবাস স্থান (head-quarters) পরিবর্ত্তন হইলেই যে ঐ আদালতের বিচারাধিকার বিলুপ্ত হয় এমত নহে ঐ।

৪৫। ডিক্রীদার কতক ভূমি দখলের স্বত্ববান নির্দ্দিষ্ট হইয়া ডিক্রীর পরে দায়িকের বরাবরে এক পাট্টা লিখিয়া দেয়। ঐ দায়িক তৎকালে ঐ সম্পত্তির দখলকার ছিল। ডিক্রীদার পরে ঐ দায়িক বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করায় দায়িক তাহার পাট্টা উল্লেখে আপত্তি করে। স্থির হইল যে, ডিক্রী পরিশোধের কোন দরখাস্তাদি নাথাকায় ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৪৪ ধারা মতে ঐ আপত্তি গ্রহণযোগ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭৮৪ ইং।

৪৬। আরো স্থির হইল যে, ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৫৮ ধারা কেবল টাকার ডিক্রী সম্বন্ধে প্রযোজ্য না হইয়া সর্ব্বপ্রকার ডিক্রী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ঐ

৪৭। ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৯০ ধারামতে ঐ আইনের ২৭৪ ধারানুযায়ী নিলাম ইস্তাহার ও আদেশের নকল আদালতের নোটিসজারী হওয়ার পুর্ব্বে নিলামী ভূমিতে রীতিমত জারী হওয়া আবশ্যক। নিলামের তারিখের মাত্র ৫ দিবস পুর্ব্বে নিলামী ভূমিতে নিলাম ইস্তাহার জারী হওয়ায় ও ঐ ভূমি যেখানে আবদ্ধ থাকা বৃত্তান্ত উল্লিখিত না হওয়ায়, গুরুতর বিশৃঙ্খলতা হইয়াছে গণ্য করিতে হইবেক। এবং দায়িক তদ্বিষয়ে প্রমাণ উপস্থিত করিতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩৪ ইং।

৬ উঃ রিঃ ১১ (miscls) ; ৪ উঃ রিঃ ৪ (miscls) ১০ উঃ রিঃ ৩ (miscls)

৪৮। প্রিবিকৌন্সিলে জিলার জজের ডিক্রী বহাল রহিলে, প্রিবিকৌন্সিলের আদেশের সইমোহরের নকল সহ ডিক্রীদারের ঐ ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করা কর্ত্তব্য। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৪৪। ৩২৯ ইং।

১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৬১০ ধরা। দেখ।

৪৯। আপীলের খরচার জন্য জামিন তলব হইলে, ঐ জামিন প্রবল করিবার জন্য কি প্রণালী অবলম্বন করা উচিত তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৩২৩। ৪৩৭ ইং।

৫০। এক ডিক্রীদার কয়েক খণ্ড ভূমি ক্রোক করিয়া উহার কিয়দংশের নিলাম দ্বারা আপন ডিক্রী পরিশোধিত করিয়া লইলে, অপর ডিক্রীদার ঐ সম্পত্তি ক্রোক না করিয়াও আপন ডিক্রী পরিশোধার্থ, ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৯৫ ধারামতে, অবশিষ্ট সম্পত্তি নিলাম করিতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩৪ ইং।

৫১। আদালত ডিক্রীজারীতে ক্রোক

মরিদার হইতে দায়িকের প্রাপ্য টাকা ক্রোক করিয়া মকররিদারকে তাহার করের টাকা ডিক্রীদারের ডিক্রী পরিশোধের জন্য দিতে আদেশ করেন। তৎপরে ডিক্রী-জারী মোকদ্দমা নথর খারিজ হয়। মকররিদার ডিক্রীদারকে কয়েক সনের খাজানা দিতে ক্রটি করায়, ডিক্রীদার পূর্ব্ব আদেশানুসারে মকররিদারের দেয় বাকি খাজানা আদায় জন্য আদালতের আদেশ প্রার্থনা করে। দায়িকগণের প্রতি নোটিস জারী হওয়ায় তাহারা উপস্থিত হইয়া তমাদির আপত্তি করে। স্থির হইল যে, উক্ত প্রার্থনা নূতন জারীর প্রার্থনা স্বরূপ গণ্য হইতে পারে না, কারণ আদালতের পূর্ব্বাদেশ মতে ডিক্রীদার ১৮৫৯ সনের ৮আইনের ২৪৩ ধারানুযায়ী রিসিবার স্বরূপ মাত্র নিযুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং, ক্রোক বহাল থাকা বিবেচনা করিতে হইবেক। এবং ডিক্রীদার রিসিবার স্বরূপ মকররিদার বিরুদ্ধে নালীশ করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬১ ইং।

৫২। ১৮৭৭ সনের ১০ আইন বিধিবদ্ধ হইবার দ্বাদশ বৎসরাধিককালের পূর্ব্বের ডিক্রী জারীর প্রার্থনা হইলে, কোন২ ডিক্রীদার মহাজন দায়িকের কোন নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তির ক্রোক নিলামের প্রার্থনা করে। ২৩০ ধারায় ডিক্রীজারী দরখাস্তের যে তিন বৎসরকাল মেয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা অতীত হইবার পূর্ব্ব দিবস ঐ প্রার্থনা করা হয়। ঐ তিন বৎসর অতীতে ডিক্রীদারগণ পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তির ক্রোক রহিত পূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে দায়িকের অপর সম্পত্তি ক্রোক নিলামের প্রার্থনা করে। স্থির হইল যে, ডিক্রীজারী তমাদিতে বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৫৫৬ ইং।

৫৩। বিঃ প্রিন্সেপ-ডিক্রীদারকে দ্বাদশ বৎসরাধিক কালের পূর্ব্বের ডিক্রী জারী করিবার জন্য মাত্র এক সুযোগ প্রদান করা ২৩০ ধারার উদ্দেশ্য। তাহাতে বিফল হইলে সে আর ডিক্রী জারী করিতে সক্ষম নহে। ঐ

৫৪। দায়িকানের মৃত পিতার সম্পাদিত বন্ধকী খতের মূলে নালীশ হওয়ায় এই মর্ম্মে ডিক্রী হয় যে, ডিক্রীদারের প্রাপ্য টাকা প্রথমতঃ বন্ধকী সম্পত্তির নিলাম দ্বারা আদায় হইবেক, এবং তদ্দ্বারা সমুদায় টাকা পরিশোধিত না হইলে,দায়িকের দখলীয় অন্যান্য সম্পত্তি নিলামক্রমে ঐ টাকা পরিশোধিত হইবেক। ডিক্রীদার বন্ধকী সম্পত্তি নিলামের উদ্যোগ করে। নিলাম ইস্তাহার জারী হইলে পর, এবং নিলামের তিন দিবস পূর্ব্বে, একজন দায়িক এই হেতুতে নিলাম স্থগিত করিতে চাহে যে, তাহার মৃত পিতার সম্পত্তি সম্বন্ধে এডমিনিষ্ট্রেশনের মোকদ্দমা দায়ের আছে, এবং সে আরো প্রার্থনা করে যে, বন্ধকের ঋণ আদায় ও বন্ধকী সম্পত্তি রক্ষার জন্য একজন রিসিবার নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হউক। দায়িকের প্রার্থনা মতে আদালত নিলাম স্থগিত রাখিবার আদেশ করেন। স্থির হইল যে, পক্ষগণ মধ্যে যে প্রশ্নের মীমাংসা হইল তাহা দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ২৪৪ ধারার গ প্রকরনানুযায়ী প্রশ্ন। সুতরাং ঐ আদেশের বিরুদ্ধে

আপীল চলিবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১৭৩ ইং।

৫৫। আরো স্থির হইল যে, আদালতের ঐ আদেশ অসঙ্গত, কারণ ডিক্রীদার মহাজনের বন্ধকাবদ্ধ সম্পত্তি দ্বারা টাকা আদায়ের সদুপায় থাকা স্থলেও, সে কেন এডমিনিষ্ট্রেষণ মোকদ্দমার প্রতীক্ষা করিবে তাহার কোন হেতু দেখা যায় না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১৭৩ ইং।

৫৬। রীতিমত পদ্ধতি ক্রমে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করা হইলেই তৎসম্বন্ধে, ১৮৭৭সনের ১০ আইনের ২৩০ ধারানুযায়ী মঞ্জুরাদেশ হয় মনে করিতে হইবে। 'মঞ্জুর করণ' শব্দে ২৪৫ ধারা লিখিত 'গ্রহণ' বুঝাইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২৯৭ ইং।

৫৭। পরগণা আলমপুরের কিয়দংশে খেলাত চন্দ্র নামক এক ব্যক্তির স্বত্ব ছিল, সে দখল লইবার পূর্ব্বে ঐ পরগণার রাজস্ব বাকি পড়ে। খেলাত তাহার অংশ দিতে ত্রুটি করায তাহার শরিক কামিনী সমস্ত রাজস্ব আদায় পূর্ব্বক ঐ পরগণা রক্ষা করে, এবং খিলাতের দেয় অংশের বাবদ নালীশ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী লাভ করে। ইতি মধ্যে, রত্নেশ্বর নামক এক ব্যক্তিতে এই ডিক্রীর স্বত্ব অর্শে, এবং কালীপ্রসন্ন নামক অপর একব্যক্তি পরগণা আলমপুরের দখলকারহয়। রত্নেশ্বর খেলাতের সম্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীর আদেশ পাইয়া তাহার ডিক্রী হাইকোর্টে জারী করার উদ্যোগ করে; ও হাইকোর্টে ঐ ডিক্রী আনয়ন পূর্ব্বক খেলাতের ভদ্রাসন বাটী ক্রোক করিয়া তাহার বিধবা ও পুত্রের বিরুদ্ধে তাহার ডিক্রী প্রবল করিতে সচেষ্টিত হয়। খেলাতের বিধবাও পুত্র তৎপর পরগণা আলমপুরে খেলাতের অংশ সাব্যস্তের জন্য নালীশ করে। এবং রত্নেশ্বরের ডিক্রী পরিশোধার্থ ঐ অংশের মূল্যের টাকা কালীপ্রসন্ন হইতে ডিক্রী পাইবার প্রার্থণা করে। স্থির হইল যে, আলমপুরের বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইবার উদ্দেশে বাদীগণের নালীশ অচল। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৪০২ ইং।

৫৮। ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৪৪ ধারার গ প্রকরণ মতে স্বতন্ত্র নালীশে ডিক্রীর টাকা পারিশোধ সম্বন্ধীয় আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারেনা। ডিক্রীর পক্ষাপক্ষ ব্যতীত নিরর্থক অপর এক ব্যক্তিকে ঐ নালীশে পক্ষভুক্ত করিলে ঐ নিয়মের অন্যথা হইতে পারেনা। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৪০২ ইং।

৫৯। আপীলে স্থির হইল যে, বাদীর নালীশ উচিত মতেই ডিসমিস হইয়াছে, এবং রত্নেশ্বর যে কলিকাতার সম্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করিতে স্বত্ববান, তাহা ডিক্রী জারীতে নিষ্পত্তি হওয়ায় ঐ প্রশ্ন এই নালীশে উত্থাপিত হইতে পারে না। কালীপ্রসন্ন হরিচরণের নিকট যে পত্তনি দিয়াছে বাদী তাহা রত্নেশ্বরের টাকা পরিশোধের ন্যায় পরিগণিত হইবার দাবি করায় স্থির হইল যে, ঐ প্রশ্ন ডিক্রীজারীতে মীমাংসিত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। ঐ

৬০। কালীপ্রসন্ন, হরিচরণ ও রত্নেশ্বর মধ্যে মাত্র একরার থাকা প্রকাশ পাইলে, বাদী তাহাদিগকে শরিক প্রতিবাদী স্বরূপ সংযোগ করিতে স্বত্ববান নহে। ঐ

৬১। কালী প্রসন্নের বিরুদ্ধে যে দাবি

করা হইয়াছে তাহা কলিকাতায় ভূমি সম্বন্ধীয় দাবি না হওয়ায় হাইকোর্টের বিচারাধিকার নাই। ঐ

৬২। এক ডিক্রীতে দায়িকের প্রতি আদেশ ছিল যে, সে ডিক্রীদারেরর দেওয়ারের উপর যে দেওয়ার নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা সে অবিলম্বে সরাইয়া লয়। ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২০৫ ধারা মতে ঐ ডিক্রীজারী করার অভিপ্রায়ে যে দরখাস্ত হয়, তাহাতে ডিক্রীদার দায়িকের দেওয়ার সরাইয়া দখল পাইবার প্রার্থনা করে। আদালত নাজিরকে ডিক্রীদারের দেওয়ারের উপর হইতে দায়িকের দেওয়ার উঠাইয়া লইবার আদেশ করেন। স্থির হইল যে, ডিক্রীদারের ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর হইতে পারে না। ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৬০ ধারা মতে দায়িকের সম্পত্তি ক্রোক ও শরীর আবদ্ধ পূর্ব্বক আদালতের সাহায্য প্রার্থনা করা ডিক্রীদারের কর্ত্তব্য ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১৭৪ ইং। ঐ রূপ ডিক্রীজারীর প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল। ঐ

৬৩। ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৯৭ ধারার উল্লিখিত "ডিক্রী জারী করিবার" বাক্যে কেবল বিবোধীয় ভূমিসম্বন্ধীয় ডিক্রী জারী বুঝায়। যাহা তখনও ডিক্রীর আকার ধারণ করে নাই তাহার জারী বুঝায় না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৬১। ৬২৯ ইং।

৬৪। এক আদালতের ডিক্রী অন্য আদালতে জারীর জন্য প্রেরিত হইলে, ১৮৭৭ সনের ১০ আইনে ২৩৯ ধারা মতে, দ্বিতীয় আদালত আপত্তিকারীকে প্রথম আদালতে তাহার আপত্তি উপস্থিত করিবার আদেশ করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৯১৬ ইং।

৬৫। প্রথম আদালতে ঐ আপত্তি উত্থাপন করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় আদালত হইতে সময় পাইবার প্রার্থনা করিলে আদালত তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন না। কিন্তু আপত্তিকারী প্রথম আদালতে আপত্তি উপস্থিত না করিয়া দ্বিতীয় আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল উপস্থিত করে। হাইকোর্ট আপত্তিকারীকে আপীলের খরচ দেওয়ার আদেশ পূর্ব্বক আপত্তিকারীর কার্য্য প্রণালীতে দোষারোপ করেন। ঐ

প্রেক্‌টিস্ (ফৌজদারী বিচার)।

১। অভিযোগের প্রমাণ শ্রবণান্তর অধীন মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ২১৫ ধারা মতে আসামীকে ডিস্‌চার্জ্জ করেন। জেলার মাজিষ্ট্রেট তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পুনরুত্থাপন করার আদেশ দেওয়ায়, সেই আদেশ আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া রদ হইল। ১৯৫ ধারার প্রণালী অবলম্বন করা মাজিষ্ট্রেটের উচিত ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২০৭। ২৮১ ইং।

২। যে স্থলে, প্রথম তদন্তের পর নির্দ্দিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তদন্ত হওয়ার যথেষ্ট হেতু আছে, কেবল সেই স্থলে ভিন্ন অপর কোন স্থলে আদালত ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪১১ ধারা মতে মাজিষ্ট্রেটের নিকট মোকদ্দমা প্রেরণ করিতে সক্ষম নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১৭৭ ৪৫০ ইং।

৩। এবং যে বিশেষ২ বর্ণনা বা বাক্য সম্বন্ধে আদালতের প্রতীতি হয় যে, মাজিষ্ট্রেটের তদন্তের যোগ্য অভিযোগের হেতু আছে, তাহা দেখাইয়া দিতে আদালত বাধ্য। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ৩৩১। ৪৫০ ইং।

৪। আসাম বিভাগের কোন আসিষ্টাণ্ট কমিসনর ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ২০২ ধারানুযায়ী ক্ষমতা এবং প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা সহ জেলা শিব সাগরের এক সবডিবিসনের ভারপ্রাপ্ত হয়েন। ১৮৭৪ সালে তিনি ফার্লো গ্রহণ করিয়া ১৮৭৫ সালে প্রত্যাগত হয়েন, এবং জেলা কাম রূপে স্থাপিত হইয়া প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন। স্থির হইল যে, শেষোক্ত পদে তিনি ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ২২২ ধারা মতে সরাসরি বিচার করিতে অক্ষম। এস্থলে ঐ আইনের ৫৬ ধারা প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৮৬। ১১৭ ইং।

৫। যে সকল অপরাধ আইনতঃ একই বিচারের অন্তর্গত হইতে পারে, সেই সকল অপরাধের সংখ্যার সীমা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪৫৩ ধারায় নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু এক বৎসর মধ্যে কৃত একই প্রকারের ভিন্ন২ যত অপরাধই হউক না কেন, একই দিবসে পৃথক২ রূপে অভিযুক্ত এবং বিচারিত হওয়ার বাধা জন্মে না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩৯৭। ৫৪০ ইং।

৬। সেসন জজ আসামীকে নিরপরাধী সাব্যস্ত করিতে অসম্মত হইল, ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ২৬৩ ও ৪৬৪ ধারা মতে, মোকদ্দমা হাইকোর্টে প্রেরণ করা কালে, তাহার মতে আসামী কোন অপরাধ করিয়াছে কিনা তাহা তিনি ব্যক্ত করিবেন। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪৫৯। ৬২৩ ইং।

৭। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৩৫ধারা মতে এমত কিছু নাই, যাহাতে তদন্তান্তে মাজিষ্ট্রেটের রিপোর্ট দেওয়া বা নিষ্পত্তি করা তাহার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব, মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট বাস্তবিক প্রেরিত হয়, তাহা বিচারঘটিত কার্য্যের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেনা। সুতরাং, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৯৬ ধারা

মতে সেই রিপোর্ট তলবকরিতে হইকোর্টের ক্ষমতা নাই। কোন ব্যক্তি করনারের ইনকোয়েষ্ট অর্থাৎ জুরীসহ আসীন হইয়া কাহারো মৃত্যুর কারণের বিচার করিলে, সেই কারণ অনুসন্ধানের সহিত ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন অনুযায়ী কাহারো মৃত্যুর কারণ তদন্তের কোন সাদৃশ্য নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫৪৮। ৭৪২ ইং।

৮। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪২৬ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিকৃত মনাঃ বলিয়া ব্যক্ত হইলে, তাহাকে নির্বিঘ্নে আবদ্ধ করিবার জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক যে স্থান নিরূপিত হয়, তথায় প্রেরিত হইলেই তাহার উপরে ফৌজদারী আদালতের ক্ষমতা স্থগিত হয়, এবং ৪৩১ ধারার লিখিত অবস্থা ঘটিলেই কেবল সেই ক্ষমতা পুনর্জীবিত হয়। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২৫৭। ৩১৮ ইং।

৯। ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ২৭২ ধারা মতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল, আসামী নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হওয়ার তারিখ হইতে, ছয় মাসের মধ্যে উপস্থিত হইলে, উচিত সময়ের মধ্যেই উপস্থিত হয়। ঐ আপীলে ৬০ দিবসমেয়াদের নিয়ম খাটে না। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৩১৫। ৪৩৫ ইং। পুঃ অঃ।

১০। আরোপিত অভিযোগে আসামী জুরী কর্তৃক নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইলে, ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪৫৭ ধারামতে অপরএক অপরাধে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত নাকরিলে, হাইকোর্ট ঐ কার্য্যবিধি আইনের ২৬৩ ধারা মতে আসামীকে সেই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৪২। ১৮৯ ইং।

১১। দুই প্রতিযোগী জমিদারের মধ্যে দখল লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, রাইয়তগণ যে মধ্যবর্ত্তী দখলকার অর্থাৎ ঠিকাদারগণকে কর দেয়, তাহাদের ভাবতঃ দখলে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫৩০ ধারানুযায়ী দখল বুঝায় না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৩৬। ৩২০ ইং।

১২। ১৮৫৬ সনের ২১ আইনের ৪৯ ধারান্তর্গত অপরাধের বিচার ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২২২ধারানুসারে সরাসরিমতে হইতে পারে। ঐ ৪৯ধারায় সম্পত্তি সরকারে জব্দ হওয়ার যে বিধান আছে, তাহা অপরাধ নির্ণয়ের ফলমাত্র, উক্ত অপরাধের দণ্ডের অঙ্গ নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৬০। ৩৬৮ ইং।

১৩। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২১৫ ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডিস্‌চার্জ্জ করিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট ফরিয়াদীর পক্ষের সমুদয় সাক্ষীর জবাবন্দী করিতে বাধ্য, এবং এইহেতুতে কতিপয় সাক্ষীর জবাবন্দী করিতে তাহার অসম্মতিপ্রকাশ করা উচিত নহে যে, তাহাদের সাক্ষ্য পূর্ব্বগৃহীত সাক্ষ্যের ন্যায়ই হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৮৬। ৩৮৯ ইং।

১৪। চার্জ্জ লিপিবদ্ধ হওয়ায় পরও অতিরিক্ত কার্য্য স্থগিত করিয়া আসামীকে বিচারার্থ অর্পণ করিতে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২২১ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা আছে। ২২০ ধারায় এমত কোন বিধান নাই যে, অপরাধী বা নিরপরাধী সাব্যস্ত করিবার আদেশ ঐ মাজিষ্ট্রেট কর্তৃ-

কই হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩৬৫। ৪৯৫ ইং।

১৫। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৫৯ ধারার অর্থ এই যে, মাজিষ্ট্রেট যদি বিবেচনা করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তির মানিত সাক্ষীগণের মধ্যে কোন সাক্ষীর নাম কেবল কষ্ট দিবার বা বিলম্ব করিবার অভিসন্ধিতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি সেই সাক্ষী প্রয়োজনীয় কি না তাহার অনুসন্ধান করিবেন। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির জবাব কি হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে এবং জবাবের ভাব জানিয়া তাহার মানিত সমুদয় সাক্ষীগণকে তলব করিতে তিনি বিরত থাকিবেন কি না, তাহা বিবেচনা করিতে তাহাকে ক্ষমতা প্রদান করা ঐ ধারার অভিপ্রায় নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪২২। ৫৭৩ ইং।

১৬। দণ্ডবিধি আইনের ৩৮০ ধারার মোকদ্দমায় ডিপটী মাজিষ্ট্রেট কোন প্রমাণ অকর্ম্মণ্য হইবে বিবেচনায় তাহা গ্রহণ না করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করায়, জিলার মাজিষ্ট্রেট ঐ প্রমাণ গ্রহণ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেসন আদালতের বিচারার্থ অর্পণ করেন। হাইকোর্টে এস্তমেজাজ হওয়ায় স্থির হইল যে, এক মাত্র সেসন আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমায় ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৯৬ ধারানুযায়ী 'সেসনের মোকদ্দমা' বাক্য প্রযোজ্য হওয়ায়, জিলার মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য প্রণালী ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৯৬ ধারা মতে প্রতিপোষিত হইতে পারে না। কিন্তু ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের গৃহীতপ্রমাণের অতিরিক্ত প্রমাণ পাওয়ায় তদ্ধেতু প্রতিপোষিত হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১১। ১৬ ইং।

১৭। সরাসরি মতে বিচার করিবার ক্ষমতা অবলম্বনার্থ কোন অপরাধ অঙ্গীয় ভিন্ন২ অংশে বিভক্ত করিতে কোন মাজিষ্ট্রেটের অধিকার নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১২। ১৮ ইং।

১৮। বাটোয়ারার মোকদ্দমায় আমীন যে দখল দেয় তাহা দখলকারের দখল পরিগণিত না হইয়া কেবল মালিক স্বরূপ দখল পরিগণিত হইবেক। ঐরূপ দখল দেওয়ার পূর্ব্বে যে সকল প্রজা ভূমির দখলকার থাকে, তাহারা ঐ দখল অর্পণ দ্বারা উচ্ছেদিত হয় বলিয়া ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫৩০ ধারানুযায়ী মোকদ্দমায় নিষ্পত্তি হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২৮০। ৩৭৮ ইং।

১৯। নির্বিবাদে দখলকারকে অপর ব্যক্তি বেদখল করিলে সেই বেদখলকারী এমত স্বত্ব প্রাপ্ত হয় না, যদ্দারা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫৩০ ধারামতে মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে। উভয় পক্ষ মধ্যে কোন পক্ষ ঐ বেদখলের পূর্ব্বে যে সময়ে নির্ব্বিরোধে দখলকার ছিল সেই সময়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩০৮। ৪১৭ ইং।

২০। যে স্থলে, কোন অপরাধের সন্ধান পুলীশ প্রকারান্তরে বাস্তবিক পাইয়া থাকে, সে স্থলে, কোন ব্যক্তি পুলীশকে সন্ধান জানাইতে বাধ্য থাকিলেও জানায় নাই বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ৯০ ধারার নিয়ম প্রবল করা

উচিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৫৮। ৬২৩ ইং।

২১। কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা একবার ডিস্‌মিস্‌ হওয়ার পরে তাহা পুনর্বিচারার্থ অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট পুনঃ প্রেরণ করিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা নাই। তিনি মাত্র দ্বিবিধ প্রণালী অবলম্বন করিতে পারেন; (১) মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হওয়ার কালে আদালত সমক্ষে যে প্রমাণ ছিলনা, তদতিরিক্ত নূতন প্রমাণ দ্বারা প্রতিপোষিত নূতন অভিযোগ গ্রহণকরিতে পারেন, অথবা (২) অতিরিক্ত প্রমাণ না পাওয়া গেলে,১৮৭২ সালের ১০ আইনের ২৯৬ধারা মতে, হাইকোর্টের আদেশের জন্য মোকদ্দমা রিপোর্ট করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৭৫। ৬৪৭ ইং।

২২। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫৩০ ধারাতে মাজিষ্ট্রেটকে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা একটি বিশেষ ক্ষমতা। যে স্থলে, দখল সম্বন্ধে বিবাদ হেতু শান্তি ভঙ্গ হওয়ার সম্ভব এবং তন্নিবন্ধন তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধানের প্রয়োজন দেখা যায়, সেই স্থলে মাজিষ্ট্রেট ঐ ধারানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। যে যে হেতুতে শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকা তাহার বিশ্বাস জন্মে, তাহা মাজিষ্ট্রেটের লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৭৭। ৬৫০ ইং।

২৩। এক জেল দারগা খাতা কৃত্রিম করার এবং গবর্ণমেণ্টকে প্রবঞ্চনা করার অপরাধে অভিযুক্ত হইলে, জেলার মাজিষ্ট্রেট সেই বিষয় তদন্ত করেন, এবং তাহার আদেশ মতে বেঞ্চের সমক্ষে ঐ জেল দারগার বিচার হয়। মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং ও জেলের প্রতিনিধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং আর তিন জন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ঐ বেঞ্চে আসীন হয়েন। অবস্থা পর্য্যালোচনায় স্থির হইল যে, প্রতিনিধি জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এমত স্পষ্ট প্রকৃত স্বার্থ ছিল যাহাতে তিনি সেই মোকদ্দমার বিচারক স্বরূপে কার্য্য করিতে অযোগ্য ছিলেন। সেইরূপ জেলার মাজিষ্ট্রেটের ও ঐমোকদ্দমার বিচার করা অসঙ্গত, কারণ তিনি এই মোকদ্দমার অপরাধ ধৃত ও অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, এবং অভিযোগের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া ছিলেন। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১৭। ২৩ ইং।

২৪। ফৌজদারী মোকদ্দমা আইন বহির্ভূত প্রণালীতে চালাইলে তাহা অপকৃষ্ট জ্ঞান করিতে হইবে, এবং আসামীর কোন স্বত্ব-পরিত্যাগ বা সম্মতি দ্বারা ঐ দোষ সংশোধিত হয়না। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১৭। ২৩ ইং।

২৫। আসামী আপন সাফাইর জন্য যে সকল সাক্ষী ডাকিতে ইচ্ছাকরে, তাহাদের নাম দাখিল করিলে পর, মাজিষ্ট্রেট আপন ইচ্ছা ক্রমে তাহাদিগের জবানবন্দী গ্রহণ করিতে সক্ষম নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১৭। ২৩ ইং।

২৬। ১৮৭২ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২১৫ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডিস্‌চার্জ্জ করিলে,নূতন অতিরিক্ত প্রমাণ না পাওয়া গেলে মাজিষ্ট্রেট নিজ সমক্ষে তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা পুনরুত্থাপন করিতে বৈধরূপ সক্ষম নহেন। অনুচিত হেতুবাদে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডি-

সংচার্জ করা হইয়া থাকিলে,উচিত আদেশ জন্য হাইকোর্টে রিপোর্ট করা মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২৯২। ৪০৫ ইং।

২৭। ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ৬৪ ধারামতে মোকদ্দমা অন্য জেলায় উঠাইয়া দেওয়ার প্রার্থনা হাইকোর্টের 'ইংলীশ ডিপার্টমেণ্টে' অর্থাৎ ইংরেজী সেরেস্তায় পত্রের দ্বারা না করিয়া, হাইকোর্ট সমক্ষে এফিডেবিড সহ রীতিমত আবেদন উপস্থিত করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১৬০। ২১৯ ইং।

২৮। ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ২৭২ ধারামতে আপীল হইলে, ঐ আপীল বিচারাধীন থাকা কালে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুনধৃত করিবার আদেশ করিতে হাইকোর্টের ক্ষমতা আছে। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২০৬। ২৮১ ইং

২৯। ৫৩০ধারামতে মাজিষ্ট্রেট সমক্ষে উপস্থিত হওনার্থ পক্ষগণকে তলব করার নোটিস প্রদানের কোন বিশেষ প্রণালী নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও, প্রতীয়মান হয় যে ঐ নোটিস নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগণের বরাবরে প্রদত্ত হইবে। সাধারণ ঘোষণা পত্র বা তলব চিঠির আকারে হইবে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৭৭। ৬৫০ ইং।

৩০। ৫৩০ ধারানুযায়ী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যের মধ্যস্থলে কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে উপস্থিত হইতে দেওয়ার বিধান ফৌজদারী কার্য্যবিধিতে নাই। ঐ

৩১। মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করা হেতু কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে ডিপুটীমাজিষ্ট্রেট অন্য ব্যক্তিকে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪৬৮ ধারামতে অনুমতি দিলে,ঐ ব্যক্তি সেই অনুমতি মতে অভিযোগ না করিলে, জেলার মাজিষ্ট্রেটের অভিযোগ ব্যতীত ১৪১ ধারামতে ঐ মোকদ্দমা গৃহীত হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫২২। ৭১২ ইং।

৩২। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৯৫ ধারা মতে সেসন জজ নিম্ন আদালতের নথি তলব করিলে, তিনি হাইকোর্ট ইস্ত মেজাজ করিবার পূর্ব্বে নিম্ন আদালতের কৈফীয়ত তলব করিতে বাধ্য এবং তিনি নথিসহ ঐ কৈফীয়ত হাইকোর্টে প্রেরণ করিবেন। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৬৪৪ ইং।

৩৩। "জামিন না দেওয়া পর্য্যন্ত" আসামীকে কারাবাসের আদেশ করা অসঙ্গত। এক বৎসরের অনধিক কারাবাসের নির্দ্দিষ্ট কাল নিরূপণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

৩৪। মাজিষ্ট্রেটগণের বেঞ্চ ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫৩০ ধারান্তর্গত মোকদ্দমার বিচার করিতে সক্ষম নহেন। ঐ কার্য্যবিধি আইনের ৫০ ধারার লিখিত 'বিচার' শব্দের ব্যাখ্যা দৃষ্টে বোধ হয় যে, ঐ শব্দ কেবল অপরাধের বিচার সম্বন্ধে খাটে, এবং ৫৩০ ধারার বর্ণিত বিবিধ ভাবের বিষয় সমস্ত অপরাধ বলিয়া গণ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৫৫৭। ৭৫৪ ইং।

৩৫। হাঙ্গামা করার প্রসঙ্গে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত হইয়া জবাব দিতে আদিষ্ট হওয়ায় আসামীগণ কতিপয় সাক্ষীর নাম করে এবং তৎপর দিবস সাক্ষীদের উপর সমন বাহির হইলে তাহাদিগকে

পাওয়া না যাওয়ায় তৎপক্ষে আসামী গণ সাক্ষীগণকে উপস্থিত করণার্থ আরো সময় চাহে। মাজিষ্ট্রেট অসম্মত হইয়া তাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। স্থির হইল যে,এই মোকদ্দমা ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমা বিধায় আসামীগণের মানিত সাক্ষী গণকে তলব করা মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪২২। ৫৭৩ ইং।

৩৬। সেসন জজ আসামীর সহকারীর (accomplice) প্রতি যে ক্ষমার আদেশ করেন, আসামী বিচারে মুক্তি পাইলে ঐ ক্ষমার আদেশ রহিত করিয়া ঐ সহকারীকে বিচারার্থ অর্পণ করেন, এবং সে ঐ বিচারে দণ্ডিত হয়। স্থির হইল যে, ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ৩৪৯ ধারা মতে উক্ত সহকারীর বিচারাদেশ অসঙ্গত। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৪৬০ ইং।

৩৭। সেসন জজ রায় প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৪৯ ধারার ক্ষমতা পরিচালন করিতে সক্ষম। ঐ

৩৮। বিঃ মেক্লিন—রায় প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই যে ক্ষমার আদেশ রহিত করা আবশ্যক এমত নহে। কিন্তু রায় প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে জজের এই প্রতীতি হওয়া আবশ্যক, যে যে সর্ত্তে (conditions) ক্ষমার আদেশ হইয়াছিল, তাহা প্রতিপালিত হয় নাই। ঐ

৩৯। মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫১৮ ধারা মতে ইন্‌জাঙ্কসন জারী করিয়া, পরে তাহা রদ্দ পূর্ব্বক নথর খারিজ করে। স্থির হইল যে,মাজিষ্ট্রেট নূতন বিচার কার্য্য (proceeding) অবলম্বন বিনা পূর্ব্বাদেশ পুনর্জ্জীবিত করিতে সক্ষম নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৫৮০ ইং।

৪০। দণ্ডবিধি আইনের ৪১১ ও ৪১৩ ধারান্তর্গত অপরাধের বিচার একযোগে হইতে পারে না। ৪১১ ধারানুযায়ী অপরাধের বিচারান্তে আসামী দণ্ডিত হইলে, পরে ৪১৩ ধারান্তর্গত অপরাধের বিচার করা কর্ত্তব্য। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৬৩৪ ইং।

৪১। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী দণ্ডবিধি আইনের ১৮২ ও ২১১ ধারা মতে অভিযোগ করার যে অনুমতি দেন, তৎপ্রতি ডিপুটি মাজিষ্ট্রেটের আপত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬৩৬। ৮৬৯ ইং।

৪২। ঐ অনুমতি উচিত কি অনুচিত হইয়াছে তদ্বিষয় আপত্তি উপযুক্ত আদালতের সমক্ষে উপস্থিত করা অভিযুক্ত ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

৪৩। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের (১৮৭২ সনের ১০ আইন) ৫১৮ ধারার বিধান মতে মাজিষ্ট্রেট মাত্র সাময়িকরূপে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিতে পারেন। স্থায়ীরূপে ঐ প্রকার কোন আদেশ প্রচার করা তাহার ক্ষমতাতিরিক্ত। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫। ৭ ইং। পূঃ অঃ। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৫৮০ ইং।

৪৪। বাদী উক্তি করে যে, বহুকাল যাবৎ সে মঙ্গলবারে ও শুক্রবারে তাহার আপন জমিতে এক হাট বসাইতেছে এবং প্রতিবাদী বাদীর প্রতিযোগিতায় উক্তবারে অপর এক হাট বসাইয়া বাদীর হাটে লোক

যাইতে অবরোধ জন্মাইতেছে। প্রতি বাদীর অবরোধে হাঙ্গামা হওয়ায় মাজিষ্ট্রেট বাদীকে ঐ ঐ বারে হাট বসাইতে নিষেধ করেন এবং তদ্ধেতু বাদী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। স্থির হইল যে, বাদীর বর্ণনা সত্য হইলে সে এমত ডিক্রী পাইতে সত্ববান যদ্দারা মঙ্গল ও শুক্রবারে তাহার হাট বসাইতে স্বত্ব জন্মে। ঐ

৪৫। ১৮৭৭ সনের ৪ আইনের ৮৭ ধারার দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় অভিযোগ পুনরুত্থাপন বিষয় যে উল্লেখ আছে তাহা পূর্ব্ব অভিযোগের শেষ অঙ্গ নহে। অভিযোগ পুনরুত্থাপিত হইলে অভিযোগ পক্ষে যে সমস্ত সাক্ষীর প্রমাণ লওয়া আবশ্যক, তাহারা মাজিষ্ট্রেট সমক্ষে অবশ্য পরীক্ষিত হইবে। তাহাদের মধ্যে কাহারো জবানবন্দী পূর্ব্বে লওয়া হইয়া থাকিলে তাহাকে পুনর্ব্বার জবানবন্দী করাইতে হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৯০। ১২১ ইং।

৪৬। দণ্ডবিধি আইনের ১৮২ ধারার অপরাধ ঐ আইনের ২১১ ধারার অপরাধের অন্তর্গত। মাজিষ্ট্রেট যে ধারামত ইচ্ছা অপরাধের বিচার করিতে পারেন। কিন্তু গুরুতর অপরাধ হইলে ২১১ ধারা মতে বিচার করাই মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ১৩৭। ১৮৪ ইং।

৪৭। মাজিষ্ট্রেটপ্রতি ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ৫০৫ ও ৫০৩ ধারা মতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অতিশয় বিবেচনার সহিত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। প্রকৃত বদ্‌মায়েস সাব্যস্ত হইলেই ৫০৫ ধারা খাটে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১৪ ইং।

৪৮। মুচলীকা গ্রহণ না করিয়া নগদ টাকা আমানত করার আদেশ অবৈধ। ঐ

৪৯। এডভোকেট জেনরল প্রভৃতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত ব্যক্তিভিন্ন অন্য কেহ প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত ফৌজদারী মোকদ্দমায় অভিযোগের পক্ষে কার্য্য করিতে সক্ষম নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৫৯ ইং।

৫০। ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৭২ ও ৮৪ ধারা এক যোগে পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবেক। ৭২ ধারামতে ইউরোপীয় ব্রিটিস প্রজার যে স্বত্ব আছে, উহা তাহাকে স্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক, এবং সেমতে সে ঐস্বত্ব ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক কি না, তাহা অবগত না হইয়া ইহা অনুমান করা উচিত নহে যে সে ঐ স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৮৩ ইং।

৫১। মাজিষ্ট্রেট বা জজের কোন মোকদ্দমার বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা না থাকিলে,কোন ব্যক্তির স্বত্ব ত্যাগ বা সম্মতি দ্বারা ঐরূপ ক্ষমতা জন্মে না। ঐ

৫২। ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ৭ অধ্যায়ে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে যে বিশেষ স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ রূপ পরিত্যাগ করিলেই ৮৪ ধারার প্রয়োগ হয়। ঐ

৫৩। ১৮৭২সালের ১০আইনের বিধান মতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মচারী যে আদেশ বা ঘোষণা প্রচার করেন, তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দণ্ড প্রয়োগের আদেশ না হইলে,দেওয়ানী

আদালত উহার বৈধতা বা অবৈধতার প্রতি কোন প্রশ্ন করিতে পারেন না। ঐ রূপ দণ্ডাদেশ হইলেই দেওয়ানী আদালত ঐ আদেশ বা ঘোষণা পত্রের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৮৮ ইং।

৫৪। রাহাম দাঙ্গার অপরাধে উভয় পক্ষ স্বতন্ত্র চার্জ্জে বিচারার্থ সেসন আদালতে অর্পিত হয়। সেসন জজ এক মোকদ্দমায় অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করিয়া আসামীর উকীলের সম্মতি মতে আসামীর সাক্ষাই গ্রহণ মলতবি রাখেন, এবং অপর মোকদ্দমায় অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করেন। পরে ক্রমান্বয়ে উভয় পক্ষের সাক্ষাই গ্রহণ পূর্ব্বক আসামীর উকীলের প্রত্যুত্তর শ্রবণ পূর্ব্বক উভয় মোকদ্দমার চার্জ্জ বুঝাইয়া দেন। জুরীগণ আসামীগণকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। স্থির হইল যে, জজের বিচার প্রণালী অবৈধ। উভয় মোকদ্দমার বিচার স্বতন্ত্র রূপে করা উচিত ছিল, এবং জজের বিচার প্রণালী দ্বারা আসামী গণের প্রতি অবিচার হইয়াছে বিধায় আসামী গণের দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইবেক। আরো স্থির হইল যে, আসামীর উকীলের সম্মতিতে বিচার প্রণালীর অবৈধতা আইনসঙ্গত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৯৬ ইং।

৫৫। ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ২৫০ ধারায় সেসন জজকে আসামীর প্রতি সময়েং প্রশ্ন করিবার যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তদবলম্বনে সেসন জজ আসামীকে প্রশ্নোত্তর দ্বারা অপরাধী সাব্যস্ত করিবার উদ্দেশে কূট প্রশ্ন করিতে পারেন না, সাক্ষীগণ জবানবন্দীতে যে বর্ণনা করে তদুত্তরে আসামী কি উত্তর দেয় তাহা জানিবার জন্যই ঐ ধারার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ

৫৬। দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিচারে পক্ষাপক্ষগণ বা সাক্ষীগণ মিথ্যা জবানবন্দী দিলে অথবা সাধারণ ন্যায়ের (public justice) বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করিলে, আদালত কোন বিশেষ তদন্ত না করিয়াই, ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ৪৭০ ধারামতে, তাহাদিগকে ফৌজদারী আদালতে বিচারার্থ অর্পণ করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৩০৮ ইং।

৫৭। যে মোকদ্দমায় ঐরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হয় তাহাতে আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল হইয়া থাকিলে আদালতের কর্ত্তব্য যে আপীলের নিষ্পত্তি হওয়া পর্য্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থ অর্পণ করা স্থগিত রাখেন। ঐ

৫৮। যে আদালত সমক্ষে অপরাধ করা হয় সেই আদালত ও উচ্চতর (superior) আদালত ১৮৭২ সনের ১০আইনের ৪৬৮ ধারামতে অভিযোগ উপস্থিত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৪৩০ ইং।

৫৯। প্রমাণ গৃহীত হওয়ার পূর্ব্বে মোকদ্দমা আপোষ নিষ্পত্তি হইয়া যাইলে, ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ৪৬৮ ধারামতে অভিযোগের আদেশ করা নিতান্ত অনুচিত। ঐ

৬০। ১৮০৬ সনের ১৭ আইনানুযায়ী দরখাস্ত সত্যতাযুক্ত হওয়া আবশ্যক নহে।

সুতরাং উহা সত্যতাযুক্ত হইলে, তৎসম্বন্ধে মিথ্যা প্রমাণ দেওয়ায় অভিযোগ হইতে পারে না। ঐ

৬১। এক ফৌজদারী আদালত হইতে অন্য ফৌজদারী আদালতে মোকদ্দমা বিচারার্থ সমর্পিত হওয়ার প্রার্থনা হইলে, অভিযুক্তব্যক্তি তৎপ্রতি আপত্তি করে। স্থির হইল যে,সাধারণতঃ যে জিলাতে মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে,তথায় সুবিচার না হইবার পক্ষে অতি উত্তম প্রমাণ আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৪৯১ ইং।

৬২। ১৮৭৭ সনের ৪ আইনের ১২৪ ধারামতে যে ডিস্‌মিসের আদেশ হয়, তদ্বারা আসামী নিরপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৫২৩ ইং।

৬৩। ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ২২৭ ধারামতে যদিও মাজিষ্ট্রেট প্রমাণ লিখিয়া লইতে বাধ্য নহেন,তথাপি কোন দণ্ডাদেশ করিলে, তাহার কর্ত্তব্য যে দণ্ডাদেশ প্রচার কালে তিনি এই রূপ বিশদ ভাবে তাহার অভিমত প্রকাশ করেন যেন, হাইকোর্টে মোসন হইলে, হাইকোর্ট তৎসম্বন্ধে যথা বিহিত বিচার করিতে সক্ষম হয়েন। ঐরূপ অভিমত প্রকাশ না থাকায় হাইকোর্ট দণ্ডাদেশ রহিত করিলেন। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৫৭৯ ইং।

৬৪। দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারার অভিযোগে মুক্তির আদেশ হইলে, অভিযোক্তার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের আদেশ করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৫৮১ ইং।

৬৫। অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বে যে অভিযোগ করিয়াছিল, তাহার কোন বিচার না হইয়া থাকিলেও, পুলীশের রিপোর্টে উহা মিথ্যা প্রকাশ পাইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারামতে বিচারার্থ সমর্পণ করা অবৈধ নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৫৮২ ইং।

৬৬। দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার অভিযোগ সমর্থনার্থ যে সমস্ত সাক্ষী উপস্থিত করে, তাহাদিগের সকলের প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ২১১ ধারামতে অভিযোগ উত্থাপনের আদেশ করা অবৈধ। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৫৮৪ ইং। ৮২ দফা দেখ।

৬৭। হাইকোর্ট সকল অবস্থাতেই অবৈধ সমর্পণ (illegal committal) রহিত করিতে পারেন। ঐ

৬৮। বেত্রাঘাত বা অর্থদণ্ড বিনা তিনবৎসরাধিক করাবাসের আদেশ হইলে, ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ৩৬ ধারা মতে ঐ আদেশ সেসন জজ কর্ত্তৃক অনুমোদিত (confirmed) হওয়া আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৬২৪ ইং।

৬৯। দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭,১৪৮ ও ৩২৪ ধারানুযায়ী অপরাধ হইলে, ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ৪৫৪ ধারামতে মাত্র গুরুতর অপরাধের পরিমাণ দণ্ডাদেশ হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭১৮ ইং।

৭০। ১৪৭ ও ৩২৪ ধারার অপরাধের স্বতন্ত্র দণ্ডাদেশ বৈধ কি না ? ঐ

৭১। ১৮৮০ সনের অক্টোবর মাসে খ ও গ এর পরিবর্ত্তে কএর নাম চূড়ান্তরূপে ১৮৭২

সনের রন্ধীয় ৭ আইনমতে রেজেষ্টরী হয়; কয়েক জন প্রজার আবেদন মতে, ১৮৮০ সনের জুলাই মাসে, ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ৫৩০ ধারানুযায়ী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। নামজারীর মোকদ্দমা যে ডিপুটি কালেক্টর বিচার করিয়াছিলেন, তৎসমক্ষেই ৫৩০ ধারার মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। তিনি তাহাতে খ ও গ এর দখল সাব্যস্ত করেন। স্থির হইল যে,ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট ৫৩০ ধারার মোকদ্দমায় নামজারীর আদেশ রহিত করিতে সক্ষম নহেন, কারণ, ঐ আদেশ দেওয়ানী মোকদ্দমায় রহিত হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৮৩৫ ইং।

৭২। শান্তিভঙ্গের কোন আশঙ্কা থাকা বিষয় ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট তাহার কার্য্য প্রণালীতে কিছুই উল্লেখ করেন না। স্থির হইল যে, ঐ প্রকার কার্য্য প্রণালী দোষ সংযুক্ত। ঐ

৭৩। মাজিষ্ট্রেট পুলীশ রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু তদ্দৃষ্টে অব্যবহিত শান্তিভঙ্গের কোন আশঙ্কা দেখাযায় না। স্থির হইল যে, ঐ রিপোর্ট উল্লেখ করিয়া মাজিষ্ট্রেট যে আদেশ করিয়াছেন তাহা সঙ্গত নহে। ঐ

৭৪। মিথ্যাভিযোগ উপস্থিত করার অপরাধে দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারা মতে কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়া সেসনে অর্পিত হয়। ঐ বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তি কহে যে, পূর্ব্বাভিযোগ মিথ্যা এবং সে অনবধানতা বশতঃ ঐ অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। সেসন জজ একথায় অভিযুক্ত ব্যক্তির জবাব স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহাকে কঠিণ পরিশ্রম সহ কারাবাসের দণ্ড দেন। ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ২৭৭ ধারা মতে অভিযুক্ত ব্যক্তির জবাব লিখিয়া লওয়া হইয়াছিল না, অথবা অভিযোগপত্র পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না; এবং জজ এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে,পূর্ব্বাভিযোগ দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ক ধারা অনুযায়ী অপবাদের অভিযোগ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। স্থির হইল যে, এই রূপ দণ্ডাদেশ অবৈধ। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৯৬ ইং।

৭৫। ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট অভিযোগপত্র (charge) প্রস্তুত না করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দিলে, সেসন জজ তাহার প্রতি নোটিস না দিয়া ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৯৬ ধারা মতে তাহাকে বিচারার্থ সমর্পণ করিবার আদেশ করিতে সক্ষম নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬৬২ ইং।

৭৬। কিন্তু ১৮৭৪ সনের ১১ আইন দ্বারা ঐ ধারা যে রূপ সংশোধিত হইয়াছে, তন্মতে আদালত বিচারার্থ অর্পণ করার জন্য অধস্থ আদালতকে অপরাপর অপরাধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিতে পারেন। ঐ

৭৭। সেসন জজের এরূপ ভ্রমাত্মক আদেশ মতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারার্থ অর্পিত হইলে তাহার প্রতি কোন অবিচার না হওয়া স্থলে,ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৮৩ ধারা মতে সেসন জজের আদেশ রহিত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬৬২ ইং।

৭৮। ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট এক অধস্থ

আদালতে ফৌজদারী মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে ইচ্ছা করিলে, পক্ষাপক্ষের উপর তৎসম্বন্ধে নোটিসজারী করিয়া, ও তাহাদিগের আপত্তি শ্রবণান্তর যথাবিহিত কার্য্য করিবেন। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৩৯৩ ইং।

৭৯। মাজিষ্ট্রেট অভিযোক্তার অভিযোগ বিষয়ে প্রথমতঃ অনুসন্ধান করিবার সুযোগ না দিয়া, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারানুযায়ী বিচারাদেশ করিতে পারেন না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৪৩৫ ইং।

৮০। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪৬৮ ধারামতে যে অভিযোগের অনুমতি দেওয়া যায়, তাহা অবশ্যপালনীয়, এমত নহে। যাহার প্রতি ঐ ধারানুযায়ী আদেশ হয় সে স্বেচ্ছাধীন অভিযোগ আনিতে ও তাহা হইতে বিরত থাকিতে পাবে। ঐ

৮১। আসামী দণ্ডবিধি আইনের ১৬৭, ১৪৬ ও ৪৭১ ধারার অপরাধসহ অপরাপর অপরাধের অভিযোগে সেসন আদালতে বিচারার্থ উপস্থিত হয়। আদালত বিচার কালে আসামীকে বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত তিন অভিযোগ সম্বন্ধে মাত্র তিনি বিচার করিবেন। আসামী ঐ তিন অভিযোগে দণ্ডিত হয়, কিন্তু আদালত অপরাপর অভিযোগ সম্বন্ধেও প্রমাণ গ্রহণ করেন, ও তৎপর আসামীকে ঐ অভিযোগ সম্বন্ধে নিরপরাধী সাব্যস্ত করেন। স্থির হইল যে, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪৪৫ ও ৪৪৬ ধারার ক্ষমতা পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত অভিযোগ সম্বন্ধে সেসন জজের স্বতন্ত্ররূপে বিচার করা কর্ত্তব্যছিল। দণ্ডবিধি আইনের ১৬৭ ও ৪৪৬ ধারার অপরাধ এক আকারের অপরাধ নহে। সুতরাং ঐ ঐ অপরাধের বিচার করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু স্বতন্ত্ররূপে বিচার না হওয়ায় আসামীর কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং, উক্ত অপরাধের দণ্ডাদেশ স্থিরতর থাকিবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৪৫০ ইং।

৮২। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে,মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্তার এজাহার গ্রহণে তাহার সাক্ষীগণের জবানবন্দী না লইয়া নালীশ ডিস্‌মিস্‌ করেন, ও অভিযোক্তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারামত অভিযোগ উপস্থিত করিবার অনুমতি দেন। স্থির হইল যে, এইরূপ কার্য্য প্রণালী অনিয়মিত নহে এবং মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য প্রণালী সঙ্গত। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ২০৮ ইং।

৮৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগমুক্ত (discharged) হইলে, ১৮৭৭সনের ৪আইনের ১৬৮ধারামতেই মাত্র অভিযোগ মুক্তির আদেশ রহিতের চেষ্টা করা যাইতে পারে, এবং ঐ ধারামতে অভিযোক্তার আপীলের স্বত্ব না থাকিলে সে চার্টারের ১৫ ধারা মতে হাইকোর্টে প্রার্থনা করিয়া ফল পাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৪৪৭ ইং।

৮৪। ফৌজদারী বিচার স্থানান্তরিত করণ। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৩৪ ইং।

৮৫। ফৌজদারী মোকদ্দমার যে মধ্যবর্ত্তী (interlocutory) আদেশ হয় তাহা চূড়ান্ত কি না। ঐ

৮৬। দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ ও ২২৩ ধারার অপরাধ হইলে উভয় অপরাধের

জন্য আসামীগণের স্বতন্ত্র বিচার হওয়া অসঙ্গত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৪৮১ ইং।

৮৭। ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্টেট ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪০ ধারানুসারে ৪৯১ ধারানুযায়ী মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৮কঃ ৯৫১ ইং।

৮৮। ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ১১৮ ধারার লিখিত "সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিবেক" কথা সমূহ অথবা ১১৯ ধারার লিখিত "সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিতে বাধ্য হইবেক" কথা সমূহ দ্বারা দণ্ডবিধি আইনের ১৯১ ধারানুযায়ী "সত্য বর্ণন সম্বন্ধে আইনের বিধান" বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ১১৮ ও ১১৯ ধারা মতে পুলীশ কর্ম্মচারী গণকে আবশ্যকীয় সংবাদ জ্ঞাপনের কর্ত্তব্যতামাত্র ঐ ধারায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদ্দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের উপর সত্য বর্ণন করিবার কোন বাধ্য বাধকতা নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৭কঃ ১২১ ইং। পূঃ অঃ।

৮৯। সেসন জজ আপীলে ক্যাণ্টনম্যাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাদেশ রহিত করিলে, ডিষ্টিক্ট মাজিষ্ট্রেট সেসন জজের বিচার ভ্রমাত্মক বিবেচনায়, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৯৭ ধারানুসারে হাইকোর্টে ইস্তমেজাজ করিতে সক্ষম নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৮৭৫ ইং।

প্রেক্‌টিস (মোকদ্দমা।)

১। মাতা হাইকোর্ট হইতে নাবালগ পুত্রের ইষ্টেটের, লেটার্স অব এডমিনিষ্ট্রেষণ (অধ্যক্ষ্যতার ক্ষমতাপত্র) পাইলে, তিনি স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে নালীশ উপস্থিত করিতে পারেন না। ঐ পুত্রকে পক্ষস্বরূপ যোগ করতঃ, অথবা বাদিনীকে ঐ পুত্রের ম্যানেজার স্বরূপ জ্ঞানে ঐ রূপ নালীশ চলিতে দিতে আদালত অসম্মত হওয়ায়, নালীশ ডিসমিস হইল। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৩১১। ৪৩১ ইং।

২। অকৃতচরমপত্র মুসলমানের উত্তমর্ণ আপন দাবি প্রবল করিতে চাহিলে, তদর্থে উচিত রূপে গঠিত মোকদ্দমায় ঐ মৃত ব্যক্তির ইষ্টেটের বিরুদ্ধে তাহা প্রবল করিতে সচেষ্টিত হইবেক। ইষ্টেটের যে অংশ দাবীকরা অভিপ্রেত হয় তাহাতে যে সকল ব্যক্তি দখলকার থাকে, তৎসমুদয়কে পক্ষ করা হইলেই ঐ প্রকার মোকদ্দমা উচিত রূপে গঠিত হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১০৪। ১৪২ ইং। পূঃ অঃ।

৩। উচ্ছেদের নালীশে প্রতিবাদী ডিক্রী পাইলে, বাদী ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করায় ১৫ দিবস মধ্যে প্রতিবাদীর

প্রাপ্যকর বাদী কর্ত্তৃক আমানত হয়, এবং ঐ ডিক্রী রদ হয়, ও বাদী ঐ কর আমানত করিয়া পুনরায় আপন জোতের দখল লয়। স্থির হইল যে, প্রতিবাদী তাহার ডিক্রীমতে দখলকার থাকা কালীন যে ফসল লইয়া যায়, তাহার দাবিতে নালীশ,১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারামতে, বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৫৯। ৮২৫ ইং।

৪। মোকদ্দমার কোন পক্ষ তাহার দাখিলী কোন দলিলাদির কোন অংশ বন্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে,তাহার যে প্রণালী অনুসরণ করা কর্ত্তব্য তাহা প্রদর্শিত হইল। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬১২। ৮৩৫ ইং।

৫। যে পক্ষের প্রার্থনা মতে প্রশ্ন (interrogatory) হয়,সেইপক্ষ ঐ প্রশ্নোত্তর মোকদ্দমার বিচারের সময় ব্যবহার করিতে চাহিলে তাহা প্রমাণের অঙ্গ স্বরূপ দাখিল করা কর্ত্তব্য। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬১৩। ৮১৬ ইং।

৬। ভিন্ন২ ছয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে নালীশ করতঃ বাদী কোন তালুকের।০ চারি আনা অংশে খাস দখল পাওয়ার, অথবা, প্রতিবাদী গণ বিরুদ্ধে, কিংবা তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তিদায়ী বলিয়া বিচারে সাব্যস্ত হয়, তদনুসারে, তাহাদের বিরুদ্ধে, বাকি করের ডিক্রী পাওয়ার প্রার্থনা করে। প্রকাশ পায় যে, ঐ ছয় প্রতিবাদীর মধ্যে কেবল একজন বাদীকে বেদখল করিয়াছে, এবং বাদী করের ডিক্রী লাভে স্বত্ববান হইলে ঐ ছয় জন মধ্যে আর একজন ঐ বাকির কিয়দংশ পরিমাণ দায়ী। স্থির হইল যে, এই নালীশ অনুচিত রূপে গঠিত হয় নাই। একতর প্রতিকার পাওয়ার প্রার্থনা অন্যায় নহে। অনুপযুক্ত ব্যক্তিগণকে পক্ষ স্বরূপ সংযোজিত করা হেতুবাদে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস করা উচিত ছিল না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬৯৬। ৯৪৯ ইং।

৭। ১২৮৩ সন অতীতে বাদী প্রতিবাদীর নিকট ১২৮১, ১২৮২ ও ১২৮৩ সনের কর পাইতে স্বত্ববান হয়। ১২৮৪ সন শেষ না হইতে বাদী ১৮৮১ সনের করের বাবদ নালীশ করিয়া ডিক্রী পায়। বাদী পরে ১২৮২, ১২৮৩ ও ১২৮৪ সনের করের দাবিতে নালীশ করে। স্থির হইল যে, ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৪৩ ধারা মতে ১২৮২ ও ১২৮৩ সনের খাজানার দাবি বারিত হইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭৯১ ইং ২ উঃ রিঃ, ১০ আইন, ৩১ ; ১৭ উঃ রিঃ ৩৮০ ইঃ ২৪ উঃ রিঃ ৩২৬, রদ হইল।

৮। স্বত্ব সাব্যস্ত পূর্ব্বক দখল স্থিরতরের নালীশী আরজিতে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক বাদীর স্বত্ব অস্বীকার করা বৃত্তান্ত বিবৃত না হইয়া থাকিলেও, বাদীগণ ঐ নালীশে যে প্রমাণ উপস্থিত করে তাহাতে দেখা যায় যে, নালীশের পূর্ব্বে পক্ষগণের মধ্যে স্বত্ব সম্বন্ধীয় বিবাদ ছিল, এবং প্রথম আদালত তদৃষ্টে বাদীর দাবি ডিক্রী দেন। স্থির হইল যে, যদিও আরজিতে নালীশের হেতু অব্যক্ত থাকায় প্রথম আদালত দেওয়ানী কার্য্যবিধিআইনের ৫৩ধারা মতে ঐ আরজি অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন, তথাপি নালীশের হেতু অপ্রমাণিত হওয়া বিবেচনা না করিয়া শুদ্ধ আরজিতে নালীশের হেতু ব্যক্ত নাই বলিয়া আপীল আদালত প্রথম আদা-

লতের ডিক্রী রদ করিবেন না। ইং লঃ রিঃ ৭ক ৩৪৩ ইং।

৯। মোকদ্দমার উচিত মূল্য ধার্য্য হইলে মুন্সেফের বিচারাধিকার থাকিত না বিধায় মুন্সেফ মোকদ্দমা ডিসমিস করেন। ডিষ্ট্রিক্ট জজ মুন্সেফের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৫৭ ধারামতে উপযুক্ত আদালতে আরজি উপস্থিত করিবার আদেশ করেন। কিন্তু ঐ আদেশ প্রতিপালিত হয় না। স্থির হইল যে, এস্থলে খাস আপীল চলিবে। ইং লঃ রিঃ ৮ক ১২৬ ইং।

১০। আরজি রেজেষ্টরী হইবার পূর্ব্বে ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৫৪ ধারা মতে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে। ইঃলঃরিঃ ৮ক ১৯২ ইং।

১১। মোকদ্দমার বিচারের দিবস বাদীর উপস্থিতিতে প্রতিবাদী অনুপস্থিত রহিলে, ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ১০০ ধারার বিধানানুযায়ী কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করা উচিত। দাবির উত্তর প্রদান, অথবা তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদীর সাক্ষ্যগ্রহণ করিবার জন্য তাহার প্রতি সমন জারী হইয়াছে কিনা তাহা দেখা নিষ্প্রয়োজন। উভয় স্থলেই ঐ ধারানুযায়ী প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৬২। ৩৫৩ ই।

১২। প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ১০০ ধারা মতে এক তরফাবিচার হইবার পূর্ব্বে তাহাকে সাক্ষী স্বরূপ আদালত সমক্ষে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে তাহার বিরুদ্ধে সর্ব্ব প্রকার তদ্বির নিঃশেষিত করা আবশ্যক নহে। ঐ ধারানুযায়ী প্রণালী অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। ঐ

১৩। উইলের লিখিত ট্রাষ্টী একজিকিউট্রিক্সের বিরুদ্ধে উইলের ট্রাষ্ট প্রবল করিবার উদ্দেশে নালীশ করিলে নালীশ ডিক্রী হয়, এবং ঐ ট্রাষ্টের শাসন প্রণালী নির্ণয়ার্থ বিহিত আদেশ হয়। কিন্তু ঐ প্রণালী নির্ণীত না হইতেই, ইতি মধ্যে, তদ্বিরাভাবে ঐ মোকদ্দমা খারিজ হইয়া যায়। পরে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই মৃত্যু হয়। বাদীর উত্তরাধিকারীগণ প্রতিবাদীর স্থলাভিষিক্ত এড্‌মিনিষ্ট্রেটার জেনেরলের বিরুদ্ধে নালীশ উত্থাপন করিয়া এই প্রার্থনা করে যে, আদালত এই নালীশ পূর্ব্ব নালীশের অঙ্গীয় বলিয়া গণ্য করিবেন। স্থির হইল যে, যদিও পূর্ব্ব মোকদ্দমা খারিজ হইয়াছে, তথাপি উহা পুনরুত্থাপিত হইতে পারে, এবং যদিও প্রতিবাদীর মৃত্যু হওয়ায় তাহাকে নোটিস দেওয়া বা তাহার সম্মতি লাভ করা অসম্ভব, তথাপি আদালত নোটিস বা সম্মতি ব্যতীত অনুমতি দিতে পারেন। এস্থলে, বাদী তাহার আরজি সংশোধন করিলে, তাহা দেওয়ানী কার্য্যবিধিআইনের ৩৭২ ধারানুযায়ী আবেদন স্বরূপ গণ্য হইতে পারে, এবং প্রতিবাদীকে ও তদ্বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে দেওয়া যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫৪২। ৭২৭ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৮৩৭ ইং।

১৪। "দায়েরী মোকদ্দমা" শব্দের তাৎপর্য্য কি? ঐ

১৫। অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তি বিভাগের নালীশে বাদীর বন্ধকগৃহীতাগণ দেওয়ানীকার্য্যবিধি আইনের ৩২ ধারা মতে পক্ষভুক্ত হইবার প্রার্থনা করে। স্থির

হইল যে, বন্ধকগৃহীতাগণের উপস্থিতির কোন অবশ্যকতা নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬৫৭। ৮৮৩ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

১৬। ভূমি বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করাইবার নালীশে প্রকাশ পায় যে, বাদী গণ মূল্যের কতক টাকা প্রতিবাদী গণকে দেওয়ায় তাহারা তৎপরিবর্ত্তে প্রমিসরি নোট লিখিয়া দেয়। আরজিতে বাদীগণ প্রতিবাদী গণ হইতে ঐ নোটের টাকা ফেরত পাইবার প্রার্থনা করে। স্থির হইল যে, ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৪৪ ধারার (ক) উপবিধি মতে অনুচিত পক্ষ সংযোগ (misjoinder) হয় নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৩২৮ ইং।

১৭। বাদী পত্তনি তালুকের কর কমাইবার জন্য নালীশ করিয়া কম হারে কর দেওয়ার ডিক্রী পায়। ঐ নালীশের পূর্ব্বে সাবেক হার মতে প্রদত্ত কর হইতে বর্ত্তমান হারানুযায়ী অতিরিক্ত কর ফেরত পাইবার নালীশ করায় স্থির হইল যে, যদিচ সে শেষ দাবি পূর্ব্ব দাবিভুক্ত করিতে পারিত, তথাপি দ্বিতীয় নালীশ গ্রহণযোগ্য হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ১৮। ২৪ ইং।

১৮। অন্যের ত্রুটি জনিত ক্ষতিপূরণের দাবিতে যে নালীশ হয়, তাহাতে ঐ ক্ষতির পরিমাণ ধার্য্য করিবার সদুপায় থাকিলে, বাদী ক্ষতিপূরণের পরিমান সম্বন্ধে আদালতের অভিপ্রায় মতে প্রমাণ উপস্থিত করিবেক। আদালত এমতাবস্থায় পুনর্ব্বিচারের অবকাশ দিবেন না, যাহাতে বাদী দেওয়ানী কার্য্য বিধির ৫৬৬ ধারা মতে তাহার দাবি পুনর্গঠিত করিতে পারে। আপীল আদালত সম্বন্ধে ঐ ধারা খাটে। নিম্ন আদালতে ঐ ধারা প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২০৯। ২৮৩ ইং।

১৯ বাদী কিংবা অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক আরজির সত্যতা লিখিত হইলে সত্যতা লিখকের কর্ত্তব্য যে আরজির কোন্২ দফা তাহার জ্ঞান মতে ও কোন্২ দফা তাহার বিশ্বাস মতে সত্য, তাহা সে সংক্ষেপতঃ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৬৭৫ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

২০। প্রতিবাদীর মৃত্যু হওয়া বিবরণে বাদী এক ব্যক্তিকে তাহার উত্তরাধিকারী উল্লেখে তৎস্থলাভিষিক্ত করিবার প্রার্থনা করিলে, ঐ ব্যক্তি মৃত প্রতিবাদীর উত্তরাধিকারী কি না আদালত তদ্বিষয়ে ইষু ধার্য্য করিবেন। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭৭৭ ইং।

২১। বাদী তাহার আরজির উল্লিখিত ও প্রমাণীকৃত বর্ণনার মূলে ফল পাইবেক। তাহার বর্ণনা বা ইষুতে যে বিষয় উল্লিখিত হয় নাই, তন্মূলে তাহার অনুকূলে কোন কোন ডিক্রী দেওয়া যাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৯৭৫ ইং।

২২। শুনানির পূর্ব্বে প্রতিবাদীর মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর ৬০ দিবস পরে বাদী প্রতিবাদীর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে নালীশে কায়েম মোকাম করিবার প্রার্থনা করে। ১৮৮০ সনের ২০শে নবেম্বর আদালত ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৭১খ প্রকরণ মতে বাদীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন ও নালীশ রহিত হওয়ার আদেশ করেন। বাদী ঐ তারিখে আদালতের আদেশ রহিতের প্রার্থনা করে, এবং ১৮৮১

সনের ২০শে সেপ্টেম্বর শেষোক্ত প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। স্থির হইল যে, ১৮৮০ সনের ২২শে নবেম্বরের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারে না, এবং উহা তমাদিতে বারিত। কিন্তু দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৬২২ধারা মতে হাইকোর্ট এতৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৮৩৭ ইং।

২৩। ১৮৮০ সনের ২২শে নবেম্বর যে দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইয়াছে, তাহা দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩৭২ ধারানুযায়ী আবেদনপত্র বলিয়া গণ্য হইবেক, এবং ১৮৭৭ সনের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৭৮ প্রকরণ মতে আবেদনকারী তিন বৎসর মধ্যে তাহার আবেদন পত্র উপস্থিত করিতে স্বত্ববান। ঐ

পাপর ১,৩, দেখ
পুর্ব্বনিষ্পত্তিজনিত বাধা ২

প্রেক্টিস (সংশোধন)।

১। মোকদ্দমার বিচারের দিবস বাদী তাহার আরজির লিখিত বিবরণ পরিত্যাগ পুর্ব্বক, আরজি সংশোধন করিয়া প্রতিবাদীর বর্ণনা দৃষ্টে প্রতিকারের প্রার্থনা করিতে পারে না; কারণ, প্রতিবাদী অবগত ছিল না যে, বাদী তাহার বর্ণনা দৃষ্টে প্রতিকার চাহিবে এবং তদ্ধেতু প্রতিবাদীর পক্ষে উত্তর দেওয়ার সুযোগ ছিল না। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ৪৪৮। ৮০২ ইং।

২। চালানী নৌকার ভাড়া বাবদ প্রাপ্য টাকার দাবিতে নালীশে বাদী অন্য কোন প্রতিকারের প্রার্থনা করেনা। প্রতিবাদী কহে যে, সে নৌকার ভাড়াটিয়া যোগাইবার জন্য বাদীর এজেন্ট মাত্র ছিল, এবং সে নৌকা ভাড়ার জন্য দায়ী নহে। প্রতিবাদী তাহার কথা সপ্রমাণ করায় স্থির হইল যে, যদিও মক্কেল এজেন্ট হইতে নিকাশ ও কাগজাত পাইতে স্বত্ববান তথাপি বর্ত্তমান নালীশে বাদী ঐ প্রতিকার পাইতে পারেনা। এবং সে শুনানির তারিখে প্রতিবাদীর বর্ণনা দৃষ্টে আরজি সংশোধন পুর্ব্বক অন্য প্রতিকারের প্রার্থনা করিতে পারে না। ঐ

৩। ক খএর বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করিলে, আদালত ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৪৫ ধারা মতে ৭ দিবস মধ্যে ঐ প্রার্থনা পত্র সংশোধন করিতে আদেশ করেন। ঐ আদেশানুযায়ী কোন সংশোধন হয় না, কিন্তু উক্ত প্রার্থনা পত্র নামঞ্জুর হওয়ার কোন আদেশ অথবা প্রার্থনা হয় না। উক্ত আদেশের বিশ দিবস পরে ক প্রার্থনাপত্র সংশোধন করিবার অনুমতির প্রার্থনা করে, এবং আদালত তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। স্থির হইল যে, ২৪৫ ধারামতে উক্ত মঞ্জুরাদেশ অসঙ্গত ও ক্ষমতাতিরিক্ত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ৪৭৯।

৪। কবুলীয়তের মূলে নালীশ হইলে, আরজিতে যে স্থলে স্পষ্টরূপে পুর্ব্বহারে কর প্রাপ্তির একতর প্রার্থনা হয় না, এবং যে স্থলে কবুলীয়ত সপ্রমাণিত হয় না, সে স্থলে আদালত ইচ্ছাধীন আরজি ও ইস্যু সংশোধন পূর্ব্বক বাদীর একতর প্রতিকার প্রার্থনার বিচার করিতে সক্ষম। এবং অনবধানতা বশতঃ আরজিতে ঐরূপ

প্রার্থনা করিতে ত্রুটি হইলে আদালতের কর্ত্তব্য যে তিনি ঐ প্রার্থনার বিচার করেন। ইঃ লঃ বিঃ ৮ ক ৯২৬ ইং। ২১ উঃ রিঃ ২০৮ ইং দেখ।

৫। আপীলে নূতন ঘৃত্তান্ত উথাপিত হইতে পারেনা বলিয়া আপত্তি হয়। স্থির হইল যে,মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্ব্বে (যে কোন অবস্থায় হউকনা কেন) বাদীগণকে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১৩৯ ও ১৪১ ধারা মতে তাহাদের মোকদ্দমা সংশোধন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। এবং ঐ রূপ সংশোধন সপ্রমান হইলে বাদীগণের নালীশ বারিত হয় না বিধায়,তমাদির প্রশ্নের মীমাংসার্থ মোকদ্দমা নিম্ন আদালতে বিচার জন্য পুনঃপ্রেরণ করা আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১। ১ ইং।

৬। বাদী প্রথমে খাতা দৃষ্টে কতক টাকার দাবিতে নালীশ করে। তাহাতে প্রতিবাদী আপত্তি করে যে, হাত চিঠাদৃষ্টে নালীশ করা বাদীর কর্ত্তব্য ছিল। বাদী তৎপর আরজি সংশোধন করতঃ তাহার খাতাদৃষ্টে দাবিকৃত টাকা সহ হাতচিঠা মতে তাহার প্রাপ্য বলিয়া স্বীকৃত টাকার দাবিতে নালীশ করে। স্থির হইল যে, বাদী প্রথমে নালীশ করা কালীন যে সমস্ত নালীশের হেতু পৃথক২ ছিল, সে পশ্চাৎ আরজি সংশোধন করতঃ হাতচিঠা দৃষ্টে নালীশ করাতে সেই সমস্ত হেতু একত্রিত হইয়াছে। সুতরাং পৃথক নালীশে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৭ ধারার বাক্যানুযায়ী কোন অংশ পরিত্যক্ত হইয়া ছিল না, এবং আরজি উচিত রূপেই সংশোধিত হইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৭৮০। ৭৮৫ ইং।

ফসল।

ফসল ক্রোক।

বন্দোবস্ত।

১। ১৮৭৭ সনের ৯ আইন মতে রেবিনিউ কর্ত্তৃপক্ষগণ কৃত বন্দোবস্ত চূড়ান্ত হইলেও, সেই বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কোন মালিক ঐ বন্দোবস্তের ভূমিতে আপন স্বত্ব সংস্থাপনার্থ দেওয়ানী আদালতে নালীশ করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৭৬। ১০৩ ইং।

বন্ধক।

১। কএর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ

তাহার ভ্রাতা খএর বিরুদ্ধেও খএর মৃত্যুর পর তাহার একজিকিউটারগণ বিরুদ্ধে নালীশ করে। ঐ নালীশে দেখাযায় যে বাদী মৃত ব্যক্তির ইষ্টেট হইতে ১৩০০০ টাকার অধিক টাকা পাইতে স্বত্ববান, এবং ১৮৬৬ সনের ২৯ শে আগষ্ট ঐ টাকা আদালতে দাখিল করার জন্য একজিকিউটারগণ প্রতি আদেশ হয়। একজিকিউটারগণ ঐ আদেশ অমান্য করায় ২৪শে ডিসেম্বর হাইকোর্টের পরোয়ানা জারীক্রমে প্রতিবাদীগণের নিকট ১৮৬৭ সনের ১৮ই জুলাই খএর ইষ্টেটান্তর্গত কতক সম্পত্তি নীলাম হয়। ১৮৬৬ সনের ১২ ই অক্টোবর একজিকিউটারগণ বাদীর নিকট ঐ সম্পত্তি বন্ধকাবদ্ধ রাখে। বাদী ১৮৬৭ সনের ১০ ই জুন ঐ বন্ধক মূলে এক নালীশ উপস্থিত করে। ১৮৬৭ সনের ২৮ শে আগষ্ট বর্ত্তমান প্রতিবাদীগণ পক্ষভুক্ত হইলে তাহারা অযথা পক্ষভুক্ত হইয়াছে বলিয়া আপত্তি করে। প্রতিবাদীগণের আপত্তি মতে তাহাদের পক্ষে নালীশ ডিসমিস হয়। এবং একজিকিউটারগণ বিরুদ্ধে ডিক্রী হয়। ঐ ডিক্রীজারীতে বন্ধকী সম্পত্তি বাদীর নিকট বিক্রীত হয়। বাদী তৎপরে দখলের দাবিতে দ্বিতীয় নালীশ উপস্থিত করায় স্থির হইল যে, প্রতিবাদীগণ বন্ধক খালাস করিতে স্বত্ববান, এবং ১৮৬৭ সনের নালীশ দায়ের থাকা কালে বন্ধকী সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়ায় তাহাতে লিসপেণ্ডেন্‌স দোষ আশ্রয় করে নাই। ইং লঃ রিঃ ৮ক ৬৯০ ইং।

২। ক ১৮৬৮ সনের ১১ই মার্চ্চ কতক সম্পত্তি বন্ধকাবদ্ধ রাখে। ১৮৬৯ সনের ২৩শে জানুয়ারি বন্ধকী খতের মূলে টাকা ডিক্রী পায়। ঐ ডিক্রী জারীতে বন্ধক দাতার স্বত্ব লভ্য নিলাম হয়, এবং ১৮৭০ সনের ২৯শে এপ্রিল ক তাহা ক্রয় করে। খ ১৮৬৮ সনের ৩ রা নবেম্বর ঐ সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ১৮৬৯ সনের ৩১ মে এক ডিক্রী লাভ করে। এই ডিক্রী জারীতে ১৮৭০ সনের ২২শে এপ্রিল বন্ধকদাতার স্বত্ব লভ্য বিক্রয় হইলে খ তাহা ক্রয় করে। খ ১৮৭২ সনের ১৮ই মে ঐ সম্পত্তির দখল লয়। স্থির হইল যে, খ কএর বিরুদ্ধে দখল রাখিতে স্বত্ববান, কিন্তু তাহার স্বত্ব বন্ধক দাতার পক্ষে ট্রাষ্টী স্বরূপ মাত্র এবং কএর বন্ধকের সহবত থাকিবে। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ১৯৯। ২৬৯ ইং।

৩। দ্বিতীয় বন্ধকগৃহীতা বন্ধকদাতা ও তৃতীয় বন্ধকগৃহীতার বিরুদ্ধে নিকাশ ও বিক্রয়ের দাবি প্রবল করিবার অভিপ্রায়ে নালীশ করিলে, আদালত কেবল বাদীর প্রাপ্য টাকা সম্বন্ধে হিসাব তলব না করিয়া, তৃতীয় বন্ধকগৃহীতার প্রাপ্য টাকা সম্বন্ধেও হিসাব তলব করিলেন। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৭৫। ১০১ ইং।

৪। ক খএর নিকট এক মৌজার চৌদ্দ আনা অংশ বন্ধক রাখিলে খ তন্মূলে এক ডিক্রীলাভ করে। ঐ ডিক্রীর পর খ ক হইতে দুই আনা অংশ ক্রয় করে, কিন্তু কিছুকাল পরে সে ঐ অংশ কএর নিকট পুনর্ব্বার বিক্রয় করে। খ কএর বিরুদ্ধে যে অপর এক ডিক্রী লাভ করিয়াছিল, খ সেই ডিক্রী জারী করায় কএর

স্বত্ব দখলীয় ঐ মৌজার বার আনা অংশ নিলাম বিক্রয় হয়,এবং খ তাহা ক্রয় করে। খ তৎপর তাহার বন্ধকী ডিক্রী জারী করিয়া ঐ মৌজায় কএর যে দুই আনা অংশ খএর বন্ধকভুক্ত ছিল তাহা নিলাম বিক্রয়ের প্রার্থনা করে। স্থির হইল যে, যৎকালে ক ঐ মৌজার বারআনা অংশের দখলকার ছিল, তৎকালে ঐ অংশানুযায়ী খএর বন্ধকী স্বত্ব ছিল, কিন্তু ক যখন পুনর্ব্বার চৌদ্দ আনার মালিক হইল তখন ন্যায্য মতে ঐ চৌদ্দ আনাই তাহার বন্ধকী স্বত্বে আবদ্ধ থাকিবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১৮৮। ২৫৩ ইং।

৫। দুই স্বতন্ত্র বন্ধকী খতের মূলে দুই স্বতন্ত্র নিলাম হয়, এবং ঐ নিলামে ভিন্ন২ ব্যক্তি একই বন্ধকী সম্পত্তি ক্রয় করে। এই দুই ক্রেতার মধ্যে দখলের বিরোধ হইয়া নালীশ উপস্থিত হওয়ায় স্থির হইল যে, কোন্ বন্ধক পূর্ব্ব সময়ের তাহার বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন্ ক্রেতার দখলের স্বত্ব শ্রেষ্ঠ তাহাই একমাত্র বিচার্য্য বিষয়। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ১৯১। ২৬৬ ইং।

৬। বন্ধকগৃহীতা স্বীয় পাওয়ানা পরিশোধার্থ বন্ধকী সম্পত্তির নিলামের ডিক্রী পাইলে,সে তাহার বন্ধকী স্বত্ব বজায় রাখিয়া ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে না। এবং নিলামের ডিক্রী না পাইয়া কেবল টাকার ডিক্রী পাইয়া ঐ বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয় করিলেও, সে পূর্ব্ববৎ বন্ধকী স্বত্ব বহালে উহা নিলাম করিতে সক্ষম নহে। ডিক্রী-জারী-নিলাম-ক্রেতা উভয় স্থলেই বন্ধকগৃহীতার বন্ধকি স্বত্ব বহালিতে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬৭৭ ইং।

৭। কিন্তু বন্ধক দাতার স্বত্ব বিলোপ হওয়া অবস্থায় যেস্থলে ক গৃহীতা বন্ধকী সম্পত্তি নিলাম করে, সে স্থলে ঐ নিলাম দ্বারা কোন স্বত্ব হস্তান্তরিত হয় না। সুতরাং নিলামের পূর্ব্বে বন্ধকগৃহীতার কোন বন্ধকী স্বত্ব ছিল বলিয়া তদ্ধেতু নিলাম ক্রেতা কোন ফল পাইবেক না। ঐ ইঃ লঃ রিঃ ১ আঃ ২৪০ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩৬৩ ইং দেখ।

৮। ক খএর নিকট কতক সম্পত্তি বন্ধক রাখে ও বন্ধকী তমঃসুকে এই একরার করে যে,ঐ তমঃসুকের টাকা আদায় পক্ষে যদ্দ্বারা অসুবিধা জন্মিতে পারে, ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে সে এমত কোন বন্ধক বা জারিপেস্‌গি ইজারা দিবেক না। পরে ক ঐ সম্পত্তির কিয়দংশ গএর নিকট জারিপেস্‌গি ইজারা দেয়। খ কএর বিরুদ্ধে তাহার বন্ধকী তমঃসুকের মূলে নিলামের ডিক্রী লাভ করতঃ ঐ নিলামে ঐ সম্পত্তি স্বয়ং ক্রয় করে। খ তৎপর গএর জারিপেস্‌গি ইজারা রহিত করিয়া তদ্বিরুদ্ধে খাস দখলের নালীশ করে। স্থির হইল যে, পূর্ব্বোক্ত বন্ধকী তমঃসুকের একরার দ্বারা ক স্বয়ং মাত্র বাধ্য ছিল, সুতরাং খএর বন্ধকী ডিক্রী দ্বারা জারিপেস্‌গি ইজারা রহিত হয় নাই। এবং গএর বিরুদ্ধে বর্ত্তমান নালীশ অচল। বন্ধকী ঋণের দায়ে খ ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিতে স্বত্ববান, এই হেতু বাদে খএর নালীশ করা কর্ত্তব্য;

কারণ তাহা হইলে জারিপেস্‌গি ইজারাদার ঐ বন্ধকের দায় হইতে উক্ত সম্পত্তি খালাস করিয়া লইবার সুযোগ পায়। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৩১৭ ইং।

৯। বন্ধকগৃহীতা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক মাত্র টাকার ডিক্রী লাভ করিয়া ঐ ডিক্রী জারী নিলামে স্বয়ং বন্ধকী সম্পত্তি ক্রয় করে। ঐ ডিক্রীর পূর্ব্বে আর এক টাকার ডিক্রী হইলে, পূর্ব্বোক্ত নিলামের পূর্ব্বে ঐ ডিক্রী জারী হইয়া একই দায়িকের একই সম্পত্তি নিলাম হয়। স্থির হইল যে, বন্ধকগৃহীতা শেষোক্ত নিলাম ক্রেতার বিরুদ্ধে তাহার বন্ধকী স্বত্ব (lien) প্রবল করিবার নালীশ করিতে সক্ষম। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৭১৪ ইং। পুঃ অঃ। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩৬৩ ইং, বদ হইল।

১০। অবস্থা পর্য্যালোচনায় স্থির হইল যে,এক্‌জিকিউটার ১৮৫৫ সনের এক ডিক্রী বর্ত্তমানে ১৮৬৫ সনের ১১ জানুয়ারি উইলকর্ত্তার সম্পত্তি বন্ধক দিলে তাহাতে লিসপেণ্ডেন্স সূত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৭৯ ইং।

১১। জমিদার স্বীয় জমিদারী পত্তনি বন্দোবস্ত দিয়া পরে তাহা অন্য ব্যক্তির নিকট বন্ধক দেয়। স্থির হইল যে, বন্ধকগৃহীতা বন্ধক মূলে বন্ধক দাতার বিরুদ্ধে নালীশ করিলে তাহাতে পত্তনিদারকে পক্ষভুক্ত করা আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৭৯ ইং।

১২। কি নিয়মে পত্তনিদারকে বন্ধক খালাশ করিতে দেওয়া যাইতে পারে। ঐ

১৩। ১৮৭৫ সনের ডিক্রীর ঋণ পরিশোধার্থ কএর কতক সম্পত্তি ১৮৭৭ সনে খএর নিকট নিলাম বিক্রয় হয়। ক ১৮৬৫ সনে ঐ সম্পত্তি বাকি রাজস্ব আদায় জন্য বন্ধক দেয় এবং ঐ বন্ধকী ঋণের জন্য ঐ সম্পত্তি ১৮৭৭ সনে গএর নিকট নিলাম হয়। স্থির হইল যে, গএর স্বত্ব অপেক্ষা খএর স্বত্ব শ্রেষ্ঠ নহে। ঐ

১৪। এক ব্যক্তির দুই সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া তন্মধ্যে এক সম্পত্তির বন্ধক খালাসের স্বত্ব (equity of redemption) ক্রয় করে। এবং বিক্রয়ের মূল্যের দ্বারা বন্ধক গৃহীতার প্রদত্ত টাকা এক প্রকার পরিশোধ হইয়া যায়। কিন্তু ঐ বন্ধকগৃহীতা অপর সম্পত্তির বিরুদ্ধে নিলামের আদেশ প্রাপ্ত হয়। বাদীগণ ক্রয় সূত্রে প্রথম বন্ধকগৃহীতার স্থলাভিষিক্ত ছিল, এবং তাহারা ঐ নিলামের প্রতি আপত্তি করে। তাহাদের আপত্তি অগ্রাহ্য হওয়ায় তাহারা নিলাম নিবারণ জন্য ডিক্রীর পরিমাণ টাকা আদালতে আমানত করিয়া দেয়। স্থির হইল যে, বাদীগণ পক্ষে টাকা দাখিল করা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক পরিশোধ গণ্য হইতে পারে না, অথবা ঐ টাকা ন্যায্য রূপে পাওয়ানা ছিল না। বরং উহা ডিক্রীজারী কার্য্যের অনুরোধে দেওয়া হইয়াছিল বিধায় উহার দাবিতে নালীশ চলিবেক। কারণ, ডিক্রীজারীতে ঐ টাকা ফেরত দেওয়া যাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬৩৮ ইং।

১৫। ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার মূল বিধান এই যে কট দাতাকে দরখাস্তের একখণ্ড নকল দিতে হইবে। এবং তাহার উপর এই মর্ম্মে ইস্তাহার

জারী হইবে যে, সে ইস্তাহার পাওয়ার সময় হইতে এক বৎসরের মধ্যে ঐ কটের সম্পত্তি উদ্ধার করে। বয়সিদ্ধির মূলে দখল পাওয়ার নালীশে ঐ বিধান পালন হইয়াছে দর্শান আবশ্যক। জজের পরোয়ানার পৃষ্টে নাজিরের কৈফতমাত্র ইস্তাহার জারীর বাতিমত প্রমাণ নহে। কটদাতা যে এক বৎসর মধ্যে কট খালাস করিতে পারে তাহা পরোয়ানা জারীর তারিখ হইতে গণ্য। ইং লঃ রিঃ ৩ ক ২৯২। ৩৯৭ইং।

১৬। যে স্থলে অনেক ব্যক্তি কটদাতা থাকে এবং প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের নিজ অংশের বয়সিদ্ধ করিবার দাবি না হইয়া সকলের বিরুদ্ধে এক কট, একঋণ ও এক সমগ্র স্বত্বের মূলে সমগ্র সম্পত্তির বয় সিদ্ধি করিবার দাবি হয়, সে স্থলে ঐ সকল কটদাতাগণ মধ্যে কেবল কতিপয় ব্যক্তির উপরে ইস্তাহার জারী ঐ সমগ্র সম্পত্তির বা উহার কোন অংশের বয়সিদ্ধি হওনার্থ যথেষ্ট নহে। ঐ

১৭। বয়সিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কট-গৃহীতা কটের ভূমি তাহার প্রদত্ত টাকার প্রতিভূ স্বরূপে মাত্র দখল করে। বয়সিদ্ধি দ্বারা কট বিলুপ্ত হয়, এবং কটের সম্পত্তি প্রথম হইতেই কটদাতার স্থাবর সম্পত্তি স্বরূপ হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩৭৪। ৫০৮ ইং।

১৮। বন্ধকী খতের মূলে মাত্র টাকার ডিক্রী হইলেই যে বন্ধকী খতের উপর বন্ধকজনিত দাবির ধ্বংস হয় এমত নহে। বাদী ঐ খত ও ডিক্রী উভয়েরই মূলে স্বত্ব সংস্থাপন করিতে পারে। ইং লঃ রিঃ ৪ক ২১। ২৯ ইং।

১৯। বন্ধকী খত সূত্রে প্রাপ্ত ডিক্রীর মালিক ক ঐ বন্ধকের অন্তর্গত ১৭ মৌজার মধ্যে এক মৌজার তৃতীয়াংশ ডিক্রীজারীতে ক্রোক করে। খ ঐ তৃতীয়াংশের বন্ধক খালাসের স্বত্ব ক্রয় করিয়াছিল। স্থির হইল যে, খ এই বলিতে পারিত যে, সে যে অংশ ক্রয় করে তাহার উপর মূল বন্ধকী ঋণের হারাহারি মত টাকার অতিরিক্ত দায় নিক্ষিপ্ত হওয়া উচিত নহে, এবং সে ঐ পরিমান টাকা দিয়া ঐ অংশ খালাস করিবার দাবি করিতে পারিত। কিন্তু ঐ হারাহারি মত টাকা কত তাহা দেখাইতে না পারায় এবং সেই টাকা আদালতে দাখিল না করায়, ক তৎকৃত ক্রোক প্রবল করিতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫৩। ৭২ ইং।

২০। বন্ধকাবদ্ধ কোন সম্পত্তির ভিন্নং অংশ ভিন্নং তারিখে ক ও খ পৃথক রূপে ক্রয় করে। পরে বন্ধকগৃহীতা ঐ সম্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইলে খ ঐ বন্ধকের সমস্ত দেনা আদায় করিয়া ঐ দেনার অংশের দাবিতে কএর বিরুদ্ধে নালীশ করে। স্থির হইল যে, ঐ বন্ধকের দেনা সহ বন্ধকদাতার সমস্ত দেনা খ পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার বরাবর বিক্রয়ের কবালাতে থাকাতেও সে কএর নিকট হইতে ঐ বন্ধকের দেনার অংশ পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২৭৩। ৩৬৯ ইং।

২১। বন্ধকদাতার অধিকার ও স্বত্ব লভ্য সেরিফ কর্ত্তৃক নিলামে বিক্রীত হইলে

বন্ধকগৃহীতার কি অধিকার তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। বন্ধকগৃহীতার প্রার্থনা মতে নিলাম বিক্রয় হইলে ক্রেতা সমগ্র একুইটেবল অর্থাৎ সমগ্র স্বত্ব লাভ করে। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২৪৯। ৩৩৭ ইং।

২২। বন্ধকজনিত স্বত্ব নির্দ্দেশসহ সাধারণভাবে বন্ধকদাতার বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে, তাহার শরীর ও সম্পত্তির অথবা বন্ধকী সম্পত্তির উপর সেই ডিক্রীজারী হইতে পারে। স্থলবিশেষে, ঐ প্রণালী অবলম্বন করিতে দেওয়া যাইবে কিনা তাহা আদালতের বিবেচনা সাপেক্ষ। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১৫৪। ২১৩ ইং।

২৩। ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারামতে বন্ধকগৃহীতার বয়বাতের দরখাস্তের নকল জজের পরোয়ানা সহ জারী করিবার যে বিধান আছে তাহা কেবল উপদেশসূচক নহে, অবশ্য পালনীয়। জজের পরোয়ানা সহ ঐ দরখাস্তের নকল ঐরূপ জারী হওয়ার প্রমাণ না থাকায় অক্ত গ্রহের বৎসর অতীতে বন্ধকী সম্পত্তি দখল পাওয়ার নালীশ নিষ্ফল হইবে। ইঃ লঃ রি ২ক ২২৫। ৩১১ ইং।

২৪। দ্বিতীয় বন্ধকগৃহীতা (বাদীগণ) বন্ধকদাতার বন্ধক খালাসের স্বত্বের নিবৃত্তি করার পরে বন্ধকী সম্পত্তি দখল পাওয়ার জন্য নালীশ করিলে, তাহারা বন্ধকদাতাকে হিসাব দেওয়ার সর্ত্তে বন্ধক গৃহীতা স্বরূপ দখলের ডিক্রীলাভে স্বত্ববান নহে; কারণ, ঐ সর্ত্ত আরজির প্রার্থীত প্রতিকার হইতে বিভিন্ন। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২২৫। ৩১১ ইং।

২৫। উত্তমর্ণ ঋণীর কতক ভূমি বন্ধক রাখিয়া পরে ঐ ঋণের জন্য অন্যান্য ভূমি সহ ঐ ভূমির দ্বিতীয় বন্ধক লইলে, ঐ প্রথম বন্ধক যে অবশ্যই পরিত্যক্ত হয় ও উহার অগ্রবর্ত্তিতার লাঘব হয়, এমত নহে। পূর্ব্ব বন্ধক পশ্চাতের বন্ধকভুক্ত ও বিলুপ্ত হওয়া না হওয়া পক্ষগণের অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২২৭। ৩০৭ ইং।

২৬। কোন খতে এই একরার ছিল যে টাকা পরিশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত বন্ধকদাতা কট বা বন্ধক দ্বারা কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিবেনা। ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে ঐ হস্তান্তর অসিদ্ধ হইবে। স্থির হইল যে, ঐ দলিল বন্ধকী খতস্বরূপ ফলদায়ক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৪৮। ৩৩৫ ইং।

২৭। বিশেষ রেজেষ্টরীকৃত এক সামান্য বন্ধকী খতের মূলে রেজেষ্টরী আইনের বিধানমতে সরাসরি ডিক্রী হওয়ায় ক ঐ বন্ধকী ভূমি ক্রোক করে। কএর ডিক্রীর পূর্ব্বে অন্যান্য উত্তমর্ণগণ কর্ত্তৃক ঐ ভূমি ক্রোক হইয়া কএর ডিক্রীর পরে খএর নিকট নিলাম বিক্রীত হয়। ঐ নিলামের পরে ক নিজের ক্রোক অনুসারে বন্ধকদাতার স্বত্ব ও সম্পর্ক নিলাম করাইয়া স্বয়ং ক্রয় করে। ক এক্ষণ উক্ত বন্ধকদাতা এবং খএর বিরুদ্ধে উক্ত বন্ধকী সম্পত্তির উপরে আপন বন্ধকজনিত স্বত্ব প্রবল করণার্থ নালীশ করে। স্থির হইল যে, এই নালীশ ডিসমিসের যোগ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৬৪। ৩৬৩। ইং।

বাঙ্গলা সাপ্তাহিক রিপোর্ট ১৬ ভাগ ২০৪ পৃষ্ঠা, ফুলবেঞ্চ, দেখ।

২৮। ক ১৮৭২ সালের মার্চ্চ মাসে খএর নিকটে ১২০০০ টাকা কর্জ্জ করিয়া কতক সম্পত্তি কট দেয়। ঐ সনের ঐ মাসে ক খএর নিকটে আরো ২৪০০০ হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া অন্যান্য সম্পত্তি সহ ঐ প্রথম কটের সম্পত্তির দ্বিতীয় কটকবালা লিখিয়া দেয়। ১৮৭৩ সালের ১৯ শে জুলাই তারিখে খ প্রথম কট কবলার অন্তর্গত সম্পত্তির বয়বাতের নোটিস জারী করে। অনুগ্রহের বৎসর অতীত না হইতে, ১৮৭৪ সালের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে ঐ উভয় কটের অন্তর্গত সম্পত্তি সমূহের এক অংশ ঐ দুই কটের দায়ের অধীনে নিলাম হও য়ায় গ তাহা ক্রয় করে। তৎপর গ উভয় কটে খএর সমস্ত স্বত্বের টাষ্টি স্বরূপ ঘএর নামে ক্রয় করে, এবং অনুগ্রহের বৎসর অতীতে গ ও ঘ ঐ বয়সিদ্ধ সম্পত্তিতে আপন চূড়ান্ত স্বত্ব নির্দ্দেশার্থ নালীশ উপস্থিত করে। স্থির হইল যে, গ প্রথম কট বয়সিদ্ধ করতঃ দ্বিতীয় কটের অন্তর্গত সমুদয় দেনার জন্য কএর বিরুদ্ধে নালীশ করিতে পারে না। প্রথম কট বয়সিদ্ধ করা ন্যায়ানুগত কার্য্য কিনা সন্দেহ। গ দ্বিতীয় নালীশ উপস্থিত করাতে বয়বাতের নালীশ পুনরু থাপিত হইয়াছে, এবং আদালত এইক্ষণ এমত ডিক্রী প্রচার করিতে সক্ষম যদ্দারা উভয় পক্ষেরই স্বত্ব রক্ষিত হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩৬১। ৪৭৫ ইং।

২৯। উত্তমর্ণ বাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইয়া তাহার বন্ধকাবদ্ধ সম্পত্তি ডিক্রীজারীতে নিলামক্রমে স্বয়ং ক্রয় করে। কিন্তু ঐ ডিক্রীজারী নিলামের পূর্ব্বে ঐ ঋণীর বন্ধক গৃহীতা তাহার প্রাপ্ত বন্ধকী খত সূত্রে নালীশ উপস্থিত করে। স্থির হইল যে, ঐ উত্তমর্ণের ডিক্রীজারী নিলামের পূর্ব্বে বন্ধকগৃহীতা ডিক্রী লাভ করিয়া নাথাকিলেও, তাহার নালীশ অনিষ্পন্ন থাকা কালে উত্তমর্ণ তাহার বন্ধকী ঐ সম্পত্তি ক্রয় করায়, সে ঐ সম্পত্তিতে কেবল বন্ধকদাতার স্বত্ব ও সম্পর্ক অর্থাৎ বন্ধক খালাসের স্বত্ব (ইকুইটী অব রিডেমসন) মাত্র প্রাপ্ত হয়। সে ঋণীর কৃত বন্ধকের দায় হইতে মুক্তাবস্থায় ঐ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫৭৯। ৭৮৯ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৭৯ ইং।

৩০। ক স্বীয় এক জমিদারির নিজ অংশ খএর নিকট বন্ধক দেয়। পরে ক গকে ঐ সম্পত্তির পত্তনি পাট্টা দেয়, এবং গ তাহার পত্তনি স্বত্ব ঘএর নিকট হস্তান্তর করে। তৎপর ক চকে ঐ সম্পত্তি দান করে, এবং ১৮৭২ সালে চ তাহা ছএর নিকট বিক্রয় করে। এই সম্পত্তির পত্তনিদাতা ও জমিদার স্বরূপে খএর যে স্বত্ব পূর্ব্বে ছিল ছ ক্রয় সূত্রে তাহার মালিক হয়। খ ১৮৭৩ সালে চএর বিরুদ্ধে নালীশ করিয়া ডিক্রী পাইলে ঐ ডিক্রীর দায়ে ঐ সম্পত্তি নিলাম হয় এবং ঘএর পুত্র জ ঐ সম্পত্তি ক্রয় করে। ছ কে ঐ মোকদ্দমায় পক্ষ করা হয় না। পরে ছ পত্তনি করের দাবিতে জএর বিরুদ্ধে নালীশ করিয়া ডিক্রী পায়। তৎপর জ এই নির্দ্দেশ করাইবার জন্য ছএর বিরুদ্ধে বর্ত্তমান মোকদ্দমা উপস্থিত করে যে, সে এক্ষণ আর ঐ কর দিতে বাধ্য নহে। স্থির হইল যে, খএর ডিক্রীজারী নিলাম কালে কএর যে স্বত্ব ও

সম্পর্ক ছিল,জ কেবল তাহাই ক্রয় না করিয়া ক ও খ উভয়ে একত্রে যে স্বত্ব বিক্রয় করিতে পারিত, জ সেই সমগ্র স্বত্বই ক্রয় করিয়াছিল। সুতরাং জ তাহার দাবিকৃত ডিক্রী পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫৯৯। ৮১৭ ইং।

৩১। বন্ধকগৃহীতার বন্ধকের তারিখের পর বন্ধকদাতার বিরুদ্ধে টাকার ডিক্রীজারীতে নিলাম ক্রমে কএর নিকট বন্ধকদাতার স্বত্ব ও সম্পর্ক বিক্রীত হইলে বন্ধকগৃহীতা, বন্ধকদাতা ও কএর বিরুদ্ধে তাহার ঐ বন্ধকের মূলে নালীশ করে। ঐ নালীশ দায়ের থাকা কালে কএর মৃত্যু হয়, কিন্তু কএর স্থলাভিষিক্তগণ বিরুদ্ধে ঐ নালীশ পুনর্জীবিত করা হয় না। বন্ধকদাতার অনুকূলে রীতি মত ডিক্রী হয়, এবং বন্ধকগৃহীতা ঐ ডিক্রীজারীতে বন্ধকী সম্পত্তি খএর নিকট বিক্রয় করে। খ ক্রীত সম্পত্তির দখল ও সাধারণ প্রতিকারের দাবিতে কএর স্থলাভিষিক্তগণ বিরুদ্ধে নালীশ উপস্থিত করায় স্থির হইল যে বন্ধকের মোকদ্দমায় যে ডিক্রী হয়,তাহা কএর স্থলাভিষিক্তগণের বিরুদ্ধে ফল দায়ক নহে, এবং তাহাদিগের বিরুদ্ধে ঐ মোকদ্দমা পুনর্জীবিত না করায়, ১৮৫৯সনের ৮ আইনের বিধান মতে খ তাহাদিগের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় নালীশ উপস্থিত করিতে বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৩৫৭ ইং।

৩২। ঐ রূপ নালীশে কি প্রকারে ডিক্রী গঠিত করিতে হইবেক তাহা আলোচিত হল। ঐ

৩৩। বাদী ১৮৭৪ সনে সম্পত্তি বন্ধক ক্রমে ক ও খকে কতক টাকা কর্জ্জ দেয়। ১৮৭৫ সনে বাদী বন্ধকের টাকা মূল্যের টাকা হইতে কর্ত্তন করিয়া বক্রী টাকা দিয়া ঐ সম্পত্তি ক্রয় করে। ঐ বিক্রয়ের সময় ঐ সম্পত্তি অপর এক ব্যক্তির ডিক্রীতে ক্রোকাবদ্ধ ছিল, এবং ঐ ডিক্রীজারীতে উক্ত সম্পত্তি নিলাম হওয়ায় গ ঐ সম্পত্তি ক্রয় করে। বাদী তাহার বন্ধকী খত মূলে প্রাপ্য টাকার দাবিতে ক খ ও গএর বিরুদ্ধে নালীশ করিয়া বন্ধকাবদ্ধ সম্পত্তি হইতে ঐ টাকা আদায়ের প্রার্থনা করে। স্থির হইল যে, পূর্ব্বোক্ত বিক্রয় গএর বিরুদ্ধে পণ্ড হওয়ায় বাদী তাহার বন্ধকী খতের স্বত্ব মূলে দাবি করিতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৫৩০ ইং। ৫ক লঃ রিঃ ২৯,অনুসৃত হইল।

৩৪। ক্রোককারী মহাজনের ক্রোকের পূর্ব্বে বন্ধক হইয়া থাকিলে, ঐ মহাজনের বন্ধক খালাসের স্বত্ব জন্মে না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৬৬১ ইং।

৩৫। ১৮৬৮ সনের বঙ্গীয় ৭ আইন মতে সম্পত্তি নিলাম বিক্রয় হইলে ক ঐ সম্পত্তি ক্রয় করে। পরে ক নিলামের পূর্ব্বকালীয় ঐ সম্পত্তির এক বন্ধকী ডিক্রী ক্রয় করে। ঐ ডিক্রী বন্ধকী সম্পত্তি ও বন্ধকদাতার শরীরের বিরুদ্ধে হইয়াছিল। স্থির হইল যে, ক্রেতা তাহার বন্ধকের স্বত্ব ত্যাগ করিলেও নিলাম ফাজিলী টাকার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করিতে স্বত্ববান নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭১১ ইং।

৩৬। বন্ধকগৃহীতা দায়িকের স্থলাভি-

ষিক্তগণ বিরুদ্ধে টাকার ডিক্রী লাভ করিলে, দায়িকের অপর এক মহাজন টাকার দাবিতে ডিক্রী করিয়া বন্ধকাবদ্ধীয় সম্পত্তি ক্রোক নিলাম করে, এবং ক ঐ সম্পত্তি বন্ধকাবদ্ধ জানিয়া ক্রয় করে। স্থির হইল যে, ঐ বন্ধকগৃহীতা ক ঐ দায়িকের স্থলাভিষিক্ত গণ বিরুদ্ধে তাহার বন্ধকী স্বত্ব সাব্যস্তের নালীশ করিতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৭৮ ইং।

৩৭। বিবাহের সেটল্‌মেণ্টের (settlement) ট্রাষ্টী গণ ট্রাষ্টের টাকা দ্বারা ১৮২৩ সনে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ইণ্টালী স্থিত এক বাড়ী তত্রস্থ জমি সহ বন্ধক রাখে। ঐ সেটলমেণ্টে বন্ধকদাতার প্রাথমিক জীবন স্বত্ব ছিল, এবং তাহাতে এই কথা থাকে যে, সেটল্‌মেণ্ট অনুসারে বন্ধকদাতার প্রাপ্য টাকা ঐ বাড়ীর খাজানা বাবদ কর্ত্তিত হইয়া সে যত কাল ইচ্ছা ঐ বাড়ীতে বসত বাস করিতে থাকিবেক। বন্ধকদাতার বিরুদ্ধে এক ডিক্রী জারীতে বন্ধকদাতার ঐ বাড়ীর স্বত্ব লভ্য ও সম্পর্ক নিলাম হওয়ায় ডিক্রীদারিণী তাহা ক্রয় করে। ঐ ডিক্রীজারী ও নিলাম কালে উক্ত ডিক্রীদারিণী ঐ বাড়ীতে বাস করিতে ছিল। ক্রয়ের পরে ও পক্ষগণ ঐ বাড়ীতে পূর্ব্ববৎ বাস করিতে ছিল। ১৮৬৭ সনের ১৪ই আগষ্ট তারিখ বন্ধকদাতার মৃত্যু হইলে, বাদী ১৮৬৯সনের ১৩ই আগষ্ট তারিখ বর্ত্তমান বিষয়ের এবং বয়সিদ্ধির নালীশ উপস্থিত করে। উক্ত বাদী তৎকালে ট্রাষ্ট ফণ্ডের আইনসিদ্ধ ও ভোগাধিকারী মালিক হইয়াছিল। স্থির হইল যে, নিলাম ক্রেত্রী পূর্ব্বোক্ত ডিক্রীদারিণীর অবস্থা বাদী বা তৎস্থলাভিষিক্ত গণের বিরুদ্ধ; এবং বাদীর নালীশ তমাদিতে বারিত নহে ও সে নিলামের ডিক্রী পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩৯৪ ইং। ১৪ মুর ইঃ আঃ ১০১, প্রভেদ প্রদর্শিত হইল।

৩৮। পক্ষ গণ ইংরেজ জাতীয় হইলে এবং বন্ধক পত্র ইংরেজী প্রণালী মত লিখিত হইলে মফঃসলে বয়সিদ্ধি ও নিলামের নালীশে কি প্রণালীতে ডিক্রী প্রস্তুত করিতে হইবেক তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩৯৪ ইং।

৩৯। ক, খ ও গ জিলার কতক সম্পত্তি বন্ধকাবদ্ধ রাখিয়া খ জিলার আদালতে বন্ধকী খতের মূলে নালীশ উপস্থিত করিলে, খতের টাকা বন্ধকী সম্পত্তির বিক্রয়দ্বারা পরিশোধ করার ডিক্রী হয়। ক গজেলার সম্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী প্রবল করিবার পূর্ব্বে ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ১২ ধারা মতে হাইকোর্টের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল না। খ জিলার সমস্ত সম্পত্তি ডিক্রী পরিশোধের কারণ বিক্রয় করতঃ ক গ জিলার সম্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করিবার জন্য খ জিলার আদালত হইতে ঐ জিলার সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ প্রাপ্ত হয়। ঘ ক্রোকের প্রতি আপত্তি করিয়া এই বলিয়া উত্তরদায়ক হয় যে, দায়িকের বিরুদ্ধে অন্য এক ডিক্রীজারী নিলামে ক দায়িকের ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে, এবং তদনুসারে ঐসম্পত্তি ক্রোক বিমুক্ত হইয়াছে। পরে ক ঘএর বিরুদ্ধে তাহার বন্ধকী স্বত্ব প্রবল করিবার অভিপ্রায়ে নালীশ করে। স্থির হইল যে, খ

জিলার আদালত গ জিলার সম্পত্তির বিরুদ্ধে কএর বন্ধকী ডিক্রী প্রবল করিবার আদেশ করিতে পারেন না। সুতরাং ঐ ডিক্রী বন্ধকের ডিক্রী না হইয়া সাধারণ টাকার ডিক্রী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এবং যদিও ক ঐ ডিক্রীর মূলে গ জিলার সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী চালাইতে পারে না, তথাপি সে ঘএর বিরুদ্ধে তাহার বন্ধকী স্বত্ব প্রবল করিবার উদ্দেশে নালীশ করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৯২৮ ইং।

৪০। বন্ধকগৃহীতা বন্ধকদাতার বিরুদ্ধে নালীশ করিয়া বন্ধকী স্বত্ব সাব্যস্তের ডিক্রী পায়। ঐ নালীশের পূর্ব্বে কোন২ বন্ধকী সম্পত্তি বাকি রাজস্বের জন্য নিলাম হয়, এবং নিলাম ফাজিলী টাকা কালেক্টরের হস্তে আমানত থাকে। বন্ধকদাতার অন্য এক ডিক্রীদার ঐ টাকা ক্রোক করে। পরে বন্ধকগৃহীতা ঐ টাকায় আপন বন্ধকী স্বত্ব সংস্থাপনার্থ ঐ ডিক্রীদার বিরুদ্ধে নালীশ করায় স্থির হইল যে, এই নালীশ ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ৭ ধারা মতে বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১৪২ ইং।

৪১। আরো স্থির হইল যে, ঐ নিলাম ফাজিলী টাকা পূর্ব্ববন্ধকী ডিক্রী দ্বারা বন্ধকগৃহীতার বন্ধকী স্বত্বে পর্য্যাপ্ত (covered) হইয়াছিল। ঐ

৪২। বন্ধকদাতা ও সাধারণ ডিক্রীদার মধ্যে বন্ধকী সম্পত্তির উপর পাওয়ানার হারাহারি করা যাইতে পারে না। ঐ

৪৩। বন্ধকগৃহীতা নিকাশ এবং বিক্রয়ের ডিক্রী পাইলে নিকাশ আমলে তাহার দায়িত্ব প্রকাশে সে ডিক্রীজারীতে নিকাশ গ্রহণ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৩৭৭ ইং।

ভরণপোষণ।

১। পাঁচটির অবিভাজ্য রাজত্ব হইতে মৃত রাজার পুত্র কন্যা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি শাস্ত্র বা প্রথামতে ভরণপোষণ বা তৎপরিবর্ত্তে মোসাহেরার দাবি করিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ১২০ ইং। ২৫৬ ইং।

২। প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট ভরণপোষণের আদেশ করিলে, তিনি ১৮৭৭ সনের ৪ আইনের ২৩৪ ধারামতে ঐ আদেশ রহিত করিয়া ঐ ধারার তৃতীয় প্রকরণমতে ওয়ারেণ্টের আদেশ করিতে অসম্মত হইতে পারেন, এবং তাহা হইলে স্ত্রী স্বামী হইতে ভরণপোষণ পাইতে স্বত্ববতী কি না তৎসম্বন্ধে বিচার করিতে সক্ষম। স্বামী ও স্ত্রী সম্বন্ধ থাকা প্রমাণিত হইলেই কেবল মাজিষ্ট্রেট ২৩৪ ধারা মতে ভরণপোষণের আদেশ করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৪১৬। ৫৫৮ ইং।

৩। বিবাহ বন্ধনোচ্ছেদ বিষয়ে শরার বিধি ও ইণ্ডিয়ান ডাইভোর্ষ আইনের বিধিতে কোন ব্যতিক্রম নাই। স্বামী ও স্ত্রী সম্বন্ধ রহিত হইয়াছে প্রমাণিত হইলে মাজিষ্ট্রেট ২৩৪ ধারানুযায়ী প্রচারিত আদেশ রহিত করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৪১৬ ইং।

৪। এক মুসলমান স্ত্রী তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে ভরণপোষণের দাবিতে নালীশ করে। নালীশের পূর্ব্বে ভরণপোষণ দানের কোন চুক্তি বা ডিক্রী ছিল না। স্থির হইল যে, গত সময়ের জন্য কোন ডিক্রী দেওয়া উচিত নহে, কিন্তু ডিক্রীর তারিখ হইতে ভরণপোষণের আদেশ হওয়া কর্ত্তব্য।

আরো স্থির হইল যে, বাদিনীর জীবিতকাল ব্যাপিয়া ভবিষ্যৎ ভরণপোষণের আদেশ না করিয়া, বিবাহ বন্ধনকাল ব্যাপিয়া তাহা আদেশ করা উচিত। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৬৩১ ইং।

৫। মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী সিয়া সম্প্রদায়ের আইনমতে, মোত্তা স্ত্রী ভরণপোষণ পাইতে স্বত্ববতী নহে। কিন্তু ঐরূপ বিধান থাকা সত্ত্বেও ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫৩৬ ধারানুযায়ী ভরণপোষণ স্বত্বের লাঘব হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১৩৬ ইং।

৬। বঙ্গদেশপ্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রমতে বয়ঃপ্রাপ্ত জারজপুত্র ভরণপোষণ পাইবার অধিকারী। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬৬। ৯১ ইং।

৭। ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ৪১ অধ্যায়মতে কোন কোন অবস্থায় স্ত্রীর ও সন্তানাদির ভরণপোষণ সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, সন্তানের অভিভাবক কোন্ ব্যক্তি এমত কোন প্রশ্নের বিচার করিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২৭৭। ৩৭৪ ইং।

৮। জারজ সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহার পিতৃহস্তে তাহাকে সমর্পণ করিতে মাতার প্রতি মাজিষ্ট্রেট কোন আদেশ করিতে সক্ষম নহেন। এরূপ স্থলে সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পিতাকে অর্পণ করিতে মাতার অসম্মতি হইলে, তদ্ধেতু পূর্ব্বনির্দিষ্ট জীবিকা স্থগিত হইতে পারে না। ঐ

উইল ৩৫, দেখ
তমাদি ১
তমাদি (১৮৭১ সনের ৯ আইন) ৩২
দান ২
দেউলিয়া ৫
বিবাহ ২
হিন্দুব্যবস্থাশাস্ত্র (অবিভক্ত পরিবার) ৭
হিন্দুব্যবহার শাস্ত্র (বিধবা) ২,৩,৪,৫

ভর্ত্তব্য।

১। যে ব্যক্তিগণ এজমালী ডিক্রীতে দায়ী আছে তাহাদের পরস্পর মধ্যে ভর্ত্তব্যের স্বত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে হইলে, এই দেখা আবশ্যক যে পূর্ব্ব মোকদ্দমার প্রতিবাদীগণ জ্ঞাতসার থাকিয়া কোন অবৈধ বা অন্যায় কার্য্য করিয়াছে কি না, অথবা ঐ কার্য্য অবৈধ বলিয়া জ্ঞাত থাকা তাহাদিগের কর্ত্তব্য ছিল কি না। ঐ মোকদ্দমায় প্রতিবাদীগণ কোন অবৈধ কার্য্য না করিয়া মাত্র আপন২ স্বত্বের মূলে দাবি করিয়া থাকিলে, তাহাদিগের পরস্পর মধ্যে ভর্ত্তব্য স্বত্ব জন্মিবেক। এবং এইরূপ হইলে, কোন্ ব্যক্তি কি পরিমাণে ঐ কার্য্যে লিপ্ত ছিল, তদনুসারে আদালত পরস্পরের দায়িত্ব নির্ণয় করিবেন। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫৩৭। ৭২০ ইং।

২। চুক্তিমূলক না হইয়া এজমালী ডিক্রীর মূলে যে ভর্ত্তব্যের নালীশ হয় তাহা ছোট আদালতের শ্রবণযোগ্য নহে। সুতরাং ঐ নালীশে খাস আপীল চলিবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১১৩ ইং। ৭উঃ রিঃ ৩৭৭ ইং, ও ইঃ লঃ রিঃ ৩ আঃ ৬৬, দেখ।

৩। বাদীর দত্ত টাকার জন্য যে স্থলে বাদী প্রতিবাদী উভয়ে ঐ টাকার দায়ী বলিয়া ভর্ত্তব্যের নালীশ হয়, সে স্থলে ঐ নালীশ চুক্তিবিষয়ক আইনের ৬৯ কি ৭০ ধারান্তর্গত গণ্য করা যাইতে পারে কি না। ঐ

ছোট আদালত ১৩, দেখ
তমাদি (১৮৭১ সনের ৯ আইন) ১০
তমাদি (১৮৭৭ সনের ১৫আইন) ১৬

ভাগজোত।

প্রেক্টিস (ক্রোক) ৯, দেখ

ভাবী উত্তরাধিকারী।

১। মিতাক্ষরাশাস্ত্রাধীন ক নামক এক হিন্দু উত্তরাধিকারী সূত্রে পিতৃ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। সেই সম্পত্তি তাহার মাতা খএর ভরণপোষণের দায়গ্রস্ত ছিল। ক নিঃসন্তান লোকান্তরিত হওয়াতে তাহার বিধবা গ ঐ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। খ ভরণপোষণের বাকি টাকার দাবিতে গএর নিজ বিরুদ্ধে নালীশ উপস্থিত করিয়া ডিক্রী পায়, এবং গএর স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তিতে গএর যে স্বত্ব ছিল তাহা ডিক্রী জারীতে নিলাম হয়। ঐ ডিক্রীর দেনার জন্য ঐ সম্পত্তি দায়ী বলিয়া ডিক্রীতে কিংবা নিলামের কাগজ পত্রে ব্যক্ত ছিল না। স্থির হইল যে, বিধবার জীবন স্বত্ব মাত্র বিক্রীত হইয়াছে, ভাবী উত্তরাধিকারীর স্বত্বের কোন বিঘ্ন জন্মে নাই। নিলাম ক্রেতা বিধবার স্বামীর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব প্রাপ্ত হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ৯১। ১৩১ ইং। প্রিঃ কোঃ।

২। ক নামক এক হিন্দু বিধবা বৈধ কারণ না থাকা সত্ত্বেও তাহার স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তির অন্তর্গত কতক মৌজা খকে মোকররি পাট্টা লিখিয়া দেয়। খ দখলকার থাকা কালে ঐ পাট্টার লিখিত কতক জমি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইলে, তাহার ক্ষতিপূরণের টাকা কালেক্টরিতে আমানত থাকে। কএর মৃত্যুর পর তাহার স্বামীর মুখ্য উত্তরাধিকারী গণ ১৮৭১ সনের অক্টোবর মাসে খএর বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্ত মৌজা

সমূহের দখল পুনঃপ্রাপণের দাবিতে নালীশ করে। কিন্তু তৎকালে উক্ত আমানতি টাকার বিষয় জ্ঞাতসার না থাকায় তাহারা ঐ টাকা দাবি করিতে বিরত থাকে। ঐ নালীশ নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বেই ১৮৭২ সনের মার্চ্চ মাসে খঐ আমানতি টাকা কালেক্টরি হইতে লইয়া যায়। ঐ উত্তরাধিকারী গণ ১৮৭৫ সনে খএর বিরুদ্ধে মৌজা দখলের ডিক্রী লাভ করতঃ ঐ আমানতি টাকার দাবিতে পুনর্ব্বার নালীশ করে। স্থির হইল যে, ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ৭ ধারা মতে এই নালীশ বারিত নহে, এবং খ কালেক্টরি হইতে যে তারিখে ঐ টাকা লইয়াছে সেই তারিখ হইতে তিন বৎসর অতীত হইয়া থাকিলেও এই নালীশ তমাদিতে বারিত নহে। কারণ, এস্থলে ১৮৭১সনের দ্বিতীয় তপসিলের ৬০ প্রকরণ প্রযোজ্য না হইয়া ১১৮ প্রকরণ প্রযোজ্য হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৪৪৪। ৫৯৭ ইং।

৩। আরো স্থির হইল যে, ঐ উত্তরাধিকারী গণের দাবি জাবেদা রকমে প্রবল করাই কর্ত্তব্য, এবং খএর বিরুদ্ধে যে দখলের ডিক্রী ছিল, তাহা জারী হওয়া কালে উত্তরাধিকারী গণের ঐ দাবি শ্রবণ-যোগ্য হইতে পারিত না। ঐ

৪। হিন্দু বিধবা বা হিন্দু মাতা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীর ভাবী মুখ্য উত্তরাধিকারী গণকে আপন ইষ্টেট লিখিয়া দিলে ঐ উত্তরাধিকারী গণ তৎকালে নির্ব্যূঢ় স্বত্বে স্বত্ববান হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫৪৬। ৭৩২ ইং।

৫। এক হিন্দু বিধবা আপন পৌত্রীর বিবাহের জন্য কতক টাকা ঋণ করে। স্থির হইল যে, যদিও ঐ ঋণের জন্য পিতামহের ইষ্টেট দায়ী ছিল না, তথাপি বিধবার মৃত্যুর পর ঐ ইষ্টেটের ভাবী উত্তরাধিকারী উহা আইনতঃ দিতে বাধ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৩৬ ইং।

৬। হিন্দু বিধবার মৃত্যুর পর ভাবী-উত্তরাধিকারীস্বত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিধবার জীবমানে তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে আপন২ স্বত্ব নির্দ্দেশের নালীশ করিতে পারে না। কিন্তু বিক্রয়ের বৈধ হেতু না থাকিলে, তাহারা বিধবাকৃত হস্তান্তর রদের নালীশ করিতে পারে, অথবা বিধবাকে অপচয় করা হইতে নিবারিত করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১৯৮ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১২ ইং।

৭। তৃতীয় ব্যক্তিগণ প্রকৃত ভাবী উত্তরাধিকারী স্বত্ব উল্লেখে ঐ রূপ নালীশে পক্ষভুক্ত হইতে চাহিলে তাহাদিগকে পক্ষভুক্ত করা উচিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১২ ইং।

৮। ১৮৭৭ সনের ১ আইনের ৪২ ধারা ভাবী দূরবর্ত্তী (contingent) স্বত্ব সম্বন্ধে ব্যবহৃত না হইয়া বর্ত্তমান ও পর্য্যাপ্ত (vested) স্বত্ব সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। ঐ

৯। ভাবী উত্তরাধিকারী গণ ভাবী ঘটনা অবলম্বনে উত্তরাধিকারের বিভাগ সম্বন্ধে কোন অঙ্গীকার করিলে, তাহা হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র মতে অসিদ্ধ হইবে না। এই প্রকার অঙ্গীকার সাধারণ নীতি (public policy) বিরুদ্ধে নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১৩৮ ইং।

উইল ৫৩, দেখ

তমাদি (১৮৭১ সনের ৯ আইন) ৫২

ভূমি সম্বন্ধীয় বিবাদ।

১। ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ৫১৮ ধারা মতে মাজিষ্ট্রেট প্রজার স্বত্বের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ইহা দেখা আবশ্যক যে, উচিত এবং সম্পূর্ণ তদন্ত হইতে যতকাল হওয়া প্রয়োজন, ততকাল ব্যাপিয়াই মাত্র তাহার আদেশ বলবৎ রহে। আবশ্যক হইলে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের অন্যান্য ধারা মতে তিনি ঐ স্বত্বের বিচার করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৯৯। ১৩২।

২। বিচারাধিকার না থাকা সত্বে কোন আদেশ হইলে, ঐ আদেশের রূপান্তর ব্যাখ্যা করিলেও উহা বলবৎ থাকিতে পারে না। ঐ

৩। ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ৫৩০ ধারানুসারে কার্য্য প্রণালী অনুষ্ঠান করার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট প্রথমতঃ এই দেখিবেন যে, বিবাদ মূলে কোন শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা আছে কি না, এবং দ্বিতীয়তঃ, শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা থাকিলে তিনি তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিবেন। কিন্তু এই নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া যদি পুলীশের রিপোর্ট উল্লেখে ঐ ধারানুযায়ী আদেশ প্রচার করেন, তাহা হইলেও ঐ আদেশ দোষশূন্য হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৪৬ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৮৩৫ ইং প্রভেদ প্রদর্শিত হইল।

৪। স্থির হইল যে, ৫৩০ ধারানুযায়ী কার্য্যপ্রণালীতে দখলের পোষকতায় অধিকারের প্রমাণ গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু অধিকারের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নিষ্পত্তি করা অসঙ্গত। ঐ

৫। ভূমি সম্বন্ধীয় বিবাদ হেতু শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা সম্ভাবিত হইলেই মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫৩০ ধারা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে সক্ষম। কিন্তু ঐ ধারা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত না হইলে শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা দৃষ্টে মাজিষ্ট্রেট ঐরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে সক্ষম নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩০৫ ইং।

৬। ঐ ধারানির্দ্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক (preliminary) কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন না করিয়া মাজিষ্ট্রেট ঐ ধারানুযায়ী কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে সক্ষম কি না। ঐ

৭। এক শরিক অপর শরিকের ইচ্ছা ও সম্মতি ব্যতীত এজমালী ভূমির উপরে এক নহবত খানা উঠায়। তদ্ধেতু বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় মাজিষ্ট্রেট প্রথমোক্ত শরিককে নহবত খানার ভূমি দখল দেওয়ার আদেশ দেন। স্থির হইল যে, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫৩০ ধারার নিয়ম এস্থলে খাটেনা, সুতরাং ঐ আদেশ ভ্রমাত্মক। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪২২। ৫৭৩ ইং।

৮। ঐ আদেশের পর খ ঐ ভূমির এজমালী দখলের স্বত্ব সংস্থাপনার্থ দেওয়ানী আদালতে নালীশ উপস্থিত করিয়া প্রার্থনা করে যে ঐ নহবত খানা স্থানান্তরিত করা হউক। খ ডিক্রী পাইলে তাহার ভৃত্য

গণ ঐ ভূমিতে গিয়া নহবত খানা ভাঙ্গিয়া ফেলে। স্থির হইল যে, অন্যায্য ক্ষতি না করায় অপকার করার অপরাধ হয় নাই।

৯। এদেশে এমন কোন নিয়ম নাই যদ্দারা আইনঘটিত এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় যে, কোন পথ বহুকাল পর্য্যন্ত দুই সম্পত্তির মধ্যবর্ত্তী সীমাস্বরূপ থাকিলে, এবং ঐ পথের জন্য আবশ্যকীয় সমগ্র ভূমিই যে ঐ দুই সম্পত্তির কোন এক মালিক ছাড়িয়াছিল এমত প্রমাণ না থাকিলে, ঐ রাস্তার স্থান ও তৎসংলগ্ন ভূমিতে ঐ দুই সম্পত্তিমালিক দ্বয়ের তুল্যাংশ বলিয়া অনুমান করিতে হইবে। ইং লঃ রিঃ ৭ক ১৫১। ২০৬ ইং।

ভেওলী জোত।

মকররী ইজারা।

১। ১৭৯৮ সনে ক এক জমিদারির কিয়দংশ প্রথম চারি বৎসর ৬৲ টাকা হারে বার্ষিক ঠিকা কর ধার্য্যে এক মকররী পাট্টা গ্রহণ করে, এবং চারি বৎসর অতীতে সনং বেশি টাকা হারে বার্ষিক জমা ধার্য্য থাকে। ঐ পাট্টায় এই সর্ত্ত ছিল যে মকররিদার জমির উন্নতি সাধন করিলে তাহার ফল সেই ভোগ করিবেক, এবং সে পাট্টাদাতার অনুমতি ব্যতীত তৎপ্রদত্ত জমি কোন অংশে হস্তান্তর করিতে পারিবেক না। ঐ পাট্টায় উত্তরাধিকারিস্বত্ববোধক কোন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল না। মকররীদার ১৮৭৫ সনে লোকান্তরিত হইলে পাট্টাদাতার উত্তরাধিকারী গণ কএর উত্তরাধিকারী হস্তান্তরগ্রহীতা (assignee) গণ হইতে ঐ ইষ্টেটের দখল পাইবার দাবিতে নালীশ করে। প্রতিবাদীগণ আপত্তি করে যে, তাহারা পাট্টা মূলে হস্তান্তর ও মৌরুসী স্বত্ব লাভ করিয়াছে, সুতরাং ক ও তাহার উত্তরাধিকারী এবং হস্তান্তর গৃহীতাগণ (assignee) ঐ ইষ্টেটে কায়েমী স্বত্ব লাভ করিয়াছে। স্থির হইল যে, কএর জীবিত কাল পর্য্যন্ত পাট্টা লইয়াছিল, উহা কায়েমী নহে। ইং লঃ রিঃ ৫ক ৪০৫। ৫৪৩ ইং।

২। "মকররী" শব্দ ব্যবহার করিলেই এমত বুঝা যাইবেক না যে তদ্দারা মৌরুসী স্বত্বে ইজারা সৃষ্ট হইয়াছে। মকররী সর্ত্তে পাট্টা হইলে, আদালত দলিলের মর্ম্মার্থ ও অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন যে তাহাতে মৌরুসী স্বত্ব বুঝায় কি না। ঐ। ইং লঃ রিঃ ৮ক ৬৬৪ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৩। ১৮১৯ সনের ৮ আইনে ইজারা সম্বন্ধে যে বিধান আছে, তাহা কি প্রকার মকররী সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫৫০ ইং।

৪। পাট্টালিখিত চুক্তি ভঙ্গ হইলে পাট্টা দাতৃবর্গ সকলে স্বেচ্ছাধীন খাস দখল পাইবার সর্ত্ত থাকা সত্বেও, এক কিংবা একাধিক পাট্টাদাতৃগণ অপরের অসম্মতিতে ঐ সর্ত্ত মূলে পাট্টা রহিত করিতে সক্ষম নহে। ঐ রূপ চুক্তি ভঙ্গ হেতু মকররী পাট্টা রহিতের ও সির ভূমির দখলের নালীশে স্থির হইল

যে, সমুদয় শরিক এক যোগে বাদী-শ্রেণীভুক্ত হওয়া আবশ্যক, এবং কোনং শরিক প্রতিবাদীশ্রেণীভুক্ত না হইয়া পাট্টা রহিত হওয়ার আপত্তি করায় বাদীর দাবি-ডিসমিস হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৪৭০ ইং।

৫। এক মকররী পাট্টায় এই সর্ত্ত ছিল যে, এক বৎসরের কর বাকি পড়িলে মোকররি বন্দোবস্ত রহিত হইবেক। পরে কর বাকি পড়ায় উচ্ছেদের নালীশ উপস্থিত হয়। স্থির হইল যে, কর সংক্রান্ত আইনের বিধান না থাকিলেও প্রতি-বাদী গণকে ন্যায্য মতে ভূম্যাধিকারীর কর আদায় করার এমত সুযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য যদ্দ্বারা মকররী বন্দোবস্ত রহিত হইতে না পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৫৬৬ ইং। ৪ক লঃ রিঃ ৪৬১ ইং দেখ।

৬। আরো স্থির হইল যে, ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৫২ ধারার বিধান ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ৭৮ ধারার বিধান সদৃশ, এবং উহা মকররী ইজারা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ঐ বিধানানুযায়ী ১৫দিবস মেয়াদ মধ্যে সুদ সহ বাকি কর আদায় করার আদেশে যে ডিক্রী হয় তাহা সঙ্গত। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৫৬৬ ইং।

৭। "মকররী" শব্দে যে সর্ব্বদা চিরস্থায়ী স্বত্ব বুঝাইবেক এমত নহে। ইজারা পাট্টাতে ঐ শব্দ ব্যবহৃত হইলে তদ্দ্বারা জীবনস্বত্ব বই অন্য কিছু বুঝায় না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৬৬৪ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

তমাদি ১, দেখ

মকররী তালুক।

১। নির্ব্যূঢ় স্বত্বে পুরুষানুক্রমে ভোগ্য মকররী তালুক জমিদার কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলেও, ঐ মকররীদার দায়াদবিহীন হইয়া মরিলে, তালুকগ্রহীতার দায়াদাভাবে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে জমিদারের অধি-কার নাই। দায়াদা ভাবে রাজা ঐ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন; ট্রাষ্ট থাকিলে ঐ ট্রাষ্টের অধীনে ঐ সম্পত্তি লইবেন। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২৮৯। ৩৯১ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

উচ্ছেদ ৪, দেখ

ময়ূরভঞ্জ।

১। মেদিনীপুর নিবাসী ব্রিটিস প্রজা ময়ূর-ভঞ্জের করপ্রদ মহালে অপরাধের অভি-যোগে ময়ূরভঞ্জের মহারাজ সম্মুখে অভি-যুক্ত হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি কটকের কমি-সনরের সম্মুখে মহারাজের বিচারের প্রতি আপত্তি করায় কমিসনর ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রে-টের নিকট উক্ত অভিযোগের বিচার হও-য়ার আদেশ করেন। কমিসনর উক্ত কর-প্রদ মহালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ক্ষমতা-প্রাপ্ত ছিলেন, এবং মাজিষ্ট্রেট আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ক্ষমতাপ্রাপ্তছিলেন। মাজিষ্ট্রেট সম্মুখে বিচার হওয়া কালে অভি যুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিকার নাই বলিয়া আপত্তি করে, ও হাইকোর্টে মাজি-ষ্ট্রেটের কার্য্য রহিত করিবার উদ্দেশে প্রার্থনা করে। স্থির হইল যে, মাজিষ্ট্রেটের এলাকায় অপরাধ সংঘটিত না হিওয়ায় মাজি-ষ্ট্রেটের বিচারাধিকার নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৫২৩ ইং।

২। ময়ূরভঞ্জের করপ্রদ মহাল ব্রিটিষ রাজ্যভুক্ত, কিন্তু তথায় সাধারণ ব্রিটিষ রাজ্যপ্রচলিত আইন ও আদালত সমূহের অস্তিত্ব ও ক্ষমতা থাকা দৃষ্ট হয় না। বিশেষ আইন ও কর্ম্মচারিগণদ্বারা ঐ মহাল শাশিত হইয়া থাকে। ময়ূরভঞ্জ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষমতাই থাকুক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে কোন ব্রিটিষ ডিষ্ট্রিক্টে আইনানুযায়ী বিচার প্রণালী বা অধিকার অর্পিত না হইলে, ঐ ডিষ্ট্রিক্টের আদালত সমূহ অন্য কোন বিচার প্রণালী বা অধিকার অবলম্বনে কার্য্য করিতে সক্ষম নহেন। ঐ

৩। ময়ূরভঞ্জ ব্রিটিশাধিকৃত ভারতবর্ষের অন্তর্গত নহে। কিন্তু ব্রিটিশাধিকৃত ভারতবাসী কোন ব্যক্তি তথায় কোন অপরাধ করিয়া থাকিলে, ১৮৭৯ সনের ২১ আইনের ৯ ধারা মতে সে ব্রিটিশাধিকৃত ভারতবর্ষে তজ্জন্য দণ্ডিত হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৯৮৫ ইং। পূঃ অঃ।

মাজিষ্ট্রেট।

প্রমাণ (স্বীকারে ক্তি) ৭,৮,৯,১০, দেখ

মালিকানা।

তমাদি (১৮৭৭ সনের ১৫ আইন) ৩৩

মিউনিসিপ্যাল।

১। অবধারিত টেক্সের বিরুদ্ধে ১৮৬৪ সনের বঙ্গীয় ৩ আইনের ৩১ ধারানুযায়ী আপীলে মিউনিসিপ্যাল কমিসনরগণ যে আদেশ প্রদান করেন, তাহা রদ করণার্থ ও টেক্স কমাইবার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালীশ চলিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ৩০২। ৪০৯ ইং।

২। ১৮৬৪ সনের ৩ আইন মতে রাজপথ সকল ঐ আইনের চলিত প্রয়োজন সাধন জন্য মিউনিসিপ্যাল কমিসনরগণকে অর্পিত হয়। তদ্দারা ঐ কমিসনরগণকে বা চ্যারম্যানকে ঐ সকল রাজপথ বন্ধ বা অন্য মুখ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৩০৭। ৪২৫ ইং।

৩। মিউনিসিপ্যাল কমিটি ১৮৭৭ সনের ৪ আইনের ৩৯ ধারান্তর্গত রাজকীয় কার্য্যকারক নহেন। অতএব ঐ ধারায় অগ্রে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লওয়ার যে বিধান আছে, তাহা না লইয়াই ঐ সমাজের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনমতে অভিযোগ করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫৬০। ৭৫৮ ইং।

৪। মিউনিসিপ্যাল কমিসনর বা তাহাদিগের কর্ম্মচারীগণ আইনানুযায়ী কার্য্য করিতে যাইয়া বাদীর কোন ক্ষতি করিলে, বাদীর ক্ষতিপূরণের দাবি সম্বন্ধে ১৮৬৪ সনের বঙ্গীয় ৩ আইনের ৮৭ ধারার বিধান প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৮ইং। পূঃ অঃ।

৫। ঐ ধারার প্রথম ভাগে যে নোটিসের বিষয় উল্লিখিত আছে তদ্দারা বিবাদীকে নালীশের খরচ ব্যতীত ক্ষতিপূরণ করিবার অবকাশ দেওয়া হয় মাত্র। ঐ

৬। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল আইনের (১৮৭৬ সনের ৪ আইন) ৭৫ ধারা মতে যে ব্যক্তি লাইসেন্স দিতে বাধ্য, তৎসম্বন্ধে ৭৯ ধারানুযায়ী চ্যায়রম্যানের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত মনে করিতে হইবে। অন্য ব্যক্তি সম্বন্ধে সেই নিয়ম প্রযুক্ত হইবেক না। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে উপযুক্ত আদালতে

৭৭ ধারানুযায়ী জাবেদা বিচার হওয়া আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩২২ ইং।

মিতাক্ষরা।

মিথ্যাভিযোগ।

মুচলীকা (Recognisance)।

১। শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায় মাজিষ্ট্রেট পক্ষগণকে (ভিন্ন২ সংখ্যায়) সাকল্যে সাইট হাজার টাকার অধিক মুচলীকায় আবদ্ধ করেন। মুচলীকার আদেশ সম্পূর্ণ অসঙ্গত বিবেচনায় হাইকোর্ট উহা রদ করিলেন। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৮১। ১১০ ইং।

২। মাজিষ্ট্রেট যে সকল হেতু দর্শে প্রতিভূর টাকার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করেন, হাইকোর্টের আদেশ ক্রমে তিনি তাহাব্যক্ত করিতে বাধ্য। যে ব্যক্তির নিকট সদাচারের প্রতিভূ চাওয়া হয়, তাহাকে প্রতিভূর আবশ্যকীয় সর্ত্ত সমুদায় পালনের ন্যায্য সুযোগ দেওয়া উচিত। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২৭৬। ৩৮৩ ইং।

৩। কোন ব্যক্তির প্রতি (শান্তিরক্ষার্থ) মুচলীকার আদেশ হইলে,তাহার প্রতি শান্তি ভঙ্গের দোষারোপ হয়। পরে যে সকল সাক্ষির সাক্ষ্য দৃষ্টে মুচলীকার টাকা দণ্ডকরা উচিত না হওয়ার কারণ দর্শাইবার আদেশ প্রচারিত হয়, তাহাদের কূট পরীক্ষা করিবার সুযোগ ঐ ব্যক্তিকে না দেওয়া হইলে, ১৮৭১ সনের ১০আইনের ৫০২ ধারা মতে তাহার মুচলীকার টাকা দণ্ডকরা সঙ্গত নহে। ইঃলঃরিঃ৪ক ৬৩৪।৮৬৫ ইং। পূঃঅঃ।

৪। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪৯২ ধারার বিধান নির্দ্দেশসূচক মাত্র, অবশ্য পালনীয় নহে। ঐ ধারানুযায়ী সমনে মুচলীকা ও জামিনের পরিমাণ নিখিত না হইলেই যে, শান্তি রক্ষার জন্য আদালত পরে যে সমস্ত কার্য্য করিবেন তাহা,পণ্ড হইবে এমত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১২৪ ইং।

মৃত্যু।

মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া (Transfer)

১। মুন্সেফ আদালত হইতে ডিষ্ট্রিক্ট জজ

আদালতে কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া হইলে ডিষ্ট্রিক্ট জজ মুন্সেফী কাছারিতে বসিয়া পক্ষগণের সম্মতিক্রমে ও উপস্থিতিতে বিচার করিলে, তাহাতে কোন অসঙ্গত বা অবিচারের কার্য্য হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬৯৪ ইং।

প্রেকৃটিস (ফৌজদারীবিচার) ২৮,৬১ ৭৮,৮৪,দেখ

হাইকোর্ট ১১

মোকদ্দমা খরচ।

১। প্রিবি কৌন্সিলের হুকুমে খরচা দেওয়ার আদেশ স্থলে ঐ খরচের সুদ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকিলে, ঐ হুকুম যে আদালতে জারী করিতে হয়, সুদ সমেত সেই খরচা দেওয়ার আদেশ করিতে সেই আদালত সক্ষম নহেন। কিন্তু উভয় পক্ষ ঐ প্রশ্ন ডিক্রীজারী কারক আদালতের বিবেচনাধীন অর্পণ করিলে, প্রিবি কৌন্সিলের হুকুমে সুদের আদেশ না থাকিলেও ডিক্রীজারীতে সুদ দেওয়া যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১২২। ১৬১ ইং।

২। ডিক্রী পশ্চাতে রদ হইলে ঐ ডিক্রী প্রদত্ত খরচা ফেরত দেওয়ার আদেশ সেই মূল ডিক্রীকারক আদালত কর্ত্তৃক হইতে পারে। কিন্তু ঐ খরচার সুদ দেওয়া যাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১৬৯। ২২৯ ইং।

৩। এক কারবারের কয়েকজন শরিক হাত চিঠার মূলে অপর শরিকগণ হইতে টাকা পাইবার দাবিতে নালীশ করিলে, শরিকগণ মধ্যে কেহ২ বাদীর দাবি ও তাহার উল্লিখিত কারবার স্বীকার করে, এবং অপর কেহ২ উভয় বৃত্তান্তই অস্বীকার করে। আদালত বাদীকে সমু খরচ তাহার দাবি ডিক্রী দেন, এবং যে শরিক প্রতিবাদীগণ দাবি অস্বীকার করিয়াছিল, তাহারা অপর শরিকগণের খরচ দিতে আদিষ্ট হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৮১১ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

৪। বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য সম্বন্ধে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে হিসাব হওয়ার পর ঐ মূল্যের বাকি কতক টাকার দাবিতে নালীশ হওয়ায়, প্রকাশ পায় যে নালীশের পূর্ব্বে প্রতিবাদী ঐ মূল্যের কিঞ্চিৎ ন্যূন টাকা লইতে সাধে, এবং ঐ ন্যূন টাকাই তাহার নিকটে বাদীগণের প্রাপ্য বলিয়া চিঠিতে ব্যক্ত করে। বাদীগণ আপনাদের দাবিকৃত সম্পূর্ণ টাকা ডিক্রী পায়। স্থির হইল যে, ঐ রূপে টাকা যাচ্ঞা করা প্রশস্ত নহে, সুতরাং বাদীগণ আপনাদের খরচ পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩৪৪। ৪৬৮ ইং।

৫। আপীলের স্বত্ব না থাকিলে,তায়দাদ বৃদ্ধি করিয়া আপীলের স্বত্ব জন্মাইবার উদ্দেশে শ্রবণযোগ্য হেতুবাদ সহ অশ্রবণীয় হেতুবাদ সংশ্লিষ্ট করা হইলে, আদালত খরচের আদেশ করিবার সময় এবিষয় বিবেচনা করিতে পারেন। ইঃ লঃ রি ৮ক ৩৩৭ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

অংশীদারি কারবার ৭,দেখ
অবকাশ ১
আপীল ৩
এটর্ণি ও মক্কেল ১,২,৫
কমিশন ১

মোকদ্দমার সহায় ও পোষণ।

১। অপরের মোকদ্দমা সহায়ও পোষণ বিষয়ক চুক্তি প্রেসিডেন্সি নগরে বা মফঃসলে কোন স্থানেই প্রচলিত নহে। মোকদ্দমা সহায়ও পোষণ বিষয়ক চুক্তি ভারতবর্ষীয় আদালতে এই বলিয়া অসিদ্ধ হওয়া উচিত যে উহা সাধারণ নীতি (public policy) বিরুদ্ধ। ঐরূপ চুক্তি যে সর্ব্বদাই অসিদ্ধ হইবে এমত নহে,কারণ অনেক সময়ে দেখা যায় যে, কোন সম্পত্তিতে অর্থীর ন্যায্য স্বত্ব থাকাতে তাহা সমর্থনের সংস্থান না থাকায়, সে অপরের সাহায্য চাহিতে বাধ্য হয়; এবং এ স্থলে ঐরূপ সাহায্য করিলে হক্ এবং ন্যায়ের পরিপোষকতা করা হয়। কিন্তু চুক্তি পূর্ব্বক গৃহীত ও অপরিমিত বা সম্ভাবনাতিরিক্ত, হওয়া দৃষ্ট হইলে, অথবা উহাতে জুয়া খেলা বা অসৎ মোকদ্দমার উৎসাহ দানের ভাব থাকিলে ঐ চুক্তি সাধারণের হিতোদ্দেশক নিয়মের বিরুদ্ধ গণ্য হইবে; এবং ঐরূপ চুক্তির মূলে ফল প্রদান করা উচিত নহে। মোকদ্দমা পোষণের প্রসঙ্গে সেই মোকদ্দমার খরচা বা ক্ষতি পূরণের দাবিতে নালীশ চলিতে পারে না। ঐ তৃতীয় পক্ষের নামে অসঙ্গত রূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করা ঈর্ষামূলক এবং ন্যায্য ও সম্ভাবনীয় কারণাভাবে হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ না দিলে নালীশ চলিবে না। এবং ঐ প্রমাণাভাবে মোকদ্দমার খরচ বা খেসারতের দাবিতে নালীশ, ঐ মোকদ্দমায় চালক, স্বার্থ বিশিষ্ট (কিন্তু পক্ষ স্বরূপ লক্ষীভূত নহে) ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে চলিবে না। ঐ স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তি মোকদ্দমার পক্ষভুক্ত না হইলে, মোকদ্দমার খরচ জন্য জামিন তলব করা, এবং তাহা না দেওয়া পর্য্যন্ত কার্য্য স্থগিত রাখাই সাধারণ রীতি। মোকদ্দমায় তৃতীয় ব্যক্তির স্বার্থ আছে বলিয়া ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৭৩ ধারা মতে তাহাকে পক্ষভুক্ত করার দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইলে, তন্মূলে মোকদ্দমার খরচার দাবিতে নালীশের হেতু জন্মিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১৬৮। ২৩৩ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

২। নালীশের পূর্ব্বে দাবির কিয়দংশ বিক্রয় হইলে, ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক আইনের ২৩ ধারা মতে ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ নহে, এবং ক্রয় হইলে পর ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ একযোগে বাদী হইয়া নালীশ উপস্থিত করিতে পারে। ঐ প্রকার বিক্রয় অসিদ্ধ গণ্য করিলেও, আদৌ যাহারা আপন স্বত্বে নালীশ করিতে পারিত, তাহাদের নালীশ

ডিসমিসের অযোগ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক, ৩১৪ ইং।

মোকদ্দমার মূল্য নির্দ্ধারণ।

মোকদ্দমা রেজেষ্টরী।

মোতল্লি।

মোক্তার নামা।

১। দাতার ঋণ পরিশোধার্থ ক তদনুকূলে তাহার সম্পত্তি বন্ধক দিবার ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতায় এক মোক্তার নামা প্রাপ্ত হইয়া, ঐ দাতার মহাজনের বরাবরে একখত লিখিয়া দেয়। স্থির হইল যে, মোক্তারের কার্য্য ক্ষমতাতিরিক্ত বিধায় দাতা তদ্দ্বারা বাধ্য হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ২৫৩ ইং।

২। মক্কেলের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনীত হইলে, মোক্তার মক্কেলের পক্ষে সমন গ্রহণ করিতে ও আদালতে উপস্থিত হইতে অস্বীকৃত হইতে পারে। কিন্তু মোক্তারনামার ক্ষমতার মূলে সে ইচ্ছামতে কার্য্য করিতে পারে কিংবা নাও করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৩১৭ ইং।

৩। কোম্পানির কাগজসম্বন্ধে 'নিগসিয়েট' (হস্তান্তর) শব্দ ব্যবহৃত হইলে তাহার সঙ্গত ব্যাখ্যা কি। মোক্তার নামায় কোম্পানির কাগজ নিগসিয়েট করিবার ক্ষমতাথাকিলে, ঐ ক্ষমতার মূলে কোম্পানির কাগজ বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৯৩৪ ইং। দেঃ আঃ রিঃ।

মোজাহেম।

ম্যানেজার।

১। ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন মতে নিয়োজিত ম্যানেজার ঐ আইনের ১৮ ধারা মতে আদালতের অনুমতি না লইয়া নাবালগের সম্পত্তি বন্ধক দিলে, বন্ধক অসিদ্ধ হইবেক। বন্ধকগৃহীতার নালীশ মতে সম্পত্তি নিলাম হইয়া বন্ধকগৃহীতা কর্ত্তৃক ক্রীত হইলে, এবং পরে তৃতীয় ব্যক্তি নাবালগের প্রতিনিধি প্রদত্ত বন্ধক বিষয় জানিয়া বন্ধকগৃহীতা হইতে ক্রয় করিলে, নাবালগ ঐ সম্পত্তি পুনঃপ্রাপণার্থ নালীশ করিতে পারে। তাহাতে ঐ ক্রেতাগণ পূর্ব্ব ডিক্রী দ্বারা রক্ষা পাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২০৫। ২৮৩ ইং।

যাচ্ঞা।

১। কোন বাটীর মালিক আপন

এজেণ্ট দ্বারায় বাটীর ভাড়ার বিল ভাড়াদারের নিকট পাঠায়। ভাড়াদার ভাড়ার টাকা তাহার এটর্ণিকে দেওয়ার আদেশ যুক্ত চেক ঐ এজেণ্টকে দেন। এটর্ণি চেক ভাঙ্গাইয়া এজেণ্টকে টাকা দেয়। এবং এজেণ্ট সেই টাকা উক্ত বাটীর মালিকের এটর্ণিকে লইতে সাধে। কিন্তু ঐ এটর্ণি তাহা লইতে অস্বীকৃত হয় এবং টাকা ভাড়াদারের এটর্ণিকে ফেরত দেওয়া যায়। স্থির হইল যে এমতাবস্থায় টাকা লইতে যে যাচ্ঞা হইয়াছিল তাহা টাকা দেওয়ার তুল্য। আরো নির্দ্দিষ্ট হইল যে, যদিও সাধারণ নিয়ম এই যে, টাকা লইতে বাধা সত্ত্বেও তাহা না লইলে প্রতিবাদীর খরচ প্রাপণে স্বত্ববান হওনার্থ সেই টাকা আদালতে দাখিল করা উচিত, তথাপি উপস্থিত স্থলে টাকা লইতে যে যাচ্ঞা হইয়াছিল তাহাই টাকা দেওয়ার তুল্য পরিগণিত হওয়ায় খরচ সমেত এই নালীশ ডিসমিস করাইতে প্রতিবাদিনীর অধিকার আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪২১। ৫৭২ ইং।

মোকদ্দমা খরচ ৪, দেখ যোগসাজস।

উৎসৃষ্ট সম্পত্তি ১০, দেখ তমাদি (১৮৭১ সনের ৯ আইন) ২০

রফা ১

শরিক ১

যৌতুক।

পতি ও স্ত্রী ৬

রফা।

১। মাতা নাবালিকা কন্যা'র অভিভাবিকা স্বরূপে নালীশ উপস্থিত করায় প্রতিবাদীর আংশিক অনুকূলে ও আংশিক প্রতিকূলে নিষ্পত্তি হওয়াতে প্রতিবাদী আপীল করে। কিন্তু মাতার কন্যার সহিত রফা হইয়াছে বলিয়া সেই রফার সর্ত্তমতে প্রতিবাদী আপীল উঠাইয়া লয়। পরে ঐ রফা প্রতারণা যোগসাজস মূলক বলিয়া ঐ কন্যার নালীশে উহা রদ হয় এবং পূর্ব্বনিষ্পত্তি যে পরিমাণে বাদিনীর স্বার্থের প্রতিকূল হইয়াছিল, সেই পরিমাণে তাহার পুনর্ব্বিচারের আদেশ হয়। স্থির হইল যে, প্রতিবাদী তাহার পূর্ব্ব আপীল চালাইবার প্রার্থনা করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে, কারণ ঐ রফা রদ হওয়াতে উভয় পক্ষ পূর্ব্ব স্বত্বে পুনঃ সংস্থাপিত হয়। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১৩৪। ১৮৪ ইঃ প্রিঃ কৌঃ।

২। ১৮৭৯ সনে ক খ নামক দুই ভ্রাতা কালেক্টরীতে পারিবারিক সম্পত্তির বিভাগের অঙ্গীকার সম্বলিত এক রফানামা দাখিল করে। খ ইতিপূর্ব্বে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজ ও ভ্রাতৃগণের পক্ষে কার্য্য করে। ক উক্ত রফানামার সর্ত্ত প্রতিপালন জন্য নালীশ করিলে খ এই বলিয়া আপত্তি করে যে বাদী তাহার অনভিজ্ঞতা ও অপ্রবীণতা হেতু উপকৃত হওয়ায় ঐ রফানামার চুক্তি অসিদ্ধ, এবং ঐ রফানামা সম্পাদনের কোন প্রবৃত্তি ছিল না। পক্ষাপক্ষের সত্ত্ব সম্বন্ধে কোন বিরোধ থাকা প্রকাশ পায়না, এবং তঞ্চকতা বা কোন প্রমাণ উপস্থিত করা হয় না। স্থির হইল যে, বাদী ডিক্রী পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১৩৮ ইং।

৩। কি সর্ত্তে আদালত বকাব সর্ত্ত রদ কবেন তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। ঐ

চুক্তি ১১ দেখ

নাবালগ ২, ৩

প্রেবটিস (ডিক্রীজাবী) ৩১

রাজপথ প্রতিবোধ (বাধাজন্মান)

বাজপথেব উপবে অববোধ হেতু ব্যক্তি বিশেষেব ক্ষতি জন্মিলে, ফৌজদারী কার্য্যবিধিব ৫১৮ এবং তৎপববর্ত্তী কতিপয় ধাবাতে মাজিষ্ট্রেটেব সমক্ষে বিচাবেব বিধান সত্বেও এবং ঐ ব্যক্তি ক্ষতিপূবণ পাইতে স্বত্ববান হইলেও, ঐ অপকাবজনক বস্তু বহিত বা দূব কবাইবার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালীশ উপস্থিত কবিতে তাহাব অধিকাব আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৪। ২০ ইং পৃঃ অং।

বায।

বিচাবাধিকাব ৪ দেখ

রেজেষ্টবি আইন।

১। কোন কবালা বেজেষ্টবি কবা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বেজেষ্টবীকৃত হইয়া থাকিলে,ঐ কবালাব লিখিত সম্পত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বেব আব এক কবালা বেজেষ্টবী কবা স্বেচ্ছাধীন বলিয়া বেজেষ্টবীকৃত না হইয়া থাকিলে, ঐ বেজেষ্টবীকৃত কবালা পূর্ব্বতন বেজেষ্টবি বিহীন কবালাব বিপক্ষে ফলদায়ক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩৯৬।৫৩৬ ইং।

২। ১৮৬৮ সালেব ১ আইনেব ৬ ধাবার বিধানমতে মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াব কালে বেজেষ্টবী বিষয়ক যে আইন প্রচলিত থাকে, তাহাই সেই মোকদ্দমায় খাটিবে, ঐ মোকদ্দমার বিচারকালে রেজেষ্টরী বিষয়ক যে আইন প্রচলিত থাকে তাহা ঐ মোকদ্দমায় খাটিবে না। ঐ

৩। বেজেষ্টরি আইনেব ১৭ ধারামতে যে দলীল রেজেষ্টবী হওয়া আবশ্যক তাহা বেজেষ্টবী না হইলে ঐ দলিলের লিখিত সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণযোগ্য না হইলেও উহা ১৮৭১ সনেব তমাদি আইনের ২০ ধাবাব গ প্রকবণ মতে ঋণস্বীকার পত্রেব ন্যায় প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক, এবং তদ্দ্বাবা তমাদিব নূতন মেয়াদ গণ্য হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ১৬০। ২১৫ ইং

৪। ১৮৭১ সনেব ৮ আইনেব ৫০ ধাবাব সঙ্গত ব্যাখ্যা এই যে যে স্থলে দুই সাধু ব্যক্তি কর্ত্তৃক একশত টাকাব ন্যূন মূল্যেব সম্পত্তি ক্রীত হয়, এবং তাহাদের মধ্যে একজন বেজেষ্টবীকৃত এবং অন্যজন বেজেষ্টবীবিহীন দলিল দ্বাবা ক্রয় কবে, সে স্থলে তঞ্চকতা মূলক কোন ঘটনা না থাকিলে যে ব্যক্তি বেজেষ্টবীকৃত দলিল দ্বাবা ক্রয় কবিযাছে তাহাব স্বত্বই বলবৎ গণ্য হইবেক। ঐ ধাবায় এমত কিছুই নাই যাহাতে এই প্রতীতি হয় যে বেজেষ্টরি বিহীন দলিল মূলে দখলবান ব্যক্তির স্বত্ব বেজেষ্টবিযুক্ত দলিলেব ক্রেতার স্বত্ব অপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৪৯ ৩৩৬ ইং।

৫। ১৮৭১ সনেব ৯ আইনের ৪৮ধারায় দখল সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা লিখিত হইযাছে তাহাব অর্থ সংক্ষেপতঃ এই যে দখলেব প্রমাণ না থাকিলেই রেজেষ্টরীবিহীন হস্তান্তব আইন সিদ্ধ হইতে পাবে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক। ঐ

৬। দলীল রীতিমত রেজেষ্টরী করা হইয়াছে বলিয়া রেজিষ্ট্রার যে সার্টিফিকেট লিখেন, উহাকে রেজেষ্টরীর যথার্থ প্রমাণ জ্ঞান করিয়া লইতে আদালত বাধ্য। রেজিষ্ট্রার আইনের বিধান যথোচিতরূপে (strictly) প্রতিপালন করিয়াছেন কিনা আদালত তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিতে সক্ষম নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ৬ ক ২৫ ই।

দণ্ডবিধি ৫ দেখ

নির্দ্দেশসূচক ডিক্রী ৫

প্রমাণ (দলীলী) ১০,১১,২১

রেজেষ্টরি আইন (১৮৭১ সনের ৮ আইন)

১। ১৮৭১ সনের রেজেষ্টরি আইনের বর্ণিত "ডিষ্ট্রিক্ট কোর্ট" শব্দ, রেগুলেশন (regulation) প্রদেশে সাধারণ জেলা কোর্ট বুঝায়। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৯৬। ১৩১ ইং প্রিঃ কৌঃ।

২। ঐ রেজেষ্টরি আইনের ৭৬ ধারার শেষ ভাগে যে বিধান আছে "এই ধারা মতে যে কোন আদেশ করা যায় তাহার বিরুদ্ধে আপীল নাই", তাহা রেজেষ্টরি করাইবার প্রার্থনা গ্রহণের আদেশ সম্বন্ধে যেরূপ প্রযোজ্য ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্যের সম্বন্ধেও সেইরূপ প্রযোজ্য। ঐ দলীল রেজেষ্টরির প্রার্থনা ঐ আইনের ৭৬ ধারা মতে অগ্রাহ্য হইলে ঐ দলীল দ্বারা যাহাদের উপকার হয় তাহারা আবেদা নালীশ করিয়া তাহা দর্শাইতে এবং রেজেষ্টরি করাইয়া লইতে পারে কিনা। ঐ প্রিঃ কৌঃ।

৩। ১৮৬১ সনের ২৩ আইনের ৩৮ ধারার বিধানানুসারে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা গ্রহণের ক্ষমতা সহ ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের সমগ্রকার্য্য রেজেষ্টরি আইন মতে রেজেষ্টরি করিতে বাধ্য করার কার্য্যে প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ঐ।

৪। ১৮৬৬ সনের ২০ আইনের ২৩ ধারা মতে প্রদত্ত ডিক্রীর বিরুদ্ধে অথবা ঐরূপ ডিক্রী জারীতে যে হুকুম হয় তদ্বিরুদ্ধে আপীল চলেনা। ইং লঃ রিঃ ৩ক ৩৮০। ৫১৭ ইং।

৫। কোন দলীল রেজেষ্টরি করণে অসম্মত হইয়া রেজেষ্ট্রার ১৮৭২ সনের ২৩শা আগষ্ট উচিত আদেশ প্রদান করেন। ১৮৭১ সনের ৮ আইন প্রচলিত থাকা কালে ঐ আদেশের পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা উপস্থিত হইলে (ঐ আইন ১৮৭৭ সনের ৩ আইন দ্বারা রদ হওয়ার পর) ১৮৭৭ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে চূড়ান্তরূপে অগ্রাহ্য হয়। স্থির হইল যে ১৮৬৮ সালের ১ আইনের ৮ ধারামতে এই দাবা উপস্থিত হওয়া কালে যে আইন প্রচলিত ছিল তাহাই এই কার্য্যে খাটিবে, সুতরাং ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫১৭। ৭২৭ ইং।

৬। ভূমি আবদ্ধ করিয়া নির্দ্দিষ্টকালের জন্য বার্ষিক ৮৵০ আনা কর দেওয়ার সর্ত্তে এবং ঐ কর হইতে ৬৵ টাকা সুদ স্বরূপ কাটিয়া রাখার সর্ত্তে দলীল দ্বারা ৯৫ টাকা কর্জ্জ লওয়া হয়, এবং এই দলীল মূলে জারি পেশগী পাট্টা গৃহীতা ঐ ভূমির দখলপায়, এই প্রকার দলীল

৩। কি সর্ত্তে আদালত রফাব সর্ত্ত রদ করেন তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। ঐ

চুক্তি ১১ দেখ
নাবালগ ২, ৩
প্রেকটিস (ডিক্রীজারী) ৩১

রাজপথ প্রতিবোধ (বাধাজন্মান)

রাজপথের উপরে অবরোধ হেতু ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি জন্মিলে, ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৫১৮ এবং তৎপরবর্ত্তী কতিপয় ধারাতে মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে বিচারের বিধান সত্ত্বেও এবং ঐ ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাইতে স্বত্ববান হইলেও, ঐ অপকারজনক বস্তু রহিত বা দূর করাইবার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালীশ উপস্থিত করিতে তাহার অধিকার আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৪। ২০ ইং পৃঃ অঃ।

রায়।

বিচারাধিকার ৪ দেখ

রেজেষ্টরি আইন।

১। কোন কবালা রেজেষ্টরি করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া রেজেষ্টরীকৃত হইয়া থাকিলে, ঐ কবালার লিখিত সম্পত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বের আর এক কবালা রেজেষ্টরী করা স্বেচ্ছাধীন বলিয়া রেজেষ্টরীকৃত না হইয়া থাকিলে, ঐ রেজেষ্টরীকৃত কবালা পূর্ব্বতন রেজেষ্টরি বিহীন কবালার বিপক্ষে ফলদায়ক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬৯৬।৫৩৬ ইং।

২। ১৮৬৮ সালের ১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ার কালে রেজেষ্টরী বিষয়ক যে আইন প্রচলিত থাকে, তাহাই সেই মোকদ্দমায় খাটিবে, ঐ মোকদ্দমার বিচারকালে রেজেষ্টরী বিষয়ক যে আইন প্রচলিত থাকে তাহা ঐ মোকদ্দমায় খাটিবে না। ঐ

৩। রেজেষ্টরি আইনের ১৭ ধারামতে যে দলীল রেজেষ্টরী হওয়া আবশ্যক তাহা রেজেষ্টরী না হইলে ঐ দলিলের লিখিত সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণযোগ্য না হইলেও উহা ১৮৭১ সনের তমাদি আইনের ২০ ধারার গ প্রকরণ মতে ঋণস্বীকার পত্রের ন্যায় প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক, এবং তদ্দ্বারা তমাদির নূতন মেয়াদ গণ্য হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ১৬০। ২১৫ ইং

৪। ১৮৭১ সনের ৮ আইনের ৫০ ধারার সঙ্গত ব্যাখ্যা এই যে যে স্থলে দুই সাধু ব্যক্তি কর্ত্তৃক একশত টাকার ন্যূন মূল্যের সম্পত্তি ক্রীত হয়, এবং তাহাদের মধ্যে একজন রেজেষ্টরীকৃত এবং অন্যজন রেজেষ্টরীবিহীন দলিল দ্বারা ক্রয় করে, সে স্থলে তঞ্চকতা মূলক কোন ঘটনা না থাকিলে যে ব্যক্তি রেজেষ্টরীকৃত দলিল দ্বারা ক্রয় করিয়াছে তাহার স্বত্বই বলবৎ গণ্য হইবেক। ঐ ধারায় এমত কিছুই নাই যাহাতে এই প্রতীতি হয় যে রেজেষ্টরি বিহীন দলিল মূলে দখলবান ব্যক্তির স্বত্ব রেজেষ্টরিযুক্ত দলিলের ক্রেতার স্বত্ব অপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৪৯ ৩৩৬ ইং।

৫। ১৮৭১ সনের ৯ আইনের ৪৮ধারায় দখল সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা লিখিত হইয়াছে তাহার অর্থ সংক্ষেপতঃ এই যে দখলের প্রমাণ না থাকিলেই রেজেষ্টরীবিহীন হস্তান্তর আইন সিদ্ধ হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক। ঐ

৬। দলীল রীতিমত রেজেষ্টরী করা হইয়াছে বলিয়া রেজিষ্ট্রার যে সার্টিফিকেট লিখেন, উহাকে রেজেষ্টরীর যথার্থ প্রমাণ জ্ঞান করিয়া লইতে আদালত বাধ্য। রেজিষ্ট্রার আইনের বিধান যথোচিতরূপে (strictly) প্রতিপালন করিয়াছেন কিনা আদালত তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিতে অক্ষম নহেন। ইঃ লঃ বিঃ ৬ ক ২৫ ই।

দণ্ডবিধি ৫ দেখ
নির্দ্দেশসূচক ডিক্রী ৫
প্রমাণ (দলীলী) ১০,১১,২১

রেজেষ্টরি আইন (১৮৭১ সনের ৮ আইন)

১। ১৮৭১ সনের রেজেষ্টরি আইনের বর্ণিত "ডিষ্ট্রিক্ট কোর্ট" শব্দ, রেগুলেষণ (regulation) প্রদেশে সাধারণ জেলা কোর্ট বুঝায়। ইঃ লঃ বিঃ ২ক ৯৬। ১৩১ ইং প্রিঃ কৌঃ।

২। ঐ রেজেষ্টরি আইনের ৭৬ ধারার শেষ ভাগে যে বিধান আছে "এই ধারা মতে যে কোন আদেশ করা যায় তাহার বিরুদ্ধে আপীল নাই", তাহা রেজেষ্টরি করাইবার প্রার্থনা গ্রহণের আদেশ সম্বন্ধে যেরূপ প্রযোজ্য ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্যের সম্বন্ধেও সেইরূপ প্রযোজ্য। ঐ দলীল রেজেষ্টরির প্রার্থনা ঐ আইনের ৭৬ ধারা মতে অগ্রাহ্য হইলে ঐ দলীল দ্বারা যাহাদের উপকার হয় তাহারা আবেদা নালীশ করিয়া তাহা দর্শাইতে এবং রেজেষ্টরি করাইয়া লইতে পারে কিনা। ঐ প্রিঃ কৌঃ।

৩। ১৮৬১ সনের ২৩ আইনের ৩৮ ধারার বিধনানুসারে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা গ্রহণের ক্ষমতা সহ ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের সমগ্রকার্য্য রেজেষ্টরি আইন মতে রেজেষ্টরি করিতে বাধ্য করার কার্য্যে প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ঐ।

৪। ১৮৬৬ সনের ২০ আইনের ২৩ ধারা মতে প্রদত্ত ডিক্রীর বিরুদ্ধে অথবা ঐরূপ ডিক্রী জারীতে যে হুকুম হয় তদ্বিরুদ্ধে আপীল চলেনা। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩৭০। ৫১৭ ইং।

৫। কোন দলীল রেজেষ্টরি করণে অসম্মত হইয়া রেজেষ্ট্রার ১৮৭২ সনের ২৩শা আগষ্ট উচিত আদেশ প্রদান করেন। ১৮৭১ সনের ৮ আইন প্রচলিত থাকা কালে ঐ আদেশের পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা উপস্থিত হইলে (ঐ আইন ১৮৭৭ সনের ৩ আইন দ্বারা রদ হওয়ার পর) ১৮৭৭ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে চূড়ান্তরূপে অগ্রাহ্য হয়। স্থির হইল যে ১৮৬৮ সালের ১ আইনের ৬ ধারামতে এই কার্য্য উপস্থিত হওয়া কালে যে আইন প্রচলিত ছিল তাহাই এই কার্য্যে খাটিবে, সুতরাং ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫১৭। ১২৭ ইং।

৬। ভূমি আবদ্ধ করিয়া নির্দ্দিষ্টকালের জন্য বার্ষিক ৮৸৹ আনা কর দেওয়ার সর্ত্তে এবং ঐ কর হইতে ৬৸ টাকা সুদ স্বরূপ কাটিয়া রাখার সর্ত্তে দলীল দ্বারা ৯৫ টাকা কর্জ্জ লওয়া হয়, এবং এই দলীল মূলে জারি পেশগী পাট্টা গৃহীতা ঐ ভূমির দখলপায়, এই প্রকার দলীল

রেজেষ্টরি করা অবশ্য কর্ত্তব্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ৪৪। ৬১ ইং।

৭। ক এক বন্ধকী পত্রের করারমতে টাকার দাবিতে ছোট আদালতে নালীশ করে। ঐ দলীল রেজেষ্টরী না হওয়ায় উহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য নহে বলিয়া ঐ আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয়। স্থির হইল যে, ঐ রেজেষ্টরী বিহীন বন্ধকী পত্রে যে স্বত্ব আছে তদ্দৃষ্টে বন্ধকী পত্র অবিভাজ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, অর্থাৎ তল্লিখিত ঋণ ও বন্ধক পরস্পর হইতে পৃথক করা যাইতে পারে না। অতএব ঐ দলীল যে কার্য্য সম্বন্ধের রেজিষ্টরী করিবার আবশ্যক ছিল না, সেই কার্য্য সপ্রমাণার্থে ১৮৭১ সালের ৮ আইনের ৪৯ ধারা দৃষ্টে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬০। ৮৩। ইং রেজিষ্টরী আইন ৩,৪,৫,৬ দেখ

রেজেষ্টরী (১৮৭৭সনের ৩আইন)

১। ক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বাচনিক অঙ্গীকার করে; এবং তদনুসারে সে খকে দুই মকররী ইজারা পাট্টা লিখিয়া দেয়। ইজারা পাট্টা রেজেষ্টরীকৃত হয় না। পরে ক গ ও ঘকে পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তির আর এক মকররী ইজারা পাট্টা লিখিয়া দেয়। গ ও ঘ তৎকালে প্রথম ইজারার বিষয় অবগত ছিল। খ গও ঘকে পক্ষভুক্ত করিয়া কএর বিরুদ্ধে চুক্তি সম্পাদনের নালীশ করায় স্থির হইল যে, ১৮৭৭ সনের ৪৯ ও ৫০ ধারার বিধান স্বত্বে ও খ গ ও ঘএর ইজারা রহিত পূর্ব্বক বিশেষ প্রতিকারের ডিক্রী পাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৫৩৪ ইং।

২। যে সমস্ত দলিল রেজেষ্টরী করা স্বেচ্ছাধীন তাহা, ১৮৭৭ সনের ৩ আইনের পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, রেজেষ্টরী বিহীন বিধায় পরবর্ত্তী (later) রেজেষ্টরীকৃত দলীলের বিরুদ্ধে ফল দায়ক হইবে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৫৭০ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ২ আ ৮৫১ ইং অনুসৃত হইল। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫৩৬ ইং আলোচিত হইল।

৩। পাট্টা প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হওয়ার পূর্ব্বে রেজেষ্টরী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু পাট্টা গ্রহণের প্রস্তাব বা ডৌল দরখাস্ত রেজেষ্টরী হওয়া আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১০৩ ইং ও ১০৮ ইং। পূঃ অঃ।

৪। কিন্তু ঐ প্রস্তাব যদি এমত ভাবে স্বীকৃত হয় যে ঐ প্রস্তাব ও স্বীকার উক্তি মূলে কোন লিখিত চুক্তি হইয়াছে বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ঐ চুক্তি পত্র রেজেষ্টরী হওয়া আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১০৩, ১০৮, পূঃ অঃ। এবং ৭১৭ ইং। ১৪ উঃ রিঃ ১৭৮ ইং। এবং ১৭ উঃ রিঃ ৫০৯ ইং। প্রভেদ প্রদর্শিত হইল।

৫। পূর্ব্ববর্ত্তী রেজেষ্টরী বিহীন বিক্রয় কবালার মূলে যে ব্যক্তি দখল কার হয়, তাহার স্বত্ব দখল বিহীন পরবর্ত্তী রেজেষ্টরী কৃত দলীল-গৃহীতা অপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী। প্রথম ক্রেতার দখল থাকায় দ্বিতীয় ক্রেতা তাহার স্বত্বের বিষয় অবগত থাকা অনুমান হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১৫৩ ইং।

৬। এক ব্যক্তি একই স্থাবর সম্পত্তি দুইবারে ভিন্ন২ ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে। প্রথমতঃ সে রেজেষ্টরী বিহীন কবালা দ্বারা ১০০৲ একশত টাকার ন্যুন মূল্যে বিক্রয় করতঃ বিক্রেতাকে দখল ছাড়িয়া দেয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রথমোক্ত ক্রেতার যৎকালে দখল ছিল না, ঐ ব্যক্তি তৎকালে রেজেষ্টরীকৃত কবালা দ্বারা দ্বিতীয়বার অপর এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে। প্রথমোক্ত ক্রেতা দখলের নালীশ করায় স্থির হইল যে, বিক্রেতা প্রথম ক্রেতার নিকট দখল ছাড়িয়া দিয়া থাকিলে, সে যদিও দ্বিতীয় তারিখ পর্য্যন্ত ও দখলকার থাকে, তথাপি ১৮৭৭ সনের ৩ আইনের ৫০ ধারার বিধান কোন প্রকার অতিক্রান্ত হইবেক না। রেজেষ্টরী বিহীন দলিল কখন ও রেজেষ্টরীকৃত দলিল অতিক্রম করিবেক না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৫৯৭ ইং। পূঃ অঃ।

৭। দলিল লিখিয়া দেওয়ার বিবরণ স্বীকার করিতে অসম্মত হওয়া ১৮৭৭ সনের রেজেষ্টরী আইনের মর্ম্মানুযায়ী দলিল সম্পাদন অস্বীকার করা গণ্য হইবেক। দলিল সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্য উপস্থিত হইতে অকারণ বা শৈথিল্য বশতঃ অসম্মত হওয়াও দলিল সম্পাদন অস্বীকার স্বরূপ গণ্য হইবেক। এইরূপ দলিল সম্পাদন অস্বীকার হইলে ঐ দলিল রেজেষ্টরী করিবার জন্য ৭৭ ধারা মতে নালীশ উপস্থিত করা যাইতে পারে। রেজিষ্ট্রারকে এই মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত করা আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৩২৯। ৪৪৫ ইং।

৮। যে স্থলে অবিভাজ্য রূপে কার্য্য হয়, এবং ঐ কার্য্যের দলিল আইন অনুসারে রেজেষ্টরি হওয়া আবশ্যক সে স্থলে ঐ দলিল রেজেষ্টরি না হইলে উহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না, কিন্তু বিভাজ্য কার্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম খাটিবেক না; যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুদ সহ টাকা পরিশোধ করিবার অঙ্গীকারে যে স্থলে তমঃসুক সম্পাদিত হয় ও তাহাতে আরো এই প্রকার একরার থাকে যে, ঐ তমঃসুকের লিখিত কতক সম্পত্তি ঐ টাকার মাতবরিতে আবদ্ধ থাকিবেক, সে স্থলে এইরূপ একরার বিশিষ্ট রেজেষ্টরী বিহীন দলিলের মূলে ঐ টাকার দাবিতে নালীশ হইলে ঐ দলিল কর্জ টাকার প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে, যদিও উহা বন্ধক সম্বন্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৪৫৫। ৬১১ ইং। ২কঃ লঃ রিঃ ৪২৮ এবং ৪ বেঃ লঃ রিঃ ১৮ ফুল বেঞ্চ দেখ।

৯। ৩০ দিবস মধ্যে এক কবালা পত্র লিখিয়া দেওয়ার সর্ত্তে বিক্রেতা এক বায়না পত্র লিখিয়া দেয়, এবং কবালা লিখিয়া না দিলে ঐ বায়না পত্রই কবালা স্বরূপ গণ্য হইবেক বলিয়া একরার করে। বিক্রেতা কবালা লিখিয়া না দেওয়ায় বায়না পত্রের তারিখ হইতে ৪মাস অতীতে ক্রেতা ঐ দলিল রেজেষ্টরী করিবার জন্য উপস্থিত করে। স্থির হইল যে, পক্ষা পক্ষের আচরণ দ্বারা তমাদির নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, এবং ঐ চারি মাস অতীতে রেজেষ্টরী হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬১২। ৮২০ ইং।

১০। যে স্থলে দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম (রেজেষ্টরী বিহীন দলিল ক্রমে) ক্রেতার স্বত্ব অবগত হইয়া ও রেজেষ্টরীকৃত দলিল ক্রমে ক্রয় করে, কেবল সে স্থলেই দ্বিতীয় ক্রেতার বিরুদ্ধে প্রথম ক্রেতার স্বত্ব প্রবল। ঐ

১১। বিঃ প্রিন্সেপ। প্রথম (রেজেষ্টরী বিহীন দলিল ক্রমে) ক্রেতা হইতে যে, ব্যক্তি ভূমি জোত করে দ্বিতীয় (রেজেষ্টরীকৃত দলিল ক্রমে) ক্রেতা তাহাকে উচ্ছেদ করিবার নালীশ করিলে সফল হইবেক না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৫৯৭ ইং।

১২। বিঃ গার্থ। ১৮৮২ সনের ৪ আইনের ৫৪ ধারা মতে স্বেচ্ছাধীন রেজেষ্টরী করিবার বিধান এক প্রকার রহিত হইয়াছে। ঐ

১৩। দলিল দাতা নাবালগ বিধায় রেজেষ্টার দলিল রেজেষ্টরী করিতে অস্বীকৃত হইলে, এই প্রশ্ন দেওয়ানী আদালতে উত্থাপিত হইয়া মীমাংসিত হইতে পারে; ইহাই ১৮৭৭ সনের ৩ আইনের ৩২ ধারার উদ্দেশ্য ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৯৬৭ ইং।

রেহান।

লবন।

নিমক মহালের জমা সাব্যস্ত। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৯৫ ইং।

লাইসেন্স।

রেস্পণ্ডেণ্ট।

রেহান।

রেহানী তমঃস্সুক।

লাখেরাজ।

১। লাখেরাজ ভূমিতে বাদিনীর দখল থাকার কালে প্রতিবাদীগণ ছোট আদালতে তাহার বিরুদ্ধে করের দাবিতে নালীশ করিয়া ডিক্রী পায়। ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল না থাকায়, এবং ঐ ভূমিতে তাহার লাখেরাজ স্বত্বের হানি হওয়ায় বাদিনী তাহার লাখেরাজ স্বত্ব নির্দ্দেশার্থে নালীশ করে। স্থির হইল যে এই নালীশ চলিতে পারেনা। এস্থলে বাদিনীর প্রতিকার লাভের উপায়ান্তর নাই এমত নহে, কারণ করের দাবিতে পুনর্ব্বার নালীশ হইলে, সেই নালীশ উপস্থিত করিয়া তাহার নিজের মোকদ্দমা নিষ্পন্ন ও তাহার চূড়ান্ত প্রতিকার প্রদত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিপক্ষকে মোকদ্দমা চালাইতে নিবারণের আজ্ঞার জন্য প্রার্থনা করিতে পারে করের দাবিতে পুনরায় নালীশ উপস্থিত হইলে বাদিনী তাহার লাখেরাজ স্বত্বের কথা পুনরায় উত্থাপন করিতে পারে। করের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে ছোট আদালতের ক্ষমতা নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪৫১। ৬১২ ইং।

২। লাখেরাজ দান সম্বন্ধীয় আইন পর্য্যালোচিত ও ব্যাখ্যাত হইল। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২৩০ ইং।

৩। যে ব্যক্তি ১৭৯০ সনের ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী বাদশাহী দান মূলে দাবি করে সে ১৭৯০ সনের ১লা ডিসেম্বর

হইতে ঐ লাখেরাজ জমি ভোগ করিতেছে সপ্রমাণ করিতে পারিলে, গবর্ণমেণ্ট (নিলাম ক্রেতা) বা অন্য কোন ব্যক্তি ঐ লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিতে সক্ষম হইবেক না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২৩০ ইং।

৪। যে ব্যক্তি লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করিতে চাহে তাহার আদৌ ইহা সপ্রমান করা কর্ত্তব্য যে ১৭৯০ সনের ১লা ডিসেম্বরের পরে ঐ ভূমির কর আদায় করা হইয়াছে। ঐ

প্রমাণের ভার ৪,৬,১৫, দেখ

স্বত্ব নির্দ্দেশ সূচক ডিক্রী ৪

লিস্ পেণ্ডেন্স।

বন্ধক ১,১০,২৯

বাঁধ।

১। যে স্থলে প্রতিবাদী বাঁধ স্থির রাখিয়া দীর্ঘকাল ব্যবহার জনিত স্বত্ব দর্শায় এবং সেই বাঁধ নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার জন্য অগ্রে সাবধান হওয়ার ন্যায্য এবং উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, সে স্থলে অনিবার্য্য দৈব ঘটনায় জল বর্দ্ধিত হইয়া বহির্গত হইলে, তদ্দ্বারায় অপরের ফসলের যে ক্ষতি হয় তজ্জন্য প্রতিবাদীকে দায়ী করা যাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫৭০। ৭৭৬ ইং।

২। নদী প্রতিবাদীর ভূমিস্থিত বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাদীর ক্ষতি করায়, বাদী বর্ত্তমান নালীশ করে। তাহাতে প্রকাশ পায় যে প্রতিবাদীগণ যে কবুলীয়ত মূলে গবর্ণমেণ্ট হইতে ঐ ভূমি ভোগ দখল করে ঐ কবুলীয়তে এই সর্ত্তছিল যে অনাবৃষ্টি বা জলাতিশয্য হেতু জমিদার কর দিতে আপত্তি করিতে পারিবেক না, এবং তদ্ধেতু তাহার যে ক্ষতি হইবে তাহা সে স্বয়ংই বহন করিবেক। আরো এই সর্ত্তছিল যে সে যথা সময়ে বাঁধ প্রস্তুত ও মেরামতাদি করিবেক, এবং তাহাতে শৈথিল্য হইলে স্বয়ং ক্ষতির জন্য দায়ী হইবেক। কবুলীয়তের সময়ে বাঁধ বর্ত্তমান ছিল কি না তদ্বিষয় কিছু জানা যায় না। প্রতিবাদীগণ বাঁধ মেরামতের খরচ বাবদ গবর্ণমেণ্ট হইতে বার্ষিক কিছু২ টাকা পাইত বলিয়া সপ্রমাণ হয়। কিন্তু ঐ কবুলীয়তে তদ্বিষয় কোন প্রসঙ্গ ছিল না, এবং কি একরারের মূলে ঐ টাকা প্রদত্ত হইত তদ্বিষয় কোন প্রমাণ দেওয়া হয় না। স্থির হইল যে প্রতিবাদীগণ সাধারণ প্রথা বা আইন মতে ঐ বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৫০৫ ইং।

৩। কোন্২ অবস্থায়, প্রতিবাদীগণ বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য হইবেক তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। ঐ বাঁধ বিষয়ক ১৮৭৩ সনের বঙ্গীয় ৬ আইন ১৭৯৩ সালের ২, ৮ ও ৩৩ আইন ১৮০৬ সনের ৬ আইন, ১৮২৯ সনের ১১ আইন, এবং ১৮৫৫ সনের ৩২ আইন আলোচনা করা গেল। ঐ

বাকিকর।

১। যে নালীশ বস্তুতঃ ভূমি ভোগ দখলের খেসারতের দাবিতে উপস্থিত হয় তাহা ১৮৬৯ সনের ৮ আইনের ৫২ ধারানুযায়ী বাকিকরের নালীশ বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২৬৯। ৩৭৪ ইং।

২। নির্দ্দিষ্ট অবিভক্ত করে একমালী

ভূমি প্রজাকে দেওয়া হইলে সেই অবিভক্ত কর ঐ ভূমির সমস্ত শরিকের প্রাপ্য এবং ঐ করের জন্য নালীশ করিতে হইলে সমুদয় শরিকেরই নালীশ করা কর্ত্তব্য। অপর শরিকগণকে পক্ষ করিয়াই হউক বা না করিয়া হউক কোন এক শরিক পৃথক রূপে আপন অংশের করের দাবিতে নালীশ করিতে পারে না। কিন্তু প্রজাকে অর্পিত ঐ ভূমির এজমালী ভাবের নিবৃত্তি হইলে এবং উহার ভিন্ন২ অংশ ভিন্ন২ মালীকের সম্পত্তি হইলে মালীকগণ আপন২ অংশের করের দাবিতে অপর মালীকগণকে পক্ষ করিয়া নালীশ করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬৪। ৮৯ ইং।

৩। প্রতিবাদীগণ বাদীর বরাবরে কর আদায় পূর্ব্বক এক তালুকের মালিক ছিল। ১২৭৯ সনে ঐ তালুকের ঊর্দ্ধতন জমিদারী বাটোয়ারা হওয়ায় বাদী একক উক্ত তালুকের মালীকি স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া, অন্যান্য ব্যক্তিগণ সহ ঐ তালুকের মালিকী স্বত্ব প্রাপ্ত হয়। ঐ বাটোয়ারার পর বাদী নিজ অংশের বাকিকরের দাবিতে নালীশ করায় স্থির হইল যে বাদীর অপর শরিকগণকে পক্ষভুক্ত করা উচিত ছিল, এবং তাহাদিগের অনুপস্থিতিতে নালীশ অচল। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২৭৭ ইং।

৪। আরো স্থির হইল যে, আপীলে শরিকগণকে পক্ষভুক্ত করার অভিপ্রায়ে আরজি সংশোধন করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। ঐ

৫। যে স্থলে মহালের শরিকগণও প্রজার মধ্যে এই বন্দোবস্ত হয় যে মোট করের হারা হারি মত প্রত্যেক শরিকের যে অংশ প্রাপ্য হয় তাহা প্রজা প্রত্যেক শরিককে দিবে সেই স্থলে প্রত্যেক শরিক আপন অংশের করের দাবিতে প্রজার বিরুদ্ধে পৃথক নালীশ উপস্থিত করিতে পারে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা অথবা এমত ব্যবহার বা প্রথা দ্বারা ঐরূপ বন্দোবস্ত সপ্রমাণিত হইতে পারে যদ্দারা ঐ বন্দোবস্ত থাকার অনুমান হইতে পারে। ঐরূপ বন্দোবস্ত সমগ্র জোতের মূল পাট্টার স্থায়ীত্বের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গত। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৭০। ৯৬ ইং। পুঃ অঃ।

৬। এজমালী প্রজা কতিপয় শরিক ভূম্যধিকারীগণকে একযোগে কর দিয়া আসিলে এক শরিক অপর শরিকগণকে রীতিরক্ষার্থে প্রতিবাদী করিয়া তাহার বিরুদ্ধে নালীশ করে, প্রজা সমুদয় কর অপর শরিকগণকে দিয়াছে বলিয়া জবাব দেয়, এবং শরিক বিবাদীগণ তাহা প্রাপ্তি স্বীকার করে। স্থির হইল যে, এই নালীশ ডিসমিস হইবে। শরিক বাদী আপন প্রাপ্য টাকার দাবিতে অপর শরিকগণ বিরুদ্ধে নালীশ করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২৫৯। ৩৫০ ইং।

৭। ১৮৬২ সনের ৬ আইনের ১০ ধারা মতে কালেক্টর যে কর ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন, বাদী বাকি করের নালীশে ঐ হারে করের দাবি করে। বিবাদীগণ কালেক্টরের অনুষ্ঠিত কার্য্য প্রণালীর বিষয় অবগত ছিল না, এবং কালেক্টর নিকটবর্ত্তী সম্পত্তির করদৃষ্টে বাদীর দাবির জমির করের হার ধার্য্য করেন। স্থির হইল যে, কালেক্টরের

বিচারাধিকার না থাকায় তদনুষ্ঠিত কার্য্য প্রণালী অবৈধ এবং বিবাদীগণ তদ্দ্বারা বাধ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬৯ ইং।

৮। বাদী ২৷৷০ টাকা নিরিখে করের দাবিতে নালীশ করিলে, প্রতিবাদী করের নিরিখ ৸৶ আনা বলিয়া আপত্তি করে। বাদী তাহার উল্লিখিত ২৷৷০ টাকা নিরিখ প্রমাণ করিতে না পারায়, জজ প্রতিবাদীর কথিত নিরিখ প্রকৃত সাব্যস্ত না করিয়াই ঐ নিরিখে বাদীর নালীশ ডিক্রী দেন। পরে বাদী ১২৮৩ সনের করের দাবিতে পুনর্ব্বার নালীশ উপস্থিত করিলে, নিম্ন আদালতও অধস্থ আপীল আদালত নিষ্পত্তি করেন যে, বাদী ঐ ৸৶ আনা নিরিখে কর পাইতে স্বত্ববান, কারণ ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৪ ধারানুযায়ী "পূর্ব্ব বৎসরের কর" ঐ নিরিখেই দেওয়া হইয়াছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ২৯৮ ইং।

৯। প্রতিবাদী নির্দ্দিষ্ট হারে বাদী হইতে কতক ভূমি জোত ভোগ করিত। এক নূতন একরার উল্লেখে বাদী প্রতিবাদী বিরুদ্ধে বর্দ্ধিতহারে করের দাবিতে নালীশ করে। স্থির হইল যে, বর্দ্ধিত হারে কর দেওয়ার একরার প্রকৃতপ্রস্তাবে না হওয়ায় পূর্ব্বহারে ডিক্রী দেওয়া অসঙ্গত নহে। পূর্ব্বহার ন্যায্য কি অন্যায্য তদ্বিষয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১০৩ ইং।

১০। প্রজার বিরুদ্ধে বাকি করের নালীশ হইলে সে তৃতীয় ব্যক্তির প্রজা বলিয়া তাহাকে কর দেওয়া ও তাহার অধীনে জমি জোত করা বিবরণে জোয়াব দেয়। স্থির হইল যে, বাকি করের মোকদ্দমায় ঐ তৃতীয় ব্যক্তিকে পক্ষভুক্ত হইতে দেওয়া উচিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২৩ ইং।

১১। বাকি করের মোকদ্দমায় মাত্র এই দুই ইষু উত্থাপিত হয়, যথা প্রজাভূম্যধিকারীর সম্বন্ধ বর্ত্তমান কি না ও বাদীর কথিত কর অনাদায়ী কি না। সুতরাং উক্ত ইষুর মীমাংসার জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে পক্ষ করা যাইতে পারে না। ঐ

১২। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৮ ধারার পরিচালন আদালতের সদ্বিবেচনার উপর নির্ভর করে। ঐ

১৩। জমা ওয়াসিল বাকি কাগজের প্রয়োজন সমালোচনা। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৯২৬ ইং।

বাকি রাজস্ব।

নিলামক্রেতা ১, ৩, ৪, দেখ

বাকি রাজস্বদায়ে নীলাম।

১। ১৮৬৮ সনের বঙ্গীয় ৭ আইনের ১১ ধারা মতে যিনি প্রতীকার পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহার আদৌ ইহা প্রমাণ করা কর্ত্তব্য যে তিনি যে দায় হইতে বিমুক্তি চাহেন তাহা ঐ ধারার লিখিত দায় বটে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২৩০ ইং।

২। নিলাম চূড়ান্ত হইবার তারিখ হইতে এক বৎসর মধ্যে বাকি রাজস্ব দায়ে নিলাম রদের নালীশ উপস্থিত করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৩১২ ইং।

৩। কোন ব্যক্তি তাহার তালুক স্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া দেখাইতে না পারিলেও বাকি রাজস্ব নিলামের পূর্ব্বে তাহার জমির উপরে কোন স্থায়ী এমারতাদি থাকিলে, তৎসম্বন্ধে সে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ৩৭ ধারার অন্তর্গত চতুর্থ বর্জ্জিত বিধির ফললাভের স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২১৭। ২৯৩ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১১০ ইং।

৪। কোন মহালের কতিপয় শরিক মধ্যে এক ব্যক্তি প্রতারণা পূর্ব্বক বাকি রাজস্বের জন্য ১৮৫৯ সনের ১১ আইন মতে মহাল নিলাম করাইয়া আপন পুত্রের বিনামীতে ক্রয় করায়, স্থির হইল যে, ঐ নিলাম রদের জন্য নালীশ করিবার যে মেয়াদ ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ৩৩ধারায় ও ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসীলের ১৪ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অতীত হইয়া গেলেও ঐ মহাল করালা দ্বারায় প্রত্যর্পণ করাইবার দাবিতে ঐ নিলামক্ষতিগ্রস্ত অপর শরিক নালীশ করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২২২। ৩০০ ইং।

৫। ক ১৮৬২ সনের নবেম্বর মাসে কোন মহালের কিয়দংশ ডিক্রীজারী নিলামে ক্রয় করে। ১৮৬৩ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখের পূর্ব্বে ঐ নিলাম মঞ্জুর হয় না, ঐ সনের জানুয়ারি মাসে মহাল বাকি রাজস্বের জন্য নিলাম হয়। সেই নিলামে ১৮৬৩ সনের ১৯শে মার্চ্চ তারিখে উহা ক্রয় করে। স্থির হইল যে, ক বাকি রাজস্বে নিলামক্রয়কালে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ৫৩ ধারা মতে ঐ মহালের অলিখিত শরিক ছিল, সুতরাং বাকি রাজস্বের জন্য নিলাম কালে ঐ মহালের উপর যে দায় ছিল তাহা সমেত ক মহাল ক্রয় করে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৪৬। ৬০৭ ইং।

৬। রাণী স্বর্ণময়ী বঃ মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের মোকদ্দমার প্রিবি কাউন্সেলের নিষ্পত্তি অনুসারে ১৭৯৩ সালের ৪৪ কানুনের ৫ ধারামতে নিলাম ক্রেতা বাকিদারের সৃষ্ট তালুকের কর সেই পরিমাণ বর্দ্ধিত করণে ক্ষমবান, যাহা ঐ তালুক সৃষ্ট হওয়ার কালে কি ঐ নিলাম খরিদের কালে পরগণার প্রচলিত নিরিখ অনুসারে ঐ তালুকের উপর দাবি করা যাইতে পারে। পরে নিরিখ অনুযায়ী হইলে ও ঐ নিলাম ক্রেতা দাবি করিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৫০। ৬১২ ইং।

অধীন তালুক ৪, দেখ

খাস আপীল ৩

তমাদি ৩,

তমাদি (১৮৭১ সনের ৯ আইন) ২

বাটোয়ারা।

১। বাদী প্রতিবাদী গণ এক অবিভক্ত মহালের মালীক ছিল। বাদীগণ আংশিক মালীক স্বরূপে তাহাদের অংশ সহ ঐ মহালের কিয়দংশ প্রজা স্বরূপে, এবং কিয়দংশ মহালের কয়েক শরীক হইতে ক্রয় সূত্রে ভোগ করিত। ১৭৯৪ সনের ১৯ কানুন মতে ঐ ঐ মহাল বাটোয়ারা হইলে, যে ভূমি বাদীগণ ঐ ঐ স্বত্বে ভোগ করিত তাহা অপরাপর শরিকের ভাগে পরে। বাদীগণ ঐ ভূমিতে তাহাদের স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য এবং অংশের পুন বণ্টনার্থ নালীশ করায়, স্থির হইল যে রেবিনিউ কর্ত্তৃপক্ষ গণের কৃত বাটোয়ারার পরিবর্ত্তনের জন্য নালীশ গ্রহণ করিতে দেওয়াণী আদালতের অধিকার নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩৭৬। ৫১০ ইং।

২। উইক্‌লী রিপোর্টের ২১ বলাম ২৩৩ পৃষ্ঠায় বৈদ্যনাথ লাল বনামে রাম দীন চৌধুরীর মোকদ্দমায় প্রিবি কৌনসিল এই নিয়ম ব্যক্ত করিয়াছেন যে, অবিভক্ত জমিদারীর এক শরিক এমত ভাবে আপন অংশ লইয়া কার্য্য করিতে পারেন যাহাতে অন্যান্য শরিকের স্বত্বের হানি হয় না। এবং তাহার ক্রেতা ও স্থলাভিষিক্ত অন্য শরিকগণের স্বত্বের অধীনে লয়। উক্ত নিয়ম মতে এই স্থলে বাদীগণ তাহাদের প্রার্থীত প্রতীকার লাভে স্বত্ববান নহে, সুতরাং তাহাদের নালীশ ডিস্‌মিস্‌ হইবে। ঐ

৩। গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব প্রদায়ী ইষ্টাটের সীমাবদ্ধ খণ্ড ভূমির মালিক, সমগ্র রাজস্ব প্রদানের দায়িত্ব হইতে বিমুক্ত হইতে না চাহিলে, ঐ খণ্ড ভূমি বাটোয়ারার জন্য দেওয়াণী আদালতে নালীশ করিতে স্বত্ব-বান। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১৫৩ ইং।

৪। একমালী জমিদারির ৮০ বার আনা অংশের মালিক ঐ জমিদারির অন্তর্গত স্বল্প খণ্ড ভূমির নিস্কাংশ বাদীকে মোকররি পাট্টা করিয়া দেয়। বক্রী ।০ চার আনা অংশের মালিক সমস্ত জমিদারির নিস্কাংশ প্রতিবাদী গণকে পত্তনি দেয়। বাদী ঐ সমস্ত ভূমির বাটোয়ারার জন্য প্রতিবাদী গণের বিরুদ্ধে নালীশ করে। স্থির হইল যে জমিদার গণকে পক্ষভুক্ত না করায় এই মোকদ্দমা অচল এবং প্রতিবাদী গণের ইষ্টাটের খণ্ড ভূমির বাটোয়ারা হইতে পারে না, কারণ বাদী এই নালীশে কৃত কার্য্য হইলে প্রতিবাদী ঐ ইষ্টেট সম্বন্ধে বাদীর পদস্থ ভিন্ন ব্যক্তি গণের বাটোয়ারার নালীশে ভবিষ্যতে দায়ীভূত হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৫৭৭ ইং।

৫। ক ও খ এক মৌজার মালিক ছিল। খ তাহার অংশ গয়ের নিকট পত্তনি দেয়। ক ও গ আপোষে ঐ মৌজার জমি বাটোয়ারা করিয়া প্রত্যেকে স্ব স্ব দখ-লীয় জমির কর তহসীল করিতে থাকে। চল্লিশ বৎসর পরে কালেক্টর কর্ত্তৃক ক ও খয়ের মধ্যে ঐ মৌজা বাটোয়ারা হইয়া গয়ের দখলীয় জমি কয়ের অংশে পরে। গ ঐ বাটোয়ারাতে পক্ষভুক্ত ছিল না। ক গয়ের বিরুদ্ধে এই উক্তিতে

গয়ের দখলীয় জমি দখলের দাবিতে নালীশ করে যে গয়ের সহিত পূর্ব্বে মাত্র সাময়িক বাটোয়ারা হইয়াছিল এবং উহা কালেক্টরি বাটোয়ারা আরম্ভ হইবার পরে হইয়াছিল। বাদীর উক্তি সপ্রমাণ না হওয়ায় নিম্ন আপীল আদালত তাহার নালীশ ডিসমিস করেন। স্থির হইল যে নিম্ন আদালতের ডিক্রী শুদ্ধ নহে কারণ আপোষে বাটোয়ারা পণ্ড হওয়া প্রমাণ করার ভার বাদীর শিরে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৩২ ইং।

৬। আপোষ বাটোয়ারা অনুযায়ী খণ্ড ভূমির মালীক ১৮১৪ সনের ১৯ আইনানুযায়ী কার্য্য প্রণালী স্থগিত করিবার ও নিজ দখল স্থির করিবার অভিপ্রায়ে নালীশ করে। প্রতিবাদী গণ নালীশের তায়দাদের প্রতি আপত্তি করে। স্থির হইল যে ডিক্লেরেটরী ডিক্রী অথবা ইন্‌জাঙ্কসন পাইবার উদ্দেশে এই প্রকার নালীশ হইয়াছিল, সুতরাং সমগ্র ইষ্টেটের মূল্য দৃষ্টে আরজির ইষ্টাম্প ধার্য্য করা আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১২৬ ইং।

৭। পূর্ব্বোক্ত ভূমি কালেক্টর বাটোয়ারা করিতে পারেন কি না এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে ঐ ভূমি এজমালীতে আছে কি না। ঐ ভূমি এজমালীতে না থাকিলে কালেক্টর শরিকানের নিজ২ দখলীয় ভূমির পরিমাণ দৃষ্টে রাজস্ব ধার্য্য করিবেন। আপোষ বাটোয়ারা হইলে ১৮১৪ সনের ১৯ আইনের ৩০ ধারানুযায়ী কার্য্য প্রণালী অনুষ্ঠান করিতে কোন প্রতিবন্ধক জন্মে না। ঐ

৮। কালেক্টর রাজস্ব প্রদ ইষ্টেটের বাটোয়ারা করিয়া দিবেন। সিবিল কোর্ট আমিন কর্ত্তৃক তাহা দস্তুর মত বাটোয়ারা হইতে পারে না। এবং ঐ প্রকার ষ্টেটের অংশ ভিন্ন২ ইষ্টেট না হইয়া সমগ্র ইষ্টেটের ভগ্নাংশ মাত্র হইলে অপরাপর শরিক গণের অনুপস্থিতে ঐ সমস্ত অংশের বণ্টক হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৫৩৭ ইং।

কমিশন ৩,৪,৫,দেখ
কর বৃদ্ধি ১১
কোর্টফিস্ ৫
তমাদি (১৮৭১সনের ৯আইন) ৩৯
পূর্ব্ব নিষ্পত্তি জনিতবাধা ৩
বাকিকর ৩
হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র (বিভাগ) ৮

বাদী।

পক্ষসংযোজন ৭,দেখ

বাস্তুভূমি।

১। ভূমি স্বীকৃত রূপে কৃষিকার্য্যার্থ প্রদত্ত না বলিয়া যে স্থলে নালীশের ৬০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিবাদীগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ ঐ ভূমিতে গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আদ্যন্ত প্রতিবাদীগণ সহিত বসত বাস করায় ঐ ভূমি গৃহ নির্ম্মাণ জন্যই প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া প্রতীতি হয়, সে স্থলে আদালত ইহাই নিশ্চিত অনুমান করিবেন যে ঐ ভূমি গৃহাদি নির্ম্মাণ জন্যই স্থায়ীরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৯৬০ ইং। ১০ক লঃ রিঃ ২৫ অনুসৃত হইল। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৬৯৬ ইং। প্রভেদ প্রদর্শিত হইল।

প্রজা ও ভূম্যাধিকারী দেখ

বিক্রয়।

১। খ ১৮৫৯ সনের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে ক কর্ত্তৃক সম্পাদিত তমঃসুকের মূলে কএর বিধবা স্ত্রী গএর বিরুদ্ধে ডিক্রী পায়। কএর এক জন কয়েব অংশ নিলাম বিক্রয় হইলে খ তাহা ক্রয় করে। ক ও গএব পুত্র দ্বয় নাবালগ থাকায় নিলাম কালে ঐ সম্পত্তি গ এর দখলে ছিল। ঐ পুত্র দ্বয় অবিবাহিত ও নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায় গ দায়াধিকারিণী স্বরূপে ঐ সম্পত্তি দখল করে। ১৮৫৯ সালের ২৪ ডিসেম্বরেব ঐ ডিক্রীর শিরোভাগে গ,ক এর বিধবা স্ত্রী ও নাবালগ দ্বয়ের মাতা বলিয়া নির্ণীত হয়। নিলাম ইস্তাহার কি বয়নামা কিছুই প্রমাণে উপস্থিত হয না। নাজিরেব বরাবরে মুনসেফের এক পবোয়ানা প্রমাণ স্বরূপ দাখিল হয়। সেই পবোয়ানায় নিলাম ইস্তাহারেব উল্লেখ, ও পক্ষগণ কেবন ডিক্রীদার ও দাইক বলিয়া বর্ণিত ছিল এবং নিলামে বিক্রীত সম্পত্তিব তপছিল ও বর্ণনা ছিল। খ কর্ত্তৃক ডিক্রী জারি নিলামে ক্রীত সম্পত্তি দখলের দাবিতে খ এর স্বপাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ নালীশ উপস্থিত কবায় স্থির হইল যে খ ঐ ক্রয় দ্বারায় ঐ সম্পত্তিতে উক্ত নাবালগ পুত্র দ্বয়ের স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছিল না অতএব বাদীগণ কৃত কার্য্য হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৯৭। ৬৭৭ ইং।

চুক্তি ২৯, দেখ

শরিক ১১,১২

বিগ্রহ।

বিগ্রহ ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হওয়ায় বিগ্রহের দাবিদার নির্দ্দিষ্ট তারিখে আপন পালা মতে, বিগ্রহের পূজা করিতে অসমর্থ হইলে, সেই অসম্মতি হেতু ক্ষতি গ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতি পুরণের দাবিতে নালীশ করিবার অধিকার আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৮৭। ৩৯০ ইং।

বিচারাধিকার।

১। দুই স্বতন্ত্র প্রকারে মোকদ্দমার মূল্য ধার্য্য কবা যায়। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টেব প্রাপ্য রসুম আদায় করিবার নিমিত্ত এক নিয়মে অবলম্বিত হয়। দ্বিতীয়তঃ মোকদ্দমার আপীল আদালতের বিচারাধিকার নির্ণয় করিবার উদ্দেশে স্বতন্ত্র নিয়মে মোকদ্দমার মূল্য ধরা যায়। ষ্টাম্প রসুম আদায় উদ্দেশে যে নিয়মে ঐ মূল্য ধার্য্য হয় তাহাব বিশেষ বিধি আছে। আপীল আদালতের বিচারাধিকার নির্ণয়ের জন্য যে মূল্য ধার্য্য হয় তাহা নালীশী সম্পত্তির উচিত মূল্য দৃষ্টে ধার্য্য হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৩৬৪। ৪৮৯ ইং।

২। আদালতেব বিচারাধিকার না থাকিলে পক্ষা পক্ষেব সম্মতি ক্রমে বিচারাধিকার জন্মিতে পাবে না। ঐ

৩। বহু বিধ নালীশের হেতু একযোগ করিয়া দাবির মূল্য ১০০০৲ টাকার অধিক ধার্য্য করিলে ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ৬ ধাবা (মোঃ ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৪৫ ধারা)-মতে সব জজ আদালতের বিচারাধিকার বিলুপ্ত হয় না। যদি ঐ ভিন্ন২ হেতুর নালীশ স্বতন্ত্র রূপে আনীত হইত তাহা হইলে ঐ নালীশ মুন্‌সেফ আদালতের গ্রহণীয় হইত। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৬ ইং।

৪। কলিকাতাস্থ ছোট আদালতের

বিচারাধিকার না থাকিলে নালীশ ডিসমিস হওয়া উচিত। "বিচারাধিকার না থা কায়" নালীশ অচল এই বৃত্তান্ত রায়েতে প্রকটিত হওয়া উচিত। এবং তাহা হইলে আদালত বিবাদীকে তাহার খরচ ডিক্রী দিতে পারেন। ইঃ লঃ রি ৬ক ৪১৮ ইং।

৫। প্রতিবাদী ৪০০০ চারি হাজার টাকা নগদ বুঝিয়া পাইয়া তাহার মাতৃ-বসিতে হাইকোর্টের এলাকা বহির্ভূত কোন সম্পত্তির বন্ধক দিবার একরার পত্র লিখিয়া দেয়। ঐ একরার পত্রে বাদী কলিকাতার ধর্ম্মতলার মহাজন বলিয়া বর্ণিত হয়, এবং প্রতিবাদীর নিবাস বীরভূম জিলা এবং বর্ত্তমান বাসস্থান কলিকাতা বৃন্দাবন্।। সেখানায়, ঐ একরার পত্রের লিখিত চুক্তি সম্পাদন করাইবার জন্য বাদী নালীশ করায় স্থির হইল যে এবিষয়ে আদালতের বিচারাধিকার নাই। আরও স্থির হইল যে বাদী কলিকাতার আবাস বিশিষ্টবলিয়া প্রতিবাদী কলিকাতায় টাকা দিয়া বন্ধক খালাস করিতে পারে, এবং আদালত টাকার ডিক্রী প্রদান করিতে সক্ষম। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ৬১। ৮২ ইং।

৬। যেসকল প্রদেশে ১৮১৯ সালের ১০ আইন এখনও প্রচলিত আছে তথায় যে সমস্ত বিচারাধিকার রেবিনিউ কোর্টে প্রদত্ত হইয়াছে দেওয়ানী আদালত সমূহ তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কিন্তু যে মোকদ্দমার দাবির কোন২ দফা দেওয়ানী আদালতের বিচার্য্য, তাহা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হওয়ার স্থিরহইল যে ঐ মোকদ্দমা উচিত রূপেই দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৮০৩। ৫৪৭ ইং।

৭। সরল ভাবে নালীশের তায়দাদ অত্যধিক করিলেই যে আদালতে বিচারাধিকার বিলুপ্ত হয় এমত নহে। কিন্তু যদি তায়দাদ অত্যধিক হওয়া হেতু আপীল আদালতের বিচারাধিকার সম্বন্ধে কোন ব্যতিক্রম হয় তাহা হইলে নিম্নাদালতে বিচারধিকার বিলুপ্ত হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ, ১৮০। ১৮৮ ইং।

৮। ১২ আগষ্ট তারিখে এক আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাদেশ করেন ঐ তারিখ উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, কিন্তু ২৩শে আগষ্টের পূর্ব্বে তিনি এতদ্বিষয়ের কোন সংবাদ পান নাই, অভিযুক্ত ব্যক্তি ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপীল করিয়া মুক্তি পায়। ঐমুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে এই হেতুতে হাইকোর্টে আবেদন করা হয় যে ঐ ১২ই আগষ্ট তারিখের পরে ঐ আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার আদেশের বিরুদ্ধে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন আপীল চলিত না। স্থির হইল যে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর যে মুহূর্ত্তে আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের প্রতি প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রদানের আদেশ করেন সেই মুহূর্ত্তেই আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের উপরে ঐ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে গণ্য করিলেও মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তি রহিতের পূর্ব্বে ইহা প্রদর্শন করা আবশ্যক যে ঐ দণ্ডাদেশের পূর্ব্বে লেপ্টেনেণ্টগবর্ণরের

আদেশ স্বাক্ষরযুক্ত হইয়াছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৪৭৬ ইং।

৯। ১৮৭৬সনের ১২ আইনের প্রথম তপ ছিলের বিধান মতে গ্রস্থস্বত্বসম্বন্ধীয় মোক দ্দমার বিচারাধিকার ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালতে প্রত্যর্পিত হইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৪৯৯ ইং।

১০। চুক্তি বিষয়ক ২৬৫ ধারা মতে ডিষ্ট্রিক্ট আদালতের প্রতি কারবারের নিকাশ গ্রহণের যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সাধারণতঃ দেওয়ানী আদালতের নিকাশ গ্রহণের অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৫২১ ইং।

১১। বিবাদীগণ গবর্ণমেণ্ট হইতে পাট্টা গ্রহণে আসাম প্রদেশস্থিত যে ভূমির মালিক দখলকার ছিল, বাদী তাহাতে নিজ স্বত্ব সাব্যস্ত জন্য এবং শরীকভাবে কালেক্টরীতে নামজারি করিবার জন্য দেওয়ানী নালীশ করিতে স্বত্ববান। কালেক্টরের নিকট আদৌ আবেদন না করা হইলেও দেওয়ানী আদালত এই প্রকার নালীশ নিষ্পত্তি করিতে সক্ষম। কিন্তু কালেক্টর পক্ষভুক্ত না থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালত কোন আদেশ প্রচার করিবেন না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৪৩৭ ইং।

১২। প্রথম শুনানির দিবস আদালতের বিচারাধিকার সম্বন্ধে কোন আপত্তি রীতিমত উত্থাপিত না হইলেও বিচারাধিকারাভাব হেতু নূতন বিচারের আদেশ হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৬৭৮ ইং।

১৩। ক বরিশালের দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালতে ডিক্রীলাভ করতঃ ১৮৭৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ১৮৭১ সনের ৬ আইনের ১৮ ধারা মতে ডিষ্ট্রিক্ট জজ নির্দ্দিষ্ট উক্ত মুন্সেফীর এলাকাস্থিত কতক সম্পত্তি ক্রোক করে। গ পূর্ব্বমাসে বরিশালের অতিরিক্ত মুন্সেফী আদালতের ডিক্রীমতে ঐ সম্পত্তি ক্রোক করে। উক্ত অতিরিক্ত মুন্সেফের এলাকা স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল। কএর ডিক্রী জারী অনুসারে প্রথমতঃ নিলাম হইলে ক ঐ সম্পত্তি ক্রয় করে। ক পরে অতিরিক্ত মুন্সেফ আদালতে দ্বিতীয় নীলামের প্রতি আপত্তি করে, কিন্তু তাহার আপত্তি অগ্রাহ্য হইলে, দুই দিবস পরে গএর ডিক্রী জারী ক্রমে ঐ সম্পত্তি দ্বিতীয়বার নিলাম হয় এবং গ তাহা ক্রয় করে। ক প্রজাগণ বিরুদ্ধে বাকি করের নালীশ করায় গ তাহাতে মোজাহেম হয়। স্থির হইল যে মুন্সেফগণের বিচারাধিকার তাহাদের নিজ এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল এবং নিলামী সম্পত্তি দ্বিতীয় মুন্সেফের এলাকাস্থিত বিধায় অতিরিক্ত মুন্সেফ ঐ এলাকার সম্পত্তি ক্রোক নিলাম করিতে সক্ষম ছিলনা। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৪১০ ইং।

১৪। ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৮৫ ধারা স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য কি না? ঐ—

১৫। ত্রিহুত ও ভাগলপুর জিলাস্থিত স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকী খত মূলে যে নালীশ উভয় জিলাস্থিত সম্পত্তি দাবি করিবার অভিপ্রায়ে ত্রিহুত আদালতে আনীত হয়, তাহাতে ত্রিহুত আদালত ভাগলপুরের সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন বিচার করিতে অধিকারী নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৭৩৯ ইং।

১৮। নালীশী সম্পত্তির মূল্য দৃষ্টে আদালতের বিচারাধিকার নির্দ্ধারিত হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৭১৭ ইং।

১৭। উভয় পক্ষের প্রমাণ গ্রহণান্তর মুন্সেফ দেখিলেন যে নালীশের মূল্য ন্যূন করিয়া ধরা হইয়াছে, এবং তিনি নালীশ ডিসমিস করেন। স্থির হইল যে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৫৭ ধারা মতে আরজি ফেরত দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল, এবং মুন্সেফের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল চলিবে। ইঃ লঃ ৮৩৪ ইং।

বিদ্রোহ।

১। সিবিল (অর্থাৎ সৈনিক হইতে প্রভেদ) কোর্টের অধীন ব্রিটিস সৈন্যগণ কোন অপরাধ করিলে বিদ্রোহ আইনের ১০১ ধারা মতে সিবিল কোর্ট ঐ অপরাধের বিচারাধিকার হইতে বঞ্চিত হয় না, অথবা সিবিল কোর্ট বিচারাধিকার থাকা সত্বে তাহাতে সৈন্যাধ্যক্ষ্যের অনুমতির আবশ্যক করে না। এ ধারাতে মাত্র সৈনিক আদালত কর্ত্তৃক এক প্রকার বিচার হওয়ার বিধান আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক, ৯৩। ১২৪ ইং।

আপিল

বিনামি।

মূল্যের টাকা কি প্রকার দেওয়া হইয়াছে তদ্বিষয় কোন প্রমাণ না থাকিলে স্ত্রীর নামীয় সম্পত্তিতে স্বামীর অধিকার এবং উহা তাহার ধনে সৃষ্ট বলিয়া অনুমান হইতে পারে কি না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৫৪৫ ইং।

বিঃ ফিল্ড। এবিষয়ে কোন প্রকার অনুমান হইতে পারে না কিন্তু অবস্থা বিশেষে ও পক্ষাপক্ষের বর্ণনা ও সম্বন্ধ দৃষ্টে প্রমাণের ভার অর্পিত হইবেক। ঐ

বাকি রাজস্ব দায়ে নিলাম ৪, দেখ

বিল্ অব একৃসচেঞ্জ।

ষ্টাম্প ২৩, দেখ

বিবাহ।

উত্তরাধিকারী বিষয়ক আইন ১ দেখ

বিবাহ বন্ধনোচ্ছেদ।

১। ১৮৬৯ সনের ৪ আইনের ১৪ ধারা মতে বিবাহ বন্ধনোচ্ছেদনের প্রার্থনা সম্বন্ধে তমাদির নিশ্চিত বিধান না থাকিলে

ও ব্যভিচার হওয়ার প্রসঙ্গে অভিযোগ হইলেই এই দেখিতে হইবে যে, ঐ অভিযোগ করণে এতকাল বিলম্ব হইয়াছে কিনা যাহাতে এই সিদ্ধান্ত জন্মে যে, প্রার্থী জ্ঞান পূর্ব্বক ব্যভিচার হইতে দিয়াছিল, অথবা তদ্বিষয়ে এক কালে উদাসীন ছিল। বিলম্ব দৃষ্টে যে অনুমান হয় সকল স্থলেই অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া সেই অনুমান খণ্ডন করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ বিঃ ৩ক ৫০৮। ৬৮৮ ইং।

২। স্বামী স্ত্রীর পার্থক্য স্ত্রীর কার্য্য দ্বারা না হইয়া স্বামীর অসদাচরণ দ্বারা হওয়ায় অবস্থা দৃষ্টে প্রত্যাখ্যান সপ্রমাণ হইয়াছে সুতরাং স্ত্রী বিবাহবন্ধন উচ্ছেদনের ডিক্রী পাইবে। ইঃ লঃ বিঃ ৩ক ৩.৭। ৪৮৫ ইং।

৩। স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার কোন প্রমাণ না থাকায় স্ত্রী বিবাহ বন্ধনো চ্ছেদে ১৮৬৯ সনের ৪ আইন মতে স্বত্ববতী নহে কেবল স্বামী হইতে পৃথক থাকার ডিক্রী লাভে স্বত্ববতী।

৪। "পরিত্যাগ" "ইচ্ছার বিরুদ্ধ" "এলিমনি" প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যা। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১৯২। ২৬০ ইং।

৫। স্বামী কর্ত্তৃক তালাক শব্দ তিনবার উচ্চারিত হইলেই শরা মতে বিবাহ বন্ধনো চ্ছেদন হওনার্থে যথেষ্ট নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৩৩। ৫৮৮ ইং।

৬। উত্তরাধিকারী বিষয়ক আইনের শাসনাধীন ব্যক্তিগণ মধ্যে বিবাহ বন্ধনো-চ্ছেদের নালীশ হইলে সাধারণতঃ আদালত স্ত্রীর খরচের জন্য স্বামী হইতে জামিন তলব করিবেন না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৬৫।৩৫৭ ইং।

৭। শরামতে স্বামী যে প্রণালীতে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে সেই প্রণালী অবলম্বনে স্ত্রী ও স্বামী হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে। ইঃ লঃ বিঃ ৮ক ৩২৭ ইং।

৮। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী সিয়া সম্প্রদায়ের আইন মতে মোওয়া বিবাহ বন্ধনের উচ্ছেদ হইতে পারে না। ইঃ লঃ বিঃ ৮ক ১৩৬ ইং।

৯। মোওয়া বিবাহ হইলে হিসাব প্রণালী মতে বিবাহ বন্ধনোচ্ছেদ হইতে পারে কি না? ঐ

১০। ১৮৬৯ সনের ৪ আইনের ১৬ ধারা মতে রেস্পণ্ডেণ্টের উপর বিবাহের বন্ধনোচ্ছেদের ডিক্রীর সংবাদ জারি করা আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ বিঃ ৮ক ৭৫৬ ইং।

স্বামী ও স্ত্রী ৩, দেখ

বিবাহিতা স্ত্রী।

অপরাধের সহায়তা ১, দেখ

বিভাগ।

উইল	৭,১৪,২৭,৪১, দেখ
উৎসৃষ্ট সম্পত্তি	১৬
কোর্টফিস্	১০
ডিক্রী	১
প্রোকুটিস (ডিক্রীজারী)	১৭
শরা	৮
শরিক	১১,১২

বিরুদ্ধ দখল (Adverse possession)

১। বার বৎসর বিরুদ্ধ দখল সপ্রমাণ হইলে স্বত্ব নির্দ্দেশ সূচক ডিক্রী দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আরজিতে কিম্বা

ইমুতে ঐ স্বত্ব স্পষ্টরূপ ব্যক্ত না থাকিলে তন্মূলে নির্দ্দেশ সূচক ডিক্রী দেওয়া যাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৩০২। ৪১৮ ইং।

২। অহিতকারক ১২ বৎসর কাল ভূমির দখল করিলে প্রকৃত মালিকের প্রতিকার বারিত হয় এমত নহে ঐ অহিত কারকের ও বলবৎ স্বত্ব জন্মে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৬৭। ২২৪ ইং।

৩। বোধ হয় ঐরূপ স্বত্ব লাভ হওয়া কালে, এবং ১২ বৎসর দখলের দ্বারা স্বত্ব সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে তৃতীয় ব্যক্তির নিকটে হস্তান্তর হইতে পারে। দখলের দাবিতে নালীশ ও স্বত্বের নির্দ্দেশের নালীশ বিভিন্ন। ঐ

৪। যে স্থলে বাদী বেদখলী সম্পত্তির দখল পুনঃ প্রাপণের দাবিতে নালীশ করে এবং ক্রয়ের মূলে অথচ বার বৎসর দখল জনিত স্বত্বের মূলে ঐ দাবি উত্থাপন করে, সে স্থলে সে তাহার ক্রয় সপ্রমাণ করিতে অকৃত কার্য্য হইলেও সে তাহার দখল সপ্রমাণ করিলেই জয়লাভে স্বত্ববান হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৬৭। ২২৪ ইং।

৫। স্বামী দীর্ঘকালাবধি অনুদ্দেশ থাকায় তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক অনুমানে অনুপস্থিত স্বামীর সম্পত্তির দখলকারিণী স্ত্রী, সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অতিক্রমে স্বামীর সম্পত্তির কিয়দংশের মৌরসী পাট্টা প্রদান করে, এবং ঐ মৌরস দার ১২ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত দখলকার থাকে। স্থির হইল যে মৌরস দারের অবস্থা ন্যাদি পাট্টাদারের তুল্য নহে এবং তাহার দখল আদৌ ঐ নিরুদ্দেশ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশ স্বরূপ হইলেও) বার বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত থাকায়, ঐ ভূমিতে তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২০৭। ৩২৭ ইং।

৬। যে ব্যক্তি অপর এক জনের পক্ষে দখল করে সে সেই ব্যক্তির স্বত্ব শুধু অস্বীকার করিলেই আপন দখল এমত ভাবে বিরুদ্ধ দখলে পরিণত করিতে পারে না যদ্বারা সে নিজে তমাদি আইনের ফল লাভে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২৪৩। ৩২৭ ইং।

৭। নির্দ্দিষ্ট স্বত্বের মূলে কোন সম্পত্তির দখলের দাবিতে নালীশ হইলে বাদী ঐ স্বত্ব উল্লেখে তৎসহ এই উক্তি করে যে সে ঐ স্বত্বে ১২ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল ঐ সম্পত্তি দখল করিয়াছে। এমতাবস্থায় বাদী তাহার নির্দ্দিষ্ট স্বত্ব সপ্রমাণ করণে অকৃতকার্য্য হইলেও ১২ বৎসর দখলের মূলে ডিক্রী লাভে স্বত্ববান। কিন্তু যে স্থলে কোন বিশেষ স্বত্বের বলে নির্দ্দেশ সূচক ডিক্রীর প্রার্থনা হয় সে স্থলে অন্যরূপ হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫১৩। ৬৯৯ ইং।

৮। বিশেষ অধিকার (title) উল্লেখ পূর্ব্বক তাহা সপ্রমাণ না করিয়া বাদী প্রথম ও দ্বিতীয় আপীল আদালতে বিরুদ্ধ দখল জনিত অধিকারের উপর নির্ভর করতঃ জয় পাইবার চেষ্টা করিলে তাহার এই প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য যে তাহার কথিত বিরুদ্ধ দখল জনিত অধিকার প্রথম আদালতে এরূপ স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছিল যদ্বারা প্রতি পক্ষ এই বুঝিতে পারিয়াছিল যে সে তাহার উল্লিখিত বিশেষ অধিকার

-সহ বিরুদ্ধ দখল জনিত অধিকারের মূলে দাবি করিয়াছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৫৬০ইং।

৯। খ এক জমিদার হইতে পত্তনি লইয়া পরে ডিক্রী জারী নিলামে জমিদারের স্বত্ব ক্রয় করে। ঐ নিলামের পূর্ব্বে গ ঐ জমিদারীর বন্ধক গ্রহণ করিয়া বন্ধকী ডিক্রীর মূলে ঐ জমিদারীর নিলাম খরিদ করে। গ খএর বিরুদ্ধে নালীশ করায় স্থির হইল যে খএর পত্তনি সূত্রে দখল গএর বিরুদ্ধে গণ্য করা যাইতে পারে না, এবং খয়ের নিলাম খরিদের বয়নামার তারিখের পূর্ব্বে খএর ক্রয় সূত্রে দখল গণ্য করা যাইতে পারে না। সুতরাং ঐ তারিখ হইতে ১২ বৎসর মধ্যে নালীশ উপস্থিত হওয়ায় বিরুদ্ধ দখলের দাবি অকর্ম্মণ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৭৯ ইং।

চর	১,২,৩দেখ
তমাদি	৪,১০,১১
তমাদি (১৮৭৭সনের ১৫আইন)	২,৫৭
দেউলিয়া	২
প্রমানের ভার	৮,৯,১০

বিশেষ প্রতিকার।

১। বিশেষ প্রতিকারের আইন মতে মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্য স্থগিত করার আজ্ঞা কেবল সেই স্থলে হইতে পারে যে স্থলে যে আদালতের কার্য্য স্থগিত হইবে তাহা দ্বিতীয় আদালতের অধীন থাকে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২৮১। ৩৮০ ইং।

২। বিশেষ প্রতিকার সম্বন্ধীয় আইনের ১৭, ২২ এবং ২৬ ধারার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৩২৮ ইং।

৩। এক শরিক মকররি পাট্টা দিলে তদ্বিরুদ্ধে ও তাহার অপর শরিকগণের বিরুদ্ধে ঐ পাট্টা প্রবল করণোদ্দেশে,এবং পুনর্ব্বার-স্তরে সেলামীর টাকা ফেরত পাওয়ার দাবিতে যে নালীশ হয় তাহা, প্রতি বাদীগণ বিরুদ্ধে পাট্টার ভূমিতে বাদীর স্বত্ব সাব্যস্ত পূর্ব্বক তাহাকে ঐ ভূমিতে দখল দেওয়ার চুক্তি প্রবল করার নালীশস্বরূপ গণ্য হইবে। এবং বিশেষ প্রতিকারের আইনের ১৯ ধারা মতে বাদী পাট্টাদাতা প্রতিবাদী হইতে ক্ষতিপূরণের দাবি করিতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৯৬১ ইং।

৪। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৮ ধারা মতে এক কিম্বা বহু প্রতি বাদীর বিরুদ্ধে ঐরূপ বিকল্পে প্রতিকারের প্রার্থনা মঞ্জুর করা যাইতে পারে। ঐ

কবুলীয়ত	৬, দেখ
চুক্তি	৩৯
শালিশ	৪
স্বত্বনির্দ্দেশ সূচক ডিক্রী	৩

বেঙ্গল বেঙ্ক।

১। অংশ হস্তান্তর রেজেষ্টরী করিবার যে বহি বেঙ্গল বেঙ্কে আছে তাহা ১৮৭৬ সনের ১১ আইনের ২১ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা মতে সর্ব্বসাধারণের প্রতি ইস্তাহার প্রচারের পর বন্ধক রাখার কালে ঐরূপ হস্তান্তর রেজেষ্টরী করিবার জন্য প্রার্থনা হইলে উহা রেজেষ্টরী করিতে অসম্মত হওনে ঐ বেঙ্কের অধিকার আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৮৮। ৩৯২ ইং।

২। যাহার নামে বেঙ্গাল বেঙ্কের অংশ আছে তাহার নামে কোন প্রাপ্য থাকিলে

তাহা পরিশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত বেঙ্ক ঐ অংশের হস্তান্তর রেজেষ্টরী করণে অসম্মত হইতে পারে। ১৮৭৬ সনের ১১ আইনের ১৭ ধারা মতে বেঙ্কপ্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত হয় তাহা কেবল বর্ত্তমান সময়ে প্রাপ্য ঋণের সম্বন্ধে খাটে। ক ঐ বেঙ্কের নিকট ঋণী থাকিয়া সেই ঋণের প্রতিভূ স্বরূপ হুণ্ডী দেওয়ায় স্থির হইল যে উক্ত মেয়াদ চলিবার কালে অংশের হস্তান্তর রেজেষ্টরী করিতে অসম্মত হইতে বেঙ্কের অধিকার নাই। ঐ

ব্যবসায়ের চিহ্ন।

ব্যবসায়ের চিহ্ন ব্যবহার করিবার ক্ষমতা। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩০৬। ৪০ ইং।

ব্যভিচার।

ব্যাখ্যা।

১। অনির্দ্দিষ্ট মেয়াদে দান করা হইলে তাহা কেবল গ্রহীতার জীবন পর্য্যন্ত স্থায়ী এবং তৎপরে যে তাহার দায়াদগণের কোন সত্ত্ব বর্ত্তে না বলিয়া যথার্থ নিয়ম আছে, সেই নিয়ম এমত সময়ে খাটে না, যে স্থলে দত্ত সম্পত্তিতে দাতার নিজের ও দানের স্বত্ব দৃষ্টে ঐ মেয়াদ নিশ্চিত রূপে নিরূপিত হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৫৭। ২১০ ইং।

২। হিন্দু উইলস্ আক্টের আকারের আইন সম্বন্ধে কিঁ প্রকার ব্যাখ্যা প্রণালী অবলম্বন করা উচিত তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৬৩৭ ইং।

৩। "মাষ্টি" ও "স্যাল" শব্দ কোন স্থলে কিরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩৩। ৪৭ ইং।

শরা (মহম্মদীয় আইন)

দায়াধিকার বিষয়ে শরার বিধানমতে অপর শরিক ও দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতির (distant kindred) অভাবে এবং 'প্রত্যাগত' অংশ (return) বাজ কোষে না গিয়া বিধবা স্ত্রীতে বর্ত্তে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫১৯। ৭০২ ইং।

২। শরা মতে মৃত ঋণীর ওয়ারিশ গণের মধ্যে এক জনের বিরুদ্ধে সম্মতি জনিত ডিক্রীদারের অন্যান্য ওয়ারিশ গণ তাহাতে আবদ্ধ হইতে পারেনা। অক্রত চরম পত্র মৃত ব্যক্তির ষ্টেট তাহার সমস্ত

দেনা পাওনা সমেত সমগ্র রূপে উত্তরাধিকারীর প্রতি অর্শে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১০৪। ১৪২ ইং পূঃ অঃ।

৩। ক নামক এক মুসলমান স্থাবর সম্পত্তির মালিক থাকিয়া এক স্ত্রী,এক কন্যা এবং খ নামক এক ভগিনী রাখিয়া মরে। কয়ের ঋণের জন্য এক ব্যাঙ্ক ঐ কন্যার বিরুদ্ধে নালীশ করিয়া কবুলা ডিক্রী পাইলে, কতক স্থাবর সম্পত্তিতে ঐ কন্যার যে স্বত্ব সম্পর্ক ছিল তাহা নিলাম হয়। ঐ মোকদ্দমায় কয়ের স্ত্রী বা ভগিনী খ কেহই পক্ষ ছিল না। পরে খ ঐ সম্পত্তির অর্দ্ধাংশে তাহার হিস্যা বিক্রয় করায় বাদী আপন ক্রীত বস্তু পাওয়ার দাবিতে বর্ত্তমান মোকদ্দমা উপস্থিত করে। স্থির হইল যে ব্যাঙ্কের ডিক্রী ও ডিক্রীজারী দ্বারায় কএর ষ্টেটে খয়ের যে হিস্যা ছিল, তাহার কোন হানি হয় নাই সুতরাং বিরোধীয় নিলাম মূলে সম্পত্তি প্রতিবাদীকে অর্শে নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১০৪। ১৪২ ইং। পূঃ অঃ।

৪। যে মুসলমান ওয়ারিশ ঋণ গ্রস্ত ব্যক্তির সম্পত্তি দাবি করে সেই ওয়ারিশের স্বত্ব কেবল স্থলাভিষিক্ত হওয়ার স্বত্ব, এবং স্থলাভিষিক্ত স্বত্বপেক্ষা ভিন্ন ঐ সম্পত্তিতে তাহার অন্য কোন স্বত্ব নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১০৪। ১৪২ ইং। পূঃ অঃ।

৫। মৃত মুসলমানের সম্পত্তি তাহার ওয়ারিশ যে ব্যক্তির নিকট বিক্রয়,বন্ধক কি কোন প্রকার হস্তান্তরিত করে, সেই ব্যক্তি মূল্য প্রদান পূর্ব্বক সরল ভাবে ঐ সম্পত্তি লইলে মৃত ব্যক্তির উত্তমর্ণ তাহার উপর কোন দাবি করিতে পারে না। কিন্তু উত্তমর্ণ ওয়ারিশের হস্তগত সম্পত্তি হইতে আপন প্রাপ্য আদায়ের নালীশ করিলে ঐ নালীশ বিচারাধীন থাকা কালে ঐরূপ হস্তান্তর হইলে, হস্তান্তর গৃহীতা দেনার বিষয় জ্ঞাত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে এবং সে তজ্জন্য ক্ষতি গ্রস্ত হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২৯৭। ৪০২ ইং।

৬। মৃত ব্যক্তির ত্যজ্যসম্পত্তি তাহার মাতা ও কন্যার হস্তগত হইলে উত্তমর্ণগণ মৃত ব্যক্তির ত্যজ্য সম্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী পায়, এবং ঐ ডিক্রীজারীতে ঐ সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রীত হয়। মৃত ব্যক্তির দুই বিবাহিতা ভগিনী ঐ বিক্রীত সম্পত্তির নিজাংশ পাইবার দাবিতে নালীশ করে। ঐ ভগিনী দ্বয় নিজ স্বর স্বামীর আলয়ে থাকিত। স্থির হইল যে মৃত ব্যক্তির ঋণ আদায় জন্য তৎত্যজ্য সম্পত্তি ক্রোক নিলাম হওয়ায় বাদিনীদ্বয়ের দাবি ডিস্‌মিস্ হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৩১০ ইং।

৭। মৃত মুসলমানের উত্তমর্ণ দখলবান উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে নালীশ করিয়া মৃত ব্যক্তির ত্যজ্য সম্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী লাভ করিলে, এই প্রকার নালীশ এড্‌মিনিষ্ট্রেসনের নালীশ স্বরূপগণ্য হইবেক, এবং মৃত ব্যক্তির যে সকল উত্তরাধিকারী ঐ নালীশে পক্ষভুক্ত হয় না তাহারা (কোন প্রতারণা না থাকিলে) মৃত ব্যক্তির ঋণ আদায়ের পর যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে মাত্র তাহাই পাইতে স্বত্ববান। ঐ

৮। এক মৃত মুসলমানের ঋণের জন্য তাহার উত্তরাধিকারীগণ বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীতে ক এক সম্পত্তি ক্রয় করে। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী

খএর দেন মোহর ও উত্তরাধিকারের অংশের দরুণ ঐ সম্পত্তি পূর্ব্বেই তাহাকে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত ক্রয়ের পূর্ব্বে খ ঐ সম্পত্তি গএর নিকট বন্ধকাবদ্ধ রাখে। গ কএর বিরুদ্ধে ঐ বন্ধক মূলে নালীশ করে। ঐ নালীশে এমত কিছু প্রমাণ হয় না যে উক্ত উত্তরাধিকারী গণের হস্তে মৃত ব্যক্তির ঋণের পরিমাণ টাকা ছিল না। স্থির হইল যে গ তাহার বন্ধকের দাবি প্রবল করিতে সত্ত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২০ ইং। লঃ রিঃ ৫ ইং আঃ ২১১ অনুসৃত।

৯। মুসলমান পরিবারস্থ সন্ততিবর্গকে স্বীয়বৈধ পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিলে (কোন স্পষ্ট স্বীকার উক্তির অভাবে) উহাদিগকে বৈধ পুত্র স্বরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৪৭২ ইং।

১০। কিন্তু অবস্থা বিশেষে ঐরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না। ঐ

১১। মুসলমান পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ একান্নে থাকিলে তাহারা হিন্দু শাস্ত্রোল্লিখিত অবিভক্ত পরিবার সংজ্ঞান্তর্গত হয় না। পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ এজমালী পরিবারের হিতার্থে উপার্জ্জন করিতেছে বলিয়া হিন্দু শাস্ত্র মতে যে অনুমান হয় শরা মতে তদ্রূপ অনুমান হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৮২৩ ইং ৮৩১ ইং টীকা।

উইল	১৭,৫০,দেখ
উৎসৃষ্ট সম্পত্তি	১২,১৩,১৪
দান	১
নাবালগ	৭
প্রেক্‌টিস (মোকদ্দমা)	২
ভরণপোষণ	৩,৪,৫
বিবাহ বন্ধনোচ্ছেদ	৫,৭,৮,৯
সফা	১,২
স্থলাভিষিক্ত	১
স্বামী ও স্ত্রী	২

শরিক।

১। পত্তনি তালুকের শরিকগণ মধ্যে দুইজন ঐ তালুকের করের কিয়দংশ পরিশোধার্থ এক বন্ধকীখত লিখিয়া দেয়। বন্ধকগ্রহীতা সমুদয় শরিকগণকে প্রতিবাদী করিয়া ঐ খত মূলে নালীশ উপস্থিত করায় স্থির হইল যে ঐ খত অনুসারে কেবল ঐ সকল শরিক দায়ী যাহারা ঐ খত বাস্তবিক স্বাক্ষর করিয়াছিল এবং যাহারা উহা সম্পাদিত হওয়ার কালে উপস্থিত থাকিয়া তাহাতে সম্মত ছিল বলিয়া ভাবতঃ উপলব্ধি হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩৯৭। ৫৩৯ ইং

২। এক শরিক আপন অংশের বাকি করের দাবিতে প্রজাকে এবং আপন শরিকগণকে প্রতিবাদী করিয়া এই বলিয়া নালীশ উপস্থিত করে যে, যে প্রজা অবিভক্ত রূপে সকল শরিককে কর দিয়া আসিতেছিল, ঐ প্রজা ঐ শরিকের প্রাপ্য অংশ ঐ অপর শরিক গণের সহিত যোগ সাজসে বন্ধ করিয়াছে স্থির হইল একপ নালীশ চলিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪১০। ৫৫৬ ইং। বেঃ লঃ রিঃ ১২ বলাম ২৮৯ ইং ২১ উঃ রিঃ ২৬ ইং দেখ।

৩। সমগ্র ইষ্টাটের মালিক মাত্র ১৮৬২ সনের ৬ আইনের ১০ ধারামতে দরখাস্ত করিতে সক্ষম। ইষ্টাটের একাংশের মালিক

ঐ ধারানুযায়ী দরখাস্ত করিতে সক্ষম নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬৯ ইং।

১৫ উঃ রিঃ ৫২২; ১৬ উঃ রিঃ ১২৬ এবং ১৮ উঃ রিঃ ৩৩২ ইং অনুসৃত হইল।

৪। নিকটবর্ত্তী অন্য সম্পত্তির প্রচলিত করের হার দৃষ্টে কালেক্টর ঐ ধারানুসারে আপন বিবেচনাধীন কোন সঙ্গত হার ধার্য্য করিতে সক্ষম নহেন। কিন্তু তিনি ইষ্টাটের জমি জমা ও প্রজার নামাদি দৃষ্টে ইষ্টাটের অবস্থা অবগত হইয়া তাহা মালিককে জানাইতে সক্ষম। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৬৯ ইং। ১২ উঃ রিঃ ৩৭১ অনুসৃত হইল।

৫। পূর্ব্বাপর একযোগে এক গোমস্তা দ্বারা প্রজা হইতে শরিকানের কর আদায় হইয়া থাকিলে পরে এক শরিক অপর শরিকানকে প্রতিবাদী শ্রেণী ভুক্ত করিয়া প্রজা হইতে আপন অংশের করের দাবিতে নালীশ করিতে সক্ষম নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১৫০ ইং।

৬। এইরূপ স্থলে ২২ উঃ রিঃ ৩৯৪ ইং পৃষ্ঠার নির্দ্দিষ্ট লিখিত নিষ্পত্তির বিধান প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। ঐ

৭। এক দরপত্তনির তিন মালিক মধ্যে একজনের আট আনা ও অপর দুই জনের প্রত্যেকের চারি আনা অংশ ছিল। শরিকগণ মধ্যে কেহই কর না দেওয়ায় পত্তনিদার বাকি করের নালীশ করিয়া ডিক্রীলাভ করে, এবং ঐ ডিক্রীজারীতে ১৮৭৭ সনের ৫ই অকটোবর দরপত্তনির নিলামের দিন ধার্য্যে নিলাম ইস্তাহার জারী হয়। নিলামের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ও চারিআনার মালীকদ্বয় তাহাদের অংশের কর দিতে অপারগ ছিল, এবং আট আনার মালিক ও তাহার অংশের খাজানা দিতে অসম্মত হয়। ঐ দরপত্তনি নিলাম হইলে ঐ আট আনার মালীক তাহা ক্রয় করে। চারি আনার মালীকগণ ক্রেতা হইতে তাহাদের অংশ পাইবার উদ্দেশে নালীশ করে। খাস আপিলে স্থির হইল যে, বাদী ও বিবাদীর উভয়ের ত্রুটী হেতু ঐ নিলাম হইয়াছিল বিধায় বাদী প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে কোন ন্যায়ানুগত দাবি করিতে সক্ষম নহে এবং তাহার দাবি ডিসমিসের যোগ্য। ইং লঃ রিঃ ৮ক ৮ ইং।

৮। ক ও খ নির্দ্দিষ্ট খণ্ড ভূমির মালীক ছিল। ১৮৭৪ সনে ক প্রতিবাদীর নিকট ১৮৮০ সনের অকটোবর মাস পর্য্যন্ত মেয়াদ ধার্য্যে স্বীয় অংশ পত্তন করে। এবং খও তৎকালে ১৮৪১ সনের অকটোবর মাস পর্য্যন্ত মেয়াদ ধার্য্যে তাহার নিজাংশ প্রতিবাদীর নিকট পত্তন করে। ক ও খ স্ব স্ব অংশ বাদীর নিকট বিক্রয় করে। ১৮৮১ সনের জানুয়ারি মাসে বাদী প্রতিবাদীকে এই হেতুতে ফসল করিতে নিবারণ করে ও খাস দখলের প্রার্থনা করে যে কএর অংশের মেয়াদ অতীত হওয়ায় প্রতিবাদী খএর পত্তনমূলে ঐ ভূমিতে ফসল করিতে স্বত্ববান নহে। স্থির হইল যে, বাদীর নালীশ ডিসমিস হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৪৪৬ ইং।

৯। এক শরিক অপর শরিকগণের অভিপ্রায় ব্যতীত এজমালী ভূমি নিজ দখলে আনিতে সক্ষম নহে। এবং এইরূপ এক শরিক এজমালী ভূমি নিজ দখলে

আনিলে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫৩০ ধারা মতে যে দখল স্থিরতরের আদেশ হয় অপর শরিকগণ তদ্দ্বারা ঐ ভূমিতে এজমালী দখল লাভ করিতে বাধিত হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ১৪০। ১৮৮ ইং।

১০। এক শরিক অপর শরিকের অনভিমতে এজমালী ভূমিতে নহবতখানা বানাইতে পারে না। ঐ

১১। এক শরিক প্রজার জোতের আপন অংশ বিক্রয় করিলেই যে মোট জোত আংশিক পরিমাণে বিভাগ হইবে, অথবা ঐ অংশানুযায়ী করের বিভাগ হইবে এমত নহে। কিন্তু ঐ অংশের ক্রেতা ইচ্ছা করিলে অংশানুযায়ী বিভাগ করিয়া লইতে পারে। বিভাগের কোন উদ্যোগ না করিলে প্রজা মোট কর এজমালীতে দিতে বাধ্য। ক্রেতা জোতের এবং অংশানুযায়ী করের বিভাগ করিতে চাহিলে প্রজাকে উচিত সময়ে নোটিস দিবেক, এবং পক্ষগণ বিভাগে সম্মত না হইলে ক্রেতা শরিকগণকে পক্ষ করিয়া প্রজার বিরুদ্ধে কর বিভাগের নালীশ উপস্থিত করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬৭১। ৯০২ ইং। পূঃ অঃ।

১২। সর্ব্ব প্রকার বিক্রয়েই ক্রেতার বিভাগের স্বত্ব জন্মে। ঐ

১৩। এক জমিদারীর চৌদ্দ আনার শরিক আপন অংশের করের দাবিতে প্রজার বিরুদ্ধে নালীশ করে এবং অপর শরিকগণকে তাহাতে প্রতিবাদী শ্রেণীভুক্ত করে। কিন্তু তাহারা কোন প্রতিবাদ করেনা। স্থির হইল যে, প্রজা ইতিপূর্ব্বে ঐ চৌদ্দ আনার মালিককে তাহার অংশের বাবদ কর দিয়াছে বিধায় তাহার বিরুদ্ধে বর্ত্তমান নালীশ চলিতে পারে, কারণ শরিকগণ প্রতিবাদ না করায় বাদীর দাবি স্বীকার করিতেছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬৮১। ৯১৫ ইং।

১৪। সকল শরিকের সম্মতিমতে প্রজা তাহার জোতের খাজানা প্রত্যেক শরিককে স্বতন্ত্ররূপে কর দিবার অঙ্গীকার করিলে পরে সে কোন এক শরিকের সম্মতি ব্যতীত তাহাকে তাহার অংশের কর দিতে অস্বীকৃত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক, ৬৮৯। ৯৪১ ইং।

১৫। এজমালী সম্পত্তির শরিকগণ যে স্থলে কোন এক অংশ কোন এক শরিকের বলিয়া স্বীকার করে, প্রজা সে স্থলে পূর্ব্ববৎ অংশানুযায়ী কর আদায়ের অঙ্গীকার করিয়া, ঐ স্বীকৃত অংশের কর ঐ অংশের মালিককে এই হেতুতে দিতে অসম্মত হইতে পারে না যে, সে পূর্ব্বে কখন ঐ অংশের কর ঐ শরিককে দেয় না। ঐ

১৬। এক কিংবা একাধিক শরিক এজমালী ভূমিতে পাকা দালান উঠাইলে অপর শরিক তাহা স্থানান্তরিত করিতে চাহে। এরূপ নালীশে আদালত সাধারণতঃ সদ্বিবেচনা (discretion) পরিচালন পূর্ব্বক ইহা দেখিবেন যে, প্রতিবাদী দালান উঠাইয়া বাদীর ক্ষতি জন্মাইয়াছে কি না, এবং বাদী দালান উত্তোলনে প্রতিবন্ধকতা জন্মাইতে সচেষ্ট হইয়াছিল কি না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৭০৮ ইং।

অংশীদারি কারবার ৭, ৯ দেখ

অভিভাবক

শালিশ।

১। মোকদ্দমা শালিশিতে অর্পিত হইলে শালিশ বাদী প্রতিবাদী স্থানে ১৫০০ টাকা খরচাসমেত পাইবার আদেশ করেন। কিন্তু কয়েক দিন পরে প্রতিবাদীর অনুরোধে তিনি আর এক বৈঠক করেন। প্রতিবাদী তাহাতে এই আপত্তি করে যে, মোকদ্দমা শালিশিতে অর্পিত হওয়ার পূর্ব্বেই সে বাদীকে ১৫০০৲ টাকা দিতে চাহিয়া ছিল এবং তদনুসারে সে শালিশির খরচা দিতে বাধ্য নহে। এই আপত্তির প্রমাণার্থ প্রতিবাদী তাহার এটর্ণিগণের লিখিত এক চিঠিদর্শায়। উহা কাহারো স্বত্বের " হানি না করিয়া " লিখিত হয় বলিয়া প্রকাশ। পূর্ব্বোক্ত আপত্তি মতে বাদী খরচা পাইবে না বলিয়া নিষ্পত্তি হয়। শালিশের এই ফয়ছলা প্রথম আদালত এই হেতুতে অগ্রাহ্য করেন যে শালিশগণ প্রতিবাদীর ঐ চিঠি প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়া অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছেন। আপীলে স্থির হইল যে, ঐ ফয়ছলা মঞ্জুর করণে অসম্মতি মোকদ্দমার সমগ্র বিষয় নিষ্পত্তি স্বরূপ গণ্য হইবেক, এবং ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল চলে। আরো স্থির হইল যে, দলিল গ্রাহ্য যোগ্য নহে; শালিশ তাহা প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়া ভ্রম করিয়া থাকিলেও তদ্ধেতু শালিশের ফয়ছলা মঞ্জুর করণে অসম্মতি প্রকাশ ন্যায্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১৭১। ২৩১ ইং।

২। শালিশার্পিত বিষয়ে কার্য্য করিতে বিরত থাকার অভিপ্রায়ে শালিশগণের নিকট বাদী প্রতিবাদী কর্তৃক যে তাড়িত বার্ত্তা প্রেরিত হয়, তাহা শালিশগণের ক্ষমতা উঠাইয়া লওয়ার তুল্য ফলদায়ক নহে। ইঃলঃরিঃ ২ক ৩২২,৪৪৫ ইং।

৩। কোন বিরোধ পাঁচ জনের শালিশিতে অর্পিত হয়। তন্মধ্যে চারি জনে ফয়ছলা প্রচার করেন। ফয়ছলার তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে শালিশগণ পুনর্বিচারের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। পুনর্ব্বিচারের পূর্ব্বে ঐ চারি জনের মধ্যে এক জনের মৃত্যু হয়, এবং অবশিষ্ট শালিশগণের মধ্যে দুই

জনে ঐ প্রার্থনা খারিজের হুকুম দেন। ঐ ফয়ছলা দাখিলের জন্য পরে আদালতে প্রার্থনা হয়, ও তৎপ্রতি আপত্তি উত্থাপিত হয়। আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া ফয়ছলা দাখিল করার হুকুম দিয়া বাদীগণকে আদালত ডিক্রী দেন। স্থির হইল যে, ঐ ফয়ছলা বৈধ ও চূড়ান্ত না হওয়ায় তদনুসারে যে ডিক্রী প্রদত্ত হয় তাহাও চূড়ান্ত নহে, সুতরাং আপীল চলিবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৭৭। ৩৭৫ ইং।

৪। এক মাল বিক্রয়ের চুক্তিতে এই একরার থাকে যে বিরোধীয় বিষয় শালিশিতে অর্পণ করিতে হইবে, এবং শালিশ যে নিষ্পত্তি করিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক। চুক্তি ভঙ্গের ক্ষতি পূরণের দাবিতে নালীশে প্রতিবাদী এই আপত্তি করে যে, বাদী বিরোধীয় বিষয় শালিশিতে অর্পণ না করায় তাহার নালীশ ১৮৭৭ সনের ১ আইনের ২১ ধারামতে বারিত। স্থির হইল যে, ঐ ধারা প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে ইহা প্রদর্শন করা আবশ্যক যে বাদী বিরোধীয় বিষয় শালিশিতে অর্পণ করিতে অসম্মত হইয়াছে, এবং আরজি দাখিল হইলেই ঐ প্রকার অসম্মতি বুঝাইবে এমত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৩৭০। ৪৯৮ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

৫। ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৩৭ অধ্যায় ১৮৫৯ সনের ১০ আইনের নালীশে বিশেষ রূপে প্রযুক্ত না হইলেও, কবুলীয়তের নালীশের উভয় পক্ষ বিরোধীয় বিষয় শালিশের বিচারে অর্পণ করিলে, পরে তাহারা কেহ শালিশের বিচারানুযায়ী আদালতের ডিক্রীতে এই বলিয়া আপত্তি করিতে পারিবে না যে, ১৮৭৭ সনের ১০ আইন মতে এই বিরোধ শালিশিতে বিচার ভার অর্পণ দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে না। ঐরূপ বিচার ভার অর্পিত হইলে শালিশগণ ন্যায্য ও সঙ্গত হারে কর ধার্য্য করিতে পারেন। এবং বাদীর দাবি মতে ঐ হার কম হইলেও আদালত এই হেতুতে নালীশ ডিস্‌মিস্‌ করিতে সক্ষম নহেন। কিন্তু আদালত শালিশের নিষ্পত্ত্যানুযায়ী হারে কবুলীয়ত সম্পাদন জন্য প্রতিবাদীকে আদেশ করিতে বাধ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ২৫১ ইং।

৬। শালিশগণ বিচারের পূর্ব্বে তাহাদিগের পারিশ্রমিক ফিস আদায় জন্য যে আদেশ করেন ঐ আদেশ মঞ্জুর জন্য তাহারা দেওয়ানী কার্য্যবিধি অনুসারে আদালতে প্রার্থনা করিতে সক্ষম নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৮০৯ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

৭। কোন মোকদ্দমা শালিশের বিচারার্থ অর্পিত হইলে আদালত শালিশ হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া নিয়া পরে পুনর্ব্বার উহা শালিশিতে অর্পণ করেন। শালিশগণের নিষ্পত্তি পরে আদালতে দাখিল হয়। প্রতিবাদীগণ তৎকালে এই আপত্তি করে যে তাহারা দ্বিতীয় অর্পণ বিষয় অবগত ছিল না, এবং তাহাদের অনুপস্থিতে শালিশগণ অন্যায় রূপ বিচার করিয়াছেন। সবজজ ঐ আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া শালিশের বিচারানুযায়ী ডিক্রী দেন। আপীলে ঐ ডিক্রী বহাল থাকে, কিন্তু শালিশগণের ব্যবহার দোষিত বলিয়া আপীল আদালত

অভিমত প্রকাশ করেন। স্থির হইল যে,প্রথম আদালতের ডিক্রী ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ৩২৫ ধারামতে চূড়ান্ত না হইয়া থাকিলে ঐ মোকদ্দমা প্রথম আদালতের সদ্বিচার জন্য আপীল আদালত হইতে ওয়াপস্ প্রেরণ করা উচিত ছিল। কিন্তু শালিশের নিষ্পত্তি ও পূর্ব্বোক্ত ডিক্রী ঐ ধারামতে চূড়ান্ত গণ্য হওয়ায় আপীল আদালতের আপীল শ্রবণাধিকার ছিল না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১৬৬ ইং।

৮। শালিশ কর্ত্তৃক আদালতের কার্য্যক্ষম (proper) কর্ম্মচারীর হস্তে শালিশ নিষ্পত্তি অর্পিত হইলে, তদ্দারা তমাদি আইনের মর্ম্মানুযায়ী কোন দরখাস্ত হইয়াছে বিবেচনা করা যাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩৩৩ ইং।

৯। বিরোধীয় বিষয় শালিশিতে অর্পিত হইলে শালিশ গণের নিষ্পত্তি দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৫২৫ ধারা মতে আদালতে দাখিল কারণ দরখাস্ত হয়। এক পক্ষ ঐ নিষ্পত্তি আদালতে দাখিল হওন বিষয়ে আপত্তি করে, এবং সবজজ তাহার আপত্তি সঙ্গত জ্ঞান করেন। স্থির হইল যে, সবজজের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৪৯০ ইং।

১০। মোকদ্দমা শালিশের বিচারে অর্পিত হইলে পর শালিশ নিষ্পত্তি আদালতে দাখিল হয়, এবং আদালত তদনুযায়ী নিষ্পত্তি করেন। তৎপর পূর্ব্ব মোকদ্দমার পক্ষগণ মধ্যে ঐ শালিশনিষ্পন্ন প্রশ্ন সম্বন্ধে দ্বিতীয় নালীশ উপস্থিত হয়। স্থির হইল যে, ঐ প্রশ্ন ঘটিত দ্বিতীয় নালীশ পূর্ব্ব নিষ্পন্ন বিধায় বারিত হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৭২৭ ইং।

চুক্তি ২০,৪১, দেখ

স্ত্রীধন ১

হাইকোর্ট ৪

শিখস্ত পয়স্ত।

১। বাকি করের নালীশে প্রকাশ পায় যে প্রতিবাদী ১২৬০ (১৮৫৩) সনে এক খানা কবুলীয়ত সম্পাদন করে। ঐ কবুলীয়তে ভূমির চৌহদ্দী ও করের পরিমাণ লিখিত ছিল, এবং উহাতে আরো ঐ নিয়ম ছিল যে ১২৬১ (১৮৫৪) সনের পর ঐ ভূমি জরিপ হইতে পারিবেক। ১২৮১ (১৮৭৪) সনে জরিপ আমলে কতক ভূমি পয়স্ত হওয়া দেখাযায়। বাদী এইক্ষণ পয়স্ত ভূমির মূল্যানুযায়ী পরিমাণ হারে (at rates varying in its nature and quality) করের দাবিতে নালীশ করে। স্থির হইল যে, কবুলীয়তের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মতে পয়স্ত ভূমির কর নির্ণীত হইবেক। ইং লঃ রিঃ ৭ক ৪৭৯ ইং।

২। ১৮২৫ সনের ১১ আইনের ৪ ধারার প্রথম প্রকরণের এই অর্থ যে পয়স্ত ভূমি সম্বন্ধে পূর্ব্বতন জোতের নিয়মাবলী প্রযোজ্য। ঐ

৩। বাইতের জোত জমি পয়স্ত হইলে ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৮ ধারা মতে তাহার কর বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু নালীশের পূর্ব্বে কর বৃদ্ধির নোটিস রীতি মত জারী হওয়া আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৭০৬ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৮২৩ ইং দেখ।

শৈথিল্য

ষ্টাম্প।

১। ১৮৬৯ সনের ১৮ আইনের ২০ ধারা মতে দণ্ড দিলেও অসম্পূর্ণ ষ্টাম্পযুক্ত চিঠি প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১০১। ২৫৫ ইং।

২। কোন ব্যাঙ্কের স্মারক লিপি দ্বারা কারবার কারকগণকে জ্ঞাত করা যায় যে তাহাদের হিসাবে কতক টাকা অন্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, এবং সেই টাকা ঐ হিসাবে জমা হইয়াছে। স্থির হইল যে, এই স্মারক লিপি ১৮৬৯ সালের ১৮ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ৭ প্রকরণ মতে ষ্টাম্পযুক্ত হওয়া আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬০৮। ৮২৯ ইং।

৩। হাত চিঠার মূল্য যে টাকা কর্জ দেওয়া হয় তাহার প্রত্যেক দফার লিপির সম্মুখে ঋণীর স্বাক্ষর বা মোহর থাকিলে,ঐ লিপি কোন দেয় ঋণ স্বীকারের নোট বা স্মারকলিপি নহে। সুতরাং তাহাতে ১৮৬৯ সালের ১৮ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ৫ প্রকরণ মতে ষ্টাম্প যুক্ত করা আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬৪৮। ৮৮৫ ইং।

৪। বাদীগণের বরাবরে যে সকল অর্পণ পত্র দেওয়া হয় তাহা, ষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৬৯ সালের ১৮ আইনের বিধান মতে, বন্ধকী পত্র স্বরূপ গণ্য নহে এবং ঐরূপ দলিলে ৷৷০ আট আনার ষ্টাম্পই উপযুক্ত। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৪৩। ৫৮ ইং।

৫। এওজ পত্র স্বরূপে চিঠি জমাদান প্রদান হইলে উহা,১৮৬৯ সালের ১৮ আইনের ৩৮ প্রকরণান্তর্গত হস্তান্তর পত্র স্বরূপ গণ্য হইবেক। সুতরাং ঐ দলিলে একরারের ষ্টাম্পের পরিবর্ত্তে হস্তান্তর পত্রের ষ্টাম্প লাগিবেক। ১৮৬৯ সনের ১৮ আইনের ২৯ ধারামতে কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হইলে, দণ্ড দেওয়ার পূর্ব্বে ইহা দেখা আবশ্যক যে, ঐ ব্যক্তির গবর্ণমেণ্টকে বঞ্চনা করার অভিপ্রায় ছিল কি না। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২৮৮। ৩৯৯ ইং। পূঃ অঃ।

৬। ষ্টাম্প শূন্য কাগজে লিখিত প্রমিসরি নোটের মূলে নালীশে প্রবৃত্তি অথবা মূল্য দেওয়ার স্বতন্ত্র প্রমাণ প্রদর্শনে বাদী বারিত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৩২। ৩১৪ ইং।

৭। "ডৌল ফিরিস্তি" নামক পত্রে জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে স্থিরীকৃত কর জমিদারের গোমস্তা কর্ত্তৃক লিখিত হয়, এবং প্রজাগণ স্বীয় সম্মতি নিদর্শন স্বরূপ স্বাক্ষর করে। ঐ দলিল চুক্তি পত্র নহে, সুতরাং উহা ষ্টাম্পযুক্ত বা রেজেষ্টরী করা আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৩৮। ৩২২ ইং।

৮। এক বিমা পত্রের পৃষ্ঠে অর্পণের তিনটি বিশেষ লিপি ছিল। ঐ অর্পণের প্রথম ও তৃতীয় লিপি আনুষঙ্গিক প্রতিভূ

পত্র স্বরূপে ১৮৬৯ সনের ষ্টাম্প আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ২০ প্রকরণ মতে এক টাকার ষ্টাম্পযুক্ত হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয় লিপি ষ্টাম্পযুক্ত হওয়া আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৫৬। ৩৫৭ ইং।

৯। ষ্টাম্প আইনের ৪১ ধারা মতে জিলার কালেক্টর যে মাজিষ্ট্রেটকে ষ্টাম্প আইনের উল্লঙ্ঘন জনিত অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করিতে অনুমতি দেন, সেই মাজিষ্ট্রেটের এমত ক্ষমতা নাই যে তিনি যেসকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন তাহাদের বিচারও করিতে পারেন। এই অভিযোগ চালাইবার ভার ঐ মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিতে অর্পণ করা কালেক্টরের কর্ত্তব্য। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫৫৮। ৬২২ ইং।

১০। কোন উকীল মোকদ্দমা চালাইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আদালতের আদেশ মতে তাহার মক্কেলেরপক্ষে যে দলিল বা টাকা আদালত হইতে লয়েন, ঐ মোকদ্দমা চলিবার কালে তাহা লইবার ওকালতনামা দ্বারা ঐ উকীলপ্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, তাহাতে ১৮৬৯ সনের ১৮ আইন মতে ষ্টাম্পের প্রয়োজন নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫৬৬। ৭৬৭ ইং।

১১। ষ্টাম্পশূন্য যে দলিলে ষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৬৯ সনের ১৮ আইনের ২০ ধারার বিধান খাটে, তাহা প্রথম প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত হইয়া অগ্রাহ্য হওয়ারকালে, তাহার উপযুক্ত ষ্টাম্প মূল্য এবং নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের টাকা দিতে না চাহিলে, পশ্চাতে দিতে চাহিবায় ঐ দলিল গ্রহণের আদেশ করিতে আপীল আদালতের ক্ষমতা নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১৫৮। ২১৩ ইং।

১২। কোন দলিল কতকাংশে ইজারা ও, কতকাংশে বন্ধকের আকার ধারণকরিলে ও উহা ১৮৭৯ সনের ১ আইনের ৭ ধারার ২ দফার লিখিত বন্ধকী দলিল বলিয়া বন্ধকের পরিমাণ ষ্টাম্পযুক্ত হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১৫৪ ইং।

১৩। ছয় ব্যক্তি তাহাদিগের স্বগ্রামবাসী দুই ব্যক্তির বিবাদ মীমাংসার্থ শালিশ নিযুক্ত হইয়া লিখিত রায় প্রকাশ করেন। পরে এক দেওয়ানী মোকদ্দমায় ঐ রায় দাখিল হইলে, উহা ষ্টাম্প কাগজে লিখিত হয় নাই বিধায় মুন্সেফ উহা আবদ্ধ করিয়া কালেক্টর সমীপে পাঠাইয়া দেন। কালেক্টর লিখকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার আদেশ দেন।

ঐ মোকদ্দমা ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট নিকট বিচারার্থ অর্পিত হওয়ায় ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শালিশগণকে জরিমানা করেন। স্থির হইল যে, ঐ দণ্ডাদেশ অবৈধ বিধায় উহা রহিত হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২৫৯ ইং।

১৪। আরো স্থিরহইল যে, ৩৭ধারা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী সুচারু রূপে (strictly) অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, এবং ৪০ ধারামতে অভিযোগ অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে কালেক্টরের ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে ষ্টাম্পব্যয় এরাইবার অভিপ্রায়ে অপরাধ করা হইয়াছিল কি না। ঐ।

১৫। ঋণী উত্তমর্ণের বহিতে হিসাব দস্তখত করিলে উহা ষ্টাম্প আইনের ১ ধারানুযায়ী স্বীকারপত্র স্বরূপ পরিগণিত হইতে

পারে কিনা,এই প্রশ্নের মীমাংসা দস্তখতের অভিপ্রায় ও আকারের প্রতি নির্ভর করিবে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২৮২ ইং।

১৬। দলিলের লিখিত প্রতিশ্রুত কার্য্য সম্পাদিত নাহইলে চুক্তি ভঙ্গের ক্ষতিপূরণের সর্ত্ত থাকে। স্থির হইল যে, ঐ প্রকার দলিল তমঃ সুক পত্র নহে, এবং উহা আট আনা ষ্টাম্প যুক্ত হওয়া আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২৮৪ ইং।

১৭। পূর্ব্বোক্ত দলিলের ও তমঃসুকের মূলে প্রতিকার প্রাপ্তির প্রভেদ সম্বন্ধে আলোচনা। ঐ

১৮। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এক মীমাংসা পত্র দ্বারা এক পরগণা এবং আড়াই লক্ষ টাকা এই সর্ত্তে লিখিয়া দেন যে,উক্ত কনিষ্ঠ পারিবারিক সমস্ত সম্পত্তিতে তাহার দাবিত্যাগ করিবে। স্থির হইল যে, ১৮৭৯ সনের ১ আইন মতে উক্ত মীমাংসা পত্র বিক্রয় কবালা, ছেটলমেণ্ট, অথবা বিভাগপত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ২১ ইং।

১৯। ১৮৬৯ সনের ষ্টাম্প আইনে খত বা "তমঃসুখ" শব্দের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট রূপে ব্যাপক নহে।

২০। ২ ধারার পঞ্চম প্রকরণ মতে উহার বিস্তার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৫৩৪ ইং।

২১। "তোমার নিকট আমার দুইশত তিনটাকা দেনা রহিল,এই দেনা ১৬ই জুলাই পরিশোধ করিব" ইত্যাকারে যে দলিল লিখিত হয় তাহা স্বীকারপত্র স্বরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া প্রমিসরি নোট বলা যাইবেক। এবং ঐ দলিলের টাকা নির্দ্দিষ্ট তারিখে দেয় বিধায় উহা এক আনার ষ্টাম্প যুক্ত হওয়া যথেষ্ট নহে। সুতরাং ১৮৭৯ সনের ১ আইনের ৩৪ ধারামতে ঐ দলিল প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৬৪৫ ইং।

২২। ১৮৭৯সনের ১আইনের ৩ ধারার লিখিত "রীতি মত ষ্টাম্প যুক্ত" শব্দের অর্থ। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৭২১ ইং।

২৩। পাঁচশত টাকা মূল্যের বিল অব একচেঞ্জ তলব মাত্র দেয় না, হইলে তাহা ১৮৭৯ সনের ১ আইনের প্রথম তপসিলের ১১ প্রকরণ মতে ছয় আনা মূল্যের ষ্টাম্প যুক্ত হওয়া আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ২৫৬ ইং।

আপীল	১০,১২,১৫,দেখ
প্রমাণ (দলিলী)	৫,২১,২৭
প্রমিসরি নোট	৬
বাটোয়ারা	৫

সংক্রামক রোগ সম্বন্ধীয় আইন।

বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করিলে, ১৮৬৮ সনের বঙ্গীয় ১৪ আইনের ২১ ধারামতে,১১ ধারার বিধান হইতে মুক্ত পাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১৬৩ ইং।

সংরক্ষণ ভার।

১। মাতা পিতার বিরুদ্ধে বৈধ সন্তানগণের সংরক্ষণ ভার দাবি করিতে স্বত্ববতী নহে। সন্তান মাতার সংরক্ষণে থাকিলেই পিতার সংরক্ষণে থাকা সাধারণতঃ বিবেচিত হইবে। মাতা যে স্থলেই কেন সন্তানকে লইয়া যাউক না, সন্তান পিতার অভিভা-

বকস্তায় থাকা অনুমিত হইবেক। কিন্তু যে স্থলে, হিন্দু রমণী শিশু কন্যা সহ স্বামী গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কএর গৃহে যাইয়া সেই দিবসই, পিতার অনুমতি ব্যতীত কএর ভ্রাতার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দেয়, সে স্থলে দণ্ডবিধি আইনের ১০৯ ও ৩৬৩ ধারা মতে ককে দণ্ডিত করা সঙ্গত। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৯৬৯ ইং।

২। জারজ সন্তানের মাতা শৈশব কালে তাহার প্রকৃত ও উপযুক্ত অভিভাবিকা। মাতা মৃত্যু শয্যায় শিশু সন্তানকে অপর ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া যাইলে,এবং ঐব্যক্তি শিশুকে মাতার নিয়োগ মতে লালন পালন করিলে, ঐ ব্যক্তিতে নাবালগের সংরক্ষণ ভার, দণ্ডবিধি আইনের ৩৬১ ধারামতে, বৈধরূপে ন্যস্ত হয়। "বৈধ অভিভাবক" শব্দের ব্যাখ্যা। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৯৭১ ইং।

সংশোধন।

কবুলীয়ত ৬,দেখ

খাস আপীল ৫

চুক্তি ২৪

সত্যক্তা।

আরজি ১,দেখ

প্রেকৃটিস (ফৌজদারী বিচার) ৬০

প্রেকৃটিস (মোকদ্দমা) ১৯

সফা।

১। এক শরিক ক্রয় করিলে অপর শরিকের সফার স্বত্ব জন্মে, শরাতে এমত কোন নিয়ম নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬০৯। ৮৩১ ইং। পুঃ অঃ। ৬ উঃ রিঃ ২৫০ ইং ও ৭ উঃ রিঃ ১৫০ দ্রষ্টব্য।

২। ক্রেতা দখল না লইবার পূর্ব্বে সাফি কেবল ক্রেতা বা সাক্ষীর সম্মুখে তলবি ইসসাহাদ পাঠ করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৩৭৮। ৫০৯ ইং।

সমন।

১। সমনের রসিদ দিতে অসম্মত হওয়া দণ্ডবিধি আইনের ১৭৩ ধারান্তর্গত অপরাধ নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪৫৮। ৬২১ ইং।

তমাদি ৫,৬,দেখ

তমাদি (১৮৭১সনের ৯আইন) ৩০

প্রেকৃটিস (মোকদ্দমা) ১১

মোক্তার ২

সমর্পণ।

১। কেবল সেসন আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমা না হইলে, আসামীকে সেসন আদালত বিচারার্থ নিজের নিকট সমর্পণ করিতে ক্ষমবান নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪২০। ৫৭০ ইং।

২। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪৭২ ধারায় "স্বয়ং মোকদ্দমা সমর্পণ করিতে পারিবেন" বাক্য গুলি ২৩১ ধারার সহিত একত্র পাঠ করিলে, প্রতীতি হয় যে তদ্দ্বারা সেসন কোর্টকে আপনার নিকট মোকদ্দমা সমর্পণের ক্ষমতা প্রদত্ত হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪২০। ৫৭০ ইং।

প্রেকৃটিস (ফৌজদারী বিচার) ৫৭

৬৫,৬৭,দেখ

সম্ভাবিত (implied) চুক্তি।

আপীল ২৩,দেখ

সম্মতি।

সলিসিটার।

সময়।

সরকারী কর্ম্মচারী।

১। সরকারী কর্ম্মচারী স্বরূপে যে প্রণালী মত কার্য্য করিতে হইবে তাহা অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক আইনের বিধান জ্ঞাতসারে উল্লঙ্ঘিত হওয়া এবং কোন ব্যক্তিকে আইনানুযায়ী দণ্ডহইতে রক্ষা করার অভিপ্রায়ে ঐরূপ কার্য্য করাই দণ্ডবিধি আইনের ২১৭ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় পক্ষে যথেষ্ট। যে ব্যক্তিকে আইনানুযায়ী দণ্ড হইতে রক্ষা করা অভিপ্রেত ছিল, সে অপরাধী বা দণ্ডের যোগ্য কিনা, ইহা দেখান আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩০২।৪১২ ইং।

২। কলিকাতার পোলীশ কোর্টে গবর্ণমেণ্ট সলিসিটারের নিয়োগ মতে যে ব্যক্তি অভিযোক্তাস্বরূপ কার্য্য করেন, তিনি দণ্ডবিধি আইনের ২১ ধারার মর্ম্মানুযায়ী সরকারী কর্ম্মচারী গণ্য হইবেন। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩৬৬। ৪৯৭ ইং।

৩। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন ইষ্টেটের ম্যানেজার গবর্ণমেণ্টের পক্ষে গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কে কতকটাকা দাখিল করায় ঐ ব্যাঙ্কের একজন পোদ্দার টাকা লওয়ার পরিশ্রম জন্য কিছু পারিতোষিক গ্রহণ করে। পোদ্দারের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ১৬১ ধারা মতে অভিযোগ হইলে স্থির হইল যে, ঐ টাকা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রদত্ত হইয়া থাকিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ টাকা গবর্ণমেণ্ট পক্ষে গৃহীত না হইয়া ব্যাঙ্কের পক্ষেই গৃহীত হয়, সুতরাং সে দণ্ডবিধি আইনের ২১ ধারার ৯ দফার মর্ম্মানুযায়ী সরকারী কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত না হইয়া কেবল ঐ ব্যাঙ্কের চাকর বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২৭৮। ৩১৬ ইং।

সরবরাহকার (রিসিবার।)

সর্ব্ব সাধারণের কার্য্যার্থ ভূমি গ্রহণ।

১। ভূমি পত্তনি ও দরপত্তনি বন্দোবস্ত দেওয়ার পরে, ভূমি গ্রহণ সংক্রান্ত আইন

জন্যে গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমি গ্রহণ করিলে জমিদার ও পত্তনিদার সাধারণতঃ তুল্যাংশে ক্ষতিপূরণের টাকা পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৫৮৫ ইং।

২। সাধারণ নিয়মে, জোতস্বত্ব-বিশিষ্ট প্রজাবর্গ ও মধ্যবর্ত্তী স্থায়ীস্বত্ব-বিশিষ্ট তালুকদার গণ ঐ ক্ষতিপূরণের অধিকাংশ টাকা পাইতে স্বত্ববান। ঐ

৩। কি সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রকার স্বত্ববিশিষ্ট ব্যক্তি গণকে ক্ষতি-পূরণের টাকা দিতে হইবে তাহা নির্ণীত হইল। ঐ

৪। দরপত্তনি পাট্টার ব্যাখ্যা। ঐ

৫। যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট ১৮৭০ সালের ১০ আইন মতে ব্যক্তিবিশেষের ভূমি লয়েন, সে স্থলে ভূমি লইবার সময় ঐ ভূমি কি রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, বা মালিক গণ পূর্ব্বে উহা কি মূল্যে ক্রয় করিয়াছিল, তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া, তুল্যশক্তিশালী পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির চলিত বাজার মূল্যানুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করাই সঙ্গত। প্রোক্ত নিয়মানুযায়ী মূল্য ভূমির বর্ত্তমান নিয়োগানুসারে না ধরিয়া মালিক গণ যতদূর লভ্যজনক কার্য্যে উহার নিয়োগ করিতে পারিত তদনুসারে ধরিলে উহার বাজার দর কি হইতে পারে তাহাই বিবেচ্য। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৭৭। ১০৩ ইং।

৬। সর্ব্বসাধারণের কার্য্যার্থ গৃহীত ভূমির ক্ষতিপূরণের যে অংশ ন্যায্যরূপ প্রাপ্য হয়, তন্নির্ণয়ার্থ ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৩৮ ধারামতে যে আদালত ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন, সেই আদালত ঐ আইনের ৩৯ ধারামতে যে অংশ সাব্যস্ত পূর্ব্বক ডিক্রী প্রচার করেন তাহা চূড়ান্ত, এবং ৩৯ ধারানুযায়ী আপীল ভিন্ন তদ্বিরুদ্ধে অন্য প্রকারে আপত্তি করা যাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫৫৫। ৭৫৭ ইং।

৭। ১৮৭০ সনের ১০ আইনের ৩৮ ও ৩৯ ধারা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রণালী অনুষ্ঠিত হইলে, ভূমি গ্রহণক্ষম ব্যক্তিগণ ভূমির দখলকার বা আপাতসদৃশ্যমান মালিকগণ সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। প্রকৃত মালিক নাবালগ বা অন্য কোন প্রকার অপারগ থাকা বিধায় উপস্থিত না হওয়ায় প্রথমতঃ তাহার সহিত কোন বন্দোবস্ত না হইতেও পারে। এতন্নিবন্ধন ৪০ ধারাতে এই বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, ঐ ধারাতে বা তৎপূর্ব্ব ধারা সমূহে যাহা কিছু লিখিত হইল তদ্দ্বারা ক্ষতিপূরণগৃহীতা প্রকৃত মালিককে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে বাধ্য থাকার নিয়ম কোন প্রকার ব্যতিক্রান্ত হইবেক না। ৩৮,৩৯ ও ৪০ ধারানুযায়ী বিচার কার্য্যে যে সমস্ত ব্যক্তির স্বত্বের মীমাংসা হয় নাই, তাহাদিগের সম্বন্ধেই পূর্ব্বোক্ত নিয়ম প্রযোজ্য। কিন্তু ঐ আইন মতে কাহারও দাবির মীমাংসা হইয়া থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত নিয়ম মতে আবেদা নালীশ করিবার ক্ষমতা জন্মে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩৮৮ ইং।

৮। ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের ৩৯ ধারামতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কালে জজের কর্ত্তব্য যে তিনি উপস্থিত দাবিদার গণের ক্ষতিপূরণের টাকা পাইবার অধিকার সম্বন্ধে বিচার করেন। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৪০৬ ইং।

৮। যে সমস্ত দাবিদার জজের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাদিগের দখলীয় ভূমির অন্যান্য অংশের অধিকার সম্বন্ধে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনানুযায়ী নিষ্পত্তি, ঐ আইনের ৩৯ ধারামতে পূর্ব্বনিষ্পত্তি জনিত বাধা স্বরূপ গণ্য হইবেক না। ঐ

সরল ভাব।

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি সরলভাবে কার্য্য করিয়াছে কি না এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বীয় অপরাধের পোষকতায় যে সকল উক্তি করে, তাহা সত্য বলিয়া জ্ঞাত ছিল কি না, এবং যথোচিত সতর্ক হওয়ার ও মনোযোগ করার পর ঐ সকল উক্তি সত্য বলিয়া তাহার বিশ্বাসের বলবৎ হেতু ছিল কি না, ইহা বিচার্য্য বিষয় নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৯০। ১২৪ ইং।

চুরি ১, ২, দেখ
প্রমাণ (দলিলী) ৭

সাঁওতাল পরগণা।

১। ১৮৫৫ সনের ৩৭ আইনের ২ ধারামত নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণ সাঁওতাল পরগণা সম্বন্ধীয় ১৮৭২ সনের ৩ আইনের ৫ ধারান্তর্গত মোকদ্দমার বিচার করিতে সক্ষম। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩১৬ ইং।

সাক্ষী।

১। কোন মাজিষ্ট্রেট একাকী যে মোকদ্দমার আইন ও বৃত্তান্ত ঘটিত বিষয়ের বিচারক হয়েন, তাহাতে তিনি স্বয়ং সাক্ষী হইতে পারেন না। তাহার সাক্ষ্যতাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী সাব্যস্ত হইলে ঐ অপরাধ নির্ণয় অবৈধ। অন্য প্রমাণ থাকিলে উহা একেবারে অবৈধ না হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২৯২। ৪০৫ ইং।

২। ফরিয়াদী নিজ পক্ষের আহূত সাক্ষীগণের জবানবন্দী না করাইলে, তাহাদিগকে জেরার জন্য সাক্ষীর স্থানে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। পরন্তু, আদালত প্রমাণ বিষয়ক আইনের ১৬৫ ধারানুসারে তাহাদিগকে প্রশ্ন করিলে আসামী জেরা করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৪৫৭। ৬১৪ ইং।

৩। সেসনের বিচারে অভিযোক্তার পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়া যাইলে, জজ বিস্তারিত রূপে সাক্ষীগণের প্রতি বহুবিধ কূট প্রশ্ন করেন। স্থির হইল যে, এই প্রকার প্রণালী প্রমাণবিষয়ক আইনের ১৩৮ ধারার বিধানের বিরুদ্ধ। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ২১৯ ইং।

৪। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের (১৮৭২ সনের ১০ আইন) ৩৫৯ ধারা নির্দ্দিষ্ট হেতু ভিন্ন অন্য হেতুবাদে মাজিষ্ট্রেট আসামীর মানিত সাক্ষীর প্রতি সমন বাহির করিতে অসম্মত হইতে সক্ষম নহেন। অসম্মত হইলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ ধারানুযায়ী প্রণালী অবলম্বন করিতে বাধ্য। আসামী কোন সাক্ষীর জবানবন্দী করিতে না চাহিলে জবাবের পর গৃহীত নূতন প্রমাণ ব্যর্থ করিবার জন্য ঐ সাক্ষীর প্রতি সমন দিতে অসম্মত হওয়া অসঙ্গত। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭১৪ ইং।

৫। প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৩৩ ধারার লিখিত প্রমাণ দেওয়ার অক্ষমতা চিরস্থায়ী

হওয়া আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭৭৪ ইং। ৪কঃ লঃ রিঃ ৫০৪ ইং, অসম্মতি ব্যক্ত হইল।

৬। ঘটনার বৃত্তান্তাভিজ্ঞ সমুদয় সাক্ষীকে অভিযোগের পক্ষে উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। বিশেষ কারণ ব্যতীত যদি ঐ সমুদয় সাক্ষীকে উপস্থিত করা না হয়,তাহা হইলে আদালত অভিযোগের বিরুদ্ধে অনুমান করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১২১ ইং।

৭। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ প্রকার অনুমান হইতে পারে না। ঐ

৮। পুলীশ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১১৯ ধারামতে যে মেমোরেণ্ডাম লিখিত হয়, আসামী বিচার কালে তৎসম্বন্ধে ইহা বলিতে স্বত্ববান নহে যে, পুলীশ কর্ম্মচারী জবানবন্দী দেওয়ার সময় স্মৃতিশক্তির সহায়তার জন্য উক্ত মেমোরেণ্ডামের আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। ইঃ লঃ রি ৮ক ১৫৪ ইং।

৯। যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমায় আপীল চলে না, তাহাতে সংক্ষিপ্ত হেতুবর্ণন সহ আসামীর দণ্ডাদেশ নথিভুক্ত রাখা আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১৯৫ ইং।

১০। আসামী গ্রেপ্তার হইলে পুলীশের বহিতে যে সমস্ত অভিযোগ উল্লিখিত হয়, তৎসহ অপরাপর অভিযোগের সংবাদ না পাইলে, সে বিচারের তারিখে ঐ সকল অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১৯৫ ইং।

১১। মাজিষ্ট্রেট নিকট অভিযোগ হইলে মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে অভিযোগের সত্যতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কয়েক জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন। তিনি সাক্ষীগণের জবানবন্দী লিখিয়া লন না। স্থির হইল যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির অসাক্ষাতে সাক্ষীর জবানবন্দী করা ভ্রমাত্মক,কিন্তু ঐ জবানবন্দী লওয়া হইলে,উহা লিখিত হওয়া আবশ্যক নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭৭৪ ইং।

১২। ফৌজদারী কার্য্যবিধি (১৮৭২ সনের ১০ আইন) আইনের ২১৭ ও ২১৮ ধারা একযোগে পঠিত হইলে প্রতীতি হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের পক্ষের সাক্ষী কূট পরীক্ষার্থ তলব করিতে ইচ্ছুক হইলে, অভিযোগ পত্র পঠিত হওয়ার সময়েই ঐরূপ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবেক। মাজিষ্ট্রেট ইচ্ছা করিলে ইহার পরে ও সাক্ষী তলব করিতে পারেন, কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার প্রার্থনা করিতে স্বত্ববান নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ২৮ ইং।

১৩। পক্ষগণ তাহাদিগের মানিত সাক্ষী আদালতে উপস্থিত করণ, অথবা তদ্দ্বারা দলিল দাখিল করণ সাক্ষীর প্রতি সমনের প্রার্থনা করিলে, কিংবা দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১৬৭ ধারামতে দলিল তলবের প্রার্থনা করিলে, আদালত এই হেতুতে ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে সক্ষম নহেন যে, আদালতের বিবেচনায় বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বে সাক্ষী বা দলিল উপস্থিত করা যাইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৫৮০ ইং।

উইল ৩০,৩১,৪০,দেখ

উত্তারাধিকারী বিষয়ক আইন ৩

সাধারণ জলাশয়।

১। দণ্ডবিধি আইনের ২৭৭ ধারার লিখিত সাধারণের ব্যবহার্য্য উৎস বা জলাশয় বলিতে সাধারণের ব্যবহার্য্য নদীও বুঝায়, এমত নহে। মৎস্য ধরিবার জন্য নদীতে বৃক্ষশাখা ছড়াইলে ঐ ধারাভুক্ত অপরাধ হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২১৩। ৩৮৭ ইং।

সাধারণ বাহক।

১। চুক্তি বিষয়ক আইনের ১৫১ ধারার প্রয়োগ। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ২২৭ ইং।

সালভেজ।

সার্টিফিকেট।

১। ১৮৬০ সনের ২৭ আইনে পুনর্ব্বিচারের স্পষ্ট বিধান না থাকিলেও, ঐ আইনানুযায়ী নিষ্পত্তির পুনর্বিচারের প্রার্থনা গৃহীত হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ৭৩। ১০১ ইং।

২। ১৮৬০ সনের ২৭ আইনমতে সার্টিফিকেট লাভের স্বত্ব ব্যক্ত হইলে, জামিন লইবার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলেনা। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ৯২। ১২৭ ইং।

৩। মৃত ব্যক্তির প্রাপ্য আদায় করার সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য যে দরখাস্ত হয় তাহার ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকিলে, আদালত সেই দরখাস্ত সম্বন্ধে এই অনুমান করিতে সক্ষম যে, তমাদি আইনের ফল হেতু ঐ ব্যক্তির আদায়যোগ্য কোন প্রাপ্য এইক্ষণে থাকিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪৫৪। ৬১৬ ইং।

৪। ১৮৬০ সালের ২৭ আইনানুযায়ী যে দরখাস্ত হয়, তাহাতে উভয় পক্ষের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে না। অতএব দত্তকগ্রহণ সিদ্ধ কি না তদ্বিষয়ে আদালতের নিষ্পত্তি লাভের উদ্দেশে ঐরূপ দরখাস্ত হওয়ায় স্থির হইল যে, কেবল জাবেদাতেই ঐ প্রশ্নের নিষ্পত্তি হইতে পারে। ঐ।

৫। ১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন অনুসারে কালেকৃটর সাহেব যে সার্টিফিকেট জারী করেন, তাহা বৈধ ও নিয়মানুগত কি না, ও তদ্দ্বারা তৎপরের প্রদত্ত পাট্টা ফলদায়ক হইবার কোন বাধা জন্মে কিনা, এতন্নির্ণয়ার্থ কালেকৃটরের কার্য্যের বৈধতার প্রতি দৃষ্টি করা জজের কর্ত্তব্য ছিল, এবং উহা বৈধ বা শুদ্ধ বলিয়া কোন অনুমান করিতে জজের অধিকার ছিল না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৫৬৯। ৭৭১ ইং।

৬। মৃত ব্যক্তির প্রাপ্য ভোগাধিকারে আপাততঃ যে ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ স্বত্ব থাকে, সম্পর্কের ও বাসের নৈকট্য হেতু সেই ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে, ১৮৬০ সালের ২৭ আইন মতে, সার্টিফিকেট প্রদান করিতে জজের ক্ষমতা জন্মে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩০৩। ৪১১ ইং।

৭। ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনের ১৮ ও তৎপরবর্ত্তী ধারা সমস্তে যে নিয়ম ব্যক্ত আছে, তাহা কেবল ঐ আইন মতে নিয়োজিত অভিভাবক ও সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত

ম্যানেজার প্রতি খাটে। ১৮ ধারার নিয়ম সার্টিফিকেট সূত্রে কার্য্যকারক ম্যানেজার প্রতি খাটে। ঐ ধারায় ম্যানেজারকে সাধারণতঃ মালিকের ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। কিন্তু হস্তান্তর করণ সম্বন্ধে ঐ ধারার মর্ম্ম এই যে, ঐরূপ কার্য্য বৈধ হওনার্থ কোন২ স্থলে অগ্রে আদালতের অনুমতি লওয়া আবশ্যক। ঐরূপ বিধান আদালতের সহিত সম্পূর্ণ নিঃসংশৃষ্ট ম্যানেজার প্রতি প্রযুক্ত হয় না। যাহারা ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন মতে সার্টিফিকেট না লইয়া নাবালগের পক্ষে কার্য্য করে, তৎসম্পর্কে হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রের কি শবার কোন বিধানের পরিবর্ত্তন ও ব্যতিক্রম করার অভিপ্রায়ের কোন আভাষ বা লক্ষণ ঐ আইনে নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৬৮১। ৯২৯ ইং। পুঃ অঃ।

৮। মৃত মোহন্তের চেলা তাহার ত্যজ্য ইষ্টেটের প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে সত্ত্ববান। গুরু ভাই সত্ত্ববান নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৭০০। ৯৫৪ ইং। ২১ উঃ রিঃ ৩১০ ইং পৃষ্ঠার প্রচারিত মোকদ্দমার সহিত প্রভেদ প্রদর্শিত হইল।

৯। খ ১৮৬০ সনের ২৭ আইন মতে সার্টিফিকেটের প্রার্থনা করিলে, ক দত্তক পুত্র বলিয়া ঐ প্রার্থনার প্রতিবাদ করে। দত্তক পুত্র না থাকিলে খই শাস্ত্রমত উত্তরাধিকারী ছিল। আদালত দত্তক সম্বন্ধে প্রমাণ বিশ্বাস করিয়া সার্টিফিকেটের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। আপীলে স্থির হইল যে, যদিও নিম্ন আদালত দত্তক সম্বন্ধে বিচার করিতে যাইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তথাপি আপীল আদালত ঐ নিষ্পত্তির অনুমোদন করায় উহা রহিত করিবেন না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৩০৩ ইং।

১০। ১৮৬০ সনের ২৭ আইনের সার্টিফিকেটের প্রার্থনায় প্রতিবাদ হইলে, কোন্ পক্ষ সার্টিফিকেট পাইতে স্বত্ববান, এতদ্বিষয় নির্ণয়ার্থে আদালত পক্ষাপক্ষের অধিকার (title) বিষয়ে বিচার করিবেন। ঐ

১১। মিতাক্ষরা শাস্ত্রাধীন এক হিন্দু ক এক বিধবা ঘ, ও চ, ছ দুই নাবালগ পুত্র, এবং ঐ বিধবার দুই সপত্নী পুত্র খ, গ বর্ত্তমানে লোকান্তরিত হয়। ঐ ঘটনার পূর্ব্বেই খ ও গএর মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। খ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ নাবালগগণের সম্পত্তির দখল ও তত্ত্বাবধান ছাড়িয়া দেন। ঘ তৎপরে ১৮৫৮ সনের ৪০ আইন মতে গ, চ, ছ নাবালগ গণের পক্ষে সার্টিফিকেট পাইবার প্রার্থনা করিয়া সার্টিফিকেট গ্রহণ করে। গ পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার অংশ সম্বন্ধে সার্টিফিকেটের কার্য্য রহিত হয়। খ এক বিধবা জ ও এক নাবালগ পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হইলে, জ ১৮৫৮ সনের ৪০ আইন মতে উক্ত নাবালগের পক্ষে সার্টিফিকেটের প্রার্থনা করে। তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, গ বিত্ত শাসন করিতে অক্ষম ছিল। স্থির হইল যে, ঘ অন্যায় রূপে সার্টিফিকেট পাইয়া থাকিলেও জ সার্টিফিকেট পাইতে স্বত্ববতী নহে। কারণ, কএর মৃত্যুর পরে বিত্ত বিভাগ না হওয়ায় সমস্ত বিত্তই অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩৬৯ ইং।

১২। আরো স্থির হইল যে, ঘ সার্টি-

ফিকেট পাওয়া হেতু, অথবা ১৮৭৬ সনের বঙ্গীয় ৭ আইন অনুসারে প্রত্যেক শরিকের নাম জারী হইয়াছে বলিয়া, জ সার্টিফিকেট পাইতে স্বত্ববতী নহে। ঐ। ইং লঃ রিঃ ৫ক ২১৯ ইং, অনুসৃত হইল।

১৩। মিথিলা প্রদেশের চলিত শাস্ত্র মতে পিতা ও মাতা উভয়ের মধ্যে আদৌ মাতা নাবালগের অভিভাবক সূত্রে সার্টিফিকেট পাইতে সক্ষম। ইং লঃ বিঃ ৫ক ৩২। ৪১ ইং।

১৪। মিতাক্ষরাধীন ক নামক এক ব্যক্তি খ পুত্র ও গ নাবালগ পুত্র এবং ঐ নাবালগের মাতা ঘ স্ত্রী বর্ত্তমানে লোকান্তরিত হয়। খ ও ঘ উভয়ে ক এর ত্যজ্য সম্পত্তির প্রাপ্য টাকা উসুল করিবার জন্য ১৮৬০ সনের ২৭ আইন মতে সার্টিফিকেট পাইবার প্রার্থনা করায় স্থির হইল যে কেবল ঘ সার্টিফিকেট পাইতে সত্যবতী, এবং ঘ ঐ নাবালগ পুত্র গএর সম্পত্তি শাসন সমরক্ষণ জন্য ১৮৫৮ সনের ৪০ আইন মতে সার্টিফিকেটের প্রার্থনা করায় নিষ্পত্তি হইল যে, নাবালগের স্বতন্ত্র ইষ্টেট থাকার প্রমাণাভাবে ঘ ঐ আইন মতে সার্টিফিকেট পাইতে পারে না। আবশ্যক মতে নাবালগের মাতা তাহার আসন্ন বন্ধু স্বরূপে তাহার পক্ষে নালীশ উপস্থিত করিতে পারিবেক। তাহাতে ঐ আইন মতে সার্টিফিকেট বা ঐ আদালতের অনুমতির অপেক্ষা করেনা। ইং লঃ রিঃ ৫ক ১৬৩। ২১৯ ইং।

১৫। অনুমতি পত্রের নিয়ম মতে পিতার মৃত্যুর পরে যে দত্তক গৃহীত হয়, মাতার শাসন কালীন প্রাপ্য পিতৃ ইষ্টেটের ঋণ আদায়ের জন্য ১৮৬০ সনের ২৭ আইন মতে সার্টিফিকেট লওয়া, তাহার পক্ষে কোন প্রয়োজন নাই। ইং লঃ বিঃ ৫ক ১৮৩। ২৫১ ইং।

১৬। দত্তক গ্রহণ বৈধ রূপ হইয়া থাকিলে, দত্তক গ্রহণের তারিখ হইতে পিতৃ ইষ্টেটে দত্তক পুত্রের স্বত্ব জন্মিয়া থাকে, এবং পিতৃ ইষ্টেটের প্রাপ্য ঋণ যদি পিতার মৃত্যুর পরে ডিউ হইয়া থাকে, দত্তক পুত্র ঐ ঋণ নিজ স্বত্বে উসুল করিয়া লইতে পাবে। পিতার স্থলবর্ত্তী বলিয়া যে সে উহা উসুল করিতে সক্ষম এমত নহে। ঐ

১৭। নাবালগ ১৮ বৎসর বয়স্ক হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, তাহার পক্ষে ১৮৫৮ সনের ৪০ আইনমতে সার্টিফিকেটের প্রার্থনা হইলে, উহা অগ্রাহ্য হওয়া উচিত; কারণ ঐ সার্টিফিকেট দিলে এই ফল হইবে যে, নাবালগ ২১ বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক রহিবে। কিন্তু বিশেষ মানসিক দৌর্ব্বল্য বা অন্য প্রকার বিশেষ আবশ্যকতা দর্শাইতে পারিলে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইতে পারে। ইং লঃ রিঃ ৬ক ১৯ ইং।

১৮। ১৮৬০ সনের ২৭ আইনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা। ঐ আইনানুযায়ী সার্টিফিকেটগৃহীতা ট্রাষ্টিস্বরূপ মৃতধনীর উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণের নিকট তাহার উসুলি টাকার নিকাস দিতে বাধ্য। ইং লঃ বিঃ ৮ক ৮৬৮ ইং।

১৯। ১৮৫৮ সনের ৪০ আইনমতে অভিভাবক নিয়োগের আদেশ হইলেই ১৮৭৬ সনের ৯ আইনের ৩ ধারা মতে নাবালগের শরীর ও সম্পত্তির রক্ষণাবে-

ক্ষণ জন্য অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে। ঐ আদেশাস্তে সার্টিফিকেট গ্রহণের অপেক্ষা রাখে না। ই: ল: রি: ৮ক ৯৬৭ ইং।

অভিভাবক ২,৩,৪,৫, দেখ
আপীল ১৯
উইল ২৩
নাবালগ ১০

সীমাসম্বন্ধীয় বিরোধ।

১। রাজস্ব বিভাগীয় কর্ম্মচারী সর্ব্ব সাধারণের কার্য্যার্থ যে সমস্ত জরিপাদি কার্য্য করেন, তৎসম্বন্ধেই কেবল ১৮৭৫ সনের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৪৫ ধারার (গ) প্রকরণ প্রযোজ্য। ঐ জরিপের দ্বারা কোন ব্যক্তির অপচয় হইলে, সে তৎপ্রতি আপত্তি করিতে স্বত্ববান। ই: ল: রি: ৬ক ৪১৩ ইং।

২। ১৮৭৫ সনের বঙ্গীয় ৫ আইনানুযায়ী জরিপ ব্যক্তিবিশেষের ভূমির সীমানা নির্দ্ধারণার্থ ব্যবহৃত হইলে, ঐ ব্যক্তি কালেক্টরের আদেশে অসম্মত হইয়া, ৬২ ধারা মতে সীমানা নির্দ্ধারণার্থ দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উত্থাপন করিতে বারিত নহে। ঐ

সেবাইত।

উৎসৃষ্ট সম্পত্তি ৯, দেখ
তমাদি (১৮৭১ সনের ৯ আইন) ১৩
হিন্দুব্যবহারশাস্ত্র ১৭

সেরিফ।

১। ডিক্রীজারীতে ডিক্রীর অন্তর্গত বন্ধকী সম্পত্তির নিলাম হইয়া তম্মূল্য দ্বারা সেই ডিক্রীর দেনা আংশিকরূপে পরিশোধিত হওয়ার পর, অবশিষ্ট দায়ের জন্য প্রতিবাদীর কতক স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হয়। ঐ ক্রোকী সম্পত্তি নিলাম হইবার পূর্ব্বে প্রতিবাদী ঐ অবশিষ্ট দেনা দিয়া বাদীর দাবি সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করে। স্থির হইল যে, ঐ দেনা পরিশোধার্থ যে টাকা প্রদত্ত হয়, সেরিফ তাহার উপরে কমিসন পাইতে স্বত্ববান। ই: ল: রি: ২ক ৭৭। ৩৮৫ ইং।

২। ডিক্রীজারী কার্য্যে সেরিফের ক্ষমতা। ই: ল: রি: ৩ক ৫৯৫। ৮০৬ ইং। প্রি: কৌ:।

৩। সেরিফের নীলামে হিন্দু বিধবার কলিকাতাস্থ ভূমির স্বত্ব বিক্রীত হইলে, ঐ বিক্রীত ভূমিসম্বন্ধীয় ন্যায়ানুগত প্রশ্নের বিচার হিন্দুব্যবহারশাস্ত্র মতে না হইয়া ইংলণ্ডীয় একুইটি আদালতের বিচার্য্য আইন মতে উহার বিচার হইবেক। ই: ল: রি: ৮ক ৫৮২ ইং।

চুক্তি ৩৪, দেখ

স্বত্ব।

১। কোন ব্যক্তি ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ২৩০ ধারা মতে দাবিদারি উপস্থিত করিয়া পরে ঐ ধারামতে দাবির সম্পত্তিতে আপন স্বত্ব সাব্যস্তের নালীশ উপস্থিত করিলে, সে আদৌ স্বত্ব প্রমাণ না করিয়া দখলের প্রমাণ করিলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবেক। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বিত হইলে প্রতিবাদী এই দর্শাইতে পারে যে, বাদীর দখল থাকিলেও দাবির সম্পত্তিতে তাহার কোন স্বত্ব নাই

এবং তাহাতে প্রতিবাদীর স্বত্বই শ্রেষ্ঠ। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২০৬। ২৭৮ ইং

স্বত্বনির্দ্দেশসূচক ডিক্রী।

১। স্বত্ব নির্দ্দেশ সূচক ডিক্রী দেওয়া আদালতের বিবেচনাধীন বিষয় হওয়ায়, যে স্থলে বাদীর দাবি প্রতিবাদিনীর মৃত্যুর পরে বাদীর জীবিতকালরূপ অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভর করে, এবং স্বত্বনির্দ্দেশসূচক ডিক্রী হইলেও সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ স্বত্ব বিশিষ্ট যে সকল ব্যক্তি মোকদ্দমার পক্ষভুক্ত হয় নাই, তাহাদের উপরে সেই ডিক্রী প্রবল হইবে না, সেস্থলে স্বত্বনির্দ্দেশসূচক ডিক্রীর দাবি বহু ব্যয় ও বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা বিধায় অতিরিক্ত তদন্তের জন্য পুনঃপ্রেরণ করা আপীল আদালতের কর্ত্তব্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ ক ১৩১। ১৯০ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

২। স্বত্ব নির্দ্দেশার্থ যে নালীশ হয়, তাহাতে আদালত এমত স্থলে দুরূহ আইন ঘটিত প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন না, যেস্থলে আদালতের নিষ্পত্তি আশু বা সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে কোন ফলদায়ক হইবেক না, এবং যে স্থলে আদালতের নিষ্পত্তি স্থগিত রহিলে বাদীর স্বত্বের কোন বিঘ্ন না হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৩৮০। ৫১২ ইং।

৩। ১৮৭৭ সনে ক কতক ভূমিতে আপন লাখেরাজ স্বত্ব নির্দ্দেশের ডিক্রীর প্রার্থনা করে। প্রতিবাদী বর্ণনা করে যে, ১৮৬৩ সনে অন্যান্য ভূমি বাজেয়াপ্ত হওয়া কালে তৎসহ বাদীর নালীশি ভূমি ও লাখেরাজ নয় সাব্যস্ত হইয়া এক ডিক্রী হয়। যে হেতু দেখা যায় যে বাদী ঐ মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত ছিল না, ও সে দ্বাদশ বৎসরাধিক কাল যাবৎ নির্ব্বিঘ্নে উহার দখলকার ছিল, অতএব স্থির হইল যে, ক ১৮৭৭ সনের ১ আইনের ৪২ ধারানুযায়ী স্বত্ব নির্দ্দেশ সূচক ডিক্রী পাইতে স্বত্ববান ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৯৪৯ ইং।

৪। আর ও স্থির হইল যে, যদিও ঐ জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে লাখেরাজ প্রমাণ করার ভার বাদীর শিরে, তথাপি উহা প্রমাণ করা তাহার প্রয়োজন নাই। তাহার পক্ষে ইহা প্রমাণ করা যথেষ্ট হইবে যে বাদীর নালীশের সময় বিবাদী লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির নালীশ করিতে বাধিত ছিল। ঐ

৫। বাদী প্রতিবাদীর অনুকূলে এক দলিল লিখিয়া দেয়। প্রতিবাদী ঐ দলিল রেজেষ্টরীর জন্য উপস্থিত করিলে, বাদী সবরেজেষ্ট্রার ও ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া ঐ দলিল অস্বীকার ও উহা কৃত্রিম বলিয়া ব্যক্ত করা সত্বেও প্রতিবাদী ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রার হইতে ঐ দলিল রেজেষ্টরী করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয়। উক্ত দলিল পণ্ড সাব্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে নালীশ হওয়ায় আদালত সাব্যস্ত করেন যে, প্রতিবাদী ঐ দলিলের সত্যতা ও উহা বাদী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হওয়া প্রমাণ করিবেক। স্থির হইল যে, দলিল সম্পাদন বিষয়ে রেজিষ্ট্রারের নিষ্পত্তি বিচার স্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং এইরূপ নালীশ আদালতের গ্রহণ যোগ্য, এবং পূর্ব্বোক্ত অবস্থা মতে প্রমাণের ভার প্রতিবাদীর শিরে অর্পণ করা সঙ্গত। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৭০৬ ইং।

৬। আরো স্থির হইল যে, এই নালীশ

১৮৭৭ সনের ১ আইনের ৩৯ ধারানুযায়ী বটে। ঐ

৭। ছোট আদালত স্বত্বনির্দ্দেশসূচক ডিক্রীর প্রার্থনায় নালীশ গ্রহণ করিতে অক্ষম। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৩৯৯ ইং।

৮। বাদীর সহযোগে অপর এক ব্যক্তি সাক্ষি স্বরূপে বাদী শ্রেণীভুক্ত হইলে, ঐ নালীশি সম্পত্তিতে তাহার কোন স্বত্ব আছে কিনা ছোট আদালত তদ্বিষয় বিচার করিতে নিবৃত্ত নহেন। ঐ

৯। মোকদ্দমায় আদালত যদি বাদীগণের অনুকূলে ডিক্রী দেন, তাহা হইলে আদালত এই আদেশ করিবেন যে তাহারা নালীশি সম্পত্তির নির্দ্দিষ্ট অংশে দখল লয়। আদালত পক্ষাপক্ষের স্বত্বনির্দ্দেশ সূচক ডিক্রী দিতে সক্ষম নহেন। ইঃ লঃ রি ৮ক ৩৯৯ ইং।

১০। কোন্ অবস্থায় ১৮৭৭ সনের ১ আইনের ৪২ ধারানুযায়ী ডিক্লেরেটরী ডিক্রী দেওয়া যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ইং ৭৬১ ইং। ৭৬৯ ইং (প্রিঃ কৌঃ)

ইজারা	২, দেখ
কোর্টফিস	৫
পূর্ব্বনিষ্পত্তিজনিত বাধা	৭
বিরুদ্ধ দখল	১,৩,৭
ভাবী উত্তরাধিকারী	৬,৮

স্বামী ও স্ত্রী।

১। রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বিনী ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রমণী বিবাহের সময়ে তাহার মাতার প্রদত্ত গার্হস্থ্য দ্রব্যের মালিক দখলকারিণী থাকিলে, বিবাহের পর তাহার স্বামীর ঋণের জন্য ঐ সম্পত্তি ডিক্রীজারীতে ক্রোক নিলামের দায়ী হইতে পারে না। ঐ সম্পত্তি স্ত্রীর নিজের সম্পত্তি। বর্ণিত স্বামী ও স্ত্রী উত্তরাধিকারী বিষয়ক ১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ৪ ধারার এবং বিবাহিতা স্ত্রীর বিষয়ক ১৮৭৪ সালের ৩ আইনের অধীন। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২০৯। ২৮১ ইং।

২। কোন ব্যক্তি তাহার পিতা এবং পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ কর্তৃক সর্ব্ব সম্মতি মতে বৈধ পুত্র স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে মহম্মদীয় শাস্ত্র মতে এই অনুমানের (presumption) উদ্ভব হয় যে, ঐ পুত্রের মাতা তাহার পিতার বৈধ পত্নী ছিলেন। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১৩৩। ১৮৪ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৩। এক হিন্দু বিবাহজনিত স্বত্ব পুনঃ প্রাপণার্থে স্ত্রীর বিরুদ্ধে নালীশ করায়, স্ত্রী স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া জবাব দেয়। স্থির হইল যে, স্ত্রী কি স্বামী পরিত্যাগ, হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রে অনুভাবিত না হইলেও, যে সকল প্রদেশে উহা প্রথা বলিয়া স্বীকৃত হয়, তথায় ঐ প্রথা বিধির তুল্য বলবৎ গণ্য হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২২৬। ৩০৭ ইং।

৪। হিন্দু মাত্রেই বিবাহজনিত স্বত্ব পুনঃ প্রাপণার্থ নালীশ করিতে পারে, কিন্তু ইউরোপীয় দিগের মধ্যে যে অবস্থায় ঐরূপ নালীশ উচিতানুচিত বলিয়া বোধ হইবে, ঠিক সেই অবস্থা হিন্দু দিগের সম্বন্ধে খাটে কি না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৩১২। ৫০০ ইং।

৫। স্বামীকৃত নির্দ্দয়াচরণ স্ত্রী কর্তৃক

একবার মার্জ্জিত হইলে, পরে সামান্য অপরাধেই স্বীকৃত মার্জ্জনা নিষ্ফল হইবেক। কিন্তু দ্বিতীয় অপরাধ এইরূপ গুরুতর হওয়া আবশ্যক, যাহাতে স্ত্রী স্বামীর আচরণ দ্বারা এই অনুমান করিতে পারে যে, পূর্ব্বাচরণ পুনরবলম্বন করতঃ পতি স্ত্রীর আত্মরক্ষার আশঙ্কা জন্মাইতেছে। ঐ

৬। আরমানি বিধবার যৌতুকের স্বত্ব সম্বন্ধে ইংলণ্ডীয় আইনের প্রয়োগ। ১৮৩৯ সনের ২০ আইন দেখ। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭৯৪ ইং।

স্ত্রীধন।

১। ক নাম্নী এক হিন্দু বিধবা তাহার ভাসুর পুত্র, ভগিনী, এক মৃত ভগিনীর পতি ও পুত্র কন্যা বর্ত্তমানে পরলোক-প্রাপ্ত হয়। মৃত্যু কালে তিনি কতক যৌতুকপ্রাপ্ত অলঙ্কার ও অন্যান্য স্বকৃত সম্পত্তি রাখিয়া যান। এতদ্ব্যতীত তিনি তাহার মাতার উইলপ্রাপ্ত কতক কোম্পানির কাগজ এবং তাহার মাতার স্বত্ব দখলীয় এক বাড়ীর অংশ রাখিয়া যান। ঐ উইলের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় শালিশ দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি হয়। শালিশগণ এই নিষ্পত্তি করেন যে, বঙ্গদেশ প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রের নিয়মানুসারে ক ঐ বাড়ীর অংশ সাধারণতঃ হিন্দু কন্যার ন্যায় স্বতন্ত্র দখল করিবেন, এবং তিনি নির্ব্যূঢ় স্বত্বেই কোম্পানির কাগজ প্রাপ্ত হইবেন। কএর ভাসুর পুত্রগণ কএর সমস্ত সম্পত্তি তাহার স্ত্রীধন বলিয়া দাবি করায়, স্থির হইল যে, উইলের দান মতে কএর সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীধন হইলেও শালিশ নিষ্পত্তি অনুসারে কোম্পানির কাগজ মাত্র তাহার স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এবং গহনা পত্র ও স্বকৃত কোম্পানির কাগজ সহ তাহা বাদীগণের প্রতি অর্শে। কিন্তু শালিশ নিষ্পত্তিমতে ঐ বাড়ীতে কএর যে স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে তাহা সাধারণ হিন্দু কন্যার স্বত্বের ন্যায়; সুতরাং, কন্যা মাতা হইতে যে বিত্ত প্রাপ্ত হয়, তাহা যেমন স্ত্রীধন গণ্য হইতে পারেনা, বাদীগণ ও সেইরূপ ঐ বাড়ীর অংশ দাবি করিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ১৬৫। ২২২ ইং।

স্থলাভিষিক্ত।

১। ক নামক এক মুসলমান এক বাড়ীর আট আনা অংশের মালিক থাকিয়া উহার জীর্ণ সংস্কার জন্য কতক টাকা ঋণ রাখিয়া পর লোক গমন করিলে, তাহার কন্যা খ তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির ।/০ আনা অংশে স্বত্ববতী হইয়া ১৮৬০ সনের ২৭ আইন অনুযায়ী সার্টিফিকেট সহ ঐ সম্পত্তির ভার গ্রহণ পূর্ব্বক আরো জীর্ণ সংস্কার আদেশ করে। ঐ জীর্ণসংস্কার বাবদ ক ও খএর যে দেনা হয়, তাহা পরিশোধ না হওয়ায় মহাজন কএর বিরুদ্ধে নালীশ করিয়া ডিক্রী লাভ করতঃ ঐ বাড়ী ১৮৭৪ সালের মে মাসে নিলাম বিক্রয় করে, এবং গ ঐ বাড়ী ক্রয় করে। কএর ভগিনী

মক্কা হইতে আসিয়া কএর ত্যজ্য ঐ বাড়ীর নিজ ৷৴০ আনা অংশ ১৮৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে মএর নিকট বিক্রয় করে। ম আপন ক্রীত অংশের দখলের দাবিতে নালীশ করায় স্থির হইল যে, খ কএর সমস্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে স্থলাভিষিক্ত ছিল না। সুতরাং, বাদীর ক্রীত অংশ ডিক্রীজারী নিলামে গএর নিকট হস্তান্তরিত হয় নাই। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২৮৫। ৩৯৫ ইং।

২। এক হিন্দু উইল সম্পাদন পূর্ব্বক লোকান্তরিত হইলে, সেই উইলের প্রবেট প্রদত্ত হওয়ার পূর্ব্বে যে ব্যক্তি ঐ হিন্দুর সম্পত্তি দখল লয়, অন্য কোন দাবিদার উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি কোন২ কার্য্যের জন্য ঐ মৃত হিন্দুর স্থলাভিষিক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ডিক্রী হইলে, এক্জিকিউটার কর্ত্তৃক ঐ উইলের প্রবেট গৃহীত হওয়ার পরে, তাহার হস্তগত সম্পত্তির উপরে সেই ডিক্রীজারী না হইলেও ঐ ডিক্রীর টাকার জন্য এক্জিকিউটার বিরুদ্ধে নালীশ চলিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ২৫৪। ৩৪২ ইং।

৩। তালুকদার গণ তালুকের করের প্রতিভূ স্বরূপ তাহাদিগের অন্য এক সম্পত্তি আবদ্ধ রাখে। তাহাদিগের বিরুদ্ধে এক করের ডিক্রী হয়, ঐ ডিক্রীতে ক্রোক হইবার পূর্ব্বেই তাহারা আবদ্ধীয় সম্পত্তির আট আনা কএর নিকট বিক্রয় করে, এবং বক্রী আট আনা ও উক্ত কএর নিকট মৌকরী ইজারা দেয়। ডিক্রীদারিণী পরে ১৮৭৬—৭৭ সনের বাকি করের জন্য সরাসরি নিলামের আদেশ প্রাপ্ত হয়, এবং তৎপর সে উক্ত আবদ্ধীয় সম্পত্তি নিলাম করিতে সচেষ্টিত হয়। ক আপত্তি করায় তাহার আপত্তি গৃহীত হয়, ও ডিক্রীদারিণী কএর বিরুদ্ধে এক জাবেদা নালীশ উপস্থিত করে। তাহাতে এই নিষ্পত্তি হয় যে, ডিক্রীদারিণী তালুক নিলাম করাইয়া পরে আবদ্ধীয় সম্পত্তি বিক্রয় করাইতে স্বত্ববতী। ডিক্রীদারিণী পূর্ব্বোক্ত ডিক্রীজারী ক্রমে পুনর্ব্বার উক্ত আবদ্ধীয় সম্পত্তি ক্রোক নিলাম করিতে উদ্যত হওয়ায়, ক আপত্তি উপস্থিত করে, কিন্তু তাহার আপত্তি অগ্রাহ্য হয়। স্থির হইল যে, উক্ত আপত্তি নামঞ্জুরের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলেনা, কারণ ক তালুক দার গণের (১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৪৪ ধারার গ প্রকরণ নির্দ্দিষ্ট) স্থলাভিষিক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেনা, এবং ২৭৮ ও ২৮৩ ধারা মতে সে আপত্তি করিতে বারিত। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৪০৩ ইং।

৪। ক জীবন চুক্তি কারক (Life Insurance) কোম্পানিতে স্বীয় জীবন চুক্তি করতঃ খএর নিকট তাহার চুক্তির স্বত্ব বিক্রয় করে। কিন্তু কোন মূল্য গৃহীত হইয়াছিল কি না, ঐ দলিল দৃষ্টে কিছু প্রকাশ পায় না। কোম্পানির নিকট এই বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করা হয়। কএর মৃত্যুর পর তাহার এক্জিকিউটার গণ তৎকৃত উইলের প্রবেট গ্রহণ করিয়া তৎপরে ঐ চুক্তি মূলে দেয় প্রিমীয়ম আদায় করে। কএর মৃত্যুর পর খএর এক্জিকিউটার গণ ঐ চুক্তির প্রাপ্য টাকা তলব করে। কএর স্থলাভিষিক্ত গণের সম্মতি না পাইলে

স্থাবর সম্পত্তি।

১। পৈতামহ সম্পত্তি উত্তরাধিকারিণী প্রতি বর্তিবার কালে অপরাপর থাকিয়া পরে তাহার সম্পত্তিতে পরিণত হইলে, মিতাক্ষরার বিধানানুযায়ী তাহা পৈতামহ স্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য কি না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩৭৪। ৫০৮ ইং।

২। ক্ষেত্রস্থিত ফসল তমাদি বিষয়ক আইনের মর্মানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪১৮। ৬১৫ ইং।

স্বীকার পত্র।

স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরিশোধ।

১। পত্তনি তালুকের বন্ধকগ্রহীতা জমিদারের প্রাপ্য করের দায়ে তালুক নিলাম হইতে নিবারণার্থ কতক টাকা দেন। স্থির হইল যে, এই টাকা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেওয়া হয় নাই, এবং ঐরূপ নিলামজনিত ক্ষতি হইতে বন্ধকগ্রহীতার নিষ্কৃতি পাওয়ার সর্ত্ত বন্ধকী খতে না থাকিলেও, ঐ টাকা প্রদান স্বেচ্ছামূলক পরিশোধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩১৭। ৫৪৯ ইং।

২। এক ব্যক্তি প্রকৃত মালিকের সম্পত্তি অন্যায়রূপে দখল লইয়া দখলকার থাকা কালে আপনাকে মালিক বলিয়া অনুমানে ঐ সম্পত্তির রাজস্ব বাবদ কতক টাকা দেয়। তৎপ্রদত্ত ঐ টাকা প্রকৃত মালিকের উপকারার্থ হইয়া থাকিলেও সে প্রকৃত মালিক হইতে ঐ টাকা পাইতে স্বত্ববান নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪১৭। ৫৬৬ ইং।

৩। বাদীগণ এক পত্তনির চারি আনা

অংশের এবং প্রতিবাদীগণ বক্রী বার আনা অংশের মালিক বিশ্বাসে, ১৮৭৬সনের ৮ই মার্চ্চ জমিদার সরকারে তাহাদের উল্লিখিত অংশের কর আদায় করে। পরে উভয় পক্ষে মোকদ্দমা হইয়া নিষ্পত্তি হয় যে, বাদীগণ ঐ সম্পত্তির কোন অংশেই স্বত্ববান নহে, এবং প্রতিবাদীগণ সমস্ত ষোল আনার মালিক। এই নিষ্পত্তির পরে প্রতিবাদীগণ বাকিকর আদায় করিতে যাইয়া বাদীপ্রদত্ত ১৮৭৬ সনের ৮ই মার্চ্চের টাকা তাহাদিগের হিসাবে বাদ দিয়া ষোল আনা করের বক্রী টাকা আদায় করে। বাদীগণ পরে প্রতিবাদীগণ হইতে ঐ মার্চ্চ তারিখের টাকা পাইবার দাবিতে নালীশ করে। স্থির হইল যে, ঐ টাকা প্রদান স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরিশোধ (voluntary payment) বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, এবং বাদীগণ ঐ টাকা পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৫৭৩ ইং।

হস্তাক্ষর।

হস্তান্তর।

১। বেদখল থাকার সময় সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে, ঐ হস্তান্তর অকর্ম্মণ্য এমত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২১৮। ২৯৭ ইং।

হস্তান্তরযোগ্য তালুক।

হাইকোর্ট।

১। যে স্থলে সদ্বিবেচনা পরিচালনের আবশ্যকতা থাকা সত্ত্বেও মাজিষ্ট্রেট সদ্বিবেচনা পরিচালন করেন নাই, অথবা উহা অন্যায় রূপে পরিচালন করিয়াছেন, সেস্থলে ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ২৯৪ ও ২৯৭ ধারার বিধানানুসারে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৮১। ১১০ ইং

২। অধীন বিচারকের গুরুতর ভ্রম বশতঃ অসঙ্গত আদেশ হইলে, ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ২৯৭ ধারামতে সেই বিচারকের নিষ্পত্তি, দণ্ডাদেশ, কি অন্য কোন প্রকারের আদেশ প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে হাইকোর্টের অধিকার আছে। ঐ।

৩। ফৌজদারী কার্য্যবিধির আইনের ৫১৮ ধারা মতে মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক যে আদেশ প্রদত্ত হয়, হাইকোর্ট তৎপ্রতি ২৯৭ ধারা মতে হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম নহেন,

কিন্তু চার্টার একটের ১৫দফা মতে তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ করিতে হাইকোর্টের ক্ষমতা আছে। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২১২। ২০৯ ইং ইঃ লঃ রিঃ ৮ ক ইং ৫৮০।

৪। মফঃসলস্থ কোন চা বাগিচার কারবারের একরার পত্র কলিকাতায় সম্পন্ন ও রেজেষ্টরীকৃত হইলে, উভয় পক্ষ কলিকাতার বাহিরে বাস করা সত্ত্বেও, ঐ কারবার সম্বন্ধীয় কোন শালিশের মীমাংসাপত্র দাখিল করিয়া লইতে কলিকাতা হাইকোর্টের অধিকার আছে, কারণ ঐ মীমাংসা পত্রের অন্তর্গত বিষয় সংক্রান্ত মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইতে পারে, সেই আদালতকেই ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ৩২৭ ধারা মতে ঐ মীমাংসাপত্র দাখিল করিয়া লওয়ার ক্ষমতা প্রদানকরা হয়। ঐরূপ মোকদ্দমার নালীশের হেতু আংশিকরূপে কলিকাতায় উপস্থিত হও য়ায়, অগ্রে হাইকোর্টের অনুমতি গ্রহণে হাইকোর্টেই উহা উপস্থিত করা যাইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ৩২২। ৫৪৫ ইং।

৫। যে স্থলে জাবেদা নালীশ দ্বারা প্রার্থিত প্রতিকার পাওয়ার উপায় থাকে, সে স্থলে হাইকোর্ট, বিক্টোরিয়া রাজত্বের ২৪ ও ২৫ বর্ষীয় ১০৪ আইনের ১৫ ধারা মতে, হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৮১। ২৪৩ ইং।

৬। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ৩৯ অধ্যায় মতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়া তাহাতে জবাব দিবার অনুমতি লওয়ার মেয়াদ বর্দ্ধিত করিয়া দিতে হাই কোর্টের ক্ষমতা আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩৯৭। ৫৩১ ইং।

৭। ম্যাজিষ্ট্রেট হাইকোর্ট প্রচারিত রুলের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইতে ইচ্ছা করিলে, হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারের বরাবরে পত্র না লিখিয়া তৎপক্ষে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইতে লিগেল রিমেমব্রেন্সরে নিকট প্রার্থনা করিবেন। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১৪। ২০ ইং।

৮। ছোট আদালতের ডিক্রীর মূলে হাইকোর্টে কোন নালীশ চলে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২১৮। ২৯৪ ইং।

৯। পক্ষাপক্ষের সুবিধার জন্য মফঃসল আদালতের বিচারাধিকার হইতে হাইকোর্ট, লেটার্স পেটেন্টের ১৩ প্রকরণ মতে, মোকদ্দমা স্বীয় বিচারাধিকারে আনয়ন পূর্ব্বক বিচার করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ৫১২। ৭৬৭ ইং।

১০। নিলাম ইস্তাহার জারী হওয়ার ২৯দিবস পর ক্রোকী সম্পত্তি নিলাম হইলে দায়িক দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৯০ ধারা মতে নিলাম রদের প্রার্থনা করে ও ডিপুটী কমিসনর দায়িকের প্রার্থনা গ্রহণ করেন। পরে আপীলে ডিপুটী কমিসনরের নিষ্পত্তি রহিত হয়। পূর্ণাধিবেশনের মতে স্থির হইল যে, ঐ নিলাম রদ করিতে হাইকোর্টের ক্ষমতা আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ৬৫৩। ৮৮৮ ইং। পূঃ অঃ।

১১। যে আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার প্রার্থনা হয়, তাহার বিচারাধিকার না থাকিলে, হাইকোর্ট ১৮৭৭ সনের ১০ আইনের ২৫ ধারা মতে মোক-

জমা উঠাইয়া দিবার আদেশ করিতে পারেন না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৩০ ইং।

১২। হাইকোর্ট যদিও আপীল বিভাগে সাধারণতঃ স্বীয় ডিক্রী বা আদেশ স্বয়ং জারী না করেন, তথাপি তদ্দ্বারা হাইকোর্টের জারীর ক্ষমতা অতিক্রান্ত হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ২০১ ইং।

১৩। ১৮৭৭ সনের ১০ আইনে এমন কোন বিধান নাই, যদ্দ্বারা হাইকোর্টের ডিক্রীর মূলে নূতন নালীশ বারিত হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৭৪ ইং।

হারাহারি।

হিন্দু।

হিন্দুব্যবহারশাস্ত্র।

১। দেনা টাকার আসলের অধিক সুদ লওয়া যাইতে পারেনা, মর্ম্মে হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রে যে বিধান আছে তাহা বাঙ্গলার মফঃসল আদালতের মোকদ্দমা সমূহে প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ৬৭। ৭২ ইং।

২। কলিকাতায় স্থায়ী আবাস বিশিষ্ট ব্যক্তি পক্ষে ১৮৫৮ সনের ৪০ আইন প্রযোজ্য না হইয়া, তৎস্থলে হিন্দুব্যবহারশাস্ত্র প্রযোজ্য, এবং সেই শাস্ত্রমতে প্রাপ্ত ব্যবহার হওয়ার বয়স ১৫ বৎসর। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ৭৮। ১০৮ ইং।

৩। উত্তর প্রদেশের রাজ্য বা দক্ষিণ প্রদেশের "পোলিয়ম" ন্যায় কোন বিশেষ সম্পত্তি সেইনামে আখ্যাত না হইলেও, তাহার উত্তরাধিকার কুলাচারমতে জ্যোষ্ঠাধিকারের নিয়মাধীন হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১১১।,১২১ ইং।

৪। মিতাক্ষরাধীন অবিভক্ত পরিবারের বিভাগ হইবার পূর্ব্বে সারভাইবারসিপের নিয়ম প্রবল থাকে। বিভাগ হইলে পর, হিন্দুশাস্ত্রের সাধারণ উত্তরাধিকারীত্বের নিয়ম মতে পরিবার বর্গ মধ্যে সম্পত্তি বিভক্ত হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ১০৭। ১৪২ ইং।

হিন্দুব্যবহারশাস্ত্র (অবিভক্ত পরিবার)

১। বাণিজ্য ব্যবসায়ের লভ্যার্জ্জিত অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তি ঐ ব্যবসায়ের সমস্ত দায়িত্বের অধীন। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ৩৪৭। ৪৭০ ইং।

২। মিতাক্ষরাধীন অবিভক্ত পরিবারস্থ এক হিন্দু তাহার পুত্রগণের নাবালগী অবস্থায় পৈতামহ স্থাবর সম্পত্তি ঋণ গ্রহণে

বন্ধক দিলে, কি কার্য্যার্থ ঐ ঋণ হইয়াছিল বন্ধক গৃহীতা বাদীরই তাহা দেখান অবশ্য কর্ত্তব্য। এবং পৈতামহ স্থাবর সম্পত্তিতে পুত্রগণের স্বত্ব সম্পর্ক দায়গ্রস্থ করা পিতার পক্ষে সঙ্গত কার্য্য হইয়াছে এপ্রকার হেতু ঐ বন্ধকগৃহীতা বাদীরই দর্শানকর্ত্তব্য। ইঃ লঃ রিঃ ২ক। ৩১৭। ৪৭৮ ইং।

৩। মিতাক্ষরা মতে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে অবিভক্ত পৈতামহ সম্পত্তির এক শরিকের স্বত্ব লইয়া তাহার নিজের বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীতে যেরূপ ক্রোক ও নিলাম হইতে পারে, বঙ্গদেশেও সেইরূপ হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৪৯। ১৯৮ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৪। দায়িকের ন্যায় নিলামক্রেতা অপর শরিকগণের বিরুদ্ধে বিভাগ করিয়া লওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হয়। ঐ

এই নিষ্পত্তি ও ১৪ বেঃ লঃ রিঃ ১৮৭ পৃষ্ঠার নিষ্পত্তির সহিত কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৮৯৮ ইং।

৫। প্রশ্ন—মিতাক্ষরা মতে বঙ্গদেশে অবশিষ্ট শরিকগণের অসম্মতিতে এক শরিক কর্ত্তৃক অবিভক্ত পৈতামহ সম্পত্তির স্বীয় অবিভক্ত অংশের যথেচ্ছ হস্তান্তর বৈধ কি না। ঐ।

৬। সম্পত্তি অবিভাজ্য হইলেই যে, উহার অবিভক্ত পারিবারিক ভাব ধ্বংশ হয় এমত নহে; অথবা, উহা এমতভাবে শেষ দখলকারের পৃথক সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় যে, ঐ সম্পত্তি পৃথক থাকিলে, শেষ দখলকারের মৃত্যুর পর যাহারা তাহার উত্তরাধিকারী হইত, তদ্ভিন্ন ঐ অবিভক্ত পরিবারস্থ অন্য ব্যক্তি ঐ শেষ দখলকারের উত্তরাধিকারী স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে এমত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১৪১। ১৯০ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৭। কর্ত্তার অনুষ্ঠিত কারবারে অভিভক্ত পরিবারস্থ বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের কোন স্বত্ব থাকিলে, এবং ঐ কারবারের উপস্বত্ব দ্বারা তাহাদিগের ভরণপোষণ চলিয়া থাকিলে, অন্য প্রমাণ অভাবে এই অনুমান করিতে হইবে যে, কারবারের ঋণ থাকা বিষয় তাহারা জানিত এবং উহাতে তাহাদের সম্মতি ছিল। সুতরাং কর্ত্তা কারবারের জন্য অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তি ঋণ গ্রহণে বন্ধক দিলে, ঐ বন্ধক পরিবারবর্গের উপর, প্রবল হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫৯২। ৭২২ ইং। দেঃ আঃ বিঃ।

৮। ক মিতাক্ষরাধীন পরিবারের কর্ত্তা থাকিয়া পৈতৃক সম্পত্তির কিয়দংশ প্রতিবাদীগণের পিতার নিকট বন্ধক রাখে। বন্ধকগৃহীতা ককে প্রতিবাদী করিয়া বন্ধকী খতের মূলে নালীশ করতঃ ডিক্রীজারী ক্রমে কএর চারিখণ্ড পৈত্রিক সম্পত্তির, নিলাম বিক্রয় করে, এবং স্বয়ং ঐ সম্পত্তি ক্রয় পূর্ব্বক উহার ষোল আনার দখল প্রাপ্ত হয়। পরে, কএর বিধবা ও দুই পুত্র কটগৃহীতার স্থলাভিষিক্তগণ হইতে তাহাদিগের নিজ অংশ উদ্ধার করিবার মানসে নালীশ করায় স্থির হইল যে, ক একক মাত্র বন্ধকী খত সম্পাদন করায় এবং পূর্ব্বনালীশে একক মাত্র প্রতিবাদী থাকায়, প্রতিবাদীগণ ঋণ গ্রহণের আবশ্যকতা সপ্রমাণ করিতে পারিলেই কেবল নাবালগের বিরুদ্ধে ঐ নিলাম-

বিক্রীত সম্পত্তির ষোল আনা অংশের দাবি করিতে পারে। ঋণ গ্রহণের আবশ্যকতা প্রমাণ করিতে না পারিলে কএর স্বত্ব লভ্য মাত্র বিক্রীত হওয়া সাব্যস্ত হইবে। ঋণের টাকা অসৎ কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকিলে বরং কএর পুত্রগণ তাহা দিতে বাধ্য না হইতে পারে। ঋণগ্রহণের আবশ্যকতা সপ্রমাণ করিতে না পারিলে, কএর প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের বিরুদ্ধে ও ঐ নিলাম কার্য্যকরী হইবেক না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬২৯। ৮৩৫ ইং।

৯। ঋণ গ্রহণের আবশ্যকতা সপ্রমাণ হইলেও পরিবারস্থ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণের সম্পত্তি ব্যতীত তাহাদিগের স্বত্বের কোন ব্যত্যয় জন্মিতে পারে কি না? ঐ

১০। বন্ধকী খতের লিখিত সম্পত্তি ব্যতীত বন্ধকী ডিক্রীর মূলে অন্য সম্পত্তি নিলাম বিক্রয় হইলে তদ্দারা মিতাক্ষরা পরিবারস্থ পুত্র গণের স্বত্ব বিলুপ্ত হয় না। পিতার স্বত্বই মাত্র ঐ নিলামে বিক্রীত হয়। ঐ

১১। আরো স্থির হইল যে, প্রতিবাদী গণ ক বর্ত্তমানে বন্ধকী সম্পত্তির দখল প্রাপ্ত হওয়ায়, কএর জীবিতকালেই বন্ধকী সম্পত্তির বিভাগ হইয়াছে মনে করিতে হইবেক, সুতরাং মিতাক্ষরার প্রথম অধ্যায়ের ৭ ধারার ১ ও ২ শ্লোক মতে কএর বিধবা তাহার পুত্র গণের ন্যায় এক অংশ পাইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬২৯। ৮৪৫ ইং।

১২। অবিভক্ত পরিবার পৃথক ভাবে পরিনত করার কোন কার্য্য না হওয়া পর্য্যন্ত অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তির কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিতে বর্ত্তে না। মাত্র অভিপ্রায় জ্ঞাপন দ্বারাই ইহা হইতে পারে। ঐরূপ পরিবারে প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক অংশ সম্বন্ধে বিভিন্ন অথচ নির্দ্দিষ্টকরণ রূপ ফলপ্রদ অভিপ্রায় জ্ঞাপন হইলেই, ঐ পরিবারস্থ যে কোন ব্যক্তি আপন অংশ বিক্রয় করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩১৪ ৪২৫ ইং।

১৩। অবিভক্ত হিন্দু পরিবারস্থ এক ব্যক্তি পারিবারিক সম্পত্তির পৃথক অংশের দাবিতে ঐ পরিবারস্থ অপর ব্যক্তিগণ বিরুদ্ধে নালীশ করিলে, উহা স্পষ্টতঃ বিভাগের জন্য নালীশ না হইলেও, যদি এমত দেখা যায় যে বাদী পৃথক হইলে যে অংশ পাইত তাহা পাওয়ার অভিপ্রায়েই নালীশ, এবং ডিক্রীতে ও সেই অংশ তাহাকে প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে ঐ ডিক্রী দ্বারা অন্ততঃ স্বত্বের এমত বিভাগ হয় যাহাতে, অপরিয়ার বনাম রামা শোভা আইয়ানের মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে ব্যক্ত মতানুসারে (১ সাঃ রিঃ প্রিঃ কৌ ১ পৃঃ দেখ), ফলতঃ সম্পত্তির অবিভক্ত ভাব নষ্ট হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৩২০। ৪৩৪ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

১৪। মিতাক্ষরা মতে পুত্র জন্ম মাত্রই পূর্ব্ব পুরুষের সম্পত্তিতে পিতার তুল্যাংশী হয়, এবং ঐ সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইতে পিতাকে বাধ্য করিতে পারে। পিতা পুত্রে গঠিত অবিভক্ত পরিবার এবং ভ্রাতৃ বর্গে গঠিত অবিভক্ত পরিবার মধ্যে বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই। কেবল এই মাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা যায় যে, পুত্রগণ পিতার ঋণের জন্য দায়ী হয় এবং পিতা বর্ত্তমানে তিনি স্বভাবতঃ অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তির কর্ত্তা

স্বরূপ কার্য্য করেন। ইঃ লঃ রিঃ ৫কঃ ১১১। ১৪৮ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

১৫। হিন্দু পরিবার দ্রষ্টব্যে অবিভক্ত বলিয়াই পরিগণিত হয়, সুতবাং কর্ত্তার হস্তে যে সম্পত্তি থাকে তাহাও অবিভক্ত বলিতে হইবে। কিন্তু কর্ত্তা যে ঋণ কবেন তাহা যে আদৌ অবিভক্ত ঋণ বলিযা পরিগণিত হইবে এমত নহে,কারণ কর্ত্তা আপন কার্য্যেও ঋণ কবিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ২৩৮। ৩১১ ইং।

১৬। যে স্থলে অবিভক্ত পরিবারের একতা কতক পরিমাণে বিভক্ত হওয়াব বিবরণ স্বীকৃত, সে স্থলে পরিবার অবিভক্ত থাকা সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের সাধারণ অনুমান প্রযোজ্য নহে। পরিবার বিভক্ত কি অবিভক্ত এসম্বন্ধে ঐ অবস্থায় কোন অনুমানই হইতে পারে না। আপোষ ব্যতীত অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তির আংশিক বিভাগ হইতে পারে কি না সন্দেহ। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৩৫১। ৪৭৪ ইং।

১৭। মিতাক্ষরাধীন পরিবারে পিতা কর্ত্তা থাকিয়া কতক পারিবারিক সম্পত্তির বন্ধক দ্বারা ঋণ গ্রহণ করিলে (ঋণের টাকা কি কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে তাহার প্রমাণাভাবে) নাবালগ পুত্র তাহাতে কি পরিমাণে বাধ্য হইবেক তদ্বিষয়ে পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬৩৭। ৮৫৫ ইং। পূঃ অঃ। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১৩১ ইং।

১৮। প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তি মতে বিক্রয়ের বা বন্ধকের পূর্ব্বে পিতা ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকিলে,মিতাক্ষরার বিধানানুসারে পুত্রগণ ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য, সুতরাং ঐ ঋণ পরিশোধের জন্য অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তি বিক্রয় হইলে, নাবালগ পুত্রগণ উহা পণ্ড করিতে পারে না। ঐ

১৯। দুর্নীতির বশবর্ত্তী হইয়া পিতা বন্ধক দানে কোন ঋণ না করিলে পিতা ও পুত্রের বিরুদ্ধে বন্ধকী খতের মূলে যে নালীশ হয়, তাহা পুত্রগণ বিরুদ্ধে প্রবল হইবেক, এবং ঐ পুত্রগণ ঋণ গ্রহণের সময় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকিলেও সমস্ত সম্পত্তি ঐ ঋণের জন্য দায়ী হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১৩৫ ইং।

২০। কেবল পিতার বিরুদ্ধে কোন ঋণের ডিক্রী হইলে, বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র সাধারণতঃ তজ্জন্য দায়ী হইবেক না। ঐ

২১। বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র নালীশী বন্ধকী খতে স্বাক্ষর না করিয়াও, ঐ নালীশে পক্ষভুক্ত না হইয়া কার্য্যতঃ ঐ খতে লিপ্ত থাকিলে, পরে ঐ খতের সম্পত্তি পিতৃদায়ে নিলাম হওযায় ঐ সম্পত্তির আপন অংশের দাবিতে নালীশ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পাবে না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১৬৫ ইং।

২২। হিন্দু পরিবার অবিভক্ত থাকা সময়ে যে ধন অর্জ্জিত হয়, তাহা এজমালী তহবিল হইতেই হইয়াছে অনুমান করিতে হইবেক। যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তি স্বোপার্জ্জিত বলিয়া কহে, তাহারই সেই বিষয় প্রমাণ করা কর্ত্তব্য। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৫১৭ ইং।

২৩। মিতাক্ষরাধীন হিন্দু পরিবারস্থ এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বন্ধকের দাবিতে নালীশ হইলে, বন্ধক গৃহীতাগণ অবিভক্ত

পারিবারিক সম্পত্তির যোগ আনাব স্বত্ব ডিক্রীপায়, এবং তাহারা পবে ঐ সম্পত্তিব দখল লয়। পরে ঐ পরিবারের অপর এক ব্যক্তি আপন অংশের বন্ধক ও তৎসম্বন্ধে ঐ ডিক্রী রহিতের নালীশ করে। ঐ ব্যক্তি বন্ধকের পূর্ব্বেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল। স্থির হইল যে, পূর্ব্বকার ঋণ থাকিলেই যে সে তদ্দ্বারা বাধ্য হইবেক এমত নহে, এবং সে স্পষ্টতঃ বা প্রকারান্তবে ঐ বন্ধকে সংলিপ্ত নাথাকিলে,তাহাব বিরুদ্ধে ঐ বন্ধক বলবৎ নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭৪৯ ইং।

২৪। মিতাক্ষরাধীন হিন্দু পিতা বৈধ অথবা সুনীতি সঙ্গত কার্য্যার্থ ঋণ করিয়া থাকিলে, ঐ ঋণ পরিষোধার্থ পারিবারিক সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিতে সক্ষম। পিতা দুর্নীতিবশবর্ত্তী হইয়া অবৈধ কার্য্যে ঐ প্রকার হস্তান্তর করিয়াছেন দেখাইতে পারিলে, পুত্র ঐ হস্তান্তব রহিত করিতে পরিবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৫১৭ ইং।

২৫। পুত্র পিতাসহ এক যোগে কবালা সম্পাদন করিয়া কার্য্যতঃ ঐ হস্তান্তরে সম্মত হইয়া থাকিলে, সে ঐ হস্তান্তরের বৈধতার প্রতি আপত্তি করিতে বারিত হইবেক। বন্ধকী খতের ডিক্রীর মূলে কোন ব্যক্তি ডিক্রীজারী নিলামে খরিদ করিলে তাহার অবস্থা খোষখরিদ্দারের অবস্থার ন্যায়। সুতরাং পুত্র ঐ ডিক্রীতে পক্ষভুক্ত থাকিলে, সে ঐ নিলামের প্রতি আপত্তি করিতে বারিত হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৫১৭ ইং।

২৬। উত্তমর্ণ পিতৃকৃত ঋণের জন্য পিতার বিরুদ্ধে নালীশ করিয়া ডিক্রীজারী ক্রমে পিতার স্বত্ব লভ্য নিলাম করাইলে, নিলামক্রেতা পুত্রের স্বত্ব লাভ করে না। ঐ

২৭। পিতা অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তি বন্ধক বা হস্তান্তরিত করিয়া নাথাকিলে ও পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধ জন্য ঐ সম্পত্তি দায়ী করিবার উদ্যোগ হইলে, পিতা পুত্র উভয়কে এই নালীশে পক্ষভুক্ত করা আবশ্যক। ঐ

আপীল আদালত ২, দেখ
তমাদি (১৮৭১ সনের ৯ আইন) ৬,৫১
" (১৮৭৭ সনের ১৫ আইন) ৫৯
পক্ষসংযোজন ১১
প্রমাণের ভার ১৪

হিন্দুব্যবহারশাস্ত্র (উত্তরাধিকার)

১। মিতাক্ষরা মতে ভাগিনেয়ী পুত্র উত্তরাধিকারী হইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১১৯ ইং।

২। মিতাক্ষরার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ধারার তৃতীয় শ্লোকে সপিণ্ডশব্দে পিণ্ড সম্বন্ধ না বুঝাইয়া শরীরের একাংশক সম্বন্ধ বুঝাইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ১১৯ ইং।

৩। মিতাক্ষরার অষ্টাদশ খণ্ডের বিধান মতে কোন ব্যক্তি মৃত ধনীর সপিণ্ড কিনা, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, দেখা আবশ্যক যে তাহারা পরস্পর অথবা তাহাদের পিতা মাতার সম্বন্ধে (through their father & mother) সপিণ্ড কিনা। ঐ

৪। বঙ্গ দেশ প্রচলিত হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র মতে মৃত ব্যক্তি বা তৎপূর্ব্ব পুরুষগণের পিণ্ডাধিকারীই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার লাভ করিতে স্বত্ববান। দুই কি বহু ব্যক্তি

ঐ রূপ পিণ্ডাধিকারী দাড়াইলে, যিনি মৃত ব্যক্তির পিতাকে পিণ্ডদিতে ক্ষমবান, উত্তরাধিকার তাহাতেই পর্য্যাপ্ত হইবেক। মৃত ব্যক্তির পিতামহ কি প্রপিতামহকে যিনি পিণ্ডদিতে ক্ষমবান, পূর্ব্বোক্ত উত্তরাধিকারী বর্ত্তমানে তিনি ঐ উত্তরাধিকার লাভে স্বত্ববান নহেন। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৪৬০ ইং।

৫। বঙ্গীয় হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রের বিধান মতে, অবিবাহিতা শূদ্রকন্যার গর্ভে শূদ্রের ঔরস জাত কেবল এক বিশেষ শ্রেণীর জারজ পুত্র, অর্থাৎ শূদ্রের ঔরসে তাহার দাসীর কি দাসের দা[illegible]র, গর্ভে যে সকল জারজ পুত্র জন্মে, কেবল সেই সকল পুত্রই বৈধ পুত্রের অভাবে পিতার উত্তরাধিকার লাভ করে। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১। ১ ইং।

৬। বঙ্গদেশে প্রচলিত হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র মতে অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারে বৈমাত্র ভ্রাতা অপেক্ষা সাহোদর ভ্রাতা অগ্রগণ্য। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২০। ২৭ ইং।

৭। কোন অবিভাজ্য (impartible) সম্পত্তি কুলাচার নিয়মে পুরুষানুক্রমে অর্শিলে এবং বিত্ত স্বামী পুং সন্তানাভাবে লোকান্তরিত হইলে, মিতাক্ষরার বিধান মতে বিবাহের পর স্বামীর পিতার ভাগিনেয় কর্তৃক প্রদত্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর স্বামী অপেক্ষা তাহার ভ্রাতা, মাতা, এবং পিতা অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২০২। ২৭৫ ইং।

৮। মিতাক্ষরা মতে বিধবা স্ত্রী এবং কন্যাগণকে অতিক্রম করিয়া ঐ ব্যক্তির জ্ঞাতির মধ্যে অব্যবহিত পুরুষ দায়াদ ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১১১। ১৫৩ ইং।

৯। "অবিভাজ্য" শব্দের অর্থ কি? ঐ

১০। হিন্দু পরিবারের সাধারণ অবস্থা অবিভক্তই হউক বা বিভক্তই হউক, অবিভক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারের এক প্রণালী, এবং বিভক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারের অন্য প্রণালী। ঐ

১১। মিতাক্ষরার অনেক স্থলে এক শ্রেণীর সমুদায় ব্যক্তিকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে সেই শ্রেণীর প্রধান প্রধান ব্যক্তি গণের নাম উল্লেখ থাকা দৃষ্ট হয়। সুতরাং মিতাক্ষরা মতে কুলাচার নিয়মের ঐরূপ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ঐ

১২। কুলাচার প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমানে পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তির বিভাগের আনুষঙ্গিক যে কোন নিয়ম থাকা প্রকাশ ছিল, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা যদি এক প্রকার লুপ্ত হয়, তথাপি (ঐ কুলাচারের মূল প্রদর্শিত না হইতে পারিলেও) কেবল ঐ বন্দোবস্তের দ্বারা ঐ কুলাচারের লোপ হয় না। ইঃ লঃ রি ১ক ১৩৫। ১৮৬ ইং।

১৩। সাধারণতঃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারের যে প্রণালী কেবল কুলাচারের উপর নির্ভর করে, তাহা ঘটনা ক্রমে বা ইচ্ছামতে স্থগিত হইয়া উত্তরাধিকারের সাধারণ নিয়মান্তর্গত হইতে না পারে এমত নহে। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১৩৫। ১৮৬ ইং।

১৪। কোন রাজ্যের বা প্রদেশের চলিত ব্যবহার যাহা, 'স্থানীয় আইন' বলিয়া আখ্যাত হয়, তাহাতে ও পারিবারিক প্রথা বা কুলাচারে প্রভেদ আছে। ঐ

১৫। মিতাক্ষরাধীন অবিভক্ত হিন্দু পরিবারস্থ বিত্ত স্বামীর মৃত্যুর পরে ঐ অবিভক্ত সম্পত্তিতে তাহার অবিভক্ত অংশের অর্দ্ধাংশ প্রাপনার্থ ঐ পরিবারস্থ উত্তর জীবমান (survivor) এক ব্যক্তি পরিবারস্থ সকল ব্যক্তির যোগে নালীশ উপস্থিত করে নাই বলিয়া তাহার নালীশ ডিসমিস করা উচিত নহে, কারণ ঐ পরিবারস্থ অপর এক মাত্র জীবমান পুরুষ যে বর্ত্তমান ছিল, সে পূর্ব্বেই নালীশ ক্রমে তাহার প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ লইয়াছিল, এবং বর্ত্তমান মোকদ্দমায় প্রতিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া তাহার কোন স্বার্থ নাই বলিয়া স্বীকার করিতেছে। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১৬৫ ইং।

১৬। মিতাক্ষরাধীন অবিভক্ত হিন্দু পরিবারস্থ এক ব্যক্তি নিঃসন্তান লোকান্তরিত হইলে, মৃত ভ্রাতার পুত্রকে বর্জ্জন করিয়া তাহার অপর ভ্রাতা তাহার সম্পত্তির অধিকারী হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২৭৩। ৩৭৯ ইং। পুঃ অঃ।

১৭। যতিগণ মধ্যে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হইবার যে নিয়ম আছে তাহা পরস্পর সংসর্গ এবং নিজের যোগ সহবাস থাকার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, এবং অপরিচিত কোন ব্যক্তি ঐ শ্রেণীর যতি হইলে ও উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪০০। ৫৪৩ ইং।

১৮। মাতা পুত্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে ব্যভিচারিণী হইলে, তাহার দায়াধিকারিণী হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪০৬। ৫৫০ ইং।

১৯। মিতাক্ষরা মতে পিতা ও পুত্রের সম্পত্তিতে পুত্রের স্বত্ব জন্ম মাত্রেই বর্ত্তে, সুতরাং সেই স্বত্ব হস্তান্তরিত হইতে পারে না। পিতামহের সম্পত্তিতে পুত্রের যে অংশ থাকে, তাহা সে বিভাগ ক্রমে পৃথক দখলে লইতে পারে, এবং তাহার অংশ একবার বিভক্ত হইলেই হস্তান্তরিত হইতে পারিবে। সুতরাং ঐ সম্পত্তি অবিভক্ত থাকা কালে উহাতে পুত্রের যে স্বত্ব ছিল, তাহা তাহার ঋণ পরিশোধার্থ নিলাম বিক্রয় হইতে পারে। কিন্তু এরূপ স্থলে ঐ সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লওয়ার জন্য নিলাম ক্রেতার নালীশ উপস্থিত করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫৩০। ৭২৩ ইং।

২০। উত্তরাধিকার বিষয়ে সাধারণ হিন্দু শাস্ত্রের বৈলক্ষণ্য জনক আচারের বিশেষ প্রমাণ না থাকিলে, জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি গণ সম্বন্ধে ঐ শাস্ত্রই প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫৪৬। ৭৪৪ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

২১। মিতাক্ষরা মতে পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যার যে স্বত্ব আছে তাহা, স্বামী হইতে দায় ক্রমে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে বিধবার স্বত্বের ন্যায়, পরিমিত ও সীমাবদ্ধ। সুতরাং কন্যার মৃত্যুর পরে ঐ পৈতৃক সম্পত্তি তাহার স্ত্রীধন স্বরূপ স্বীয় দায়াদ গণে না বর্ত্তিয়া পিতৃদায়াদগণে বর্ত্তিবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫৪৬। ৭৪৪ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

২২। মিতাক্ষরাধীন অবিভক্ত পরিবারস্থ ব্যক্তি নিঃসন্তান মরিলে, অবিভক্ত সম্পত্তির অবিভক্ত অংশ তাহার বিধবা স্ত্রীগণকে না অর্শিয়া, ঐ অবিভক্ত পরিবারস্থ জীবমান পুরুষ গণকে অর্শিবে, এবং মৃত ব্যক্তির স্থনাভিষিক্ত বলিয়া তাহার বিধবা স্ত্রীগণের

বিরুদ্ধে তাহার ঋণের জন্য যে ডিক্রী হয়, তজ্জন্য ঐ অংশ দায়ী করা যাইতে পারেনা। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ১৬৫। ২২৬ ইং।

২৩। পুত্রের নাবালগী অবস্থায় পিতৃকৃত হস্তান্তর রদের জন্য পুত্রের নালীশে প্রকাশ হয় যে, ঐ সম্পত্তি পূর্ব্বে বাদীর পিতামহের ছিল, এবং পিতামহ উহা আপন ভ্রাতার সহিত বিভাগ করিয়া লইয়াছিল; এবং পিতামহের মৃত্যুর পর বাদীর পিতা ও পিতৃব্য তাহাদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইলে, বিরোধীয় সম্পত্তি বাদীর পিতার অংশে পড়ে। স্থির হইল যে, বাদীর পিতা কর্ত্তৃক সম্পত্তির বিভাগ হওয়াতেও ঐ সম্পত্তির পৈতামহ সম্পত্তি গণ্য, এবং বাদী জন্ম হইতে উহার স্বত্ব প্রাপ্ত হয়। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১। ১ ইং।

২৪। পূর্ব্বোক্ত হস্তান্তরের কোন বৈধ প্রয়োজন ছিল কিনা, এবিষয় এই মোকদ্দমায় বিচার্য্য না হইয়া, পিতার যে ঋণ পরিশোধার্থ ঐ হস্তান্তর হয়, তাহা অসৎ কার্য্যার্থ গৃহীত হওয়া সপ্রমাণ করার ভার বাদীর শিরেই বর্ত্তে। ঐ

২৫। প্রশ্ন—পুত্র পিতৃকৃত অবৈধ ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য কিনা? ঐ

২৬। পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ হইলে মাতা মৃত পুত্রের স্থলাভিষিক্ত স্বরূপে এক অংশ এবং নিজ স্বত্বে আর এক অংশ লাভে স্বত্ববতী। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১১২। ১৪৯ ইং।

২৭। যে স্থলে নিকটতর দায়াদাভাবে কন্যাগণ দায়াধিকারিণী হয়, সেস্থলে (মিতাক্ষরা মতে) পুত্রবতী বা সম্ভাবিত পুত্রা কন্যা, বন্ধ্যা ও অবিরা কন্যার অগ্রগণ্যা নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪৩৩। ৫৮৭ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

২৮। মিতাক্ষরা মতে মৃত পিতার ধনে, ধনশালিনী বিবাহিতা কন্যা অপেক্ষা, দরিদ্রা বিবাহিতা কন্যার অধিকার শ্রেষ্ঠ। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৩১। ৫৮৭ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

দান ২, দেখ

পূর্ব্বনিষ্পত্তিজনিত বাধা ৭, ১২

হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র ৪

হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র (দত্তক গ্রহণ) ৭, ৮, ১৯

হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র। (দত্তকগ্রহণ)

১। বঙ্গদেশ প্রচলিত হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রমতে ১৫ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিই হিতাহিতজ্ঞান সম্পন্ন এবং দত্তক গ্রহণ অথবা দত্তক গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে সক্ষম। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২১২। ২৮৯ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

২। ১৭৯৩ সনের ১০ আইনের ৩৩ ধারা ও ঐ সনের ২৬ আইনের ২ ধারা এক যোগে পাঠ করিলে দৃষ্টহয় যে, তাহাতে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের সম্মতি ব্যতীত ১৮ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক ভূম্যাধিকারী দত্তক গ্রহণক্ষম নহে বলিয়া যে নিষেধ বিধি আছে, তাহা কেবল কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন নাবালগ গণ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ঐ

৩। দত্তক রদের জন্য ভাবী উত্তরাধিকারীর নালীশে দত্তক গ্রহণের অনুকূলে ডিক্রী হইলে, তদ্দ্বারা বাদী ভিন্ন অন্য কোন ভাবী উত্তরাধিকারী বাধ্য কিনা, এবং ঐ

নালীশে দত্তক গ্রহণের প্রতিকূলে ডিক্রী হইলে,তদ্দ্বারা বাদী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি সম্বন্ধে ঐ দত্তক পুত্র বাধ্য কি না। ঐ

৪। বহুপুত্র বর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠ পুত্র হিন্দু শাস্ত্র মতে বৈধরূপে দত্তক গৃহীত হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২৮৩। ৩৬৪ ইং।

৫। হিন্দু বিধবা দত্তক গ্রহণ করিলে গৌণ ভাবী উত্তরাধিকারী সাধারণতঃ দত্তক রহিতের নালীশ করিতে সক্ষম হইলেও, কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতে বিধবার ইষ্টেটের উত্তরাধিকারী হইবার সম্ভাবনা থাকিলেই যে, সে ঐরূপ নালীশ করিতে পারিবে, হিন্দু শাস্ত্রে এমন বিধান নাই। নালীশের স্বত্ব সীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ মুখ্য ভাবী উত্তরাধিকারী ঐরূপ নালীশ করিতে পারে। কিন্তু নিকটতর উত্তরাধিকারী গণ বিধবার সহিত যোগ সাজস করিলে, অথবা নালীশ করিতে কোন প্রকার বারিত হইলে, বা সম্মতি প্রদান করিলে, দূরতম ভাবী উত্তরাধিকারী নালীশ করিতে সক্ষম। কিন্তু এইরূপ নালীশের আরজিতে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত থাকিলে, ঐ ব্যক্তির নালীশের স্বত্ব আছে কিনা, আদালত তৎসম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং আবশ্যক হইলে, নিকটতর ভাবী উত্তরাধিকারীকে ঐ নালীশে পক্ষভুক্ত করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৭৬৪ ইং।

৬। দত্তক পুত্র ও ঔরস পুত্রের অবস্থাতে বিশেষ প্রভেদ নাই। যে কিছু প্রভেদ আছে তাহা দত্তক চন্দ্রিকা ও দত্তক মীমাংসাতে নির্দ্দিষ্ট আছে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৩০২ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৭। মৃত ব্যক্তির মাতামহের দত্তক পুত্র, সগোত্র না হইলেও, ঐ মাতামহের ভ্রাতুষ্পৌত্র অপেক্ষা নিকটতর উত্তরাধিকারী। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৩০২ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৮। বঙ্গদেশ প্রচলিত হিন্দু শাস্ত্র মতে একমাত্র পুত্র (অর্থাৎ যে পুত্রের জনকের অন্য পুত্র বর্ত্তমান না থাকে) বৈধ রূপে দত্তক গৃহীত হইতে পারে না। দ্বিজ কি শূদ্র উভয় সম্বন্ধেই এই নিয়ম খাটে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩২৬। ৪৪৩ ইং।

৯। হিন্দু দত্তক গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, দত্তক গৃহীত হইবার যোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র বর্ত্তমানে অন্য কোন ব্যক্তিকে দত্তক গ্রহণ না করিয়া, সেই ভ্রাতুষ্পুত্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া দত্তক মীমাংসায় ও দত্তকচন্দ্রিকায় যে বিধান আছে, তাহা হিন্দুদিগের কর্ত্তব্যনির্দ্দেশক মাত্র। কিন্তু উহা উল্লঙ্ঘন করিলে দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবেক না। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৪৩৩। ৫৮৭ ইং।

১০। ক তাহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে ১৮৬২ সনে এক উইল করিয়া তাহার স্ত্রীকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রদান করে। কএর ভ্রাতা খ ঐ উইল লুকাইয়া তঞ্চকতা পূর্ব্বক অন্য এক উইল প্রকাশ করে। ১৮৭৪ সন পর্য্যন্ত প্রথমোক্ত উইল অপ্রমাণিত রহে। কএর অপর ভ্রাতার স্ত্রী গ ১৮৬৭ সনে লোকান্তরিত হয়, ও খ তাহার ইষ্টেটের উত্তরাধিকারী হয়। ১৮৭৪ সনে কএর বিধবা দত্তক গ্রহণ করিলে দত্তক পক্ষে তাহার মাতা গএর ইষ্টেটের অর্দ্ধাংশ পাইবার জন্য নালীশ করে। তাহার

আরজিতে সে এইরূপ বর্ণনা করে যে, খএর তঞ্চকতা মূলক আচরণ হেতু তাহার মাতা গএর মৃত্যুর পূর্ব্বে দত্তক গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই বিধায়; সে গএর ইষ্টেটের উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। স্থির হইল যে, খএর আচরণ তঞ্চকতা মূলক হইলেও বাদী তঞ্চকতার সময় বর্ত্তমান না থাকায় তদ্দ্বারা তাহার স্বত্বের অপচয় জন্মিতে পারেনা, এবং ঐ ইষ্টেট খতে পর্য্যবসিত হওয়ায় আদালত তাহার স্বত্বের প্রতিবন্ধক জন্মাইবেন না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১৭৮ ইং।

১১। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর ক্ষণেই উত্তরাধিকার স্বত্ব পর্য্যবসিত হয়, এবং শ্রেষ্ঠতর উত্তরাধিকারী গর্ভস্থ না থাকিলে, অপর উত্তরাধিকারী ভবিষ্যতে হইবে বলিয়া ঐ স্বত্ব কোন প্রকারেই সুদূরনিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। ঐ সদর দেওয়ানী নিষ্পত্তি ১৮৬০ সন ৩৪০ পৃষ্ঠা ও ১০ মুর ইণ্ডিয়ান আপীল ২৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।

১২। এক হিন্দু এই মর্ম্মে স্ত্রীর অনুকূলে দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র সম্পাদন করেন, "তুমি বিধবা হইলে পর তোমার গৃহীত দত্তক পুত্র আমার ও তোমার এবং আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের শ্রাদ্ধাদি করিতে এবং আমার সম্পত্তির অধিকারী হইতে স্বত্ববান হইবেক।" ঐ হিন্দুর এক স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে, এবং ঐ পুত্র বর্ত্তমানে পিতার মৃত্যু হয়। পুত্র, মাতা ও স্ত্রী বর্ত্তমানে লোকান্তরিত হয়, এবং তাহার স্ত্রী উত্তরাধিকারী স্বত্বে তাহার সম্পত্তি দখল করে। মাতা তৎকালে তাহার অনুমতি পত্রের মূলে দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা পরিচালন করণের উদ্যোগিনী হইলে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ঐ মোকদ্দমায় এই নিষ্পত্তি হয় যে ঐ পুত্র উত্তরাধিকার লাভ করিলে তৎস্থলে অন্য উত্তরাধিকারী স্থাপন করা যাইতে পারে না। স্থির হইল যে, যদিও কোনং উদ্দেশ্য সাধনার্থ উক্ত দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ না হউক, তথাপি ঐ নিষ্পত্তিতে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে ঐ পুত্রের বিধবাতে ঐ সম্পত্তি পর্য্যবসিত হইলে, দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা অপরিচালনযোগ্য ও লুপ্ত হইয়াছিল, এবং দত্তক গ্রহণ ক্ষমতার বৈধতা বিষয়ে পূর্ব্বে কোন নিষ্পত্তি না হইয়া থাকিলে ও ঐ ক্ষমতা অপরিচালনযোগ্য ও লুপ্ত মনে করিতে হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৩০২ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

১৩। শাস্ত্রের বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারা সীমাবদ্ধ না হইলে, দত্তক পুত্রের স্বত্ব সাধারণতঃ ঔরস জাত পুত্রের স্বত্বের ন্যায় গণ্য করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৬১৫ ইং। ৮ক ৩০২ ইং।

১৪। দত্তক পুত্র তদ্‌গৃহীতা পিতার সপিণ্ড জ্ঞাতির উত্তরাধিকারী হইতে পারে, এবং সপিণ্ড সম্বন্ধে দত্তক পুত্রে ও ঔরস জাত পুত্রে কোন বৈলক্ষণ্য নাই। ঐ সাদার লেণ্ড প্রিঃ কৌঃ ২৫ ইং দেখ। ১০ মুর ইং আঃ ২৭৯ ইং, দেখ।

১৫। বাঙ্গলা প্রদেশের শূদ্র বর্ণের মধ্যে দত্তক গ্রহণ কর্ম্মে সন্তান আদান প্রদান ব্যতীত অন্য কোন অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫৭৫ ৫৭০ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

১৬। উচিত সময়ে দত্তক গ্রহণের অনুষ্ঠানাদি সম্পাদিত না হইয়া থাকিলে, উহা পশ্চাৎ সম্পাদিত হইতে পারে কি না? ঐ

১৭। ভ্রাতুষ্পৌত্র যথাশাস্ত্র দত্তক পুত্র গৃহীত হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৪১ ইং।

১৮। হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রানুসারে দত্তক পুত্র ঔরসজাত পুত্রের ন্যায়, দত্তক গৃহীত্রী মাতার স্বজনবর্গের উত্তরাধিকারী হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ২৫৬ ইং। পুঃ অঃ।

১৯। সাধারণ পূর্ব্ব পুরুষ হইতে মৃত ব্যক্তি তিন পুরুষ অন্তর্হৃত হইলে ও, দত্তক পুত্র বংশপরম্পরা সূত্রে (lineally) উত্তরাধিকারী হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ২৮৯ ইং।

২০। যদিও শূদ্রবর্ণ মধ্যে সন্তান আদান প্রদান ভিন্ন দত্তক গ্রহণ কর্ম্মে অন্য কোন অনুষ্ঠান প্রণালী প্রতিপালন করা আবশ্যক নহে, তথাপি দলিল সম্পাদন দ্বারা ঐরূপ আদান প্রদান হইতে পারে না। কিন্তু প্রদেশীয় রীত্যানুসারে সন্তানের পিতা দত্তক গৃহীত্রী মাতার হস্তে সন্তানকে সম্প্রদান করিলে, মাতা উহাকে গ্রহণ করিলেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, এবং তাহা হইলেই প্রকৃত আদান প্রদান কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৩৮১ ইং। প্রিঃ কৌঃ

২১। বর্ত্তমান মকদ্দমার প্রমাণ দৃষ্টে প্রতীতি হয় যে, দলিল সম্পাদন দ্বারা দত্তক গ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন করা কোন পক্ষেরই উদ্দেশ্য ছিল না। ঐ

২২। এক হিন্দু এই মর্ম্মের এক অনুমতি পত্র রাখিয়া যায় যে, তাহার স্ত্রী বর্ত্তমানে স্ত্রীই তাহার পৈতৃক ও স্বকৃত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির দখলকারিণী থাকিবেক। স্থির হইল যে, ঐ মৃত পতির সম্পত্তিতে বিধবার জীবন স্বত্ব মাত্র বর্ত্তিবেক, এবং তাহার মৃত্যু হইলে দত্তক পুত্র ঐ সম্পত্তির মালিক হইবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৩৫৭ ইং।

হিন্দুব্যবহার শাস্ত্র (বিধবা)

১। মোকদ্দমার দলিল দৃষ্টে দেখাযায় যে, বিধবাকে উপস্বত্বের যদৃচ্ছা ব্যবহার ও জীবন স্বত্ব প্রদান করাই ঐ দলিলের উদ্দেশ্য; সুতরাং বিধবার অভাবে ঐ উপস্বত্বে কিংবা উপস্বত্ব দ্বারা ক্রীত সম্পত্তিতে তাহার স্বীয় দায়াদগণ অধিকারী। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ৭৫, ১৭ সাঃ রিঃ, প্রিঃ কৌঃ, ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। মৃত স্বামীর দায়াদগণ তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করিলে, উক্ত দায়দগণ হস্তে কোনও সম্পত্তি থাকাবস্থায় ঐ সম্পত্তির ক্রেতা বিধবার ভরণপোষণের দায়ী হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২৭০। ৩৬৫ ইং।

৩। ঐ ভরণপোষণের দায়গ্রস্ত ব্যক্তি সংবাদ না পাইলে ও ক্রেতা তাহার জন্য দায়ী নহে ঐ।

৪। বিধবার ভরণপোষণের দায় অপেক্ষা তাহার পতিকৃত ঋণের দায় অগ্রবর্ত্তী। ঋণ পরিশোধার্থ তাহার সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রীত হইলে ঐ বিক্রীত অংশের উপরে বিধবার ভরণপোষণের দাবি চলিতে পারে না। ঐ

৫। মৃত পতির দায়াদের নিজের বিরুদ্ধে ভরণপোষণের ডিক্রীলাভ করিলে, এবং ডিক্রীতে মৃত পতির সম্পত্তি ঐ ভরণপোষণের দায়গ্রস্ত প্রকাশ না থাকিলে, বিধবা ভরণপোষণের জন্য ঐ সম্পত্তি দায়ী করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় কি না? ঐ

৬। হিন্দু বিধবা সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইতে পারে কিনা, এই প্রশ্ন প্রত্যেক স্থলেই আদালতের বিবেচনাধীন। বর্ত্তমান মোকদ্দমায় বাদিনীর কন্যা ও দৌহিত্র থাকায়, এবং বাদিনী স্বীয় স্বামী হইতে যে অংশে স্বত্ববতী হইয়াছে, তাহা বৃহৎ থাকা বিধায় বাদিনী বিভাগের ডিক্রীলাভে স্বত্ববতী। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১৮৯। ২৬২ ইং।

৭। হিন্দু বিধবা আপন স্বামী হইতে যে ইষ্টেট প্রাপ্ত হয়, তাহা হস্তান্তর করিলে ও কোন মহাজন ঐ ইষ্টেটের বিরুদ্ধে কোন দায় প্রবল করিতে চাহিলে, সে হস্তান্তর ঘটিত বৃত্তান্তের প্রকৃতাবস্থা প্রমাণ করিতে বাধ্য, এবং তাহার ইহাও দর্শান কর্ত্তব্য যে যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজন বশতঃ সে টাকা কর্জ্জ দিয়াছে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৮৪৩ ইং। প্রিঃ কৌঃ। ৬ মূঃ ইঃ আঃ ৩৯৩ পৃষ্ঠা দেখ।

৮। হিন্দু বিধবার স্বত্ব সম্পন্ন ও অধিকার নিলাম হইলে, নিলাম ক্রেতা কি স্বত্ব ক্রয় করিয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, ইহা দেখা আবশ্যক যে বিধবার বিরুদ্ধে যে নালীশে বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছিল, তাহা বিধবার নিজের বিরুদ্ধে ছিল, কি তাহা বিধবার সমস্ত সম্পত্তির বিরুদ্ধে ছিল। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৩১৭ ইং।

৯। এক হিন্দু বিধবার স্বামী জীবমানে তাহার খুল্লতাত ভ্রাতার সহিত পৈতৃক সম্পত্তির কিয়দংশে একমালীতে মালিক ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে ঐ বিধবা ঐ ভ্রাতার সহিত আপোষ বন্দোবস্ত করিয়া জীবন কাল পর্য্যন্ত ঐ পৈতৃক সম্পত্তির ঐ অংশে দখলকার থাকে। বিধবা পরে স্বীয় নির্ব্যূঢ় স্বত্ব জ্ঞানে ঐ অংশ বিক্রয় করিলে, বিক্রেতা কালেক্টরিতে স্বীয় নাম জারী করে। কিন্তু বিধবার মৃত্যুর পূর্ব্বে সে কোন দখল পায় নাই। উক্ত ভ্রাতার উত্তরাধিকারীগণ বিধবার মৃত্যুর পর দ্বাদশ বৎসর মধ্যে ক্রেতার বিরুদ্ধে উক্ত সম্পত্তির দাখিলে নালীশ করিলে, প্রতিবাদী এই আপত্তি করে যে, ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তপসিলের ১৪৪ প্রকরণ মতে ঐ নালীশ তমাদিতে বারিত হইয়াছে, কারণ ঐ প্রকরণোল্লিখিত 'নিয়ম ভঙ্গ' ঘটিয়াছিল। সোলেনামাতে এই সর্ত্ত লিখিত ছিল যে, বিধবার হস্তান্তরের ক্ষমতা থাকিবেক না, এবং তাহার মৃত্যুর পরে ঐ ভ্রাতা তাহার ঐ অংশ পাইবেক। স্থির হইল যে, সোলেনামার 'নিয়ম' ভঙ্গ হয় নাই, সুতরাং এই নালীশে ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয়

উপসিলের ১৪৪ প্রকরণ প্রযোজ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২২৪ ইং।

১০। অব্যবহিত ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি মতে বিধবা কর্তৃক দান পত্র সম্পাদনক্রমে কোন সম্পত্তি প্রদত্ত হইলে, তাহা বৈধ হইবেক, এবং দান পত্র না হইয়া থাকিলে বিধবার মৃত্যুর পরে যে ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি পাইত তাহা কর্তৃক ঐ দান পত্র অতিক্রান্ত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৩৩। ৪৪ ইং।

১১। হিন্দু বিধবা স্বামীর মৃত্যুর পরে তৎ ত্যজ্য ইষ্টেটে সাধারণ হিন্দু বিধবার স্বত্বে স্বত্ববতী থাকাবস্থায়, ঐ ইষ্টেটের উপস্বত্ব হইতে সঞ্চিত অর্থের দ্বারা যে কোন সম্পত্তি ক্রয় করে, তাহা সে হস্তান্তর করিতে পারে কি না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৩৮০। ৫১২ ইং।

১২। পতি হইতে দানপ্রাপ্ত স্থাবর সম্পত্তিতে হিন্দু বিধবার স্বত্ব নির্ব্যূঢ় নহে। বিধবা তাহা হস্তান্তর করিতে পারে না, তাহাতে তাহার জীবন স্বত্ব মাত্র। অস্থাবর সম্পত্তিতে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব জন্মিবে। উইলদত্ত সম্পত্তিতেও সাধারণতঃ হিন্দু বিধবার স্বত্ব ঐরূপ। দান পত্রে অথবা উইলে হস্তান্তরের বিশেষ ক্ষমতা না থাকিলে, হিন্দু বিধবা ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট স্বত্ব প্রাপ্ত হয় মাত্র। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫১২। ৬৮৫ ইং।

১৩। পুত্র অভাবে হিন্দু বিধবা স্বামীর ইষ্টেট উত্তরাধিকারীসূত্রে পাইলে, তাহাতে তাহার জীবন স্বত্ব মাত্র বর্ত্তে এমত নহে। সমস্ত ইষ্টেটই তৎকালে বিধবাতে পর্য্যাপ্ত হয়, কেবল তাহার স্বত্ব কোন২ বিষয়ে সীমাবদ্ধ। বিধবার মৃত্যুকালে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইলে যাহারা ঐ ইষ্টেটের উত্তরাধিকারী হইতে পারিত, বিধবার মৃত্যুর পরেও ঐ ব্যক্তিগণ উপরে ঐ ইষ্টেট বর্ত্তে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫৮০। ৭৭৬ ইং।

১৪। উত্তরাধিকারী স্বত্ব জন্মিবার পূর্ব্বে যেযে অক্ষমতা বা যেযে কার্য্য বশতঃ উত্তরাধিকারীস্বত্ব বিলুপ্ত হয়, একবার পর্য্যাপ্ত হইলে পর, ঐ কার্য্য অথবা অক্ষমতা হেতু উহা রহিত হয় না, ইহা হিন্দুশাস্ত্রের সাধারণ বিধি। বিধবার ইষ্টেট সম্বন্ধেও যে ঐ নিয়ম প্রযোজ্য নহে তাহা বলা যায় না। বিবাদচিন্তামণির ৩। ৪ ও ৫ দফা দেখ। বিধবা জাতিচ্যুত না হইয়া স্বামীর ইষ্টেট পাইলে, পরে ব্যভিচার দোষে স্বামীর ইষ্টেট হইতে বঞ্চিত হইবেক না। ঐ

১৫। স্বামী বিধবাকে দত্তক গ্রহণ করিতে অনুমতি বা উপদেশ করা সত্ত্বে, বিধবা উহা প্রতিপালন করিতে আইনতঃ বাধ্য নহে। এবং ঐরূপ উপদেশ প্রতিপালন না করিলে, বিধবা উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেক না। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ২৮৮ ইং।

১৬। বিধবা স্বামীর উপদেশ প্রতিপালন না করিয়া তত্যাজ্য ইষ্টেটের লেটার্স অব এডমিনিষ্ট্রেষণ পাইতে সক্ষম না হইলেও, সে এডমিনিষ্ট্রেটার বিরুদ্ধে নিকাশ সহ ঐ ত্যজ্য সম্পত্তির দখলের দাবিতে নালীশ করিলে ডিক্রী পাইতে স্বত্ববতী। ঐ

১৭। বিশেষ প্রথার প্রমাণাভাবে হিন্দু বিধবা আপন মৃত স্বামীর দায়াদ স্বরূপে সেবাইতের পদের অধিকারিণী

হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ২৮৩। ৩৮৫ ইং।

হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র (বিভাগ)

১। অবিভক্ত পরিবারস্থ পাঁচ ভ্রাতার উত্তরাধিকারীগণ মধ্যে বিভাগের নালীশ উপস্থিত হইলে, নির্দ্দিষ্ট অংশানুযায়ী এক ডিক্রী হয়। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাপ্ত সম্পত্তিতে তাহার বিধবা কএর ভরণপোষণের স্বত্ব ঐ-ডিক্রীতে নির্দ্দিষ্ট হয়। অন্যান্য ব্যক্তিগণ মধ্যে কএর জ্যেষ্ঠ পুত্রের কন্যা খ এবং কএর দ্বিতীয় পুত্র গ ঐ মোকদ্দমায় পক্ষাভুক্ত ছিল। গ ১৮৮০ সনে ঘ স্ত্রী ও ৪ নাবালগ পুত্র রাখিয়া লোকান্তরি হয়। ক পূর্ব্ব মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত ছিল না। পরে সে খ, ঘ এবং গএর নাবালগ পুত্রগণ বিরুদ্ধে এই স্বত্ব সাব্যস্তের দাবিতে নালীশ করে যে, সে স্ত্রী ও মাতার অধিকার মূলে খ, ও গএর নাবালগ পুত্র গণের সহিত তুল্যাংশে বিভক্ত সম্পত্তির এক অংশ পাইতে স্বত্ববান। স্থির হই যে, ঐ নালীশ চলিবেক, কারণ এই নালীশ কেবল পৌত্র গণ মধ্যে পরস্পর বিভাগের নালীশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বিভাগের ডিক্রীর সম্পত্তি যাহা কএর স্বামীর উত্তরাধিকারীগণে বর্ত্তিয়াছে, ক পৌত্রী ও পৌত্র গণ সহিত তাহার একাংশ পাইতে স্বত্ববতী, এবং অবিভক্ত সম্পত্তিতে তাহার জীবন স্বত্ব বর্ত্তিবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ১৯১ ইং।

২। মিতাক্ষরা মতে পিতা ও পুত্র মধ্যে পৈতামহ সম্পত্তির বিভাগ হইলে, মাতা এক অংশ পাইতে স্বত্ববতী। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১৭ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৮৪৫। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৯৮ ইং।

৩। নাবালগের হিতের জন্য বিভাগের আবশ্যকতা অথবা বা তঞ্চকতা না থাকিলে, নাবালগের পক্ষে বিভাগের নালীশ উত্থাপিত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৫৩৭ ইং।

৪। অবিবাহিতা কন্যাগণকে বিবাহের ব্যয় সাধনোপযোগী ধন দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐ

৫। মিতাক্ষরা মতে মাতাও বিমাতা উভয়েই পুত্রের সহিত তুল্যাংশ পাইবেক। ঐ

৬। মিতাক্ষরা মতে পিতামহী বিভাগ কালে একাংশ পাইতে স্বত্ববতী। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৬৪৯ ইং।

৭। পিতার নিজকৃত সম্পত্তি হইলে, পিতামহী তাহার কোন অংশ পাইতে পারে না। ঐ

৮। দেওয়ানী আদালতে গবর্ণমেণ্ট রাজস্বপ্রদ ইষ্টেটের বিভাগ হইতে পারে না। ঐ

৯। একমাত্রী অবিভক্তপারিবারিক সম্পত্তি একমাত্রী ঋণ সহ পরিবার বর্গের মধ্যে বিভক্ত হইলে, কোন অংশীদারের মৃত্যুর পর তৎপুত্রগণ সমগ্র অবিভক্ত পরিবারের ঋণের জন্য দায়ী নহে। তাহারা কেবল তাহাদের নিজ অংশের ঋণের জন্য দায়ী। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৬৫৬ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

পক্ষ সংযোজন ১৫,দেখ
ভাবী উত্তরাধিকারী ৯
হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র ৪
„ (অবিভক্ত পরিবার) ৪,১১, ১৩,১৪,১৬
„ (উত্তরাধিকার) ২৩
„ (বিধবা) ৬

হিন্দুব্যবহার শাস্ত্র (বিবাহ)

১। বিবাহ দেওয়ার চুক্তি প্রতিপালন জন্য নালীশে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৯২ ও ৯৩ ধারা খাটে না, বিবাহ নিবর্ত্তন উদ্দেশে ঐ ধারা মতে নিষেধাজ্ঞা হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ৫৩। ৭৪ ইং।

২। হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র মতে বিবাহ দেওয়ার চুক্তি প্রতিপালন জন্য নালীশ চলিতে পারে না। চুক্তিভঙ্গের ক্ষতিপূরণের নালীশই প্রতিকারের উপায়। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ৫৩। ৭৪ ইং।

৩। হিন্দুদিগের মতে বাল্যবিবাহ প্রথা এই হেতুবাদে অনুমোদিত যে, কন্যা ঋতুমতী হইলে তাহাকে সন্তানোৎপাদন-ক্ষম পুরুষের সহিত বিবাহ দেওয়া পিতা মাতার ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পতি স্বামী সহবাসার্থ পত্নীকে স্বগৃহে যে সময় আনয়ন করেন, সেই সময়ই তাঁহার যৌবনাবস্থার পূর্ণবয়স, এবং শাস্ত্রতঃ ঐ সময়ই পত্নী হিতাহিত বিবেচনার বয়সও প্রাপ্ত হয় বলিয়া অনুমান করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২১২। ২৮৯ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৪। শূদ্রবর্ণের ভিন্ন২ শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষের পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধ, বিশেষ প্রথানুযায়ী না হইলে, নিষিদ্ধ। ভিন্ন২ শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষের দীর্ঘকাল ব্যাপী পরস্পর সহবাস দৃষ্টে ঐ বিবাহ বৈধ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ২।১ ইং।

৫। ছলাইজাতীয় পুরুষ সাগাই প্রণালী মতে বিধবাবিবাহ করিতে পারে, এক স্ত্রী বর্ত্তমানেও (সে নিঃসন্তান রহিলে) ঐ প্রণালী মতে বিধবাবিবাহ করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৫১৭। ৬৯২ ইং।

৬। প্রশ্ন—স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণ করিতে না পারিলে বিবাহিতা স্ত্রী স্বামী জীবমানে সাগাই প্রণালী মতে বিবাহ করিতে পারে কি না?

নাবালগ ৯, দেখ
প্রমাণ ২
স্বামী ও স্ত্রী ৩,৪৫,

হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র (হস্তান্তর)

১। পিতা ও পুত্রে গঠিত অবিভক্ত পরিবার মধ্যে মাত্র পিতার বিরুদ্ধে টাকার ডিক্রীজারীতে পারিবারিক সম্পত্তি নিলাম হইলে, সর্ব্ব স্থলেই যে পিতার অংশ মাত্র হস্তান্তরিত হয়, মিতাক্ষরাতে অথবা প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তি সমূহে এমত কোন বিধান নাই। এতৎ সম্বন্ধে মূল

নিষ্পত্তিসমূহ সন্দর্শন করিলে প্রতীতি হইবে যে, ডিক্রীজারী নিলামে প্রত্যেক অবস্থায় কি হস্তান্তরিত হইল তাহা আদৌ নিশ্চিত করা আবশ্যক। কেবল পিতার বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়াছে বলিয়া তদ্দৃষ্টে কোন চূড়ান্তসিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। পুত্রগণের স্থলাভিষিক্ত স্বরূপে পিতার বিরুদ্ধে নালীশ উপস্থিত করা হইয়াছিল কি না তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পুত্রগণের স্থলাভিষিক্ত স্বরূপ পিতার বিরুদ্ধে নালীশ হইয়া থাকিলে, তৎপর ইহা দেখিতে হইবে যে, পুত্রগণ তাহাদিগের নিজাংশ সম্বন্ধে নিলাম রদ করিতে সক্ষম কি না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৮৯৮ ইং। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৯৮ ইং।

২। পুত্রগণের হস্তে যে অবিভক্ত একমালী পারিবারিক সম্পত্তি থাকে হিন্দু শাস্ত্র মতে তাহা পৈতৃক ঋণের জন্য দায়ী। কিন্তু এই নিয়মের কয়েকটি বর্জ্জিত বিধি আছে; যথা, পিতা পৈতৃক ঋণ শোধের জন্য কবালা দ্বারা ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে, অথবা পৈতৃক ঋণ পরিশোধ কারণ টাকা কর্জ করিয়া সম্পত্তি বন্ধক দিলে, অথবা পিতার ঋণের দরুণ ঐ সম্পত্তি ডিক্রীজারীতে নিলাম হইলে, পুত্রগণ ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া লইতে পারে না, কারণ পিতৃ ঋণ পরিশোধ করা তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পুত্রগণ যদি দেখাইতে পারে যে, পিতা যে কার্য্যে ঋণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহারা দায়ী নহে, এবং পিতার ঋণের দরুণ যাহারা ক্রয় করিয়াছেন, তাহারা এই অবস্থা অবগত থাকিয়া ক্রয় করিয়াছেন, তাহা হইলে পুত্রগণ পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করিতে পারিবে। ডিক্রীজারী নিলাম-খরিদ্দার ঐ অবস্থা সাধারণতঃ অবগত না হইতে পারে, এবং সে তৎসম্বন্ধে তদন্ত করিতে বাধ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ১১১। ১৪৮ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৩। মিতাক্ষরার শাসনাধীন ক নামক এক ব্যক্তি খ পুত্র সহিত পৈতৃক ইষ্টেটে ভোগবান ছিল। ঐ ইষ্টেটভুক্ত কোন সম্পত্তি ক্রোক হইলে ক্রোকী সম্পত্তি সহ ক সমস্ত পৈতৃক ইষ্টেট পুত্র খকে দান পত্র করিয়া দেয়। দান পত্রের পাঁচ দিবস পর কএর মহাজন গ তাহার ডিক্রীজারী নিলামে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করে। নিলামের ১৩ দিবস পর ক গুরুতর বিশৃঙ্খলতাক্রমে নিলাম হইয়াছে বলিয়া, ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ২৫৬ ধারা মতে ঐ নিলাম রহিতের প্রার্থনা করে। কএর পক্ষে ঐ প্রার্থনার তদ্বির চলিতে ছিল, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে নাবালগ খএর পক্ষে কালেক্টর সাহেব ১৮৫৮ সনের ৪০ আইন মতে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ তদ্বির করিতে ছিলেন। ১৮৭৪ সনে নিলাম রহিতের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়, এবং নিলাম মঞ্জুর হইলে গ সম্পত্তির দখল লয়।

খএর পক্ষে কালেক্টরনিয়োজিত ম্যানেজার ক ও গএর বিরুদ্ধে ঐ সম্পত্তি দখল পাইবার নালীশ করায় স্থির হইল যে, বাদীর অভিভাবক তৎপক্ষে ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ২৫৬ ধারার বিচারে উপস্থিত ছিল বিধায়, তাহার বর্ত্তমান নালীশ বারিত হইয়াছে এমত নহে। গ ঐ নিলামে কেবল কএর স্বত্ব লভ্য ক্রয় করিয়া ছিল, সুতরাং সে তাহার অংশ বিভাগ করিয়া লইতে

পারে। এবং মিতাক্ষরার বিধান মতে যদিও অবিভক্ত পরিবার মধ্যে কেহ আপন অংশ বিক্রয় করিতে সক্ষম নহে, তথাপি ঐ অংশের বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী চলিতে পারে ও ডিক্রীদার তাহা নিলাম করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৩১৫। ৪২৫ ইং।

৪। মিতাক্ষরা মতে দ্বিজ বর্ণের জারজ পুত্র ভরণপোষণ পাইতে স্বত্ববান। সুতরাং বৈধ পুত্র অভাবে জারজ পুত্রকে পৈতামহ সম্পত্তির কিয়দংশ দান বা অর্পণ করা হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ১৬০। ২১৪ ইং।

৫। মিতাক্ষরা মতে নিঃসন্তান ব্যক্তি বৈধ প্রয়োজনাভাবে পৈতৃক সম্পত্তির সমুদয় বা কিয়দংশ হস্তান্তর করিতে সক্ষম কি না, অথবা অজাত সন্তান গণের স্বত্ব এমত ভাবে রক্ষিত কিনা, যাহাতে ঐ প্রকার হস্তান্তর অবৈধ গণ্য হইবেক? ঐ

৬। ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট কলিকাতা বিভাগের তৃতীয়খণ্ডের প্রচারিত দীন দয়াললাল বঃ জগদ্দীপ নারায়ণ সিংহের মোকদ্দমায় মিতাক্ষরাধীন অবিভক্ত হিন্দু পারিবারিক পৈতামহ সম্পত্তিতে পিতার স্বত্বাধিকার ও সম্পর্ক, স্বীয় শরীর বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীতে নিলাম করা যাইতে পারে বলিয়া যে অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা একমালী পারিবারিক সকল ব্যক্তির স্বত্বাধিকার ও সম্পর্ক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; সুতরাং পুত্র সম্বন্ধে ও প্রযোজ্য। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৫৯৪। ৮০৯ ইং।

৭। কোন ইষ্টেট অবিভাজ্য হইলে, বা স্থানীয় নিয়মানুসারে বয়োজ্যেষ্ঠ ক্রমে জমিদারির উত্তরাধিকারীত্ব নির্ণীত হইলেই যে, তদ্বারা জমিদারি তাহার সাধারণ স্বত্ব বলে স্বীয় জীবদ্দশায় জমিদারি অথবা তাহার কিয়দংশ হস্তান্তর করিতে অক্ষম এমত নহে। সুতরাং জমিদার যদি তাহার জমিদারির অন্তর্গত খণ্ড ভূমি মকররি পাট্টা করিয়া দেয়, (যাহাতে বয়োজ্যেষ্ঠানুক্রমে উত্তরাধিকারীত্ব নির্ণীত আছে) তাহা হইলে ঐ পাট্টা বৈধ হইবেক, এবং দাতার মৃত্যুর পর তৎপরবর্ত্তী কর্ত্তৃক ঐ পাট্টাভুক্ত ভূমি বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবেক না। কিন্তু বিশেষ প্রথানুসারে অবিভাজ্য জমিদারির মালিক, যদি মকররী খোরপোষ অথবা খোরপোষ বাবদ আজীবন ইষ্টেট প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ মালিকের পরবর্ত্তী অপর মালীক ঐ তাহার মৃত্যুর পরে ঐ ইষ্টেট বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৮৪। ১১৩ ইং।

৮। মান্দ্রাজ প্রদেশে ইহাই প্রচলিত বিধান যে এক শরিক পৈতৃক অবিভক্ত ইষ্টেটের নিজাংশ দান বিক্রয় করিতে সক্ষম। বোম্বাই প্রদেশেও এক শরিক মূল্য পাইয়া আপন অংশ বিক্রয় করিতে পারে। অপরাপর প্রদেশে দলিল পত্র দ্বারা হস্তান্তর করিবার যে বিধি আছে, বাঙ্গলা প্রদেশে তাহা এ-পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে দায়িকের ঋণের জন্য ডিক্রীজারী ক্রমে তাহার যে সম্পত্তির অংশ নিলাম হয়, ক্রেতা তাহাতে দায়িকের স্বত্ব সহ বিভাগের স্বত্ব লাভ করে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ১১১। ১৪৮ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৯। নাবালগ ও প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বর্ত্তমানে পিতার বিরুদ্ধে টাকার ডিক্রীজারী ক্রমে

অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তি নিলাম হইলে, সর্ব্বত্রই পিতার অংশ ব্যতীত অপর কোন অংশ হস্তান্তরিত হয় না,মিতাক্ষরাতে অথবা প্রিভি কৌন্সিলের কোন নিষ্পত্তিতে এই প্রকার কোন বিধান নাই। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৮৯৮ ইং।

১০। মিতাক্ষরাধীন কোন হিন্দু স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী নিলাম রদ করাইয়া পিতামহের সম্পত্তির অংশ পাওয়ার দাবিতে নিলাম ক্রেতার বিরুদ্ধে নালীশ করায় প্রকাশ পায় যে পিতৃকৃত বন্ধকী সম্পত্তি যে ডিক্রীতে নিলাম হয়, খতের লিখিত সম্পত্তির উপরে ঐ ডিক্রীজারী হওয়ার আদেশ ছিল। স্থির হইল যে, প্রিবি কাউন্সেলের মদন ঠাকুর বং কান্তুলালের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি মতে (১৪ বেঃ লঃ রিঃ ১৮৭) নিলাম ক্রেতা ডিক্রীর বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে বাধ্য নহে। এবং অপরিমিত হারে সুদ দেওয়ার আদেশ ঐ ডিক্রীতে ছিল বলিয়া এরূপ বলা যাইতে পারেনা যে, পুত্র ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য ছিল না। ইঃ লঃ রিঃ ২ক ১৫৪। ২১৩ ইং।

১১। অবিভক্ত হিন্দুপারিবারিক সম্পত্তি যে ব্যক্তি বাদীর স্বত্ব জানিয়া শুনিয়া ক্রয় করে, তাহার খরিদ বলবৎ থাকিতে পারে না সুতরাং বাদীগণ তাহাদের অংশ নিলাম ক্রেতা হইতে উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবেক, কারণ ঐ নিলাম এক শরিকের ঋণের দরুণ মাত্র হইয়াছিল, যাহার জন্য অপর শরিকগণ দায়ী ছিল না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ১১১। ১৪৮ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

১২। মিতাক্ষরাধীন হিন্দু পরিবারের পিতা পারিবারিক কার্য্যে অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তি বন্ধক দিলে তাহার বিরুদ্ধে ঐ বন্ধকের দরুণ এক ডিক্রী হয়, এবং ডিক্রীজারীতে ঐ সম্পত্তির ক্রোক হয়। পরে দায়িকের মৃত্যু হয়। ঐ পরিবারস্থ অপরাপর ব্যক্তিগণ পারিবারিক সম্পত্তি বিভাগ এবং ঐ ডিক্রীর দায়ে তাহাদের অংশ বাধ্য না বলিয়া সাব্যস্ত করিবার জন্য নালীশ করে। স্থির হইল যে,মৃত ব্যক্তি ও তাহার পুত্রগণ মধ্যে কোন বিভাগ হইতে পারে না, এবং সমগ্র অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তি ঐ ডিক্রীর দায়াবদ্ধ। বাদীগণ মাত্র এই নির্দ্দেশসূচক ডিক্রী পাইতে পারে যে, তাহারা স্বয়ং ডিক্রীর দায়ে আবদ্ধ নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৫২ ইং।

১৩। ছোট নাগপুরের রাজত্ব অবিভাজ্য বিধায়, মহারাজ রাজত্বের কিয়দংশ নির্ব্যূঢ় রূপে (absolutely) হস্তান্তর করিতে সক্ষম। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ৪৬১ ইং।

১৪। উত্তরাধিকার অবিভাজ্য হইলে হিন্দু শাস্ত্র মতে তাহা হস্তান্তরের অযোগ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১৯৯ ইং।

১৫। ইষ্টেট অবিভাজ্য হইলেও বিত্তস্বামী স্বীয় জীবিতকাল ব্যাপী দান বা পাট্টা ক্রমে ঐ ইষ্টেট হস্তান্তর করিতে সক্ষম। বিশেষ কুলাচার থাকিলে হস্তান্তরের ক্ষমতা না থাকিতে পারে। কুলাচার থাকিলে তাহা সপ্রমাণ করা আবশ্যক। ঐ

তমাদি (১৮৭৭সনের ১৫ আইন) ৫৭, দেখ

ভাবী উত্তরাধিকারী ৯,৬

হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র (অবিভক্ত পরিবার) ২১,২০,২৪,২৫

হিসাব।

হুণ্ডী।

১। নালীশ উপস্থিত করার পূর্ব্বে হুণ্ডী অমান্য হওয়ায়, রীতিমত লিখিত নোটিস অভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ না পাইলে, ঐরূপ নোটিস দেওয়া আবশ্যক বলিয়া গণ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ২৫০। ৩৩৯ ইং।

২। যাহার হস্তে হুণ্ডী থাকে সে একই নালীশে হুণ্ডীদাতা এবং হুণ্ডীস্বীকারক উভয়কেই প্রতিবাদী স্বরূপ সংযোজিত করিতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ক ৩৯৮। ৫৪১ইং।

৩। হুণ্ডীর ডুয়ার টাকা পরিশোধ কারণ সময় পাইবার উদ্দেশ হুণ্ডী গৃহীতাকে (acceptor) আগামী স্থদ দেয়। এবং তাহাতে সে কিছু সময় পায়। স্থির হইল যে,একমডেসন একসেপ্টার এই বন্দোবস্তের বিষয় অবগত থাকিলেই টাকার দায়ী থাকিবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ২৪১ ইং। প্রিঃ কৌঃ।

৪। অবস্থা দৃষ্টে স্থির হইল যে,সে আগামী স্থদ দেওয়ার বিষয় জানিয়া তাহাতে সম্মত হয়। ঐ

ক্ষতি নিষ্কৃতিপত্র।

ক্ষতিপূরণ।

১। অবিভক্ত মহালের শরিক মালিক মধ্যেএক কি অধিক ব্যক্তি আপন অংশাস্থযায়ী রাজস্ব আদায় না করায় সমগ্র মহাল নিলাম হইলে, ঐ মালিকগণ মধ্যে ক্ষতিপূরণের দাবিতে নালীশ চলিবে না। ইঃ লঃ রিঃ ১ক ৩০০। ৪০৩ ইং।

২। বাদীর কাষ্ঠ প্রতিবাদীগণ কর্তৃক আত্মব্যবহার পরিণত হওয়ার নালীশে, তৎকালে রেঙ্গুন নগরের বাজারে উহার যে মূল্য ছিল, বাদী ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাহাই প্রতিবাদী গণের নিকট দাবিকরে। স্থির হইল যে, ঐ কাষ্ঠ যেস্থানে প্রতিবাদীগণ কর্তৃক অন্যায় রূপে আত্মব্যবহারে পরিণত হয়, তথা হইতে রেঙ্গুন লইয়া যাইতে যে খরচ হয়, ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা হইতে তাহা বাদ দিতে হইবে। ইঃ লং রি ৪ক ৮৫। ১১৬ ইং প্রিঃ কৌঃ।

৩। এক বিল অব লেডীং (বোঝাই মালের নিদর্শন পত্র) এই সর্ত্তে লিখিত হয় যে, জাহাজ মাল নামাইয়া দিতে প্রস্তুত হওয়া মাত্রই, জাহাজের মাল নামাইবার যন্ত্র হইতে মাল অর্পিত হইবে। তাহা হইতে মাল না লইলে জাহাজের এজেণ্টগণ আপনাদের গুদামে মাল নামাইতে পারিবে,এতদ্ব্যতীত আরো এই সর্ত্ত ছিল যে,অগ্নি লাগিয়া ক্ষতি হইলে তজ্জন্য ঐ জাহাজের মালিকগণ দায়ী হইবেক না। জাহাজ বন্দরে পৌছিলে

চালানগৃহীতা গণকে মাল নামাইবার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা না দিয়া কষ্টম হৌসের গুদামে মাল নামান হয়। চালানগৃহীতাগণ তাহাতে কোন আপত্তি করেনা, এবং গুদামের অন্তর্গত মালের ঘাটভাড়ার বাবদ কতক টাকাও নিরাপত্তিতে দেয়। ঐ গুদামে অগ্নি লাগিয়া মাল দগ্ধ হয়। স্থির হইল যে, অগ্নিদাহ জনিত ক্ষতিপূরণের অব্যাহতির যে সর্ত্ত বিল অব লেডিঙ্গে ছিল, তদ্দ্বারা জাহাজের মালিকগণ যেরূপ ঐ দায় হইতে মুক্ত পাইত, ঐ মাল গুদামে স্থাপিত হওয়ার পরে, বাহক স্বরূপে ঐ জাহাজের মালিক গণের দখলে থাকিলে সেইরূপ মুক্তি পাইবে। ঘাটরক্ষক স্বরূপে জাহাজের মালিকগণের দখলে এই মাল থাকিলে, তাহাদের দোষ বিনা ঐ মাল দগ্ধ হওয়ায়, তাহারা ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী নহে। ইঃ লঃ বিঃ ৪ক ৫৪০। ৭৩৬ ইং।

৪। উপযুক্ত আদালতের ডিক্রীতে গ্রেপ্তার হওয়ায় যে ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি পূরণের দাবিতে নালীশ কেবল বিশেষ অবস্থায় চলিতে পারে। ঐ নালীশে বাদিনীর দেখাইতে হইবে যে, (১) যে মূল মোকদ্দমা হইতে ঐ ক্ষতি জন্মিয়াছে তাহা বাদিনীর অনুকূলে নিষ্পন্ন হইয়াছে, (২) ন্যায্য এবং সম্ভাবনীয় কারণ ব্যতীত তাহাকে গ্রেপ্তার করান হয়, ও (৩) তাহার কোন আনুসঙ্গিক ক্ষতি হইয়াছে। যে স্থলে ন্যায্য এবং সম্ভাবনীয় কারণের অভাব থাকা বাদিনীর দেখাইতে হইবে, সেস্থলে কেবল ঈর্ষা থাকা সপ্রমাণ করা যথেষ্ট নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ক ৪৩৯। ৫৮৩ ইং

৫। জাহাজের মাল চালাইবার অঙ্গীকার করিয়া পরে মাল না জোগাইলে, অন্য মাল না পাওয়া সত্ত্বে বাদীগণের যে ক্ষতি হয়, তাহার বাবদ ক্ষতিপূরণের নালীশে কি প্রণালীতে ঐ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবেক তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। ইঃ লঃ রিঃ ৫ক ৪৩০। ৫৭৮ ইং।

৬। দুরভিসন্ধিমূলক অভিযোগের ক্ষতিপূরণের দাবিতে নালীশ হইলে, ফৌজদারী অভিযোগের উত্তর দানে বাদীর যে খরচ হইয়াছে, সে তাহা পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৭১০ ইং।

ক্ষিপ্ত।

১। সম্পত্তি উদ্ধার জন্য নালীশ করিবার স্বত্ব থাকিলে, ১৮৫৮ সালের ৩৫ আইনানুযায়ী বিচারাধিকার জন্মে কি না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২৬৩ ইং।

২। এক উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি মিতাক্ষরাধীন অবিভক্ত পরিবারান্তর্গত ছিল। তাহার জামাতা ১৮৫৮ সনের ৩৫ আইন মতে তাহার সম্পত্তি এবং শরীর রক্ষার্থ তাহার পক্ষে একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করার প্রার্থনা করে। স্থির হইল যে, যে হেতু ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত ১১ বৎসর কাল পর্য্যন্ত পূর্ব্ব অভিভাবক গণের তত্ত্বাবধানে নির্ব্বিঘ্নে রহিয়াছিল, অতএব অন্য অভিভাবক নিযুক্ত করা বিধেয় নহে। আর ও স্থির হইল যে, ঐ ব্যক্তির কতক সম্পত্তি পৈতৃক সম্পত্তি বিধায়, ঐ ব্যক্তির কন্যা উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, কিন্তু অন্যান্য সম শ্রেণীর উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত সম্পত্তি তাহার পৃথক সম্পত্তি কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। সুতরাং এমতাবস্থায় আদালত কোন ম্যানেজার নিযুক্ত করিবেন না, কিন্তু ক্ষিপ্তের অভিভাবকগণ ঐ কন্যাকে অন্যান্য সম্পত্তির নিকাশাদি দিবেক। ইঃ লঃ রিঃ ৬ক ৫৩৫ ইং।

৩। ১৮৫৮ সনের ৩৫ আইন মতে কোন ব্যক্তি ক্ষিপ্ত বলিয়া সাব্যস্ত নাহইলে, সে স্বয়ং বা উকীল দ্বারা আদালতে উপস্থিত হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ক ২৪২ ইং।

৪। অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তি ডিক্রীজারী নিলামে বিক্রীত হইলে, উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি নিলাম ক্রেতা হইতে অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তি উদ্ধার করিতে সক্ষম নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ১৪৯ ইং।

৫। উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষিপ্ততা আজন্ম না হইলে, সে উত্তরাধিকারি হইতে বঞ্চিত হয়। যে শরিক দখলকার থাকা কালে উন্মাদ গ্রস্ত হয়, সে বিভাগের সময় নিজাংশ লইতে বঞ্চিত হইবেক। ঐ

৬। এক উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির স্ত্রী ও পুত্র ১৮৫৮ সনের ৩৫ আইনের ১ধারা মতে আবেদন করিলে,তাহার কন্যাগণ ঐ আবেদনের প্রতি আপত্তি করে। জজ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তমনা সাব্যস্ত করিয়া তাহার পুত্রকে অভিভাবক নিযুক্ত করেন। স্থির হইল যে, ১৮৫৮ সনের ৩৫ আইনের ২২ ধারা মতে কন্যাগণ আপীল করিতে স্বত্ববতী। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ২৬১ ইং।

৭। মিতাক্ষরা শাসনাধীন অবিভক্ত পরিবারস্থ কোন উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য নালীশ করিতে সক্ষম নহে, কারণ, মিতাক্ষরা শাস্ত্রমতে সে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত বিধায়,সেঐ সম্পত্তির কোন অংশ পাইতে, অথবা উহা বিভাগ করিয়া লইতে স্বত্ববান নহে। সে মাত্র ভরণপোষণ পাইতে স্বত্ববান। ইঃ লঃ রিঃ ৮ক ৯১৯ ইং।